মহানবী স্মরণিকা ১৪২১ হি./১৯২১-২০০০ খ্রী.

الرسائل
والوثائق والفرامين
لسيّد المرسلين (ص)

রসূলুল্লাহ্‌র (স) পত্রাবলীঃ সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ

সংকলন ও সম্পাদনায়ঃ
আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
আল-আযহারী

প্রকাশনায়ঃ
মহানবী স্মরণিকা পরিষদ
ইউ/১১ নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মহানবী স্মরণিকা ১৪২১ হি./১৯৯৯-২০০০ খ্রি.

রসূলুল্লাহ্‌র পত্রাবলী সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ

الرسائل والوثائق والفرامين
لسيّد المرسلين (ص)

সংকলন ও সম্পাদনায়ঃ
আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
আল-আযহারী

প্রকাশনায়ঃ
মহানবী স্মরণিকা পরিষদ
ইউ/১১ নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোনেঃ ৪১৬৫১১

প্রকাশকালঃ রঃ আউয়াল, ১৪২১ হি
জুন, ২০০০ খ্রি.

শুভেচ্ছামূল্যঃ (শোভন) ১২৫.০০
(সুলভ) ৮০.০০

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ

জনাব ই, এ, চৌধুরী
চেয়ারম্যান, পূবালী ব্যাংক লিঃ (সাবেক মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ)
জনাব কাজী মুফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ (এমপি), সাবেক ধর্মপ্রতিমন্ত্রী
জনাব আনোয়ার আহম্মদ, নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, আল-বারাকা ব্যাংক
জনাব মোঃ শোয়েব আহমদ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়
জনাব এম এ মোমেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস লিঃ ও টোকা ইকে বাংলাদেশ লিঃ

জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার (সংসদ সদস্য)
জনাব এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য, (অর্থ) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
জনাব নাসির এ, চৌধুরী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,গ্রীণ ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোঃ
জনাব মোঃ আশরাফুল হক
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এটলাস বাংলাদেশ
জনাব নূরুল ওহাব খোন্দকার
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, জীবন বীমা কর্পোরেশন
জনাব এস, এম, মুনিয়াম হোসেন
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিঃ
জনাব আজহারুল হক
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ওয়াসা
জনাব সিকান্দর হায়াত
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, তিতাস গ্যাস কোঃ লিঃ
জনাব আমীনুজ্জামান
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, উত্তরা ব্যাংক
হাকীম ইউসুফ হারুণ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াকফ)
জনাব শামসুল হক
সচিব, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
মীর মনীরুজ্জামান
ডেপুটি সেক্রেটারী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
হাফিয আবদুশ শাকুর
প্রোপ্রাইটার, হেজাজ ট্রাভেলস লিঃ পুরানা পল্টন, ঢাকা
হাফিয মওলানা মুরতাহিন বিল্লাহ্ জাসীর,
গবেষণা কর্মকর্তা, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, জেদ্দা
ডঃ এস এম হোসেন,
অধ্যক্ষ, ঢাকা ডেন্টাল হাসপাতাল

ডঃ এম, এস, আকবর (সংসদ সদস্য)
চেয়ারম্যান মহিলা ও শিশু বিষয়ক সংসদীয় কমিটি
অধ্যাপক সফিউর রহমান
সাবেক এম. ডি. এস, পি. এ. টি. সি. সাত্তার
জনাব ইজাদুর রহমান
সাবেক ডেপুটি গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক
কমোডর (অবঃ) আতাউর রহমান
চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ
জনাব মজীদ রহীমী, জেনারেল ম্যানেজার,
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিঃ
সৈয়দ সালাহউদ্দীন হায়দর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
জনাব আব্দুল কাদের সরকার
পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
জনাব খান মোঃ বেলায়েত হোসেন (যুগ্মসচিব)
সদস্য, প্রশাসন ও ভূমি, রাজউক
ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সাত্তার
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইষ্টার্ণ টিউবস লিঃ
জনাব মীর্জা আবদুল মতীন
অর্থ পরিচালক, বি, সি,আই, সি.
জনাব উবায়দুল কবীর খান
জেনারেল ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন লিঃ
আলহাজ্ব শিহাবউদ্দীন মুন্সী
প্রস্তুতকারক, জেব্র প্রিন্ট শাড়ী, ইসলামপুর, ঢাকা
কবি মাহমুদ লশকর, (অবসরপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক)
জনাব ফরহাদ আলী
সাবেক অতিরিক্ত প্রধান হিসাবরক্ষক, (পূর্ত,পানি ও বিদ্যুৎ)
জনাব মোঃ শফিউল আলম
সিনিয়র এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী (কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

শুকরিয়া

উন্নত ছাপা বাঁধাই হচ্ছে প্রকাশনার মানোত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বশর্ত, কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে আমরা আমাদের প্রকাশনাকে এ পর্যন্ত মানোত্তীর্ণ করতে সমর্থ হইনি। দি পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা জগতের অন্যতম অগ্রপথিক জনাব এম. এ মোমেন এবার নিজ দায়িত্বে ও নিজব্যয়ে আমাদেরকে সে কাজটি করে দিয়েছেন। এ জন্য তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শুকরিয়া। আল্লাহ তাঁকে এর পূর্ণ জাযা দান করুন! আমীন!!

www.pathagar.com

الاهداء

يقول الحكماء: النحل يبنى القفير وهو في بنائه يحتاج إلى جهد يمكن به طواف كرة الارض به خمس مرات،

أحسب في بناء مكتبة معمورة بكتب قيمة يحتاج بانيه إلى جهد يمكن به طواف كرة الأرض عشر مرات ،

إنى سعيد جدا بلقاء شخصيتين النحليتين العظيمتين فى طفولتي وكهولتي في قارتين عظيمتين آسيا وافريقا وفزت بنيل شفقتهما، قد تأثرت بهما اثرا قويا، أحد هما بانئ مكتبة مجلس الأدباء المسلمين في مولدي سلهت بنغلاديش (احدى مسيرة ابن بطوطة الراحل العظيم) محمد نور الحق المرحوم وثانيهما المهندس شيخ محمد إبراهيم المؤقر فى القاهرة قد تشرفت بلقائه حينئذ كنت فى جامعة الازهر الشريف فى ١٩٨٦م أطال الله عمره ، وهو بانئ مكتبة سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فى دمرداس بالقاهرة .

إنى أحب أن انتسب كتابي هذا "الرسائل والوثائق والفرامين لسيد المرسلين (ص)" باسمائهما .

عبد الله بن سعيد جلال آبادى

١٢ ربيع الأول ، ١٤٢١ هـ

উৎসর্গ

জ্ঞানী-গুণীগণ বলেন, একটি মৌচাক গড়তে মৌমাছিকে যে পরিমাণ শ্রম দিতে হয় তাতে অনায়াসে গোটা পৃথিবী পাঁচবার ঘুরে আসা যায়।

আমার বিশ্বাস, মূল্যবান পুস্তকে পরিপূর্ণ একটি পাঠাগার গড়ে তুলতে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয় তাতে গোটা পৃথিবী অনায়াসে দশবার ঘুরে আসা যায়।

আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে আমি আমার শৈশবে-কৈশোরে এবং প্রৌঢ়ত্বে এমনি দুজন মহান মাধুকরী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ, সাহচর্য ও স্নেহ- বাৎসল্য লাভে ধন্য হয়েছি পৃথিবীর বৃহত্তম দুই মহাদেশ এশিয়া ও আফ্রিকায়। এঁরা আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছেন।

তাঁদের একজন হচ্ছেন আমার জন্মভূমি বাংলাদেশের সিলেটের-যেখানে একদা বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ইবনে বতূতা পদার্পন করেছিলেন-কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক জনাব মওঃ মোঃ নূরুল হক মরহুম আর অপরজন কায়রোর দমিরদাসে অবস্থিত সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ মুস্তফা পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার শায়খ ইব্রাহীম - ১৯৮৬-৮৭ সালে আমার জামে আযহারে অবসস্থানকালে যাঁর সাক্ষাত ও আতিথ্য লাভের সুযোগ আমার ঘটেছিল।

আমি এই পুস্তকটি তাঁদের দু'জনের নামে উৎসর্গ করছি।

- আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

১২ রবিউলআউয়াল, ১৪২১ হিজরী

www.pathagar.com

বিপ্লবাত্মক সে মহাবাণী

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَنْتُمُ الْاَ عْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

"তোমাদের ঈমান যদি কো রয়
জয় হবে তবে সুনিশ্চয়।"

(আল কুরআন ৩ ঃ ১৩৯)

মহানবী (স) একদা বলেন ঃ

আমি তোমাদেরকে এমন একটি বাণীর কথা বলবো যা গ্রহণ করলে গোটা আরব জাতি তোমাদের পদানত হবে আর অনারবরা তোমাদেরকে রীতিমত জিযিয়াকর দেবে। তখন সকলে উদ্বেলিত হয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হলো এবং বল্লোঃ মাত্র একটি কথা? এমন হলে তো আমরা আপনার দশটি কথাও মানতে প্রস্তুত রয়েছি।

আবূ তালিব অগ্রসর হয়ে বল্লেন ঃ বল ভাতিজা বল, সে মহাশক্তিধর বাক্যটি কী?

মহানবী (স) বল্লেন ঃ لا اله الا الله (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)

"আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।"(মুসনাদে আহ্মদ ও নাসাঈ)

আল্লাহর সে ওয়াদা মহানবী (স) এর সে আশ্বাসবাণী যে কত সত্য ছিল, এ পুস্তকের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, মহানবী (স) এর জীবদ্দশায় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আরব জাতি মুসলমানদের পদানত হয়েছে, অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া দিয়েছে।

ইসলামের সে বিপ্লবী শক্তি আজো ফুরিয়ে যায়নি। প্রয়োজন কেবল সে প্রবল বিশ্বাস ও উন্নত চরিত্রের। তাই আল্লামা ইকবালের ভাষায় দোয়া করি ঃ

ائے رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنّا دے
جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے

"মুসলমানের দেলে প্রভো দাও ফিরে সে জিন্দা প্রাণ
তপ্ত হবে কাল্ব তাহার উষ্ণ হবে হৃদয়খান।"

www.pathagar.com

সূচীপত্র

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা ---------- ২
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ঃ নবুওতী মিশনের অনন্যতা,
পূর্ণতা ও আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণ ---------- ৫
রাজ-রাজড়দের দরবারে মহানবী (স)-এর পত্র প্রেরণের পটভূমি ---------- ১৭
আংটি ও সীলমোহর- আংটিরক্ষক কে ছিলেন? ---------- ২০
পত্রগুলোর প্রামাণ্যতা ---------- ২০
সম্বোধনের ধরন ও তার প্রতিক্রিয়া ---------- ২২
পত্রগুলোর প্রাপক ও দূতগণ ---------- ২৪
আবিসিনিয়ার নাজাশী আসহামের নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র ----- ২৫
নাজাশীর দরবারে মহানবীর দূত আমর ইবনে উমাইয়ার ভাষণ ---------- ২৬
নাজাশীর জবাবী পত্র ---------- ৩০
নাজাশীর নামে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দ্বিতীয় পত্র ---------- ৩২
দ্বিতীয় নাজাশীর নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র ---------- ৩৫
রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র ---------- ৩৮
রোমক সম্রাটের দরবারে মহানবীর দূতের ভাষণ ---------- ৪১
পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ ও শাহাদত বরণ ---------- ৪২
হিরাক্লিয়াস ও আবূ সুফিয়ানের কথোপকথন ---------- ৪৩
নবুওত সম্পর্কে রোম সম্রাটের স্বীকারোক্তি ---------- ৪৫
রোমক সম্রাটের দূতের ঘটনা ---------- ৫২
মেরাজের সত্যতার একটি প্রমাণ ---------- ৫৪
একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ রোমের রাজপ্রাসাদে মহানবীর কল্পচিত্র ---------- ৫৫
রাসূলুল্লাহ্র পত্রের প্রতি কায়সরের সম্ভ্রমবোধ ---------- ৫৬
রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ---------- ৫৬
রোমক সম্রাটের শেষ উপদেশ ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ---------- ৫৭
ইরানের শাহানশাহে খসরু পারভেযের নামে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র ------- ৫৮
পারস্যের রাজ-দরবারে মহানবীর দূতের ভাষণ ---------- ৬১
মহানবীকে গ্রেফতারের জন্য মালিক বাযানের বাহিনী প্রেরণ ---------- ৬৩
মহানবীর দরবারে পারসিক দূত ---------- ৬৩
কাসেদের প্রতিবেদন ও মালিক বাযানের ইসলাম গ্রহণ ---------- ৬৬
কিস্বরার জবাব ও হুযুর (স)-এর পত্র নষ্ট করা সংক্রান্ত ভ্রমপ্রমাদ --------- ৬৮

www.pathagar.com

শাহে হরমুযানের নামে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র ---------- ৬৯
মুসলমানদের রামহরমুয বিজয় ও হরমুযানের ইসলাম গ্রহণ ---------- ৬৯
হযরত উমর (র) ও হরমুযানের ঐতিহাসিক কথপোকথন ---------- ৭১
মিসররাজ মুকাওকিস বিন য়ামীনের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র --------- ৭৩
পত্র প্রেরণের প্রেক্ষাপট ---------- ৭৪
মুকাওকিসের দরবারে মহানবীর দূত হযরত হাতিবের ভাষণ ---------- ৭৭
মহানবীর সত্যতা সম্পর্কে মুকাওকিসের স্বীকারোক্তি ---------- ৭৮
নবী করীম (স)-এর নামে মুকাওকিসের জবাবী পত্র ---------- ৭৯
মাবূরের নিষ্কাম প্রেম ও নবীকরীমের মানবসুলভ ক্রোধ ---------- ৮২
বৈরী ভাবাপন্ন মুগীরা ও মুকাওকিসের কথোপকথন ---------- ৮২
মুগীরার ভাবান্তর ও খ্রীষ্টান পাদ্রীর সাথে তাঁর কথোপকথন---------- ৮৪
'বিজ্ঞজন প্রেরিত বিজ্ঞদূত' ---------- ৮৫
'কিবতী জাতির মহান নেতা ---------- ৮৬
মুকাওকিসের সন্ধি ও আনুগত্য ঃ মিসরের পতন ---------- ৮৬
বাহ্রায়ন- অধিপতি মুনযির ইবনে সাওয়ার নামে ---------- ৮৮
মুনযিরের প্রতি মহানবীর দূতের উপদেশ ও তার প্রতিক্রিয়া---------- ৯২
বাহ্রায়নের আরেক সর্দার হেলাল ইবন উমাইয়ার নামে ---------- ৯৬
হিজর অধিপতি উসায়বখতের নামে ---------- ৯৮
ওমানের রাজন্যদ্বয়ের নামে রসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র ---------- ৯৯
দূত আমর ও ওমানের রাজা আবদের কথোপকথন ---------- ১০০
ইয়ামানের বাদশাহ হাওযার নিকট রাসূলুল্লাহ্র (স)-এর পত্র ---------- ১০৩
হাওযার প্রতি খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের সতর্কবাণী ---------- ১০৪
মুসায়লামা কায্যাবের কাছে ইসলামের দাওয়াত ---------- ১০৪
সিরিয়া-অধিপতি হারিছ ইবনে আবি শুমরের নামে-রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র -- ১০৭
সিরিয়ার-গোত্রপতি (স)-এর নামে পত্রপ্রেরণের পটভূমি ---------- ১০৮
দাওমাতুল জন্দল অধিপতি উকায়দিরের নামে- ---------- ১১১
বালকার বাদশাহ্ ফারোয়ার প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র ---------- ১১৪
য়ুহান্না বিন রূবা ও আয়লার সর্দারদের নামে রসূলুল্লাহ্র পত্র ---------- ১১৬
হাদ্রামাউতের সর্দারদের নামে রাসূলুল্লাহ্র পত্র ---------- ১২০
ইয়েমেনে পারসিক প্রভাব ও নাবা বংশের রাজত্ব;---------- ২২১

www.pathagar.com

বিভিন্ন গোত্রপতির নামে মহানবীর পত্র প্রেরণের পটভূমি ---------- ১২১
ওয়ায়েল বিন হুজর ---------- ১২২
ওয়ালের বিন হুজর ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) ---------- ১২৫
হিম্‌য়ারী বাদশাহ্‌দের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র ---------- ১২৭
আবূ যাব্‌য়ান উযদীর নামে রাসূলুল্লাহ্‌র দাওয়াতী পত্র ---------- ১২৯
রোমের পোপকে লিখিত হযরতের পত্র ---------- ১২৯
ইহুদী জাতির প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র ---------- ১৩১
বনি হারিছার প্রতি মহানবীর পয়গাম ---------- ১৩৩
বনি আযূরার নামে- বনি ওয়েলের সর্দারদের নামে ---------- ১৩৫
নাহ্‌শাল ইব্‌ন মালিকের নামে ---------- ১৩৫
বনি যুহারর গোত্রের নামে ইসলামের দাওয়াতপত্র ---------- ১৩৬
বনূ গিফারকে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফরমান ---------- ১৩৭
বুদায়ল ইবন ওরকার নামে ---------- ১৩৯
তেহামার পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের নামে ---------- ১৪০
বনি নাহাদের নামে ---------- ১৪১
যুল-গুস্‌সা কায়সের নামে- কালব গোত্রের বিন জিনাবের নামে -------- ১৪২
রবীয়া বিন যী-মারহাবের নামে ---------- ১৪৩
আমর বিন মা'বাদ আল-জুযামীর নামে ---------- ১৪৪
আমর ইবন মুর্রা জুহানীর নামে ---------- ১৪৫
হামদানের গোত্রপতি উমায়র যী-মারানের নামের রাসূলূল্লাহ (স)-এর পত্র --- ১৪৭
আসলাম গোত্রের নামে- বনুযাম্‌রার প্রতি ---------- ১৫২
খায়বারের ইহুদীদের নামে রাসূলুল্লাহর ফরমান ---------- ১৫২
রিফাআ ইবন যায়দ জুযামীর নামে- যুমায়রা লায়ছীর নামে ---------- ১৫৫
সাহাবী আবূ দু'জানার প্রযত্নে জিনদের নামে রাসূল (স)-এর পত্র ---------- ১৫৯
রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে খালিদ বিন ওলীদের পত্র ---------- ১৬১
খালিদ বিন ওলীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌র ফরমান ---------- ১৬৩
তামীমুদ দারীর নামে রাসূলুল্লাহ্‌র ফরমান ---------- ১৬৩
হুদায়বিয়ার সন্ধিখ্যাত সুহায়ল বিন আমবের নামে ---------- ১৬৫
মু'আয বিন জবলের প্রতি রাসূলুল্লাহর সান্ত্বনাপত্র ---------- ১৬৮
আবূ জাহ্‌লের নামে মহানবীর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ---------- ১৭০
অজ্ঞাতপরিচয় প্রাপকের উদ্দেশ্যে- ---------- ১৭১
হযরত ফাতিমা (রা)-কে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ্‌র চিরকুট ---------- ১৭২

www.pathagar.com

মহানবীর সন্ধিচুক্তি

মদীনা-সনদ: পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র ---------- ১৭৩
হুদায়বিয়ার সন্ধি ---------- ১৭৯
নাজরান চুক্তি ---------- ১৮১
নাজরানের প্রধান বিশপের নামে রাসূলুল্লাহ্‌র(স)-এর পত্র ---------- ১৮৪
মহানবীর দরবারে খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদল ---------- ১৮৬
মুবাহিলার নির্দেশ ও খ্রীষ্টানদের পশ্চাদপসরণ ---------- ১৮৬
তায়েফবাসী ছাকীফ গোত্রীয়দের সাথে চুক্তি ---------- ১৯০
আকবর ইব্‌ন আবদুল কায়েসকে প্রদত্ত সনদপত্র ---------- ১৯৫
খালিদ বিন যিমাদ আল-আবূদীর নামে ---------- ১৯৬
বাহ্‌রায়নবাসীদের নামে রাসূলুল্লাহ্‌র পত্র ---------- ১৯৭
আযরূহবাসীদের নামে রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর ফরমান ---------- ১৯৮
বনূ গাদিয়ার ইহুদীদের নামে ফরমান ---------- ১৯৮
বনী উরায়যের ইহুদীদের নামে ফরমান ---------- ১৯৯
খ্রিষ্টান জাতির প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফরমান ---------- ২০০
জিযিয়া কর সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন ---------- ২০৩
জিযিয়া ও যাকাতের তুলনামূলক হার ---------- ২০৪
ইয়েমেনের সর্দারদের নামে ফরমানপত্র ---------- ২০৫
ইয়েমেনের গভর্নর আমর বিন হাযমের নামে ---------- ২০৭
ইয়েমেনের যুরআ ইব্‌নে যী-ইয়াযানের নামে ---------- ২১১

মহানবীর ফরমানসমূহ

হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-এর নামে ---------- ২১৩
বনিল হারিছ গোত্রের নামে ---------- ২১৪
হেরাম বিন আব্‌দ আস-সুলামীর নামে- সাঈদ ইবন সুফিয়ানের নামে ------ ২১৪
উৎবা ইব্‌ন ফারকাদের নামে- বিলাল বিন হারিছ আল মুযানীর নামে -------- ২১৪
মুত্তারিফ ইব্‌ন কাহিন আল-বাহিলীর নামে ---------- ২১৫
মুজা'আ ইব্‌ন মারারা আসলমীর নামে ---------- ২১৬
খসরু পারভেজের নামে নবী করীম (স) -এর পত্রপ্রাপ্তির চাঞ্চল্যকর তথ্য ---- ২১৭
রসূলুল্লাহ (স)-এর বিভিন্ন পত্রের আলোক চিত্র ---------- ১৫,১৬,২৩, ১১২
গ্রন্থপঞ্জী ---------- ২২৭

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মহানবী স্মরণিকার তৃতীয় বার্ষিক সংখ্যারূপে ১৪০০হিঃ/১৯৮০ সালে প্রকাশিত "রসূলুল্লাহ (স.) এর পত্রাবলী" এর তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখতে কলম ধারণ করে রব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। পাঠক শুনে খুশী হবেন, ইতিমধ্যেই বইটির নাম "বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষে" স্থান পেয়েছে। পুস্তকখানা প্রকাশের প্রায় সাথে সাথে মাসিক 'বই' এর প্রশংসা করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাপ্তাহিক 'অগ্রপথিকে'ও এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। শুধু কি তাই? ১৪০৫ হিজরীতে (১৯৮৫ইং) তার ইংরেজী ভাষ্যটি ও প্রকাশিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে পর্যন্ত পৌছে যায়। করাচীর সিদ্দীকী ট্রাষ্ট তা পুনর্মুদ্রণ করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি নিজে ১৯৮৬ সালে যখন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াতে কায়েরোতে যাই তখন এর বেশ কিছু কপি সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী আমার সহানুধ্যায়ী ইমামগণ-যাঁরা কায়রোর বিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ইসলামী দাওয়া বিভাগের ইমামট্রেনিং প্রোগ্রামে আমার মত শামিল হয়েছিলেন- নিজ নিজ ভাষায় এর অনুবাদ করবেন বলে নিয়ে যান। ১৯৯৪ সালে যখন দ্বিতীয়বার হজ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র হেরেম শরীফ যিয়ারতের তওফীক দেন, তখন কা'বা শরীফেই পাকিস্তানের শিয়ালকোটের বিখ্যাত জিন্নাহ্ ইসলামিয়া কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল আব্দুল জব্বার শেখ তা' উর্দুতে অনুবাদ করার আগ্রহ ব্যক্ত করে আমার নিকট থেকে এর কপি নিয়ে যান। আমি তা'পাঞ্জাবী ভাষায়ও অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি তাতে সম্মত হন। এ ছাড়া মক্কা শরীফের মুয়াল্লিম মরহুম মক্কী রেদওয়ানের পুত্র সিলেটী মায়ের সন্তান মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্নেহাস্পদ বেজদী মুহাম্মদ চৌধুরী ও তা আরবীতে অনুবাদ করার কথা বলে নিয়ে যায়। কায়রোর বিখ্যাত লেখকও পন্ডিত ইমাম ট্রেনিং প্রোগ্রামের আমাদের উস্তাদ ডক্টর আহমদ শালাবী অতি সংক্ষিপ্ত একখানি নবীকরীম (স) এর পত্রাবলী জাতীয় পুস্তক আরবীতে লিখেছিলেন। আমার পূর্ণ ইংরেজী পুস্তকটি দেখে তিনি এতই প্রীত হন যে, অভিভূত হয়ে বলেন-'আপনি সত্যিই একজন মুমিন'। আমার বিশ্বাস, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেজদী তা অনুবাদ না করলেও ডক্টর আহম্দ শালাবী নিশ্চয়ই তা অনুবাদ করে বাজারজাতও করে ফেলেছেন। কেননা, তিনি অক্সফোর্ডের ডক্টর এবং ইংরেজী, আরবী ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় তাঁর প্রচুর পুস্তক রয়েছে। কায়রোর বিখ্যাত সাইয়্যিদিনা মুহম্মদ মোস্তফা (স.) লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার শায়খ ইব্রাহীম আমার পুস্তকটি দেখে এতই খুশী হন যে, বেশ কয়েক হাজার টাকার আরবী বহুমূল্য পুস্তকাদি তিনি আমাকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন। লণ্ডনের বিখ্যাত বৃটিশ লাইব্রেরী এবং সৌদী আরবের দাম্মাম পেট্রোলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে এর কপি পৌঁছলে উভয় লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আমাকে পত্র লিখেন। বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় লেখক আলেম ও চিন্তাবিদ হযরত মওলানা সাইয়েদ আলী হাসান নদভী (র)ও ঢাকায় যখন শেষবার আসেন তখন আমার এ পুস্তকখানির প্রশংসা করে

www.pathagar.com

আমাকে উৎসাহিত করেন।

এমন একটি পুস্তক দীর্ঘদিন ধরে বাজারে নেই অথচ এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। নবী করীম (স) এর জীবনের একটি বিশেষ দিকের সুন্দর অলেখ্যরূপে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এ পুস্তকটি পুনরায় প্রকাশ করতে পেরে সত্যিই আমি আনন্দিত। দেশ বিদেশের সহৃদয় পাঠকবর্গ এ পুস্তকটির প্রতি যে আন্তরিক আবেগ-অনুভূতি দেখিয়েছেন, তা' আমার জন্য অতি তৃপ্তিদায়কও বটে, কিন্তু তা'মোটেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। যেখানে আরবী কবি বলেনঃ

লাইলীর শহরে আমি চুমু খাই প্রাচীরে প্রাচীরে,
প্রাচীরে চুমিনা আমি চুমি শুধু লাইলীর স্মৃতিরে।

সেখানে মহানবীর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত এ পুস্তকাখানি নবী প্রেমিকদের কাছে সমাদৃত হবে তাতে বিস্ময়ের কী আছে?

বর্তমান সংস্করণে রাসূলুল্লাহ্‌র গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি চুক্তি ও ফরমানসমূহ সহ আরো অনেকগুলো পত্র সংযোজিত হওয়ায় পূর্বের তুলনায় এর উপাদেয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা নিঃসন্দেহে অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তির প্রেক্ষিতে পুস্তকের শিরোনামেও ব্যাপকতা এসেছে এবং এর নতুন শিরোনাম হয়েছে 'রসূলুল্লাহ্ (স) এর পত্রাবলী, সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ'। আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে পরবর্তী সংস্করণে আরো উন্নত ছাপা কাগজে অধিকতর তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ করে উপস্থাপনের আশা রইলো।

এ ব্যাপারে সহৃদয় পাঠকবৃন্দের যে কোন পরামর্শ ও সহযোগিতা সাদরে গৃহীত হবে।

দূরে অবস্থানরত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে প্রত্যেক পাঠক অন্ততঃ একটি করে কপি উপহারস্বরূপ প্রেরণ করে এ মহান প্রচারকার্যে তাঁদের ন্যূনতম ভূমিকা রাখতে পারেন। বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ পুস্তিকাটি দ্রুতপাঠ্য রূপে পাঠ্যভুক্ত করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ উপহার পুস্তকরূপে পুস্তকটিকে নির্বাচন করেও এর বহুল প্রচারে তাঁদের ভূমিকা রাখতে পারেন।

পুস্তকটির প্রস্তুতিতে অসংখ্য কিতাবের সাহায্য নিতে গিয়ে রাতের পর রাত শয্যা দখল করে রেখে (কেননা, টেবিলে স্থানসঙ্কুলান হতো না) সহধর্মমিণী বেগম উম্মে হানীফ এবং কিতাবসূমহের বরাত সংযোজন করতে গিয়ে নাবীল কমপ্লিটার্স এর সত্তাধিকারী মাওলানা শামাউন আলীকে যে পরিমাণ বিরক্ত করেছি, তাতে অনেক সময় নিজের বিবেকেও খুব লেগেছে। পুস্তকখানা প্রকাশের শুভ মুহূর্তে আমি মহানবী স্মরণীকা পরিষদের মহানুভব পৃষ্ঠপোষকগণের সাথে সাথে উক্ত দু'জনের অপরিসীম সহিষ্ণুতার কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম ও অবদান আল্লাহ্ কবুল করুন! এবং আমাদের সকলকে প্রিয় নবীর মিশন যথার্থ গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে বিশ্বব্যাপী তা'ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে আরো বেশী অংশ গ্রহণের তৌফিক দান করুন! আমিন !!

তাং ১২ রবিউল আউয়াল ১৪২১হি.
মোতাবেক ১৫ই জুন, ২০০০ খ্রী.
বি-১৪ ডি/১০ শাহজাহানপুর
সরকারী অফিসার্স কলোনী, ঢাকা-১২১৭

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
ইমাম, বাংলাদেশ সচিবালয় মসজিদ
ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

নবুয়তী মিশনের অনন্যতা, পূর্ণতা ও আর্ন্তজাতিকতায় উত্তরণ

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে লাখো শোক্‌রিয়া। তাঁর অপার করুণায় মহানবী স্মরণিকার তৃতীয় সংখ্যা" "রসূলুল্লাহ্ (স.) এর পত্রাবলী সংখ্যা" রূপে প্রকাশের তওফীক তিনি আমাদেরে প্রদান করলেন আর এর দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমনি একটি অভাব পূরণ হলো-যা' এপর্যন্ত কেউই পূরণ করতে এগিয়ে আসেননি।

নবীজীবনের এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর নবুওতী জীবনের দীর্ঘ তেইশটি বছরের এত খুঁটিনাটি ব্যাপারও আমাদের মুহাদ্দিছীন, ইতিহাসলেখক ও সীরতবেত্তাগণ সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন যে, তাঁর নামে প্রচারিত মিথ্যা ও মনগড়া ব্যাপারসমূহ পর্যন্ত তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করে এর বাছবিচার করেছেন। এমন কি এর বর্ণনা প্রদান ও বাছবিচারের কার্যেই যাঁরা জীবনপাত করে গেছেন, 'আস্‌মাউর রিজাল' নামে এমন এক লাখ লোকের জীবনবৃত্তান্তও মহানবীর পবিত্র বাণীর সাথে সাথে ইতিহাসে সুসংরক্ষিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এর দ্বিতীয় একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন মহাপুরুষের পত্রাবলী ও তার পাঠসমূহ যে আজ দেড়হাজার বছরের ব্যবধানেও অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকবে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

গোড়া থেকেই খোদায়ী বিধান চলে আস্‌ছে, যে যুগের যে দেশের লোক যে ব্যাপারে যত বেশী দক্ষ, সে দেশে সে যুগে প্রেরিত নবীকে আল্লাহ তাআ'লা সমসাময়িক যুগের লোকদের চাইতে উন্নততর মু'জিযা বা অলৌকিক শক্তি প্রদান করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মূসা (আ.) যে যুগে নবীরূপে প্রেরিত হন তখন যাদুচর্চার যুগ; তাই মূসা (আ.) কে আল্লাহ তাআ'লা এমন এক মু'জিযা দান করলেন যে, তাঁর হাতের লাঠি মুহূর্তে মস্তবড় অজগরের রূপ ধারণ করতো আর তিনি হাতে নেওয়ামাত্র নিমিষে আবার তা' তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতো। যাদুকরদের ভোজবাজীর লাঠি-সাপগুলোকে আল্লাহ্‌র নবী মূসার লাঠি-অজগর গোগ্রাসে গিলে ফেল্‌লো! অনুরূপভাবে ঈসা (আ.) যে যুগে আবির্ভূত হন সে যুগটি ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগ। তাই ঈসা (আ)-কে আল্লাহ এমনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করলেন যে, কুষ্ঠরোগীকে তিনি ছুঁয়ে দিলে কুষ্ঠরোগী চোখের পলকে সুস্থ হয়ে উঠতো! এমন কি মৃত ব্যক্তিকে পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে পুনর্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হতেন।

ইসলামের নবী, কোরআনের নবী এলেন এমনি এক যুগে-যে যুগটিকে বলা হয়ে থাকে জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগ। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগকে সম্মুখে রেখে তাঁর আবির্ভাব। এ যুগে অসির চাইতে মসীই বরং সমধিক কার্যকরী শক্তি। বুলেটের চাইতে ব্যালটই বরং অধিকতর ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানকারী, আর এই বুলেটের শক্তি একান্তই জনমতের উপর নির্ভরশীল। জনমত সৃষ্টি হয় প্রচারের দ্বারা আর প্রচার নির্ভরশীল কলমের শক্তি কার কত বেশী তারই উপর। তাই যে জাতির সাহিত্য যত উন্নত, বিশ্বসভায় তাদের মর্যাদার আসনও তত উচ্চে।

www.pathagar.com

ওদিকে আরবের লোকদের একটা গর্ব ছিল তাদের বাগ্মিতা ও বাকপটুতা। স্বয়ং আরব ও আজম নামকরণের মধ্যেই রয়েছে তাদের এ অহমিকাবোধের পরিচয়! আরব মানে বাক্‌পটু বাগ্মী আর আজম হচ্ছে বাক্‌হীন-বোবা। গোটা বিশ্বের লোককে আরবরা ভাবতো বাক্‌হীন, সাহিত্যহীন, ভাষাজ্ঞান-বিবর্জিত আকাট মূর্খ বলে। তাই আরব ছাড়া অন্য কোন ভাষাভাষী নবী হলে অথবা আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষার খোদায়ী কিতাব হলে তা' হতো আরবদের উপেক্ষা আর উন্নাসিকতার সহজ শিকার।

তাই আল্লাহ্ তাআ'লা রসূল পাঠালেন তাঁদেরই মধ্য থেকে।(رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِهِمْ)

আর কোরআন নাযিল করলেন তাঁদেরই ভাষা আরবীতে। (قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا)

এই কোরআনের প্রথম বাণী হলো "ইক্‌রা"-পড়।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَق - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ - اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ -عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

"পড় তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিন্ড থেকে। পড় এবং তোমার মহিমান্বিত প্রভুর নামে-যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি জ্ঞানদান করেছেন সেই সব বস্তুর যা সে জানতো না"।

৯৬ সূরা আলাক ১-৫

"পড়" আদেশ আর কলমের দ্বারা জ্ঞানদানের মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে সূরা আলাকে নিজের পরিচয় দানকারী মহিমান্বিত আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করলেন, তার নাম হলো কোরআন-'বহুলপঠিত গ্রন্থ'। নাযিল হওয়ার পরক্ষণ থেকে আজ পর্যন্ত এত বহুলপঠিত এমন কি এর এক শতাংশ পঠিত, পাঠিত ও আলোচিত কোন কিতাবের সন্ধানও পাওয়া যায় না। যুগে যুগে কোরআন কণ্ঠস্থকারী লক্ষ লক্ষ হাফিযের কথা না হয় বাদই দিলাম। কেননা, এ বৈশিষ্ট্যের কথা পৃথিবীর অন্য কোন জাতি কল্পনাও করতে পারে না।

বাকপটুতা ও কাব্যসাহিত্যের জন্য গর্বিত আরব জাতি তথা গোটা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করা হলোঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

" আমার বান্দার প্রতি আমি যা" নাযিল করেছি তাতে তোমাদের মনে কোন সংশয় সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা লিখে নিয়ে এসো দেখি? আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের যত দেবদেবী আছে, তাদের সকলের সহযোগিতাও তোমরা তাতে গ্রহণ কর; যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো"। (২ সূরা বাকারা ঃ ২৩)

কোর'আনের নবীকে পাগল ও যাদুকর প্রতিপন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাঁর প্রতিপক্ষ বাকপটুতার জন্য গর্বিত কাব্য ও সাহিত্য-জগতের দিকপালরা; কিন্তু এ ছোট্ট চ্যালেঞ্জটার মোকাবেলার সাহস পেলোনা কেউ কোনদিন। আজও আরবী কাব্য-সাহিত্যের নামকরা অনেকেই ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। বিখ্যাত সব আরবী অভিধান তাদেরই প্রণীত ও সঙ্কলিত; কিন্তু কেউ আজো সাহস করে না কোরআনের এ চ্যালেঞ্জের

www.pathagar.com

মোকাবেলা করার যা' শৈশবে আধুনিক যুগের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত এক উম্মী নিরক্ষর নবীর মুখ দিয়ে আজ থেকে সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর পূর্বে উচ্চারিত হয়েছিল!

দেড় হাজার বছর আগের দুনিয়ায় কাগজ-কলম, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কীই বা ছিল? আরবের মতো উষর মরুর দেশে আজকের এই আধুনিক যুগেই বা বিদ্যাচর্চার তেমন কী ব্যবস্থা আছে? এমনি এক দেশে এমনি এক যুগে আবির্ভূত হলেন ইসলামের তথা বিশ্বমানবতার নবী আর তাঁরই কাছে নাযিল হলো প্রথম প্রত্যাদেশ-ইক্‌রা-পড়, তাঁরই মুখে ঘোষিত হলো কোরআনের বাণীঃ

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ-

"যারা জ্ঞানবান আর যারা জ্ঞানবান নয় তারা উভয়ে কি সমান?"(যুমার ৩৯:৯)

তিনি বললেন ঃ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

- "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।"

নবীরসূল মহাপুরুষ অনেকেই এসেছেন এ বিশ্বে। যুগে যুগে নবী রসূলগণের পদচারণায় মুখর রয়েছে বিশ্বের জনপদসমূহ। আল-কোরআনের ভাষায় ঃ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ(লি কুল্লি কাওমিন হাদ্)- "প্রত্যেক জাতির জন্যেই রয়েছেন হেদায়েতকারী-পথনির্দেশকারী।" (সূরা রা'আদ ১৩ঃ৭)

কিন্তু তাঁদের অনেকের মিশনই সীমাবদ্ধ রয়েছে তাত্ত্বিক আলোচনায়। এমন কি অনেকের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী উম্মতদলও ছিলেন না। দ্বীনের প্রচার থেকে প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উত্তরণের সুযোগ হয়ে উঠেনি অনেকেরই জীবনে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শেষ ও সেরা নবী শুধু দ্বীনের প্রচারই করে যাননি, দ্বীনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্যই ছিল তাঁর আবির্ভাব। আল-কোরআনের ভাষায়ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

" তিনি (আল্লাহ্) সেই পবিত্র সত্ত্বা, যিনি রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন- যাতে করে তিনি তাকে সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের উপর বিজয়ী করেন- যদিও আংশিবাদিরা তা'অপসন্দ করে।" (সূরা সফ ৬১ঃ ৯)

সত্যি সত্যি আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে রীতিমত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানসমূহকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পর্যন্ত কার্যকরী করার পূর্ণ সুযোগ প্রদান করেন। আর সেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তিনি তাঁর দাওয়াতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করারও সুযোগ লাভ করেন। রসূলুল্লাহ্‌র দূতগণ তৎকালীন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় রোম ও ইরানের রাজদরবারে পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়ে আসেন। এভাবেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় তবলীগ বা ধর্মপ্রচারের নবুওতী মিশন। আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা তারই এক প্রামাণ্য আলেখ্য। এ আলেখ্য অঙ্কনে আমরা পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছি এ দাবী আমাদের নয়, তবে এ ব্যাপারে আমরা যে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি, তা' আমাদের পাঠকগণও যে উপলব্ধি করবেন, এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ প্রত্যয়

www.pathagar.com

রয়েছে। সহৃদয় পাঠকবর্গের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকগণের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকলে এই ক্ষেত্রে আমরা আরো অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে চাই। বাকী আল্লাহ্‌র মর্জি।

ইসলাম যে সর্বোত্তম ধর্ম এবং আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দ্বীন এ ব্যাপারে কোরআনে বিশ্বাসী সকলেই পূর্ণ একমত। দ্বীনের তবলীগ যে মুসলিম জাতির প্রতি অর্পিত একটি গুরুদায়িত্ব, এ ব্যাপারেও কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কেননা, আল-কোরআনে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

"তোমরাই হচ্ছো সর্বোত্তম জাতি-সমগ্র মানবজাতির জন্য তোমাদের নির্গমন (সৃষ্টি), তোমরা ন্যায় ও সত্যের আদেশ তথা প্রতিষ্ঠা করবে, অন্যায় অসত্য থেকে মানুষকে বারণ করবে তথা বাতেলের উচ্ছেদ সাধন করবে, এবং আল্লাহ্‌র প্রতি থাক্‌বে তোমাদের অটল ঈমান।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ১১০)

সত্যের আদেশ ও অসত্যের এই প্রতিবাদ জ্ঞাপনের পন্থাপদ্ধতি ও পরিসর আজ বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাথে সাথে অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নততর যোগাযোগ ও ডাকব্যবস্থা এবং কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলেই যে কেবল কল্যাণ -অকল্যাণ তথা হক-বাতিলের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে তা-ই নয়, ইথার-তরঙ্গে ঘুরে বেড়ানো শব্দমালা এবং ভূ-উপগ্রহকেন্দ্রের মাধ্যমে তুলে নেয়া আলোকচিত্রাদিও আজ এসব ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কিন্তু অত্যন্ত অক্ষেপের সাথেই বলতে হয়, বিজ্ঞানের এ আশীর্বাদকে কেবল ইসলামের শত্রুরাই তাদের মতবাদসমূহের প্রচার প্রসারের কাজে লাগাচ্ছে। তাই ভয়েস অব আমেরিকা, বি-বি-সি রেডিও পিকিং ও 'জার্মান বেতার তরঙ্গের' পাশাপাশি মক্কা-মদীনা শরীফের কোন আওয়াজ আমরা সচরাচর শুনতে পাই না। সহৃদয় পাঠক! একবার ভেবে দেখুন দেখি, যে-নবী নিজে উম্মী নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও সুদূর অতীতের সেই নিরক্ষরতার যুগে ইসলামের প্রচারের জন্যে গ্রহণ করলেন পত্রের আশ্রয়, দূত পাঠালেন দুনিয়ার সেরা রাজদরবারসমূহে, আজকের এই বিংশ শতাব্দীর অভাবিত বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে যদি তিনি এ ভূ-পৃষ্টে তাঁর মিশন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তা হলে তিনি কি এসব আধুনিক উপায়, উপকরণগুলোকে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যবহারে পরাঙ্মুখ থাকতেন?

যে উম্মী নবী শুধু রাজদরবারসমূহে তাঁর প্রেরিত দাওয়াতী পত্রসমূহকে গ্রহণযোগ্য করার স্বার্থে বিশেষভাবে প্রস্তুত করালেন সীলমোহর -যা' তাঁর পবিত্র আংটির মধ্যেই খোদাই করে অংকিত করিয়েছিলেন; আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে তাঁর দাওয়াতকে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য তিনি কী না করতেন? মহানবী স্মরণিকার "রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্রাবলী সংখ্যা" যদি কিছু সংখ্যক জিন্দাপ্রাণ মুসলমানদের মনেও এ প্রেরণাটুকু সঞ্জীবিত করতে সামান্যতম সহায়কও প্রতিপন্ন হয়, তবে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

www.pathagar.com

পারস্য-সম্রাটের নামে লিখিত
রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পত্র
আলোকচিত্র (ডানে) ⟶
পত্রের পাঠ—

بسم الله الرحمن الرحيم

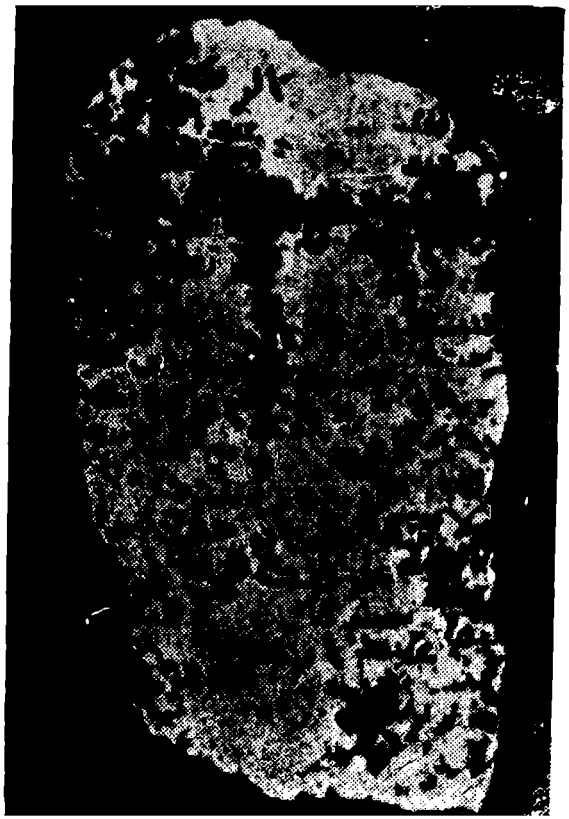

من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله و
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا و
يحق القول على الكافرين. أسلم تسلم فإن أبيت
فإنما عليك إثم المجوس.

محمد رسول الله

করাচীর মাসিক আলবালাগের সৌজন্যে

www.pathagar.com

বাহরায়ণ-অধিপতি মুসাবির বিন সাওয়ার নামে লিখিত

রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র

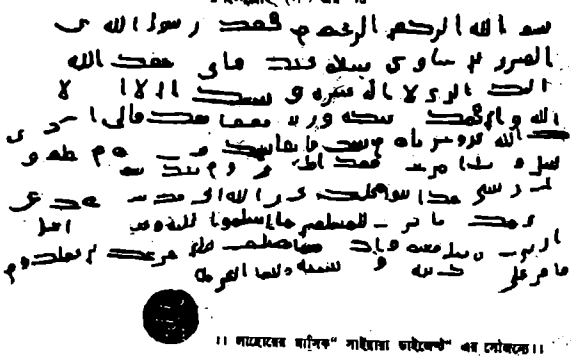

।। লাহেরের মাসিক" সাইয়ারা ডাইজেস্ট" এর সৌজন্যে।।

ওমানের রাজন্যবর্গের নামে লিখিত

মহাবীর পত্র

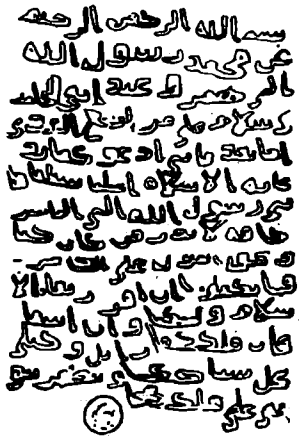

দিল্লীর উর্দু দৈনিক আল্-জমিয়তের সৌজন্যে

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

রসূলুল্লাহর পত্রাবলী
সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ

রাজ-রাজড়াদের দরবারে মহানবী (স) এর পত্র প্রেরণের পটভূমি

হিজরী ষষ্ট সালের শেষ দিকের কথা। নবুওতের দায়িত্ব লাভের পর মক্কার দীর্ঘ তের বছরের নির্যাতিত জীবন এবং মদীনার ছয় বছরের যুদ্ধবিগ্রহভারাক্রান্ত জীবন অতিবাহিত করার পর মহানবী (স) এই প্রথমবারের মত একটু স্বঃস্থির নিঃশ্বাস গ্রহণের সুযোগ লাভ করলেন। তাঁর ভক্তঅনুরক্ত সাহাবীগণ তাঁর অমূল্য উপদেশবাণী শুনবার জন্যে তাঁর চতুর্দিকে এসে ভিড় জমাতে লাগলেন। সাধারণতঃ ফজরের নামাযের জামাতের পর কিছুক্ষণ আল্লাহ্‌র ধ্যানে অতিবাহিত করেই নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীদের কুশলাদি জানতে চাইতেন। তাঁদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনবার পর কেউ বিগত রাতে কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তার ব্যাখ্যা দিতেন। কোন সমস্যা থাকলে তিনি তা সমাধানের চেষ্টা করতেন।

এক শুভ প্রভাতে মহানবী (স) তাঁর ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে নসীহত-ছলে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে গোটা মানবজাতির জন্যে রহ্‌মতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আমি গোটা বিশ্বজগতের জন্যে নবীস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং আমি গোটা বিশ্বের রাজ-রাজড়াদের কাছে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছিয়ে দিতে চাই-যাতে করে কেউ একথা বলতে না পারে যে, আমি তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম; আর যাতে করে মানব জাতির কোন একটি বর্ণ বা গোত্রও তার স্রষ্টার পয়গাম থেকে বঞ্চিত না থাকে।

সপ্তম হিজরীর মুহর্রম মাসের প্রথম দিকের এক শুভ প্রভাতে মহানবী (স) তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ফজরের জামাতের পর তাঁর নিবেদিত ভক্ত সাহাবীগণকে উদ্দেশ করে বল্‌লেনঃ

"বহুল প্রতীক্ষিত সে মুহূর্তটি এসে গেছে। আমি তোমাদেরকে ইসলামের বার্তা সহকারে রাজা-বাদশাহ্‌দের দরবারে পাঠাতে চাই। শুন, তোমাদেরকে সত্যের প্রচার-প্রসারের জন্যে আত্মনিয়োগ করতে হবে। বেহেশত ঐ সব লোকের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে যারা কেবল পার্থিব প্রাপ্তির জন্যে লোকসমাজে মেলামেশা করে, কিন্তু তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করে না। যাও, আল্লাহর উপর ভরসা করে

www.pathagar.com

রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছিয়ে দাও!"

ইবনে মাখরামা (রা) বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহানবী (স) তাঁর সাহাবীগণের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ

"আল্লাহ্ আমাকে গোটা জাহানের জন্যে আশীর্বাদস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহ্মত বর্ষণ করুন! আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আমার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে তোমরা ঈসা (আ)-এর সহচরদের মত আচরণ করো না। তিনি যখন তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, তখন যাদেরকে তিনি নিকটবর্তী অঞ্চলে যেতে বল্লেন, তারা তাতে সম্মত হলো, কিন্তু যাদেরকে তিনি দূরবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করতে চাইলেন, তারা তাতে কুণ্ঠা ও অনীহা প্রকাশ করলো। হযরত ঈসা (আ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাদের দ্বারা এ কাজ করিয়েই তবে ছাড়বেন; সুতরাং তোমাদেরকে এ দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে"।

তিনি আল্লাহ্র দরবারে এ ব্যাপারে ফরিয়াদ করলেন। ফলশ্রুতিতে, রাতারাতি তাদের মুখের বুলি পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং যাকে তিনি যে দেশে পাঠাতে চেয়েছিলেন, তার মুখে সে দেশের ভাষা ফুটে উঠলো।

রসূলুল্লাহ্র সাহাবীগণ তখন আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার অর্পিত সকল দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত রয়েছি; যেখানে ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে প্রেরণ করুন!

দ্র. সীরতে ইবনে হিশাম, খ. ৪, পৃ. ২৭৮ (বাংলা খ. ৪, পৃ. ২৭৪, শারহে শিফা, মোল্লা আলী কারী, খ. ১, পৃ. ৬৪১ সীরতে হালাবিয়া, খ. ৩, পৃ. ২৭২ কান্যুল উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ৩২৬-২৭; মাকাতীবুর রাসূল (স) খ. ১, পৃ. ৩১ (বৈরুত)

অবশ্য, সীরতে ইবনে হিশামে এ ব্যাপারটি কেবল হযরত ঈসা (আ.) এর হাওয়ারীদের ব্যাপারেই ঘটেছিল বলে উল্লেখিত হয়েছে।

দ্র. সীরাতুন্নবী (ইবনে হিশাম) বঙ্গানুবাদ, জালালাবাদী প্রমুখ, খ. ৪, পৃ. ২৭৪)

বলাবাহুল্য, নবী করীমের কোন সাহাবী এ দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানাননি। সুতরাং তাঁদের ব্যাপারে এ ব্যবস্থার প্রশ্নই উঠে না।

রসূলুল্লাহ্ (স) তাই করলেন। বিভিন্ন রাজ-দরবারে রসূলুল্লাহ্র দূতগণ পত্রসহ প্রেরিত হলেন। তন্মধ্যে একমাত্র 'আ'লা বিন হায্রামী ছাড়া অপর সকলেই নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সাফল্যের সাথে দৌত্যকার্য সম্পন্ন করে রসূলুল্লাহ্র জীবদ্দশায়ই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আ'লা বিন হায্রামী বাহ্রাইনে থাকতেই রসূলুল্লাহ (স)পরপারে যাত্রা করেন।

দ্র. হায়াতুস-সাহাবা, তাবারাণী, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, জিলদ ৫, পৃষ্ঠা, ৮৯-এর বরাতে।

www.pathagar.com

ইব্ন সা'দের 'তাবাকাত' এবং ইব্ন শায়বার 'মুসান্নাফ' এর বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (স) এর সাহাবাগণের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। তাঁরা যদিও দৌত্যের দায়িত্ব পালনে যেতে অনীহা প্রকাশ করেননি, তবুও গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রার পূর্বেই তাদের মুখের ভাষা তাদের জন্যে নির্ধারিত গন্তব্যস্থলের ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইব্ন সা'দের ভাষায়ঃ

فخرج فى يوم واحد منهم ستة نفر وذلك فى المحرم سنة سبع ، واصبح كل رجل يتكلم بلسان القوم الذين بعث اليهم ،

(যখন রসূলুল্লাহ (স) রাজা-বাদশাহ্দেরকে ইসলামের পানে আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেন) তখন ঐ দিনই একই সময়ে ছয়ব্যক্তি মহানবীর পত্র নিয়ে বের হয় পড়েন। এটা হলো সপ্তম হিজরীর মুহর্রম মাসের ঘটনা। প্রত্যেক দূতই তাঁদের গন্তব্য দেশের ভাষায় কথা বলতে শুরু করে দেন।

দ্র. তাবাকাত, খ. ১, পৃঃ ২৫৮, মাকাতীবুর রাসূল, খ. ১, পৃঃ ৩০

আংটি এবং সীল মোহর

হযরত সালমান ফারসী (রা) হুযুর পাক (স) এর খেদমতে আরয করেন যে, আজম দেশীয় (অনারব) রাজা বাদশাহ্গণ মোহরাঙ্কিত লিপি ব্যতীত অন্য কোন লিপির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন না বা তা পড়ে দেখারও প্রয়োজন বোধ করেন না। উপস্থিত অন্যান্য সাহাবীগণও তাঁর এ কথাটির প্রতি সমর্থন জানান। তখন নবী করীম (স) রৌপ্যের আংটিতে 'মুহাম্মদ' নামাঙ্কিত সীলমোহর তৈরীর নির্দেশ দিলেন। সে মতে হাবশী গড়নের নগীনাবিশিষ্ট আংটি তৈরী করা হলো এবং তাতে তিন লাইনে আল্লাহ্, রাসূল ও মুহাম্মদ শব্দত্রয় অঙ্কিত করা হলো। যার ধরন ছিল এরূপঃ

الله
رسول
محمد

রাসূলল্লাহ (স) এর দাওয়াতী পত্রসমূহ ছাড়া তাঁর প্রশাসনিক ফরমানাদিতেও এ সীলমোহর অঙ্কিত হতো।

তারপর হযরত আবূবকর, উমর ও উছমান (রা) এর খিলাফত আমলের অর্ধেক কালপর্যন্ত তা' সরকারী সীলমোহররূপে রাষ্ট্রীয় ফরমান প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হতে থাকে।

উছমানী খিলাফতের সপ্তম বছরে যখন একদা খলীফা হযরত উছমান (রা) বি'রে আরীস নামক মদীনার একটি কুয়োর পারে উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় তাঁর হাত থেকে

www.pathagar.com

তা' কুয়োতে পড়ে যায়। তিনি দিন পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুজি করেও কোনমতেই আর তা' উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। হযরত উছমান (রা) পরে অনুরূপ আরেকটি আংটি ও সীলমোহর তৈরী করিয়ে নেন।

দ্র. ২ বালাগে মুবীন- মাকাতীবে সাইয়েদুল মুরসালীন (হিফযুর রহমান সেওহারভী) পৃঃ ৪০, (তাবারী ও যরকানীর বরাতে,) ফুতুহুল বুলদান-বালাযুরী, পৃঃ ৪৪৮ (বৈরুত ১৪০৩ হিঃ/১৯৮৩ ইং)

আংটিরক্ষক কে ছিলেন?

নবী করীম (স) এর সীলমোহরটি হিফাযত করার জন্য কমপক্ষে একজন হিফাযতকারী নিয়োজিত ছিলেন।

বুখারী তাঁর 'তারীখ' পুস্তকে মুআকিব ইবনে আবী ফাতেমা আল-দাওসীকে 'সাহিবে- খাতিম' বা আংটি সংরক্ষণকারী বলে উল্লেখ করেছেন, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (স) সাধারণতঃ সে আংটিটি ব্যবহার করতেন না। 'উস্‌দুল গাবায়' ও 'আল-ইকদুল ফরীদে' এ বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে। তবে 'ইকদে' 'সাহিবুল খাতিম'রূপে হানযালা বিন আল-রবী-আল-আসাদীর নাম উল্লেখিত হয়েছে।

দ্র. কাত্তানী, খ.১, ১৭৭-৭৮, মজ মু'আত আল ওসায়েক, খ.১, পৃঃ ৫০-৫১ রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর সরকারকাঠামো, **(Organisaton of Govt, under the Prophet)** পৃ. ২০৯-২১০, ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দীকী প্রণীত (ইফা ১৯৯৪)

পত্রগুলোর প্রামাণ্যতা

(১) মিসররাজ মুকাওকিসের নিকট লিখিত আসল পত্রখানি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মিসরের উঁচু এলাকায় অবস্থিত আখমীম নামক স্থানের এক খ্রীষ্টীয় মঠ বা Convent-এ পাওয়া যায়। জনৈক ফরাসী প্রাচ্যবিদ বার্থেলেমী তা' উদ্ধার করেছিলেন। ডঃ পি বেজার (Dr P. Bedger), মসিয়েঁ বেলিন[r]এবং নলডেক এর মত বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষায় তা' হুযুর (স) এর আসল পত্র বলেই সাব্যস্ত হয়েছে। ডঃ হামীদুল্লাহ্‌র 'মজমু'আতুল আল-ওছায়েকুস্‌ সিয়াসিয়্যা' (নং ২১, পৃ. ৪৫) নামক আরবী গ্রন্থে এবং কোলকাতাশ মাসিক আল-এসলাম এর জৈষ্ঠ, ১৩২২ বাং সংখ্যার ১১৯তম পৃষ্ঠায় তার আলোকচিত্র ছাপা হয়েছে। মসিয়োঁ বার্থেলেমী পত্রখানা ৩০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে তুরস্কের সুলতান আব্দুল মজীদ (১৮৩৯-১৯৬১খ্রী.)এর কাছে হস্তান্তর করেন। সুলতান তা স্বর্ণের ফ্রেমে সাঁটিয়ে শাহী প্রাসাদের তোষাখানায় সসম্মানে রেখে দেন। পরবর্তীকালে উক্ত শাহী প্রাসাদটি 'তোপকাপি' নামে অভিহিত হয় এবং মিউজিয়ামের রূপ পরিগ্রহ করে। উক্ত মিউজিয়ামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কক্ষটিতে আজো এ পত্রখানা নবী করীম (স) এর অন্যান্য পবিত্র স্মৃতিচিহ্নের সহিত সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। দ্র. মক্‌তূবাতে নবভী, পৃ. ১৭১; মাকাতীবুর রাসূল (আরবী)খ. ১, পৃ ৯৭ আলী বিন হুসেনআলী আহমদী (বৈরুত)

www.pathagar.com

(২) আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজাশীর নিকট প্রেরিত পত্রখানিও পাওয়া গিয়েছে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জি, আর, এস, লন্ডন কর্তৃক তা' প্রকাশিত হয়েছে। সহীফায়ে হাম্মামের ২০তম, পৃষ্ঠায় তার প্রতিলিপি রয়েছে।

নাজাশীর নামে প্রেরিত এ পত্রটির ফটোকপি খ্রীষ্টান লেখক জর্জি যয়দানের 'তারীখ' গ্রন্থে, মিসরের মাসিক 'আল-হেলাল'' (আরবী)-এ নভেম্বর, ১৯০৪ সালে এবং ডঃ হামীদুল্লাহ্‌র মজমু'আতুল ওসাইকিস সিয়াসিয়্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

১৯৪০ সালে ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ডানলপ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ম্যাগাজিনে তথ্য প্রকাশ করেন যে, জনৈক সিরীয় ব্যবসায়ীর মালিকানায় রক্ষিত চর্মপত্রে ইথিওপীয় সম্রাট নাজাশীর নিকট লিখিত হুযুর (স) এর পত্রখানা পাওয়া গিয়েছে। পত্রের সিরীয় মালিক জানান যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি তা দামেশকে আগত জনৈক ইথিওপীয় খৃীষ্টান ধর্মযাজকের নিকট থেকে লাভ করেছেন।

দ্র. ১৪০০ হিজরী সনে কাতারের রাজধানী দোহায় ৩য় আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠিত সীরাত সম্মেলেনে পঠিত ডঃ ইয্‌যুদ্দীন ইব্রাহীমের "সমসামকি রাজ,রাজড়াদের নামে লিখিত রসূলুল্লাহর পত্রাবলী ঃ একটি পর্যলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধের বরাতে আস্‌সীরাতুন নবভীয়া, আবুল হাসানআলী নদভী পৃ. ২৪৭ (পাদটীকা) Madinan Society at the Time of the Prophet (SM) VOL-2 P. 132 (পাদটীকায়)

(৩) রোমক সম্রাট কয়সরের নিকট লিখিত পত্রখানিও এই সেদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল বলে ডঃ হামীদুল্লাহ্‌ তাঁর "রাসূলে আকরম কী সিয়াসী জিন্দেগী" শীর্ষক উর্দু পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। এ পত্রখানা হিজরী ৭ম শতকে বিদ্যমান ছিল বলে আল্লামা সুহায়লী (র) বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কাস্তাগথগানী (৮৫১ হিঃ/১৪৪৭ খ্রী) লিখেন যে, মালিক মনসুর কাল্লাদূন সালেহী (৬৭৮হি-৬৮৯হি) ৬৮২ হি./১২৮৩ খ্রীউ. সনে স্পেনসম্রাট আলফানসুর নিকট দূত প্রেরণ করলে উক্ত সম্রাট তাঁর ঐ দূত সায়ফুদ্দীন কুলায়জকে স্বর্ণের কৌটোয় রক্ষিত মহানবীর উক্ত পত্রটি দেখিয়ে বলেন: এটি হচ্ছে ইসলামের নবীর সেই পত্র-যা তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ কয়সরের নামে লিখেছিলেন। (কাস্তাল্লানী, খ. পৃ: ৬৭)

১৯৭৩ সালে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তথ্য হতে জানা যায়, জর্দানের শাহ্‌ হুসায়নের পিতামহ এবং মক্কার শরীফ হোসায়নের পুত্র আবদুল্লাহ্‌ স্পেন থেকে মক্কা শরীফে আগত জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে তা' হস্তগত করলে তারপর তা' তাঁর এক রাণীর হাতে চলে যায়। উক্ত রাণী অর্থের বিনিময়ে তা'হস্তান্তর করতে সম্মত হলে আবুধাবীর শাসক শায়খ যায়দ বিন সুলতান আ-লে নাহিয়ান তার জন্য দশলক্ষ পাউন্ড (প্রায় দুই কোটি টাকা) দিতে সম্মত হন। কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপির জন্য ঘোষিত এটাই রেকর্ড পরিমাণ মূল্য। শায়খ এই মহামূল্যবান পবিত্র স্মৃতিখানা আবুধাবীর মিউজিয়ামে সংরক্ষণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা তা'আমাদের জানা নেই। তবে জানা যায় যে, চর্মগাত্রে লিখিত উক্ত পত্রখানা ৮ ছত্র বিশিষ্ট। সুলতানের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা ডক্টর ইব্রাহীম পত্রখানার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে এ মর্মে নিশ্চিত হন যে, পত্রখানা প্রকৃতই নবী করীম (স) এর কয়সরকে লিখিত পত্র। ডক্টর ইব্রাহীম যেহেতু পন্ডিতমহলে স্বীকৃত একজন প্রখ্যাত মিসরীয় আলেম, তাই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর নির্ভর করা যায়। এছাড়া অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষায়ও তা' আসল

www.pathagar.com

পত্র বলেই প্রমাণিত হয়েছে। দ্র. মক্‌তূবাতে নবভী, পৃ : ১৩৫-১৩৬ (পাদটীকায়)

(৪) ইরান-সম্রাট কিস্‌রাকে লিখিত পত্রখানাও ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে লেবাননের সাবেক উযীর মিঃ হেনরী ফেরাউনের ব্যক্তিগত পাঠাগারে পাওয়া গিয়েছে। তা ১৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ৮ ইঞ্চি চওড়া একটি কালো চামড়ায় লিখিত, নীচে হুযুর (স) -এর সীলমোহরযুক্ত, মধ্যভাগ ফাড়া।

দ্র. হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃঃ ৭৩-৭৪ মওঃ নূর মোহাম্মদ আজমী (১৯৬৯)

(৫) বাহরায়ন-অধিপতি মুনযির ইবনে সাওয়ার নিকট লিখিত হুযুর (স) এর পত্রখানা পাওয়া গিয়েছে বলে জার্মানী ডঃ বুশ জার্মানীর প্রাচ্যবিদদের ম্যাগাজিনে ১৮৬৩ সালে প্রকাশ করেন। তবে, এর যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

দ্র. Madinan Society at the Time of the Prophet (SM) VOL-2 P. 132

দ্র. মক্‌তূবাতে নবভী, পৃ: ১৭১

সম্বোধনের ধরন ও তার প্রতিক্রিয়া

পত্রের সম্বোধনে হুযুর (স)- এর নাম আগে এবং পত্রপ্রাপকের নাম পরে থাকতো। ঐ যুগে বিশেষতঃ রাজ-রাজড়াও আমীর-উমরাহদের কাছে পত্র লেখার সময় প্রাপকের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর নাম আগে এবং প্রেরকের নাম পরে লেখারই রেওয়াজ ছিল। হযরতের পত্রগুলো ছিল তার প্রথম ব্যতিক্রম। তিনি প্রাপকের নাম তো পরে দিতেনই, তদুপরি প্রাপকের নামের সাথে তেমন আড়ম্বরপূর্ণ পদবীও ব্যবহার করতেন না, একান্তই আড়ম্বরহীনভাবে তাদের নাম লিখিয়ে দিতেন। তাঁর সম্বোধন ছিল যথার্থ। কেননা, তিনি যে-ধর্মের পানে আহ্বান জানাচ্ছিলেন সেই ধর্মের আলোকে উক্ত রাজ-রাজড়ারা ছিলেন বিভ্রান্ত ও পথহারা। তাই আল্লাহ্‌র রসূলের তুলনায় তাদের তেমন মর্যাদা ছিল না যে, তিনি একান্তই ভক্তঅনুরক্ত প্রজার মতো হয়ে তাদেরকে কৃত্রিম আড়ম্বরে সম্বোধন করবেন।

তাঁর সম্বোধনের এ ধরন রাজ-রাজড়াদের দরবারসমূহে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। সাধারণ্যে যখন এ ধরনের সম্বোধনের কথা প্রচারিত হতে লাগলো, তখন সাধারণ মানুষও বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। কেননা, তারা কোন দিন কল্পনাও করতে পারতো না যে, প্রবল প্রতাপান্বিত ইরান-সম্রাটকেও কেউ এমন নির্ভীকভাবে সম্বোধন করতে পারে! তার একটা সুফল ফললো এই যে, ঐ রাজদরবারসমূহের মুসাহেবদের এবং ইরানী ও রোমান আধিপত্যের অধীনে বসবাসকারী আরব গোত্রসমূহের লোকজন ভাবতে শুরু করল যে, যে-ব্যক্তিটি যুগের শ্রেষ্ঠ শাহানশাহ্‌কে এভাবে সম্বোধন করতে পারে, তার পিছনে নিশ্চয়ই কোন বিরাট শক্তি কাজ করছে। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর এরূপ সম্বোধনের ফলে এটা ছিল

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম মনস্তাত্বিক বিজয়। ইরাণ-সম্রাট খসরু পারভেজ তো পত্র-শীর্ষে "মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পক্ষ থেকে ইরাণ-সম্রাট কিস্‌রার নামে" দেখেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। এরূপ সম্বোধনই ছিল তার কাছে রীতিমত অপমানজনক ও অসহনীয়। তাই তৎক্ষণাৎ সে রসূলুল্লাহ (স)-এর এই পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস নিজে ব্যাপারটিকে তেমন মারাত্মক কিছু মনে না করলেও তার পার্শ্বে উপবিষ্ট তাঁর সহোদর নিয়াক এ পত্র খানা পাঠেরই উপযুক্ত নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করে। অনেকে আবার নবীর সত্যতা ও তাঁর আহ্বানের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষমও হন এবং যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্যের অধিকারী হন যা' যথাস্থানে পাঠক জানতে পারবেন। এ পত্রসমূহের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মহানবীর একজন জীবনীকার কী চমৎকারই না বলেছেন ঃ

"একমাত্র পারস্য ও দামেশ্‌ক ছাড়া বাকী সমস্ত দেশের রাজাবাদশাগণই নবী (স) এর সম্মানে নানা উপঢৌকন সহ তাঁর দূতদেরকে বিদায় দেন। .... এভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এমনকি ইউরোপেও নবী (স) এর বাণী ছড়িয়ে পড়ে। মহানবী (স) এর আহ্বানে বিভিন্ন দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর খ্যাতনামা বীর, সম্রাট ও বাদশাহ্‌গণ যা' করতে পারেননি মহানবী (স) সুদূর মদীনায় অলক্ষ্যে থেকে তাঁর বাণী ও শিক্ষা দ্বারা পৃথিবীর মানুষের মন জয় করে নেন।"

দ্র. শান্তির নবী -ফযলুর রহমান খান বি সি এস (১ম সংস্করণ ১৯৯৪ইং) পৃ. ১৩৫-১৩৬

মিসর-অধিপতি মুকাওকিসের নিকট প্রেরিত

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পত্র

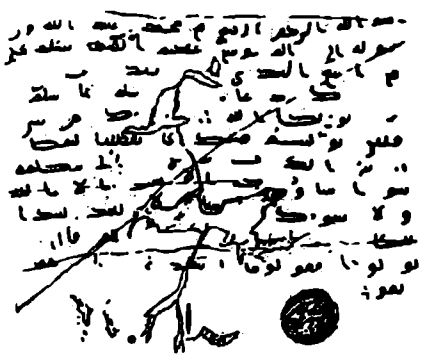

www.pathagar.com

পত্রগুলোর প্রাপক ও দূতগণ

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্রসমূহে সাধারণভাবে একটি পয়গাম পাঠানো হয়- আমি আল্লাহ্র বার্তাবাহক রসূল। আমার রিসালতকে মেনে নাও! যে হেদায়েত আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন তা গ্রহণ কর!

হুযুর (স) যাঁদের নামে পত্র প্রেরণ করেন, ডঃ হামীদুল্লাহ্র গবেষণা মতে এঁদের সংখ্যা আড়াই শ'র মত। কিন্তু তন্মধ্যে খুব কম পত্রেরই পাঠ হস্তগত হয়েছে। ঐ সমস্ত পত্রের পাঠোদ্ধারের ফলে পত্রের প্রাপকদের নামও উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। ইতিহাসগ্রন্থসমূহে এসমস্ত পত্রবাহক দূতগণের নামও পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্রসমূহের প্রাপকগণ এবং এগুলোর বাহকদের নাম নিম্নরূপঃ

প্রাপকের মর্যাদা	প্রাপকের নাম	পত্রবাহক
(১) য়ামামার গভর্ণর	হাওযা বিন আলী	হযরত সলীত বিন আমর আল-আমিরী।
(২) বাহরাইনের গভর্ণর	মুনযির বিন সাওয়া আল-আমিয়ী আল উবাদী	আলা ইবনুল হায্রমী। (বনু আবদুল কায়সের)
(৩) ওমানের গভর্ণর	জাফর বিন জুলন্দী	আমর ইবনুল 'আস ইবনে আমের
(৪) দামেশ্কের গভর্ণর	হারিছ ইবনে আবি শুমর গাস্সানী	শুজা বিন ওহব আল- আসাদী

এরাঁ ছিলেন প্রাদেশিক গভর্ণর বা আঞ্চলিক শাসকবর্গ। সে যুগের যে সমস্ত রাজা-বাদশাহ্র নামে হুযুর (স) পত্র পাঠিয়ে ছিলেন তাঁদের পরিচয় নিম্নরূপঃ

(১) আবিসিনিয়ার সম্রাট আস্হাম বিন আব্জুর (নাজাশী) হযরত জাফর তাইয়ার (রাঃ) ও আমর বিন উমাইয়া আল- দিমারী

(২) মিসর-রাজ (মুকাওকিস) বিন ইয়ামীন হাতিব ইবনে আবূ বালতা'আ।

(৩) ইরাণের শাহানশাহ্(কিস্রা) খস্রু পারভেজ আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহ্মী।

(৪) রোম সম্রাট (কায়সার) হিরাক্লিয়াস (হিরাকল) দেহ্ইয়া কাল্বী

এতদ্ব্যতীত রোমের পোপ, হিম্য়ারের বাদশাহ্গণ এবং খয়বরের ইহুদীদের নামেও হযরতের পত্রাবলী প্রেরিত হয়।

এবার আমরা উল্লেখিত পত্রসমূহের মধ্যকার উল্লেখযোগ্য পত্র চতুষ্টয়ের মর্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি- যে গুলোর পাঠসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আবিসিনিয়ার নাজাশী আসহামের নামে লিখিত রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র

আবিসিনিয়ার ভৌগলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক বিবরণ

আবিসিনিয়া আরবের দক্ষিণে পূর্বআফ্রিকায় অবস্থিত। আরবীতে একে হাবশা এবং গ্রীক ভাষায় ইথিওপিয়া (ETHIOPIA) বলা হয়ে থাকে। মধ্যে বহুকাল পর্যন্ত আবিসিনিয়া নামে অভিহিত হলেও বর্তমানে তা ঐ গ্রীক নামেই পরিচিত। দেশটির আয়তন বার লক্ষ একুশ হাজার নয়'শ বর্গকিলোমিটার এবং বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। (দ্র. The Oxford School Atlas 28th Edition. 1993)

আবিসিনীয় ভাষায় সম্রাটকে 'নাজুস' (Negus) বলা হয়ে থাকে, নাজাশী তারই আরবী রূপ।

আবিসিনিয়া রাষ্ট্রটি পৃথিবীর প্রাচীনতম রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। নবী করীম (স) এর নবুওত লাভের সময় আসহামা নামক নাজাশী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী থেকে এ বংশের সম্রাটগণই ঐ দেশে রাজত্ব করে আসছিলেন। বরং ইহুদী উৎসসমূহের বরাতে মওলানা নদভী লিখেন যে, সম্রাট হাইলে সেলাসী পর্যন্ত এর সম্রাটদের সকলেই হযরত সুলায়মান (আ) এর বংশধর, De Lacy O'Leary লিখিত গ্রন্থে আছে:

"৫০৫ খ্রী. থেকে শুরু করে ইসলামের আবির্ভাব অবধি আবিসিনিয়া পূর্ব লোহিত সাগর ও আফ্রিকা, বরং ভারত বর্ষেরও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো।"

দ্র. আস্-সীরতুন নবভীয়া, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ২৫৫;

Arabia before Muhammad, London 1927. P. 120

গোড়াতে এঁরা পৌত্তলিক ছিলেন। রোমক সম্রাটরা মিসরের মাধ্যমে ঐ দেশে খ্রীষ্টবাদের অনুপ্রবেশ ঘটান। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের শুরুর দিকে আলেকজান্দ্রিয়ার জনৈক বিশপ ঐদেশে তার মিশনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। সর্বপ্রথম ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে আযীনা নামক নাজাশী খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তারপর ধীরে ধীরে গোটা আবিসিনিয়াই পৌত্তলিকতার স্থলে খ্রীষ্টধর্মকে নিজেদের ধর্ম বলে গ্রহণ করে নেয়। নবী করীম (স) এর সমসাময়িক নাজাশী ঐ আযীনারই বংশের লোক ছিলেন।

আবিসিনীয় সম্রাটদের প্রভাব এতই বেশী ছিল যে, ইয়েমেনের ইহুদী বাদশাহ্ সেখানকার খ্রীষ্টানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করলে রোমসম্রাট প্রথম জাষ্টিনিয়ান সমকালীন আবিসিনীয় সম্রাটের নিকট ইয়েমেনে হস্তক্ষেপের এবং সেখানকার খ্রীষ্টানদেরকে নিপীড়ন থেকে রক্ষার আবেদন জানান। সম্রাট জাষ্টিনিয়ান ৩য় শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইলিয়ান নামক তাঁর জনৈক দূতকে আবিসিনীয় রাজ-দরবারে পাঠিয়েছিলেন।

দ্র. A.H.M Jones Elezabeth Monroe কৃত History of Abyssinia. 1935. P. 63

www.pathagar.com

নাজাশীর দরবারে মহানবীর দূত আমর ইবন উমাইয়া (রা) এর ভাষণ

সমগ্রবিশ্বের জন্য রহ্‌মতস্বরূপ আবির্ভূত মহানবী (স) ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রদানের ব্যাপারে এহেন রাষ্ট্রের সম্রাটকে গুরুত্ব দেবেন তাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। নাজাশীর নামে হুযুরে পাক (স) এর পত্র সপ্তম হিজরীতে হযরত আমর বিন উমাইয়া দিমারী বহন করে নিয়ে যান। পত্রসহ নাজাশীর দরবারে উপনীত হয়ে তিনি এভাবে **সম্বোধন করেনঃ**

'জাহাঁপনা!

আমার উপরে সত্য পৌঁছিয়ে দেয়ার এবং আপনার উপর তা শ্রবণ ও গ্রহণ করার দায়িত্ব বর্তিয়েছে। বিগত দিনসমূহে আপনি আমাদের প্রতি যে আনুকূল্য ও দয়া প্রদর্শন করেছেন, তাতে আমরা আপনাকে আমাদেরই একজন হিসাবে মনে করি। আপনার প্রতি আমাদের যে গভীর আস্থা রয়েছে, তাতে আপনাকে আমাদের বাইরের বলে আমরা ভাবতে পারি না। আমরা আমাদের ইপ্সিত মঙ্গল আপনার নিকট থেকে লাভ করছি এবং আপনার পক্ষ থেকে যে সব অমঙ্গলের আশংকা ছিল তাথেকে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

(امابعد فانك من الرقة علينا مناوكلنا من الثقة بك منك لانا لانرجوا شيئا من الا نلناه ولانخاف امرا منك الا امناه وبالله التوفيق).

আমাদের পক্ষ থেকে আপনার উপর একটি নিশ্চিত দলীল হচ্ছে হযরত আদমের সৃষ্টি। যে লীলাময় খোদার কুদরতী হাত হযরত আদমকে পিতামাতা বিহনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছে, তিনিই হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে পিতা বিহনে মাতৃগর্ভে জন্মদান করেছেন।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ-

-"আল্লাহ্‌র নিকট ঈসা (আ)-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। আদমকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আদেশ করেছেন 'হও' এবং আদম সৃষ্ট হয়েছেন।"

"আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে ইঞ্জীল (বাইবেল নতুন নিয়ম) হচ্ছে এমনি একটি সাক্ষী-যার সাক্ষ্য কোন দিন প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না। আর এ হচ্ছে এমনি এক মীমাংসাকারী- যার দ্বারা যুলুম হতে পারে না। তাই নবী করীম (স)-এর আনুগত্য ও অনুসরণে কল্যাণ ও আসিসধারা নেমে আসবে; তাতে মর্যাদাও লাভ হবে।

"হে রাজন! আপনি যদি মুহম্মদ (স)-এর অনুসরণ না করেন, তবে এই নিরক্ষর

www.pathagar.com

নবীকে প্রত্যাখান করার দরুন আপনাকে ঠিক সেরূপ দুর্ভোগ পোহাতে ও পাপের অধিকারী হতে হবে, যেমনটি হযরত ঈসাকে অস্বীকার করার দরুন ইহুদীদের হয়েছিল।

"আমারই মতো আরো কয়েকজন বার্তাবাহক রসূলে আকরম (স)-এর পক্ষ থেকে অপর কয়েকজন বাদশাহ্‌র দরবারে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন, কিন্তু বিশ্বনবী যে বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনার প্রতি পোষণ করেন, অন্যদের বেলায় তিনি ততটুকু করেন না আর তাদের সম্পর্কে তিনি যে আশঙ্কা পোষণ করেন, আপনার ব্যাপারে তাঁর মনে সে সব আশঙ্কাও নেই। আপনার আচরণে তিনি নিশ্চিত যে, আপনি আপনার খোদার প্রতি অতীতে যে আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন, তা অব্যাহত রাখবেন এবং ভবিষ্যতের বিরাট পুণ্য ও পারিশ্রমিক লাভে আপনি সচেষ্ট থাকবেন।"

আস্‌মাহা গভীর মনোযোগ সহকারে এ বক্তব্য শ্রবণ করলেন। তারপর জবাব স্বরূপ তিনি বললেনঃ

"হে আমর! আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য ও দিচ্ছি যে, মুহম্মদ (স) আল্লাহ্‌র সেই নির্বাচিত ও সম্মানিত পয়গাম্বর- যা'র শুভাগমনের প্রতীক্ষায় আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের লোকজনেরা দিন গুণ্‌ছে। নিঃসন্দেহে হযরত মূসা (আ) যেরূপ গর্দভারোহী ঈসা নবীর শুভাগমনের সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তেমনি ঈসা (আ)-ও উষ্ট্রারোহী মুহম্মদ (স)-এর সুসমাচার প্রচার করে গেছেন। এ দু'য়ের মধ্যে চুল পরিমাণ পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শন ও সুসমাচার আমার কাছে সমার্থক; কিন্তু আবিসিনিয়াবাসীদের মধ্যে আমার সমর্থক-সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে একটু সময় দিন-যাতে করে আমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার কিছু সমর্থক সৃষ্টি করতে এবং তাদের মন প্রস্তুত করতে তথা আমার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে সমর্থ হই।" দ্র. আল-হালাবিয়া, খ. ৩, পৃ. ২৭৯

তারপর তিনি আমর ইব্‌নে উমাইয়ার হাত থেকে সেই পত্রখানা গ্রহণ করলেন। উক্ত পত্রের সম্মানার্থে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পবিত্র পত্রখানা সসম্মানে চক্ষুদ্বয়ে লাগালেন। তারপর দোভাষীর মাধ্যমে পত্রখানা পড়িয়ে শুনলেনঃ

من محمد رسول الله الى النجاشى عظيم الحبشة، سلام انت فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده وانى ادعوك الى الله وحده لاشريك له والموالاة على طاعته وان تتبعنى وتوقن

www.pathagar.com

بالذى جاءنى فانى رسول الله وانى ادعوك وجنودك الى الله عزوجل وبلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى -

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম- পরম দয়ালু ও পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র নামে- মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পক্ষ থেকে হাব্‌শা-অধিপতি আস্‌হামের প্রতি-

"আপনি শান্তিতে থাকুন! সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা আপনার কাছে লিখ্‌ছি-যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। যিনি রাজাধিরাজ, পবিত্র, শান্তির আধার, নিরাপত্তা বিধানকারী এবং নিরাপদে রাখার মালিক।

আমি স্বীকার করছি মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) রূহুল্লাহ্ এবং কালিমাতুল্লাহ্-যাঁকে সেই পবিত্রাত্মা ললনা মরিয়মের গর্ভে নিক্ষেপ করা হয় যিনি ছিলেন পাপমুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর আপন আত্মা ও ফুৎকার থেকে ঠিক তেমনি ভাবে সৃষ্টি করেছেন যেমনি ভাবে তিনি আদম (আ)-কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন।

"আমি আপনাকে সেই একক অদ্বিতীয় উপাস্যের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। আপনি আমার আনুগত্য স্বীকার করুন, কেননা, আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। আমি আপনাকে এবং আপনার বাহিনীসমূহকে মহান আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। আল্লাহ্‌র পয়গাম অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমি আপনাদের পূর্ণ মঙ্গল কামনা করেছি। আমার এ সহানুভূতিপূর্ণ দাওয়াতে সাড়া দেয়াই হবে আপনার কাজ। আমি আপনার প্রজাবর্গকেও এ দাওয়াত দিচ্ছি। সত্যপথের পথিকদের প্রতি সালাম ও করুণা বর্ষিত হোক্।

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবাকাত ইবন সা'দ, খ. ৩, পৃ.১৫ তারীখ তাবারী খ. ২, পৃ.২৯৪ মজমু'আতুল ওছাইকিস্ সিয়াসিয়্যা, পৃ-৪০, নং ২১; সুবহুল আ'শা, খ. ৬, পৃ. ৩৭৯; যরকানী, খ. ৩. পৃ. ৩৯৩; রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগী, ম্র. ১০৮-১০৯

আবিসিনিয়ার উক্ত নাজাশী-যা'র নাম ছিল আস্‌হাম বিন আবজুর-তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিকদের বিপরীতে ত্রিত্ববাদের বিরোধী। তিনি ত্রি-আত্মার বিপরীতে এক আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন। খৃষ্টানদের অপর গ্রুপটি ছিল ত্রিত্ববাদের সমর্থক এবং রোমান গীর্জা ও রোমক সম্রাটের সমর্থনপুষ্ট। রোমসম্রাটের দরবারে কিছুসংখ্যক মূর্তিপূজারীও থাকতো। একাত্মা ও ত্রি-আত্মার সমর্থকদের মধ্যে রোমসম্রাটের দরবারে এবং সভা-সমাবেশে প্রায়ই বাহাছ-বিতর্ক লেগেই থাকতো। এধরনের বাদানুবাদ ও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা তখনকার সমগ্র খ্রীষ্টজগতে বিরাজ করত। নাজাশী যেহেতু ত্রিত্ববাদের বিপরীতে একাত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই ইসলামের একত্ববাদের দাওয়াত

www.pathagar.com

তাঁকে প্রভাবান্বিত করে। উপরন্তু বিগত নয়-দশ বছর ধরে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের চাল-চলন ও চরিত্র দেখে আসছিলেন যে, তাঁরা কত সৎ ও খোদাভীরু! তাই তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এঁরা যে-রসূলের অনুসারী, নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী।

যতদূর মনে হয় এ পত্রখানি বাদশাহের আম দরবারে তাঁর নিকট পেশ করা হয়নি; বরং নাজাশীর কোন খাস মজলিসেই এ পত্রখানা হস্তান্তর করা হয়। কেননা, নাজাশী তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁর দরবারীদের এবং প্রজাসাধারণের নিকট গোপন রেখেছিলেন। সুহায়লী 'রওযুল আনিফ'*১ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের গুজব রাজ্যজোড়া রাষ্ট্র হয়ে গেলে হাবশাবাসীগণ বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয় এবং তারা নাজাশীর বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে নাজাশী রাসূলুল্লাহ্‌র চাচাতো ভাই হযরত জাফরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আমি আপনাদের জন্য একটি নৌ-বহর তৈরী করে রেখেছি। পরিস্থিতির অবনতি লক্ষ্য করলে মুহাজিরগণকে এ নৌ-বহরে সওয়ার করে দেবেন। আমি যদি পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে সমর্থ হই, তবে নিরাপদে আবিসিনিয়ায় অবস্থান করবেন, নতুবা আপনারা পালিয়ে যাবেন। এই আয়োজন সম্পন্ন করে তিনি এক টুকরো কাগজে লিখলেনঃ

اَشْهَدُ اَلاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ عَبْدُهُ وَرُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ -

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর আত্মা এবং কলেমা -ও যাঁকে তিনি মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন।"

এ কাগজ টুকরো তিনি তাঁর জামার নীচে বুকের কাছে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি দরবারে-আম ডেকে হাবশাবাসীদের বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতিদেরে একত্র করে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী? আমি কি তোমাদের শাসক হিসাবে যোগ্যব্যক্তি নই? তারা একবাক্যে জবাব দিল, আমাদের শাসক হিসাবে আপনি যোগ্যতম ব্যক্তি, তবে আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আপনি খৃষ্টধর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র বান্দা বা দাস বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

আস্‌মাহা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ কর ? তারা জবাব দিল, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র পুত্র। আস্‌হামা তাঁর হাত বুকের উপর

১। অনেকে নামটি রওযুল আনফ ও রওযুল উনফ বলে লিখে থাকেন। অধ্যাপক আকরম যিয়া উমরী একে 'রওযুল আনিফ' বলে লিখেছেন যার ইংরেজী অর্থ দেয়া হয়েছে Proud Gardan- hs. Madinan Soielty at the Time of the Prophet (sm) Vol-I page 34

www.pathagar.com

রেখে বললেন "ঈসা (আ) এর চাইতে (অর্থাৎ এই কাগজে লিপিবদ্ধ কথার চাইতে) একটুও অতিরিক্ত কিছু শিক্ষা দেননি।" হাবশাবাসীরা তাঁর কথায় শান্ত হয়ে গেল এবং বিদ্রোহের আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে গেল। মুহাজিরগণ তখন নৌ-বহর থেকে নেমে হাব্শায় বসবাস করতে শুরু করলেন।

আস্হামা নবী করীম (স)-এর পবিত্র পত্রখানা গজদন্তের কৌটায় আবদ্ধ করে সংরক্ষিত করলেন এবং তিনি প্রায়ই বলতেন, "যতদিন এ বরকতময় তোহ্ফা আবিসিনিয়ায় সংরক্ষিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এদেশের প্রতি শত্রুর হস্ত উত্তোলিত হতে পারে না।

কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থে উপরোক্ত পত্রে নিম্নলিখিত বাক্যগুলির কথাও আছেঃ

"আমি আমার চাচাতো ভাই জা'ফরকে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। যখন তাঁরা আপনার নিকট পৌঁছবে। তখন এদের প্রতি বিনীত আচরণ করবেন।"

হালাবী, আল-কাস্তালানী এবং আল-কালকাশান্দীর বর্ণনায় এ বর্ধিত অংশের কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য তাবারীতে তা' রয়েছে। তবে ডক্টর হামীদুল্লাহ যথার্যই লিখেছেন যে, এটা তাবারী ও রেওয়ায়েতকারীদের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। এ বধির্ত বাক্যগুলো অবশ্যই রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্রের, তবে সে পত্র হচ্ছে আস্হামার নামে হযরতের প্রথম পত্র-যা তিনি মুসলমান মুহাজিরদের প্রথম কাফেলাকে হাব্শায় প্রেরণের সময় তাঁদের সাথে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ পত্রখানার পাঠ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরগণ নবুওতের সপ্তম বর্ষে মক্কা থেকে হিজরত করেন। আর হযরত (স) আস্হামার নামে তাঁর দ্বিতীয় পত্রখানা তারও দশ এগার বছর পরে ৭ম হিজরীতে হযরত আমর বিন উমাইয়া দিমারীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। বলাবাহুল্য, এ পত্রে হযরত জাফরের ব্যাপারে সুপারিশ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাঁরা তো দশ বছর পূর্ব থেকেই আবিসিনিয়ায় অবস্থান করে আস্ছিলেন। মোদ্দাকথা, হযরতের পবিত্র পত্র যখন পঠিত হলো এবং পূর্বোল্লেখিত ঘটনাগুলো সংঘটিত হলো, সর্বশেষে আবিসিনিয়াবাসীদের উত্তেজনা প্রশমিত হলো, তখন নাজাশী হুযুর (স)-এর পত্রের জবাব লিখলেনঃ

আবিসিনিয়া-অধিপতি নাজাশীর জবাবী পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الى محمد رسول الله من النجاشى الاصحم بن ابجر سلام عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته ، احمد الله الذى لا اله الا هو الذى هدانى للاسلام

www.pathagar.com

اما بعد، فقد بلغنى كتابك يارسول الله فما ذكرت من امر عيسى فورب السماء والارض ان عيسى مايزيد علي ماذكرت ثغرفا انه كما قلت وقد عرفنا مابعثت به الينا وقد قرينا ابن عمك واصحابه فاشهد انك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت اليك بابنى ارها ابن الاصحم بن الابجر فانى لا املك الا نفسى وان شئت ان اتيتك فعلت يارسول الله فانى اشهد ان ماتقول حق والسلام عليك يارسول الله .

-*"বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম-পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহর নামে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি নাজাশী আস্‌হাম বিন আব্‌জুরের পক্ষ থেকে-*

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার প্রতি সেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, সালাম, বরকত ও রহ্‌মতরাশি বর্ষিত হোক্ যিনি ব্যতিরেকে অপর কোন উপাস্য নেই। আর যিনি আমাকে ইসলামের হেদায়েত দান করেছেন।"

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। আপনি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যা বলেছেন, আসমান-যমীনের মালিকের কসম, ঈসা (আ.) তার চাইতে তিল পরিমাণও বেশী কিছু ছিলেন না। তিনি ঠিক ততটুকুই ছিলেন, যতটুকু আপনি বলেছেন। আমি আপনার পত্রবাহকের মাধ্যমে আপনার পরিচয় লাভ করেছি এবং আপনার পিতৃব্যপুত্র এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের আতিথ্যও প্রদান করেছি।"

"আমি স্বীকার করি, আপনি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল এবং সত্যায়িত রাসূল। (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আপনাকে প্রত্যয়ন করা হয়েছে।) আমি আপনার পিতৃব্যপুত্র এবং তাঁর সাথীদের মাধ্যমে আপনার নিকট বাই'আত হয়েছি-আনুগত্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি এবং আমি তাঁদের হাতেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আনুগত্যের শপথ করেছি।

আমি আমার পুত্র উরায়হা বিন আস্‌হামকে আপনার খেদমতে পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমার নিজের উপর ছাড়া আর কারো উপর আমার হাত নেই। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি যদি আমাকে তলব করেন, তবে আমি নিজে আপনার খেদমতে এসে হাযির হবো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যা বলেন তা'সব সত্য। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইতি- আস্‌হাম

হাবশার নাজাশী

দ্র. যাদুল মা'আদ, খ. ৩, পৃ.৬০ সীরতুল মুস্তফা, খ. ২, পৃ. ৩৯৬-৯৭ বালাগে মুবীন, পৃ. ৭২-৭৩;

www.pathagar.com

তাবারী, খ/২ পৃ. ২৯৪; ইলামুল ওরা, পৃ. ৩০; আল -বেহার খ.৬, পৃ. ৩৯৮; কালকাসান্দী, খ. ৬, পৃ. ৪৬৬-৬৭

উক্ত পত্রে নাজাশী রিসালাত ও হেদায়েতের উপর তাঁর ঈমান আনয়নের কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর নিজের উপর ছাড়া অপর কারো উপর তাঁর কোন হাত নেই।

নাজাশী ইতিপূর্বেই যখন তাঁর দরবারে আগত কোরেশপক্ষের প্রতিনিধি আমর ইবনুল 'আসের জবাবে হযরত জাফর তাইয়ার (রা) ওজস্বিনী ভাষায় ভাষণ প্রদান করেছিলেন, এবং হযরতের পত্র হস্তান্তর করেছিলেন, তখন থেকেই ইসলামের দিকে মনে মনে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এবার যখন মদীনা থেকে এই দ্বিতীয় পত্রখানা আসল তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং সত্য ধর্ম গ্রহণের স্বীকারোক্তিও করলেন।

নাজাশীর নামে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর দ্বিতীয় পত্র

হযরত আমর বিন উমাইয়া দিমারী হযরতের অপর একখানা পত্রও নাজাশীর দরবারে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় পত্রখানা সম্পর্কে ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাতে' লিখেছেনঃ

হযরত (স) নাজাশীর নামে দু'খানা পত্র প্রেরণ করেন। প্রথম পত্রে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয় এবং দ্বিতীয় পত্রে আবূ সুফিয়ান-তনয়া হযরত উম্মে হাবীবার সাথে বিবাহের আয়োজনের উল্লেখ ছিল। তাতে একথাও ছিল যে, এবার মুসলমান মুহাজিরগণকে মদীনায় পাঠিয়ে দিন।

এ পত্রখানার পাঠ পাওয়া যায় না। অবশ্য ইতিহাসে তার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। নাজাশী তাঁর এ দুটি আদেশই পালন করেন। তিনি গায়েবানাভাবে হুযূর (স)-এর সাথে উম্মে হাবীবার বিবাহ পড়িয়ে দেন এবং হুযুরের পক্ষ থেকে চার শত দীনার মোহরানাও নিজেই আদায় করে দেন। তারপর সফরের সাজসরঞ্জাম সহ মুহাজির মুসলমানদেরকে দু'খানা জাহাজে সওয়ার করিয়ে দেন। হযরতের উক্ত পত্রের জবাবে নাজাশী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাসেদ হযরত আমর বিন উমাইয়ার মাধ্যমে একখানি পত্র রওয়ানা করেন-যার পাঠ ছিল নিম্নরূপঃ

নাজাশীর দ্বিতীয় পত্র

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম-পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহর নামে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে নাজাশী আসহামের পক্ষ থেকে- সালাম 'আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ্ মিনাল্লাহি ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু-অতঃপর নিবেদনঃ

"আমি (আপনার নির্দেশ অনুসারে) আপনার স্ববংশীয়া মহিলার সাথে- যিনি আপনার ধর্মের অনুসারিণীও বটে-আপনার বিবাহ পড়িয়ে দিয়েছি। আর তিনি হচ্ছেন সৈয়দা উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবি সুফিয়ান। আমি আপনার

www.pathagar.com

জন্য উপঢৌকন পাঠাচ্ছি-যাতে কামীস, পাজামা, চাদর এবং চর্মের মোজা সম্বলিত একসেট অনাড়ম্বর পোষাক রয়েছে। ওয়াস্‌সালামু 'আলাইকা ওয়া রহ্‌মতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! ইতি। আস্‌হামা নাজাশী-

হাবশার শাসনকর্তা

দ্রঃ মজমু'আতুল ওছাইক, পৃ. ৪৮ (সাওয়াতিউল আনওয়ার পৃ. ৮১ এর বরাতে)

আসহামার পত্র নিয়ে আমর বিন উমাইয়া এবং অন্যান্য মুহাজিরগণ সেই জাহাজদ্বয়ে আরোহণ করলেন-যা নাজাশী তাঁদের জন্য তৈরী করিয়েরেখে ছিলেন। এই কাফেলাটি ৭ম হিজরীতে মদীনায় ফিরে আসে। সে সময় রসূলুল্লাহ্ (স) খয়বর অভিযানে রওয়ানা হয়ে পড়েছিলেন। তাই এ কাফেলাটি সোজা খয়বর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়ে। অন্য রাস্তায় উম্মুল মোমিনীন উম্মে হাবীবা (রা), অন্যান্য মুহাজির মহিলাবর্গ এবং অল্পবয়স্কদের মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই কাফেলার যাত্রীগণ ঠিক খয়বর বিজয়ের দিন হযরত জা'ফর বিন আবূ তালিবের নেতৃত্বে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে উপনীত হলেন। হুযুর (স) তাঁদের আলিঙ্গন করলেন, তাঁর ললাটদেশে চুম্বন করলেন এবং বললেনঃ

"আমি আজ বলতে পারবো না আমার কোন আনন্দ বড়;
খয়বরে বিজয়ের আনন্দ, নাকি জাফরের সাথে পুনর্মিলনের এ আনন্দই।"

'সাওয়াতিউল আন্‌ওয়ার' কিতাবে নাজাশীর দ্বিতীয় পত্রের আরেকটি পাঠ উদ্ধৃত করা হয়েছে। ডক্টর হামীদুল্লাহ তাঁর 'আল্-ওছায়েকুস্ সিয়াসিয়্যা' গ্রন্থে (নম্বর ২৫, পৃ. ৮০)-এ তা উদ্ধৃত করেছেন এভাবেঃ

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম-

মুহাম্মদ (স.)-এর খেদমতে নাজাশী আসহামার পক্ষ থেকে- সালামুন 'আলাইকা ইয়া রাসূলুলাল্লাহ্ মিনাল্লাহি ওয়া রহ্‌মতুহু ওয়া বারাকাতুহু-

আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই। তিনিই সেই পবিত্র সত্ত্বা যিনি আমাকে ইসলামের হেদায়েত দান করেছেন। অতঃপর নিবেদন- "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মক্কার যে মুহাজিরগণ আমার এখানে বসবাস করছিলেন, আমি তাঁদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন আমি আমার পুত্র উরায়হাকে আবিসিনিয়ার অপর ষাট ব্যক্তি সমভিব্যাহারে আপনার খেদমতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমার প্রতি যে আশা পোষণ করেছিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তা পূর্ণ করে দিয়েছি। আর আপনি যে সত্যবাণী বলে থাকেন আমি তার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি। ওয়াস্‌হুসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (স) ওয়া রাহ্‌মতুল্লাহি ও বারাকাতুহু! ইতি।-আস্‌হামা নাজাশী- হাবশার শাসনকর্তা

নাজাশীর এ দ্বিতীয় পত্রখানা সম্পর্কে দুই রকম রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এক

www.pathagar.com

রেওয়ায়েতে আছে যে, আমর বিন উমাইয়া দিমারী হযরত জাফর (রা), উম্মুল মোমেনীন উম্মে হাবীবা এবং হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরগণের কাফেলার সাথেই নাজাশী তাঁর ছেলে উরায়হাকে ষাটজন আবিসিনীয় সমভিব্যবহারে হযরতের খেদমতে প্রেরণ করেন। এসময় উরায়হা তাঁর আবিসিনীয় সাথীদের নিয়ে ভিন্ন জাহাজে সওয়ার ছিলেন। আর অপর দুই জাহাজে মুহাজিরগণ আরোহণ করেন। সমুদ্রে ঝড় উঠলে মুহাজিরদের জাহাজ দু'টি রক্ষা পায় আর নাজাশী-তনয় উরায়হা তাঁর সাথীদের সমেত সমুদ্রে ডুবে মরেন। তাঁদের মধ্যকার কারো জীবনই রক্ষা পায়নি। অপর রেওয়ায়েত অনুসারে উরায়হা এবং অপর আবিসিনীয়রা নিরাপদেই মদীনায় উপনীত হন। তাঁরা সকলেই হযরতের হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁরা নাজাশীর পত্র খানা হুযুরে পাক (স)-এর খেদমতে পেশ করেন। নাজাশীর মৃত্যুর পর আবিসিনিয়ার একটি প্রতিনিধি দল উরায়হাকে স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য মদীনায় আসে, কিন্তু উরায়হা নবী করীম (স)- এর দরবার থেকে চলে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরে নিয়ে মদীনায়ই রয়ে যান। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মদীনায় অবস্থানকারী এ আবিসিনীয় সৈন্যগণ কোন কোন যুদ্ধে অপর মুসলমান মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধও করেছেন।

প্রথম বর্ণনা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে, উরায়হা এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা যদি জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণই করবেন, তবে, সে পত্রখানা আবার কেমন করে বেঁচে গেল। এ প্রশ্ন থেকে বাঁচবার জন্যে প্রথম বর্ণনার সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, ঐ দ্বিতীয় পত্রখানাও আমর ইবনে উমাইয়া দিমারীর কাছে ছিল। এ কথাটি বোধগম্য নয় যে, যে পত্রটি পৌঁছাবার জন্যে স্বয়ং নাজাশী উরায়হাকে বার্তাবাহক নিয়োগ করলেন, সেই পত্রটি উরায়হা আবার আমর ইবনে উমাইয়া দিমারীর হাতে কেন অর্পন করলেন? এটা কুটনৈতিক নীতিরও পরিপন্থী বলে মনে হয়। তারপর উরায়হাকে অর্পিত পত্রের পাঠ লক্ষ্য করুন, নাজাশী লিখেছেনঃ

"আমি আপনার নির্দেশ পালন করেছি এবং মুহাজিরগণকে রওয়ানা করে দিয়েছি। আর এখন আমার পুত্র উরায়হাকে পাঠাচ্ছি।"

এ লিপি থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, উরায়হাকে মুহাজিরীনদের সাথে রওয়ানা করা হয়নি, বরং পরবর্তী কোন এক সময় পাঠানো হয়েছে। আর তিনি পত্রসহ নিরাপদেই মদীনায় উপনীত হয়েছেন। এজন্য দ্বিতীয় বিবরণই যথার্থ মনে হয়। আমর বিন উমাইয়া যে পত্র বহন করে নিয়ে যান, তাতেও উরায়হাকে পাঠানোর কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু যতদূর মনে হয়, তিনি মুহাজিরীনদের সাথে রওয়ানা হতে পারেননি, বরং তিনি পরে রওয়ানা হয়েছিলেন।

আমাদের ঐতিহাসিকগণ নাজাশী আস্‌হামার পর আবিসিনিয়া সম্পর্কে একেবারেই নির্বিকার। তাই নাজাশী আস্‌হামার ইন্তেকালের পর সেখানে যে কী পরিস্থিতির উদ্ভব

www.pathagar.com

হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছু বলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এমন কি আসহামার উত্তরাধিকারীর নামটি পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহকে মিলিয়ে দেখলে যা অনুমিত হয়, তা হলো, আবিসিনিয়ার নাজাশীর প্রভাবে এবং মুহাজিরদের সাথে মেলামেশা এবং তাঁদের ইসলাম প্রচারের ফলে আরো কিছু সংখ্যক আবিসিনীয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা ছিল নেহাৎ কম। কেননা, স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের এ তাবলীগ-কার্যে পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বিত হয়ে থাকবে। এতদসত্ত্বেও রাজদরবারের পারিষদবর্গ এবং খৃষ্টান ধর্মযাজকদের মধ্যে নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের জোর গুজব রটে এবং এভাবে তাঁর প্রতি তাদের বিক্ষোভ ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। প্রথমেও খৃষ্টানদের মধ্যে দুইটি ধারা চলে আস্‌ছিল। একদল ছিল নাজাশীর সমর্থক এবং অপরদল তাঁর বিরোধী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর রটে যাওয়ার পর তাঁর বিরোধীরা শক্তিশালী হয়ে উঠে। বিরোধীদের এরূপ শক্তিবৃদ্ধি লক্ষ্য করে নাজাশী আস্‌হামা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, যে, তাঁদের মদীনায় পাঠিয়ে দিতে হবে; কেননা, আবিসিনিয়ার যা' অবস্থা তাতে যে কোন সময় অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি তাঁর পুত্র উরায়হার সাথে তাঁদের মদীনায় পাঠিয়ে দেন এবং কিছু দিন পর নাজাশীর ইন্তেকাল হয়ে যায়।

নাজ্জাশীর ইন্তেকাল অষ্টম হিজরীর শেষ দিকে অথবা নবম হিজরীর শুরুর দিকে হয়। সাহাবী হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, যখন নাজাশীর ইন্তেকাল হলো, তখন নবী করীম (স) বললেন- 'আজ আল্লাহ্‌র নেক বান্দা আস্‌হামার ইন্তেকাল হয়েছে, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও এবং তোমাদের ভাই আস্‌হামার জন্য নামায আদায় কর'! তাই আমরা তাঁর পশ্চাতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলাম। দ্র. বুখারী-মুসলিম

ঐতিহাসিক তাবারীর ধারণা অনুসারে এ ঘটনাটি নবম হিজরীর। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে এ ঘটনাটি অষ্টম হিজরীর মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার।

দ্বিতীয় নাজাশীর নামে রসূলুল্লাহ্‌র পত্র

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে- আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী (আস্‌হাম) -এর প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক্ তার প্রতি যে সত্য পথের অনুসারী এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক-লা-শরীক। তাঁর স্ত্রীও নেই, পুত্রও নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ তাঁরই দাস ও বার্তাবাহক রসূল।

"আমি আপনাকে ইসলামের পানে দাওয়াত দিচ্ছি; কেননা, আমি তো তাঁরই বার্তাবাহক-রাসূল। ইসলাম গ্রহণ করে নিন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন।

"হে কেতাব ধারী সম্প্রদায়! এসো, এমন একটি ব্যাপারে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে

www.pathagar.com

যাই-যে ব্যাপারটিতে আমরা ও তোমরা সমান আর তা হলো আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত-অর্চনা করব না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না, আর না আম'রা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে একে অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করব। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাও-তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা মুসলিম-আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পনকারী। (আল- কুরআন ৩ : ৬৪)

"আপনি যদি সত্য গ্রহণে পরান্মুখ হন, তবে আপনার খ্রীষ্টান জাতির পাপের বোঝা আপনারই উপর বর্তাবে।"

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

এ পত্রখানা সম্পর্কেও ইতিহাসগ্রন্থসমূহ ঘাঁটলে অনুমিত হয় যে, এ পত্রখানাও যেন আস্‌হামা নাজাশীর নামে লিখিত হয়েছিল। পত্রশীর্ষে "আসহামা" নামটিও লিখিত হয়েছিল। কিন্তু এ পত্রের মর্মের সাথে এ বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই যে, কখন কার মাধ্যমে তা প্রেরিত হয়েছিল। কেননা, আস্‌হামার নামে প্রথম পত্রখানি হচ্ছে ঐ পত্র যা হযরত জা'ফর তাইয়ার (রা) নবুওতের পঞ্চম বর্ষে হিজরতের পূর্বেই বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় পত্রখানি হচ্ছে ঐ পত্র -যা হযরত আমর বিন উমাইয়া দিমারী হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সপ্তম হিজরীতে বয়ে নিয়ে যান। তৃতীয় পত্রখানাও উক্ত আমর বিন উমাইয়ার মাধ্যমে প্রেরিত হয়-যাতে হযরত উম্মে হাবীবা (রা) এর সাথে রাসূলুল্লাহ্‌র পরিণয় এবং মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ রয়েছে। মুহাজিরীনদের প্রত্যাবর্তনকাল পর্যন্ত এ পূর্ণ সময়টার মধ্যে উক্ত পত্রের কোন উল্লেখই পাওয়া যায়না। ইতিহাসে অবশ্য একথা বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (স) এক বা একাধিক নাজাশীকে পত্রাদি পাঠিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় নাজাশীর কোন নাম, পত্র প্রেরণের তারিখ বা পত্রবাহক কে ছিলেন, তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় নাজাশীর কোন জবাব বা তাঁর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। পত্রের মর্ম থেকে বুঝা যায় যে, যদি পত্রখানি নাজাশী আস্‌হামার নামেই লিখিত হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই সপ্তম হিজরীর হয়ে থাকবে- যখন হুযুর (স) দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজ-রাজড়াদের নামে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় যে পত্রখানা নাজাশীর দরবারে প্রেরিত হয় তা'যে প্রথমোক্ত পত্রখানাই ছিল এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তার পূর্বে তিনি আর কোন নাজাশীকে কোন তবলীগী পত্র প্রেরণ করেননি। সুতরাং একথা সুনিশ্চিত যে, এই শেষোক্ত পত্রখানা পরবর্তীকালে প্রেরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ পত্রখানি দ্বিতীয় নাজাশীকে লিখিত হয়েছিল-যিনি আস্‌হামা নাজাশীর ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। প্রমাদ বশত ঃ এতে নাজাশী আসহামের নাম লিখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্র. যরকানী, খ. ৩, পৃ.৩৪৬, সীরাতুল, মুস্তফা, খ. ২, পৃ.৩৯৭-৯৮

বিভিন্ন কার্যকারণের সাথে মিলিয়ে দেখলে এটা নবম হিজরীর শুরুর দিকের পত্র বলেই মনে হয়। যতদূর মনে হয়, এ পত্রখানাও আমর ইবনে উমাইয়া দিমারীই বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে পত্র প্রেরণের ব্যাপারে সংঘটিত ঘটনাবলীর আলোকেও এ অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। সাঈদ ইবনে আবি রাশেদ সিরিয়া-বিজয়ের পর যখন হিম্‌সে উপনীত হন, তখন সেখানকার এক গীর্জায় তাঁর এক বৃদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হয়। যার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐ ব্যক্তি রোমক-সম্রাটের দূতরূপে ঠিক ঐ সময়ে হযরতের দরবারে এসেছিল, যখন তিনি নবম হিজরীতে তাবূকে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে আলাপ প্রসঙ্গে হুযুর (স) বলেছিলেনঃ আমি একটি পত্র পারস্য-সম্রাটের নামে পাঠিয়েছিলাম, সে তা' ছিঁড়ে ফেলে দেয়,তার সাম্রাজ্যও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে; তারপর সম্রাট নাজাশীর নামে পাঠিয়েছিলাম, সেও আমার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তার রাজত্বও খন্ড বিখন্ড হয়ে যাবে। আর একখানি পত্র তোমাদের সম্রাটকেও লিখেছি, তিনি তা' নিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

এ ঘটনার বিশদ বিবরণ রোম-সম্রাটের নামে লিখিত পত্রের বিবরণে দেয়া হবে। এ পত্রে নাজাশী কর্তৃক হযরতের পত্র দেয়ার কথা আছে। বলাবাহুল্য, আস্‌হামা নাজাশী এ কাজ করতে পারেন না। কেননা, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরগণ তাঁর আমলে সেদেশে গিয়েছিলেন। অবশ্যই ইনি এই শেষোক্ত নাজাশীই হবেন-যাকে প্রথমোক্ত নাজাশীর ইন্তেকালের পর পারিষদবর্গের মধ্যকার সেই উগ্র খৃষ্টান নেতারা-যারা পরলোকগত নাজাশীর একত্ববাদী ধর্মবিশ্বাস এবং পরবর্তীকালে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল-তারাই সিংহাসনে বসিয়েছিল। তা'রা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, এ নতুন নাজাশীর 'ধর্মচ্যুত' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। তাদের এ ধারণা সত্যই প্রতিপন্ন হয়েছিল। তাই আমরা দেখতে পাই, যখন হুযুর (স)-এর পত্র এ দ্বিতীয় নাজাশীর কাছে পৌছলো, তখন সেও কিস্‌রার মত হযরতের এ পত্রখানা ছিঁড়ে ফেল্‌লো। একথাই তাবূকে রোম-সম্রাট কয়সরের দূত তনূখীর নিকট তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

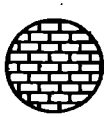

www.pathagar.com

রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে রসূলুল্লাহ্ (স) -এর পত্র

রোম-সম্রাট হিরাকল বা হিরাক্লিয়াসকে (৬১০-৬৪১ খ্রী.) হুযুর (স) পত্র লিখেন হোদায়বিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরে। এ পত্রখানা বহন করে নিয়ে যান কাসেদে-রসূল হযরত দিহ্ইয়া বিন খলীফা কাল্বী (রা)। কয়সারের দরবারে সরাসরি গিয়ে পত্র হস্তান্তর করা ছিল রীতিমত এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই তিনি এ উদ্দেশ্যে বুস্রা শহরের শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর দৌত্যকার্যের কথা অবহিত করেন। বুস্রার শাসক সেই মিছিলে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে হিম্সে এসেছিলেন -যা' যেরুযালেমের কিয়ামাতা দূর্গের প্রাচীনতম স্মৃতি 'পবিত্র ক্রুশ' নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দস যাচ্ছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে, এই ক্রুশে বিদ্ধ করেই যীশুখ্রীষ্ট তথা হযরত ঈসা (আ) হত্যা করা হয়েছিল। ইরান সম্রাট খসরু পারভেজ ৬১৭ খৃষ্টাব্দে রোমকদেরে যুদ্ধে পরাস্ত করে কিয়ামাতা দূর্গ ভস্মীভূত করে ফেলে এবং এই ক্রুশটি সে ইরানে নিয়ে আসেন। তারপর কয়েক বছর না যেতেই ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল। ৫ম হিজরীতে ৬২৩ খৃষ্টাব্দে মোতবেক রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস নিনোভার যুদ্ধে ইরানীদের পরাস্ত করে টাইগ্রীস (দজলা) নদীর অপর পারে ঠেলে দেন। শেষ পর্যন্ত খসরু পারভেজকে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে রাজস্ব প্রদানে সম্মত হতে হয় এবং 'পবিত্র ক্রুশ'ও তাঁকে ফেরত দিতে হয়। এই গৌরবোজ্জ্বল বিজয় উপলক্ষে খৃষ্টানরা বায়তুল মুকদ্দসে একটি উৎসবের আয়োজন করে। কিয়ামাতা গীর্জা পুনর্নির্মিত হলো। স্বয়ং হিরাক্লিয়াস পবিত্র ক্রুশ পৌঁছিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এন্টিয়ক থেকে অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে বের হলেন। পবিত্র ক্রুশের এ মিছিল এবং বিজয়োৎসবে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আফ্রিকা, মিসর, ইরাক এবং আরবের রোমশাসিত এলাকাসমূহ এবং রোমান সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যসমূহের রাষ্ট্রদূতগণ রোম-সম্রাট কয়সরকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সেখানে এসে পৌঁছেছিলেন এবং তাদের কাফেলাসমূহ এ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল।

লক্ষ ভক্ত-অনুরক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় রোমের কয়সর হিরাক্লিয়াস পবিত্র ক্রুশ সহ যখন হিম্সে উপনীত হলেন, তখন বুস্রা* শহরের শাসকের মাধ্যমে হযরত দিহ্ইয়া কাল্বী কয়সরের দরবারে উপনীত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রখানা তাঁর সদনে

---

* বুস্রার বর্তমান নাম হুরান। এটা মহানবীর বাল্যকালে চাচার সাথে সিরিয়া ভ্রমণকালে এখানেই তাঁর বাহীরা পাদ্রীর সাথে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ হয়েছিল। এটি গাস্সানী শাসকদের রাজধানীরূপে বিখ্যাত ছিলঃ বালাগে মুবীন (পাদটীকা) পৃঃ ১০৬; Holy Prophet's Mission to Contemoprary Rulers (On Footnote) by Jalalabadi, Page 38

www.pathagar.com

পেশ করলেন। সেই পত্রখানার পাঠ ছিল নিম্নরূপঃ

من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم' سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام ، اسلم تسلم ، يؤتك الله اجرك مرتين . فان توليت فان عليك اثم الاريسيين "يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا ولاتتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باتا مسلمون".

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। -আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম-অধিপতি হিরাক্লিয়াসের প্রতি। সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক্ যে সত্য পথের অনুসারী তার উপর। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করে নিন, নিরাপত্তা লাভ করবেন আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক প্রদান করবেন। আপনি যদি অগ্রাহ্য করেন তা'হলে জেনে রাখুন, আপনার প্রজাকুলের পথভ্রষ্টতার পাপ আপনার উপরই বর্তাবে।

"হে আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের লোকজন! এসো, এমন একটি ব্যাপারে আমরা সব এক হয়ে যাই, যে ব্যাপারে আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই- আমরা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত-অর্চনা করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক প্রতিপন্ন করব না। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমরা একে অপরকে প্রভুরূপে গ্রহণ করব না। আর তারা যদি একান্তই মুখ ফিরিয়ে নেয়-তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা মুসলমান-আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণকারী।"(আল-কুরআন ৩: ৬৪)

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ-

দ্র. সহীহ্ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪-৫, ফাৎহুলবারী, খ. ১, পৃ. ৩৫, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ২৭; আল-আগানী খ. ৬, পৃ. ৯৩, আহকামুল কুরআন (জাস্‌সাস) খ. ৩, পৃ. ২৪১; দালাইলুন নবুওয়াত, পৃ. ২৯০; মুশকিলুল আছার (তাহাভী) খ. ২ , পৃ. ৩৯৭

ইরান ও রোমের বার বছরব্যাপী যুদ্ধে কোরায়শরা ইরানীদের সমর্থন করত। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের কাম্য ছিল, আহ্‌লে কিতাব ও একজন নবীর উম্মত রোমকরাই যেন যুদ্ধে জয়ী হয়। যুদ্ধে যখন রোমকরা পরাস্ত হলো, তখন কোরায়শ-সর্দাররা রসূলুল্লাহ (স) এবং মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলোঃ 'দেখেছো হে, তোমাদের রোমক ভায়েরা কেমন করে পরাস্ত হয়ে গেল! আমাদের হাতে তোমাদেরও

www.pathagar.com

এমনি দশা ঘটবে।' জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন সূরায়ে রূমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিঃ

الم - غُلِبَتِ الرُّوْمُ - فِيْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ - فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ - (الروم ١-٤)

"আলিফ, লাম, মীম-নিকটবর্তী ভূ-ভাগে রোমকরা পরাস্ত হয়েছে! তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই তারা জয়যুক্ত হবে মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যেই। আল্লাহ্রই হাতে সব এখতিয়ার আগেও এবং পরেও। আর সেদিন আল্লাহ্র দেওয়া এ বিজয়ে মুসলমানরা উল্লসিত হবে।" (সূরায়ে রূম ৩০ ঃ-১-৪)

দশ বছর পূর্ণ হতে নাহতেই এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়। আর এ উপলক্ষেই রোমের কয়সর হিরাক্লিয়াস বায়তুল মুকাদ্দস যাচ্ছিলেন। বুসরার গভর্ণরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল আরব কবীলাদের সাথে। তাই এসব খবর তাঁর ভাল করেই জানা ছিল। তাই হিম্সে আরব দূতকে বাদশাহ্র দরবারে পেশ করতে গিয়ে এসব বিবরণও তিনি বিশদভাবে তাঁর কাছে পেশ করেন।

কয়সর পত্রখানা পড়ে চুপ হয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি আদেশ করলেনঃ বায়তুল মুকদ্দসের দরবারে এ পত্রখানা পেশ করতে। চতুর্দিকে থেকে যখন কয়সরের দরবারে অজস্র অভিনন্দন এসে পৌঁছছিল এমনি একটা সময় এ পত্রখানা যেন কেমন একটা ব্যতিক্রম মনে হচ্ছিল। এর সম্বোধনের ধরনধারণও মোটেই সম্রাটের উপযোগী বা তাঁর মান-মর্যাদার প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। হিরাক্লিয়াসের তাতে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠার কথা। কিন্তু তা'না করে তিনি যে মৌনতা ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন, তা' ছিল যথেষ্ট অর্থবহ।

আসলে ব্যাপার ছিল এই যে, দশ বার বছর আগে ইরানীরা যখন হিরাক্লিয়াসকে পরাজিত করে তখন ইহুদীরা এবং আরব কবীলাগুলো রোমকদের বিরুদ্ধে ইরানীদের সমর্থন দান করেছিল। ইরানীরা যেহেতু পৌত্তলিক ছিল, তাই আরবের পৌত্তলিক কবীলাগুলোর সহানুভূতি সাধারণতঃ রোমকদের বিরুদ্ধে তাদেরই পক্ষে থাকত। রোমকদের জন্যে এ ব্যাপারটা কম তাৎপর্যবহ ছিল না যে, এহেন পৌত্তলিক আরব কবীলাগুলোর মধ্যেই এমন একটি শক্তির উদ্ভব হচ্ছে যারা পৌত্তলিক ইরানীদের বিরুদ্ধে আহ্লে কিতাব খ্রীষ্টানদের সমর্থক ও তাঁদের নবী ঈসা (আ)-কে তাঁরা আল্লাহ্র নবী বলেও স্বীকার করে। তাই পৌত্তলিক ইরানীদের বিরুদ্ধে এ নতুন ধর্মাবলম্বীদের উৎসাহিত করাই ছিল বিজ্ঞজনোচিত পদক্ষেপ। আর এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রের ভাষ্য শুনে হিরাক্লিয়াসের মনে যে একটু তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, তা তিনি বিষ হযম করার মতই হযম করে ফেলেন এবং আদেশ দেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে আরবের এ নতুন নবী এবং তাঁর নবুওতের দাবী সম্পর্কে খুব ভাল করে তলিয়ে দেখতে হবে।

www.pathagar.com

রোমক সম্রাটের দরবারে মহানবীর দূত দিহ্ইয়া কালবীর ভাষণ

বায়তুল মুকাদ্দাসে বিজয়োৎসবের পর হিরাক্লিয়াসের খাস-দরবারে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পবিত্র পত্রখানা পড়ে শুনানোর পূর্বে মহানবীর দূত একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

'হে রোমসম্রাট! আমাকে যিনি আপনার দরবারে দূতরূপে প্রেরণ করেছেন, তিনি আপনার চাইতে অনেক গুণ উত্তম আর তাঁকে যিনি নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, সে পবিত্র সত্ত্বা হচ্ছেন, সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ট। সুতরাং আমি যা' আরয করবো, তা' বিনীতভাবে শুনবেন এবং আন্তরিকতার সাথে তার উত্তর দেবেন। বিনীতভাবে না শুনলে আপনি তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন না, আর উত্তর প্রদানে আন্তরিক না হলে সে উত্তর কোনক্রমেই ন্যায্য ও যথার্থ উত্তর হবে না।'

কয়সর বল্লেন: আপনি বলুন!

দিহ্ইয়া কালবী (রা) তখন বলেন: আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, হযরত মসীহ্ ইব্ন মরিয়ম (আ) নামায পড়তেন- প্রার্থনা করতেন।

কয়সর বল্লেন: জ্বী হাঁ, তিনি অবশ্যই প্রার্থনা করতেন।

দিহ্ইয়া বলে চল্লেন: আমি আপনাকে সেই পবিত্র সত্তার দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, যাঁর উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ (আ) প্রার্থনা করতেন, যাঁর সম্মুখে তিনি সিজদায় মাথা লুটাতেন, যিনি তাঁকে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আসমান যমীন সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তারপর আমি আপনাকে সেই উম্মী নিরক্ষর নবীর দিকে দাওয়াত দিচ্ছি- যাঁর সুসমাচার হযরত মূসা ও ঈসা (আ) দিয়ে গেছেন। আপনি তো সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। আপনি যদি এ দাওয়াতে সাড়া দেন, তা হলে দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই আপনার জন্যে রয়েছে, আর যদি তাতে ব্যর্থ হন, তা হলে আখিরাতের মঙ্গল আপনার হাতছাড়া হয়ে যাবে, যদিও দুনিয়ায় অন্যরাও আপনার সাথে শামিল থাকবে। আপনি নিশ্চিত জান্বেন, আপনার একজন প্রতিপালক রয়েছেন- যিনি তাঁর অগ্রাহ্যকারীদেরকে ধ্বংশ করে দেন এবং তাঁর নিয়ামতসমূহ হাতবদল করে দেন।

কয়সর রাসূলুল্লাহ্ (স) এর পত্রখানা দিহ্ইয়া (রা) এর হাত থেকে নিয়ে নিজ মাথায় ধারণ করলেন এবং নিজের চোখেমুখে লাগালেন। তিনি পত্রখানা চুম্বন করলেন। তারপর তা' খুলে পাঠ করলেন এবং আমাকে বল্লেন: ভেবে চিন্তে আগামীকাল তার জবাব দেবো। (দ্র. রওযুল আনিফ, (Proud Garden) খ. ২. পৃ. ৩৮২-৮৩; সীরতে মুস্তফা, খ. ২, পৃ. ৩৮২-৩৮৩)

তখন কোরায়শ-সর্দার আবূ সুফিয়ানও সেদেশে ছিলেন। তিনি একটি বাণিজ্যবহর নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দসে গিয়েছিলেন। শাহী পেয়াদারা তাঁকে এ কথা বলে দরবারে নিয়ে আসে যে, শাহানশাহের কিছু প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতে হবে। রসূলুল্লাহ্র পত্রবাহক দিহ্ইয়া কল্বী এ ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেঃ

"হযরত রসূলে করীম (স) আমাকে পত্র দিয়ে রোমসম্রাট কয়সরের দরবারে প্রেরণ করেন। আমি কয়সরের দরবারে উপনীত হয়ে তাঁর হাতে রসূলুল্লাহ্র পবিত্র পত্রখানা

www.pathagar.com

অর্পণ করি। তাঁর পাশে তখন তাঁর ভাই (মতান্তরের ভ্রাতুষ্পুত্র) উপবিষ্ট ছিল। তার দেহ গৌরবর্ণ, চক্ষু নীলবর্ণ ও মাথা মুণ্ডিত ছিল। পত্রখানা রোম-সম্রাটের দরবারে পঠিত হয়। পত্রের শিরোনাম (আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের হিরাকলের প্রতি) শুনেই তার ভ্রাতুষ্পুত্র গর্জে উঠলোঃ "এ পত্র আর কোনক্রমেই এ দরবারে পাঠ করা চলবে না।" কয়সর বলে উঠলেন, "কেন? কী হয়েছে?" সে বল্‌লো, পত্রপ্রেরক প্রথমে তার নিজের নাম লিখেছে। দ্বিতীয়ত ঃ, রোমসম্রাট লেখার পরিবর্তে সে কেবল 'রোমের হিরাকল' বলে সম্বোধন করেছে। কয়সর বললেন, যাই হোক্ না কেন, পত্রখানা অবশ্যই পড়ে দেখতে হবে। তাঁর নির্দেশ অনুসারে পত্রখানা পঠিত হলো। দরবার ভঙ্গের পর লোকজন যখন যার যার পথে চলে গেল, তখন সম্রাট আমাকে এবং তাঁর বিশিষ্ট পরামর্শদাতা পাদ্রীটিকে অন্দর মহলে ডেকে পাঠালেন। সম্রাট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ পাদ্রীকে শুনালেন এবং হুযুর (স)-এর পত্রখানা তাঁকে পড়েও শুনালেন। সব শুনে পাদ্রী বল্‌লেনঃ ইনিই তো সেই বহুপ্রতীক্ষিত নবী-যাঁর অপেক্ষায় আমরা দিন গুণ্‌ছি আর যাঁর সু-সমাচার ঈসা (আ) আমাদেরে শুনিয়েছিলেন। সম্রাট পাদ্রীকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন- "এবার আমার ব্যাপারে আপনার কী পরামর্শ, বলুন দেখি!" জবাবে পাদ্রী বললেন- "আর যাই হোক্, আমি তো তাঁর সত্যতার অনুমোদনই করব এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করব।" কয়সর বললেন "আমি যদি তা' করতে যাই তবে আমাকে তো রাজ্যই হারাতে হবে!"

দ্র. উসদুল গাবা, খ.৩, পৃ. ৪১; ইসাবা, খ.২ পৃ. ২১৬; তাবারী, খ. ২, পৃ. ২৯২-২৯৩; আল-কামিল, খ. ২, পৃ. ৮; মাকাতীবুর রাসূল, খ.১, পৃ. ১১২

হযরত দিহ্‌ইয়া (রা) বলেন; আমরা তো তখনকার মতো তাঁর দরবার থেকে উঠে আসলাম। ওদিকে কয়সর তখন বায়তুল মুকাদ্দসে অবস্থানরত আবূ সুফিয়ানকে ডেকে পাঠালেন। তখন তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তার বিবরণ পরে আসছে।

হযরত দিহ্‌ইয়া কালবী (রা) বলেনঃ তারপর তিনি আমাকে ডেকে বললেনঃ ওহে, আপনাদের গুরুকে বলবেন, তিনি যে নবী এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

তারপর তিনি দূতকে বললেন : আমরা যার প্রতীক্ষায় ছিলাম, ইনি তিনি। আমাদের শাস্ত্রে তাঁর কথা আমরা পেয়েছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা, রোমবাসীরা আমাকে প্রাণে বধ করবে। তা' না হলে অবশ্যই আমি তাঁর অনুসারী হতাম। তুমি বিশপ যাগাতিরের নিকট গিয়ে তোমার মনিবের কথা বল! তিনি রোমে আমার চাইতে অধিক বরেণ্য। দেখ, তিনি এ ব্যাপারে কী বলেন!

পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ ও শাহাদত বরণ

বার্তাবাহক দিহ্‌ইয়া কালবী আরো বলেনঃ যে বিশপ পাদ্রীর নিকট কয়সর পরামর্শ চেয়েছিলেন, প্রতি রোববার তার কাছে বিপুল জনসমাগম ঘটতো এবং তিনি তাদেরকে ধর্মোপদেশ দান করতেন। কিন্তু পরবর্তী রোববার তিনি আর তাঁর হুজরা থেকে বেরোলেন না। আমি তাঁর নিকট যাতায়াত করতাম। আমার সাথে তাঁর কথাবার্তা হত। তারপর দ্বিতীয় রোববারেও তাঁর ওখানে প্রচুর লোক সমাগম হল। লোকজন দীর্ঘক্ষণ ধরে

www.pathagar.com

তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করল। কিন্তু তিনি কোনক্রমেই তাঁর হুজরা থেকে বেরোলেন না। অসুস্থতার ভান করে তিনি তাঁর হুজরাতেই পড়ে রইলেন। কয়েকবার এরূপ করার পর লোকজন তাঁকে বলে পাঠালঃ এবার তুমি আমাদের নিকট আস আর না-ই আস, আমরা তোমার ঘরে ঢুকে তোমাকে প্রাণে বধ করব। আমরা তো সেই আরবটির আসার দিন থেকেই তোমার মধ্যে কেমন একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করে আস্‌ছি!

পাদ্রীটি তখন আমাকে লক্ষ্য করে বল্‌লেনঃ তুমি আমার এই পত্রখানা গ্রহণ কর! এটা তুমি তোমার মনিবের কাছে দেবে। তাঁকে আমার সালাম দেবে এবং তাঁকে অবশ্যই বল্‌বে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোন উপাস্য নেই এবং নিঃসন্দেহে মুহম্মদ (স) আল্লাহ্‌র রসূল। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করছি এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছি। আমার এ ইসলাম গ্রহণে এরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে- যা' তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। তুমি তাঁকে আমার এ সংবাদ জানাবে।

তারপর পাদ্রী হুজরা থেকে বেরিয়ে আসলেন। আর যায় কোথায়! বিক্ষুব্ধ খৃষ্টান জনতা মুহূর্তে চতুর্দিক থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে শহীদ করে ফেল্‌ল।

দ্র. হায়াতুস্ সাহাবা -মাগাযী, তাবরী, ইসাবা খ.২ পৃঃ ২১৬ এর-বরাতে)

দিহ্‌ইয়া কালবী (রা) কয়সরের নিকট ফিরে গিয়ে যখন এ বৃত্তান্ত তাঁকে শুনালেন, তখন কয়সর তাঁকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন: আমার তো আশঙ্কা হয় যে, লোকে আমার সাথেও এরূপ আচরণই করবে। আমি তোমাকে পূর্বেই এ কথা বলেছি যে, যাগাতির তাদের কাছে আমার চাইতে বেশী বরেণ্য ছিলেন।

দ্র. তারীখ তাবারী খ. ৩. পৃ. ৮৭, আল- বিদায়া, ওয়ান নিহায়া খ. ৪, পৃ ২৬২-২৬৮, আল-জওয়াবুস্ সহীহ্ খ. ১. পৃ. ৯৪; ফৎহুল- বারী, খ. ১, পৃ. ৪০

মু'জামে তাবারাণীতে আছে, (রোমসম্রাট কয়সর হযরত দিহ্‌ইয়া (রা) কে বলেন, আমি সম্যক জ্ঞাত আছি যে, সত্যিই তিনি নবী- যেমনটি পাদ্রী যাগাতির বলেছেন। কিন্তু আমি যদি তা' প্রকাশ করতে যাই, তবে আমার রাজত্ব হাতছাড়া হবে এবং রোমবাসীরা আমাকে হত্যা করে ফেল্‌বে। কিন্তু সে ভুলে গেল মহানবীর বাণী (اسلم تسلم) 'তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তা হলে নিরাপত্তা লাভ করবে।"

দ্র. সীরাতে মুস্তফা, খ.২, পৃ. ৩৮৯

হিরাক্লিয়াস ও আবূ সুফিয়ানের কথোপকথন

সহীহ্ বুখারীতে স্বয়ং আবূ সুফিয়ানের বর্ণনা থেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। তাতে আছেঃ "হিরাকল রূমের প্রধানগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় দরবারে বসে কোরায়শদেরকে ডাকলেন এবং নিজের দোভাষীকেও ডাকলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে বংশ হিসাবে কে ঐ ব্যক্তির নিকটতম, যে নবী বলে দাবী করে?" আবূ সুফিয়ান বলেনঃ 'তখন আমি বললাম, বংশের দিক থেকে আমিই তাঁর নিকটতম।' হিরাকল আদেশ করলন, ওকে আমার নিকটে নিয়ে আস এবং তার

www.pathagar.com

সঙ্গীদেরে কাছে এনে ওর পেছনে বস্‌তে দাও।' তারপর তিনি দোভাষীকেও বল্‌লেনঃ ওদেরে বলে দাও, আমি ওকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। যদি সে আমার কাছে কোন কথা মিথ্যা বলে, তবে তারা যেন তা' আমাকে অবগত করে।' আবূ সুফিয়ান বলেন, কসম খোদার, যদি পরে লোকে আমাকে মিথ্যার কলঙ্ক দেবে বলে আশংকা না হতো, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যাই বল্‌তাম।'

তারপর তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, আবূ সুফিয়ানের ভাষায় তা'নিম্নরূপঃ

হিরাকলঃ তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কিরূপ?

আবূ সুফিয়ানঃ তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত।

হিরাকল ঃ তাঁর পূর্বেও তোমাদের মধ্যকার অপর কেউ কি একথা বলেছে? (অর্থাৎ নবুওতের দাবী করেছে?)

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাকল ঃ তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ বাদশাহ্ ছিল কি?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাকল ঃ সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না কি গরীবরা?

আবূ সুফিয়ান ঃ গরীবরা।

হিরাকল ঃ তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে, নাকি কমছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ বরং তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

হিরাকল ঃ তাদের মধ্যকার কেউ কি সে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর অসন্তুষ্ট হয়ে তা' পরিত্যাগও করে?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাকল ঃ তোমরা কি তার কথা বলার (অর্থাৎ নবুওতের দাবী করার) আগে তাকে মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

হিরাকল ঃ তিনি কি তাঁর কথার খেলাফ করেন? (অর্থাৎ সন্ধি বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন?)

আবূ সুফিয়ান ঃ না। তবে একটা নিদিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত ইদানিং তাঁর সাথে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে। জানিনা, এবার যে তিনি কী করবেন?

আবূ সুফিয়ান বলেন, তাঁর প্রতি তখন চরম বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই সামান্য অনাস্থাসূচক একটা কথা ছাড়া আর কিছুই যোগ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত থাকে।

হিরাকল ঃ তোমরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছ?

আবূ সুফিয়ান ঃ জ্বী হ্যাঁ।

www.pathagar.com

হিরাকল ঃ তাঁর সাথে তোমাদের এ যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ আমাদের ও তাঁর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে ডোলে পানি তোলার মতো। কখনও সে পায়, কখনও আমরা পাই! অর্থাৎ কোন সময় তার জয় হয়, আবার কখনও কখনও আমাদের জয় হয়।

হিরাকল ঃ তিনি তোমাদেরকে কী আদেশ দেন?

আবূ সুফিয়ান ঃ তিনি বলেন, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর! তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করোনা। তোমাদের বাপ-দাদারা যেমন দেবদেবীর পূজা করতো, তা' তোমরা ছেড়ে দাও! তিনি আমাদের আদেশ দেন নামায পড়তে, সত্য কথা বলতে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে, এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে।

নবুওতের সত্যতা সম্পর্কে রোমসম্রাটের স্বীকারোক্তি

রোমসম্রাট তখন দোভাষীকে বল্‌লেন, তুমি তাদের বল- আমি তোমাকে তাঁর বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তুমি বললে, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চবংশজাত। এরূপই হয়ে থাকে। নবীদেরকে তাঁদের জাতির উচ্চবংশেই পাঠানো হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে অপর কেউ কি এরূপ নবুওতের দাবী করেছে? তুমি বললে, 'না'। আমি বলি, তাঁর পূর্বে কেউ যদি এরূপ কথা বলে থাকত, তা'হলে আমি বলতাম, এ ব্যক্তি এমন একটি কথার অনুসরণ করছে, যা আগেও কথিত হয়েছে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম , তাঁর বাপদাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ্ ছিল কি ? তুমি বললে, "না"। আমি বলি, যদি তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকত, তবে আমি বলতাম, সে এমন এক ব্যক্তি-যে তার পিতৃরাজ্য ফেরৎ পেতে চায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর নবুওত দাবীর পূর্বে তোমরা তাঁর প্রতি মিথ্যার অপবাদ দিতে কি? তুমি বললে, "না"। তাতে আমি এ কথাই বুঝতে পেরেছি যে, এমনটি হতেই পারেনা যে তিনি মানুষের সম্বন্ধে তো মিথ্যা বর্জন করেন আর মিথ্যা বলেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বড়লাকেরা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করছে, নাকি গরীবরা! তুমি বললে, গরীবরাই তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে। আর গরীবরাই রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা সংখ্যায় বাড়ছে নাকি কমছে? তুমি বললে, 'বাড়ছে'। পূর্ণতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত ঈমানের ব্যাপারটা এরূপই হতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ধর্ম গ্রহণের পর তা' ত্যাগ করেছে? তুমি বললে- "না"। আর ঈমান এরূপই হয়ে থাকে-যখন তার সজীবতা অন্তরের সাথে যুক্ত হয়।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি কথার খেলাফ করেন? তুমি বললে, 'না'। রাসূলগণ এরূপই হয়ে থাকেন। তাঁরা কখনও কথার খেলাফ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তোমাদের কী আদেশ করেন? তুমি বললে "তিনি

www.pathagar.com

তোমাদের আদেশ করেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক না করতে। আর তিনি তোমাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বারণ করেন, তিনি তোমাদেরকে নামায পড়তে, সত্য বলতে এবং পাপকার্য থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেন।

তোমার এ কথাগুলো যদি সত্য হয়, তবে অচিরেই তিনি আমার পদ-যুগলের নীচের এ স্থানেরও কর্তৃত্ব লাভ করবেন। তিনি যে আবির্ভূত হবেন, তা আমি আগেই জানতাম, তবে তিনি যে তোমাদেরই মধ্যে আর্বিভূত হবেন, তা আমি পূর্বে ধারণা করিনি। যদি আমি জানতাম যে আমি তাঁর কাছে পৌছতে পারবো, তবে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্যে যে কোন কষ্ট স্বীকার করতাম। আর যদি আমি তাঁর নিকটে থাকতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁর পবিত্র চরণচুগল ধুয়ে দিতাম।"

দ্রঃ আল-জওয়াবুস্ সহীহ্ (ইবনে তায়মিয়া, খ. ৪, পৃ. ৩১৬-৩১৯

তারপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (স) দিহ্ইয়ার মারফতে যে পত্রখানা বুসরার শাসনকর্তার নিকট পাঠিয়েছিলেন আর যা তিনি হিরাকলের নিকট পাঠিয়েছিলেন তা'আনিয়ে পড়লেন। এ পত্র পাঠের পূর্বে হিরাকল তাঁর অমাত্যবর্গের কাছে যে ভূমিকা দিয়েছিলেন, যে প্রস্তাব রেখেছিলেন আর তাঁর যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ পরে আস্‌ছে।

এ প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারীর এ রেওয়ায়েতের বাকী অংশও তাৎপর্য্যপূর্ণ- যাতে রোম সম্রাট হিরাকলের এ ভাবান্তরের পটভূমিও বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবনে নাতুর ছিলেন ঈলিয়ার শাসনকর্তা এবং হিরাকলের পার্শ্বচর। তিনি সিরিয়ার খৃষ্টানদের পাদ্রীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেনঃ হিরাকল যখন ঈলিয়ায় আসলেন, তখন একদিন ভোরে বিমর্ষ অবস্থায় তিনি উঠলেন। তাঁর একজন বিশিষ্ট পার্শ্বচর বললেন, 'আপনার চেহারা আজ যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে! ইবনে নাতুর বলেন, হিরাকল জ্যোতিষীও ছিলেন, নক্ষত্র দেখে অবস্থা বুঝতেন। তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লেন- 'আমি আজ রাতে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, খৎনাওয়ালাদের বাদশাহ্ আবির্ভূত হয়েছেন। এ কালের লোকের মধ্যে কা'রা খৎনা করে?" তারা বল্‌লো- "ইহুদীরা ছাড়া অপর কেউ তো খৎনা করেনা! কিন্তু বর্তমানে তাদের যে অবস্থা তাতে আপনার আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আপনি রাজ্যের শহরে শহরে লিখে পাঠান যে, তারা তা'দের মধ্যে যত ইহুদী আছে, তাদেরে হত্যা করুক।" ইতিমধ্যে হিরাকলের সম্মুখে গাস্‌সানের রাজার প্রেরিত এক ব্যক্তি এসে হাযির হলো। সে রাসূলুল্লাহ্ (স) সম্পর্কে খবর দিচ্ছিলো। হিরাকল তাঁর কাছ থেকে (হযরতের) খবর নিয়ে বল্‌লেন-'যাও, দেখ তো তার খৎনা হয়েছে কিনা?

তারা খবর নিয়ে এসে বল্‌লো, তার খৎনা হয়েছে। হিরাকল তাকে আরবদের রীতিনীতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, তারা খৎনা করে। তখন হিরাকল বল্‌লেনঃ ঐ ব্যক্তিই এ যুগের বাদশাহ; তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। তখন হিরাকল রুমিয়বাসী তাঁর এক বন্ধুকে পত্র লিখলেন। সে বন্ধুটি জ্যোতিষবিদ্যায় তাঁর তুল্য ছিলেন। তারপর হিরাকল গেলেন হিম্‌সে। তিনি হিম্‌সে থাকাকালেই তাঁর সে বন্ধুটির

www.pathagar.com

পত্র এলো যে, তিনি নবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে তাঁর সাথে একমত এবং তিনিই সেই নবী।

দ্র. সহীহ্ বোখারী, জিল্‌দ ১,পৃ. ৪-৫; (তর্জমাঃ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত তাজরীদুল বুখারী খ. ১, পৃ. ১০-১১), আরো দেখুন : সীরাতুল হালাবিয়া, খ. ৩, পৃ. ২৭৫; কানযুল উম্মাল, খ.৫, পৃ. ২৪৬

ঐ যুগের পৃথিবীর প্রায় জাতির মধ্যেই সচরাচর একটি আলোচনা শোনা যেতো যে, আখেরী যামানার রাসূলের আবির্ভাব অত্যাসন্ন। সবারই মনে প্রত্যাশা ছিল যে, 'শেষ নবী' 'মুক্তিদাতা' কল্কির অবতার' তাঁদেরই মধ্যে আবির্ভূত হবেন। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী আশাবাদী ছিল ইহুদী জাতি। তারা আশা করতো যে, শেষ নবী তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তাদেরে অন্যান্য জাতির অত্যাচার থেকে মুক্তি দেবেন। এদের মতো খৃষ্টান জাতিও আশা করত যে, রাসূল তাদেরই মধ্যে আবির্ভূত হবেন এবং তাদের মধ্যকার দলাদলি ও বিভেদ দূর করে দিয়ে তাদেরে একটা ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে গড়ে তুলবেন। তারপর সমগ্র বিশ্ব জুড়ে একটি মাত্র জাতিই থাকবে, আর তারা হবে খৃষ্টান জাতি। রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র পেয়ে, আবূ সুফিয়ানের সাথে আলাপ আলোচনা করে, নিজে নক্ষত্র দেখে সর্বোপরি তাঁর হিম্‌সে অবস্থানের সময়ে তাঁর সে রূমীয় জ্যোতিষী পাদ্রী বন্ধুটির পত্র পেয়ে তাঁর এ ভুল ভাঙ্গলো। সমস্ত লক্ষণ দেখে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মালো যে, মুহম্মদ (স) নবুওতের যে দাবী করেছেন, তা' সত্যই। তিনি-ই সেই প্রেরিত রাসূল-যাঁর সু-সমাচার যুগ যুগ ধরে আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে এবং পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের মুখে প্রচারিত হয়ে এসেছে। রোম-সম্রাট তাই বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁর বিজয়োৎসবের সময় উচ্চ পর্যায়ের একটা ধর্মীয় সম্মেলনও আহ্বান করেন। বুখারী শরীফের পূর্বোল্লেখিত বর্ণনানুসারে রোমের প্রধানগণ, অমাত্যবর্গ সকলেই সে মজলিসে হাযির ছিলেন।

মজলিস যখন সকলের উপস্থিতিতে জমজমাট তখন তিনি দরবারকক্ষের দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়ে দিলেন। তারপর সকলের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সে পত্রখানা পড়ে শুনালেন। রোমীয় সেই শাস্ত্রজ্ঞ পাদ্রীর পত্রখানাও তিনি দরবারের সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন। তারপর তিনি বল্‌লেনঃ এ সমস্ত নিদর্শন যদি নবুওতের এ নতুন দাবীদারের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তাঁর নবুওতে বিশ্বাস স্থাপন করাই কি আমাদের কর্তব্য হবে না? হে রূমবাসীগণ! সফলতা, সুপথ ও রাজ্যের স্থায়িত্ব যদি তোমাদের কাম্য হয়, তবে অবিলম্বে এ নবীর আনুগত্য স্বীকার কর!

যে দিন খাস দরবারে আবূ সুফিয়ানের সাথে সম্রাট ঐ ভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন, গীর্জার ধর্মযাজকদের মধ্যে সেদিন থেকেই জোর কানাঘুষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবার যখন হিরাক্লিয়াস এ ভাবে কথাটা বলেই ফেল্‌লেন তখন তারা আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারলো না। আবূ সুফিয়ানের ভাষায়ঃ

'রোম সম্রাট যখন তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন এবং পত্রপাঠ সমাপ্ত করলেন তখন দরবারে কোলাহল বৃদ্ধি পেলো এবং মহা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল।" রাবী হযরত ইব্‌নে

www.pathagar.com

আব্বাস (রা) এ প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ-

'তারা দরজার দিকে দৌড়ালো বন্য গাধার মতো। (কিন্তু মজলিস থেকে বেরিয়ে যেতে পারল না। কারণ,) তারা দেখ্‌তে পেল, দরজাগুলো অর্গলাবদ্ধ রয়েছে।'

দ্র. তাজরীদুল বুখারী, পৃ. ১১ (বাংলা একাডেমী, ১৯৫২ইং)

হিরাক্লিয়াস যখন তাদের এ প্রতিক্রিয়া ও পলায়ন লক্ষ্য করলেন, তখন পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ ভোল পাল্টে ফেল্‌লেন। তিনি তাদেরে পুনরায় বস্‌তে বল্‌লেন। এবার তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বল্‌লেন- এই মাত্র আমি আপনাদেরে যা বল্‌ছিলাম, তা' ছিল পরীক্ষামাত্র। এবার আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে, যীশুখ্রীষ্টের ধর্মের প্রতি আপনাদের আস্থা অবিচল রয়েছে। তারপর তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি যে কোন হুমকির মোকাবেলায় তাঁর নিজের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকার কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করলেন। তাঁর বাগ্মীসুলভ বক্তৃতা শুনে তাঁর প্রতি সমবেত পাদ্রী ও অমাত্যবর্গের আস্থা ফিরে এলো। তারপর তাদের এবং তাদের উপাসনালয়গুলোর জন্য বহুমূল্য বরাদ্দ দিয়ে তিনি তাদের বিদায় করলেন।

প্রথম পত্রখানা যখন লিখিত হয়, তখনও মক্কা বিজিত হয়নি, কোরায়শ-সর্দারদের আধিপত্য তখনো অব্যাহত ছিল। তাই ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তির কথা রোমক সম্রাটের তেমন জ্ঞাত ছিল না; বরং একেও আরব গোত্রসমূহের অভ্যন্তরীণ কোন্দলেরই একটা অংশ মনে করে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি, কিন্তু তিন চার বছরের মধ্যে যখন মক্কা বিজিত হল এবং হেজাযের প্রায় কবীলাই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল তখন মদীনার আধিপত্যের স্বীকৃতি প্রদানকারী আরব কবীলাসমূহের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। এবার রোমের রাজপ্রাসাদেও ইসলামের প্রভাব অনুভূত হল। এই প্রথমবারের মতো রোম-সম্রাট কয়সর এবং রোমের প্রধানগণ ইসলামকে খ্রীষ্টজগতের জন্য একটা মস্ত চ্যালেঞ্জ বলে অনুভব করলেন। হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার আরব গোত্রসমূহকে মুসলমানদেরে শায়েস্তা করার জন্যে মদীনায় আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণের ইঙ্গিত করলেন। রোমের অধীন গোত্রপতিরা মদীনার বাণিজ্যপথ রোধ করে দাঁড়াল এবং হুযুর (স)-এর কয়েকজন দূতকে হত্যা করে ফেলল। হিরাক্লিয়াসের এ আশঙ্কা যথার্থই ছিল যে, ইসলামের এ শক্তিকে যদি আজ সূতিকাগারেই বিনষ্ট না করা হয়, তবে কাল তা' রোমক সাম্রাজ্যের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াবে। তাই হেজাযের উপর আক্রমণ চালাবার জন্যে রোম-সম্রাট এক লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী সংগঠিত করতে লাগলেন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি সেনানিবাসগুলোতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

রোমক সীমান্তে যুদ্ধের এ সাজ সাজ রব নবী করীম (স) এর দৃষ্টি এড়ালো না। হুযুর (স) ও যথসময়েই একথা বুঝে নিলেন যে, রোমকরা আজ হোক আর কালই হোক, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় ঢুকে পড়বেই। এবার দু'টি পথই কেবল খোলা ছিল; হয়

www.pathagar.com

মদীনায় বসে শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষা করতে হবে, নতুবা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে শত্রুর উপর অতর্কিতে হামলা চালাতে হবে। হুযুর (স) তাঁর নবীসুলভ বিচক্ষণতা এবং তাঁর সমরনৈতিক দূরদর্শিতার দ্বারা এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন যে, মদীনায় বসে আক্রান্ত হওয়ার চাইতে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হওয়াটাই হবে উত্তম। তাই ত্রিশ হাজার জান্‌বাজ মুহাজিদের একটি বাহিনী নিয়ে তিনি ঝড়ের বেগে তাবূকে গিয়ে পৌছলেন এবং সেখানেই শিবির স্থাপন করলেন। সেখান থেকে পৃথক পৃথক বাহিনী পাঠিয়ে তিনি রোমকদের অধীন করদ রাজ্যগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করলেন। তাঁরা দ্রুতগতিতে বিভিন্ন দিক থেকে অগ্রসর হয়ে এমনভাবে সে-সব করদ রাজ্যগুলোকে অবরোধ করে বসলেন যে, রোমক বাহিনীর সাহায্য লাভের সকল পথও তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল।

রসূলুল্লাহ্ (স)- এর দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ হিরাক্লিয়াসের জন্যে ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। এ ঘটনা তাকে যুগপৎভাবে বিস্মিত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল। তার অন্তরে এই খট্‌কাও লেগে রয়েছিল যে, মুহম্মদ (স) যদি সত্যসত্যই আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাকেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের সকল শক্তি নিয়োজিত করেও কোনই ফলোদয় হবে না। অপর দিকে কনষ্টান্টিনোপলের বিভিন্ন খৃষ্টান ফের্কার আত্মকলহ অনেকটা গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল। এদিকে রোমক রাজদরবারে প্রাসাদ -ষড়যন্ত্রের দরুন রোমান বাহিনীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। এ সব মিলে রোমক সম্রাটকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল যে, মুসলমানদের এ আকস্মিক সৈন্য সমাবেশের কথা শুনে তিনি অপ্রতিভ হয়ে গেলেন এবং সহসাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হলেন না।

আরব করদ রাজ্যগুলো সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে স্বয়ং রোম-সম্রাটই মুসলমানদের ভয়ে অস্থির। ত্রিশ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের একটা বিরাট বাহিনী তাদের মাথায় উপর দাঁড়িয়ে। তাদের রসদ লাভের সকল পথও রুদ্ধ! অগত্যা তা'রা মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করতেই উদ্যত হলো। তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণও করে ফেল্‌ল আর কেউ কেউ জিযিয়া কর দিয়ে নিরাপত্তা লাভ করল। এটা ছিল মুসলমানদের একটা বিরাট বিজয়।

তাবূকের যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই হুযুর (স) নবম হিজরীর রজব মাসে রোমক-সম্রাটের নামে তাঁর শেষ হুঁশিয়ারীপত্র লিখে পাঠালেন- যা' প্রথম পত্রের বার্তাবাহক দিহ্‌ইয়া কাল্‌বীই কয়সরের কাছে নিয়ে যান। সে পত্রের পাঠ ছিল এরূপঃ

من محمد رسول الله الى صاحب الروم انى ادعوك الى الاسلام . فان اسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم ، فان لم تدخل فى الاسلام فاعط الجزية بالله تبارك فان الله تبارك وتعالى يقول ، قاتلوا الذين لايؤمنون

www.pathagar.com

ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والا فلا تحل بين الفلاحين وبين الاسلام ان يدخلوا فيه او يعطوا الجزية .

*'মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রোম-অধিপতির প্রতি। আমি আপনাকে ইসলামের পানে দাওয়াত দিচ্ছি। যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেন, তবে আপনার অধিকারও অন্য দশ মুসলমানদের মত হবে এবং সাথে সাথে মুসলমান হিসাবে দায়িত্বও আপনার উপরে বর্তাবে। ইসলাম গ্রহণ যদি একান্তই আপনার অভিপ্রেত না হয়ে থাকে, তা'হলে জিযিয়া কর প্রদান করুন! আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে "যারা আল্লাহ্‌ এবং পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করবে না এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত হারামকে হারাম বলে মেনে নেবেনা, বিশেষতঃ আহ্‌লে-কিতাবের মধ্যকার যারা সত্যধর্মের হক আদায় না করবে, তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করে যাও, যাবত না তারা জিযিয়া দানে স্বীকৃত হয় এবং বশ্যতা স্বীকার করে।"**

যদি একান্তই আপনি তাতে সম্মত না হন, তবে অন্তত ঃ আপনার অধীনস্ত আরব গোত্রদের ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়া দানের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেন না।"

(সীলমোহর)

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌

দ্র. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ২৬ (১৯৮১ সংস্করণ) ; মাকাতীবুর রাসূল, খ. ১, পৃ. ১১৬

সমকালীন বিশ্বের সব চাইতে বড় সাম্রাজ্যকে-যে সাম্রাজ্য আর তার সম্রাট সবেমাত্র বিশাল ইরান সাম্রাজ্যকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করল-আর যারা ইচ্ছে করলেই অনায়াসে লাখ দু'লাখ সৈন্যের বিরাট বাহিনীকে যে কোন শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে, মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এমন বিশাল শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা সত্যিই ছিল একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। নিঃসন্দেহে এ ছিল নবী করীম (স) যে আল্লাহ্‌র সত্য নবী তারই একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ। রোমক সম্রাটের চাইতেও প্রবল কোন শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করে কেউ এ সাহস করতে পারে না। আল্লাহ্‌র শক্তিই ছিল সেই শক্তি- যা তাঁর নবীর পিছনে সক্রিয় ছিল। ত্রিশ হাজার সৈন্যের শক্তির উপর নির্ভর করে নয়, বরং আল্লাহ্‌র অদৃশ্য সাহায্যের ভরসায়ই রাসূলুল্লাহ্‌ (স) এতবড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন- যার ওয়াদা আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলের সাথে করেছিলেন।

এ পত্রে আল্লাহ্‌ এবং পরকালে বিশ্বাসের এবং আল্লাহ্‌র আইনকে মেনে নেয়ার দাওয়াতই ছিল মুখ্য। দ্বিতীয় বিকল্প ব্যবস্থাস্বরূপ বলা হয়, রোমক সম্রাট যেন সিরিয়ার অধীনস্ত ছোট ছোট আরব রাজ্যগুলোর উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন-যাতে করে

* সূরা তওবা ৯:২৯

www.pathagar.com

তা'রা ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়া প্রদানের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। হিরাক্লিয়াস তাবূকের দিকে অগ্রাভিযানের পরিবর্তে হিম্সের ছাউনিতে চুপচাপ বসে রইলেন। সিরিয়ার ক্ষুদ্র আরব রাজ্যগুলোকে তিনি তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলেন। এতে করে কার্যতঃ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দ্বিতীয় দাবীটিই যেন মেনে নিলেন। নবী করীমের বিচক্ষণতার মোকাবেলায় রোমকদের এ পরাজয় শেষ পর্যন্ত রোমক সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হিরাক্লিয়াসের নামে হুযুর (স)-তাবূকের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পত্র প্রেরণ করেন নবম হিজরীতে। আর তার অমাত্যবর্গ ও গীর্জার পাদ্রীদেরে ডাকিয়ে হুযুর (স)-এর পত্র সম্পর্কে আলোচনার যে ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এক বর্ণনানুসারে তা' হয়েছিল হিম্সের গীর্জায়- বায়তুল মুকাদ্দসে নয়। যতদূর মনে হয়, এ বর্ণনাটিই সঠিক। "তারীখে দিমাশ্ক" বা দামেশকের ইতিহাসে ইব্নে আসাকির সাঈদ বিন্ আবি রাশেদ এর প্রমুখাৎ যে ঘটনাটির বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তাতেও এর সমর্থন মিলে। সে ঘটনাটি কৌতুহলোদ্দীপক। সে ঘটনা শোনার পূর্বে চলুন, আমরা রোমক-সম্রাটের সে পত্রটি পড়ে নেই-যা' তিনি হুযুর (স)-এর দ্বিতীয় পত্রের জবাবে পাঠিয়েছিলেন। তারপর সেই রেওয়ায়েত সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে, যাতে সাঈদ ইবনে আবি রাশেদ এবং রোমক-সম্রাটের দূতের মধ্যকার কথোপকথনের কথা উক্ত হয়েছে। সে পত্রখানা হচ্ছে এইঃ

الى أحمد رسول الله الذى بشّر به عيسى من قيصر ملك الروم ، انّه جائنى كتابك مع رسولك ، وانى اشهد انك رسول الله ، نجدك عندنا فى الانجيل بشّرنا بك عيسى بن مريم ، وانى دعوت الروم ، الى أن يؤمنوا بك فابوا ، ولو اطاعونى لكان خيرا لهم ، ولوددت انى عندك فاخدمك واغسل قدميك .

'আহ্মদ রাসূলুল্লাহ্র প্রতি-যাঁর সুসমাচার ঈসা দিয়েছিলেন- রোমসম্রাটের পক্ষ থেকে-

আপনার দূত আপনার পত্র নিয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র সত্য রাসূল। আপনার উল্লেখ আমরা ইঞ্জীল কিতাবে পেয়েছি। মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ)-ও আপনার শুভাগমনের সুসমাচার দিয়ে গেছেন। আমি রোমবাসীদেরে আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু তারা তাতে সম্মত হয়নি। তারা যদি আমার কথা মেনে নিত, তবে নিঃসন্দেহে তা' তাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর হতো। আমার মন চায়, আমি যদি আপনার খেদমতে উপস্থিত হতে পারতাম আর আপনার চরণযুগল স্ব-হস্তে ধুয়ে দিতাম!"

দ্র. আল- ইয়াকূবী, খ. ২ , পৃ. ৬২; সীরাতে যায়নী দাহলান (সীরাতে হালাবিয়ার পাদটীকায় খ. ৩, পৃ. ৬৪; সীরাতে হালাবিয়া, খ. ৩, পৃ. ২৭৭ ; সাইয়ারা ডাইজেষ্ট, রাসূল নম্বর, লাহোর, খ.২, পৃ.১০৩

রসূলুল্লাহ (স) তখন বললেন : يبقى ملكهم ما بقى كتابى عندهم

আমার পত্র যতদিন তাদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে, ততদিন তাদের রাজত্ব টিকে থাকবে।

হালাবী বলেন : তখন তিনি আরো বলেন: كذب عدو الله انه ليس بمسلم

"আল্লাহ্র দুশমন মিথ্যা বলেছে। সে আদতে মুসলিম নয়।" দ্রঃ মাকাতীবুর রাসূল, খ. ১, পৃ. ১১৪

www.pathagar.com

রোমক-সম্রাটের দূতের ঘটনা

মুয়াবিয়া- পরিবারের আজাদকৃত দাস সাঈদ বিন আবি রাশেদ বর্ণনা করেনঃ

আমি যখন সিরিয়ায় (হিম্‌সে) উপনীত হলাম, তখন আমাকে বলা হলো যে, পাশের গীর্জায়ই সেই লোকটি বাস করে যে ব্যক্তিটি রোমক-সম্রাটের দূতরূপে হুযুর (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। আমি সে দুর্গে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে ঢুকে দেখি, এক বৃদ্ধ বসে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনিই কি রোম-সম্রাটের দূতরূপে গিয়েছিলেন হুযুর (স)-এর দরবারে ? বৃদ্ধটি বল্‌লোঃ হাঁ, আমিই গিয়েছিলাম। আমি বল্‌লামঃ দয়া করে একটু বলুন তো আমাকে সে ঘটনাটা!

বৃদ্ধটি বল্‌লঃ রসূলুল্লাহ্ (স) যখন তাবূকে আসেন তখন দিহ্‌ইয়া কালবীকে হিরাকলের নিকট প্রেরণ করেন। হিরাকল হযরতের পত্রখানা পেয়েই রোমের বিশপ ও পাদ্রীকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এসে পৌঁছলে তিনি দরবারকক্ষের দরজাসমূহ বন্ধ করে তাদের লক্ষ্য করে বল্‌লেনঃ আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, সেই বিদেশী লোকটি (হযরতের প্রতি ঈঙ্গিত করে) আমাদের মাতৃভূমিতে ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে। সে আমার কাছে দূত পাঠিয়েছে। তার দাবী তিনটি। হয় আমরা তার ধর্মে দীক্ষিত হব, নতুবা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তাকে আমাদের রাজ্যের পক্ষ থেকে রাজস্ব আদায় করব। আর যদি তাও আমরা গ্রহণ না করি, তবে তৃতীয় বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা। কসম খোদার, এ পত্রখানা পড়ে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে যে, আমার পদতলের এসব কিছুই কেড়ে নেয়া হবে। এমতাবস্থায় তার ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অথবা তাকে রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হয়ে যাওয়াটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?

এ কথা শুনে মজলিসশুদ্ধ সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠলোঃ কী! তাঁহলে কি আমাদের খ্রীষ্টধর্ম বিসর্জন দিয়ে হেজায থেকে আগত এ ব্যক্তিটির বশ্যতা স্বীকার করে নিতেই আপনি আমাদেরকে বলছেন?

রোম-সম্রাট যখন মজলিসের এ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন, তখন তাঁর বুঝতে বাকী রইল না যে, মজলিসের এ লোকগুলো বেরিয়ে গেলেই গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। তখনি তিনি সুর পাল্টিয়ে ফেল্‌লেন আর সমবেত অমাত্যবর্গ ও ধর্মযাজকদেরে লক্ষ্য করে বল্‌লেন "আমি আপনাদেরে একটু পরীক্ষা করে দেখলাম, আপনারা আপনাদের স্বধর্মে কতটুকু অবিচল আছেন!"

তারপর তিনি একটি আরব খৃষ্টান খাদেমকে ডেকে বল্‌লেন, আমার কাছে এমন একটি লোককে নিয়ে এস- যার স্মরণশক্তি প্রখর, অথচ যে স্বচ্ছন্দে আরবী বল্‌তে পারে। তাকে দিয়েই আমি পত্রের জবাব পাঠাবো। খাদেমটি আমার কাছে এল এবং সে আমাকে ধরে সম্রাটের নিকট নিয়ে গেল।

হিরাক্লিয়াস আমাকে লক্ষ্য করে বল্‌লেনঃ ওহে! তুমি ঐ ব্যক্তিটির কাছে আমার পত্র নিয়ে যাবে এবং তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে! প্রথমতঃ, আমার কাছে প্রেরিত তার পত্রের (অর্থাৎ প্রথম পত্রের) কথা সে কিছু বলে কি না! দ্বিতীয়তঃ, পত্রপাঠের সময়

www.pathagar.com

সে দিন বা রাতের কোন উল্লেখ করে কি না। তৃতীয়তঃ, একটু বিশেষ বস্তু দেখতে পাওয়া যায় কি না!

আমি তাঁর পত্র নিয়ে তাবূকে উপস্থিত হলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ স.) তাঁর সঙ্গীসাথী পরিবেষ্টিত অবস্থায় একটা কূয়োর পাশে উপবিষ্ট। আমি তখন জিজ্ঞেস করলামঃ "আপনাদের মনিব কোথায়?" আমাকে বলা হল, "এই যে তিনি বসে আছেন!" আমি অগ্রসর হয়ে তাঁর ধারে গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি আমার নিকট থেকে পত্রখানা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পাশেই রেখে দিলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ " তুমি কোন্ গোত্রের লোক হে?" আমি বল্লামঃ "তনূখ গোত্রের।" বল্লেনঃ তুমি কি একথা পসন্দ করো না যে, তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম (আ)-এর সনাতন সত্যধর্মকে মেনে নিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাও?

আমি জবাব দিলামঃ "এখন তো আমি একটি জাতির দূতরূপে আপনার দরবারে এসেছি। দৌত্যকর্মের দায়িত্ব পালন করার অবস্থায় তো আমি মতাদর্শ পরিত্যাগ করতে পারি না!" আমার এ জবাব শুনে তিনি হেসে উঠ্লেন এবং বল্লেনঃ "তুমি যাকে চাইবে, তাকেই হেদায়েত করতে পারবে না। বরং আল্লাহ্ই হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি যাকে হচ্ছে হেদায়েত করতে পারেন আর তিনিই হেদায়েতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

(সূরা কাসাস ২৮ঃ৫৬)

তিনি তাঁর কথা বলেই চল্লেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে আমার তনূখী ভাই! আমি পারস্য-সম্রাট কিসরাকে একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম, সে ঐ পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আল্লাহ্ তার রাজ্যকেও টুক্রো টুক্রো করে দেবেন। আমি নাজাশীকে পত্র লিখেছি, সেও আমার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আল্লাহ্ তার রাজ্যকেও খণ্ড বিখণ্ড করে দেবেন। তারপর তোমার মনিবকে পত্র দিয়েছি। তিনি তো তা' নিয়ে বসে আছেন।"

আমি মনে মনে বল্লাম, এ হচ্ছে সেই তিনটি কথার একটি যার খেয়াল রাখার জন্যে আমাকে বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার তূণ থেকে তীর খুলে তার খাপে এ কথাটি টুকে রাখ্লাম। তারপর তিনি তাঁর বামপাশে উপবিষ্ট একটি লোকের কাছে পত্রখানা দিলেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম; "ঐ যিনি পত্রখানা পড়ছেন, তাঁর নাম কি?" তাঁরা বল্লঃ ইনি হচ্ছেন মুয়াবিয়া।

'আমার মনিব কয়সর তাঁর পত্রে এ প্রশ্নটিও করেছিলেন, "আপনি আমাকে যে বেহেশ্তের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, (আপনার কথা অনুসারে) তা' সমগ্র আসমান যমীন জুড়ে পরিব্যাপ্ত -যা' ধর্মপ্রাণ ও খোদাভীরুদের জন্য সজ্জিত করা হয়েছে। তা' হলে দোযখ কোথায়?" রসূলুল্লাহ্ (স) তার জবাবে বল্লেনঃ "সুব্হানাল্লাহ্! যখন দিন আসে, তখন রাত্রি কোথায় পালায়?" আমি চট করে তূণ থেকে তীর খুলে খাপের উপর এ কথাটাও লিখে রাখলাম।

www.pathagar.com

পত্রপাঠ শেষে তিনি বললেনঃ "তুমি বার্তাবাহক-দূত। তোমার যথেষ্ট হক রয়েছে। কিন্তু উপঢৌকন দেয়ার মতো তেমন কিছুই আমার কাছে নেই; কেননা, আমরা এখন সফরে আছি এবং আমাদের সফরের সম্বলটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে।" একথা শুনে সমবেত জনতার মধ্য থেকে একজন বল্লেনঃ আমি একে উপঢৌকন দিয়ে দিচ্ছি। তারপর সে বৃদ্ধটি তার থলেটি খুলে জরদা রঙ্গের একটি চৌগা আমার থলের মধ্যে পুরে দিলেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এ উপঢৌকনদাতা লোকটি কে? তাঁরা বল্লোঃ ইনি হচ্ছেন উছমান।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বল্লেনঃ তোমাদের মধ্যকার কে এই দূতকে আতিথ্য প্রদান করবে? জনৈক আনসারী যুবক দাঁড়িয়ে বল্লেনঃ 'আমি'। সেই আন্সারী ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন আর আমি তাঁর পিছু পিছু চল্লাম। আমরা যখন মজলিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাকে ডেকে বল্লেনঃ "হে তনুখী ভাই, একটু ধারে আস তো! "আমি ফিরে তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর সম্মুখেই গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি তাঁর পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে বল্লেনঃ এ-ই হচ্ছে সেই বস্তু যা বিশেষভাবে দেখে যাওয়ার জন্য তোমার মনিব তোমাকে বলে দিয়েছেন।

আমি একটু ঝুঁকে পড়ে তাঁর পবিত্র পিঠে 'মোহ্রে-নবুওত' দেখতে পেলাম-দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একখণ্ড মাংস-যা একটু বেরিয়ে রয়েছে।

দ্র. সাইয়ারা ডাইজেষ্ট রাসূল নম্বর (লাহোর) খ. ২, পৃ. ১০৪-১০৫

মে'রাজের সত্যতার একটি প্রমাণ

আবূ সুফিয়ান বলেন, আমি যখন লক্ষ্য করলাম যে, রোম সম্রাটের মনের গহীনে নবী করীম (স) এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ স্থান করে নিয়েছে ,তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছেন, তখন আমার ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল। তখন আমি আরেকটি প্রসঙ্গ তুলে তাঁর সে শ্রদ্ধাবোধে চিঁড় ধরাবার প্রয়াস পেলাম। আমি বল্লাম, জাহাঁপনা, এ লোকটি যে কত অদ্ভুত কথাবার্তা বলে, তা আপনাকে আর কী বল্বো! তার এমনি একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কথা শুনুন! লোকটি যখন মক্কায় ছিল, তখন একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই তার সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বল্লো, আমার খোদা একই রাতের মধ্যে আমাকে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দস পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে সপ্ত আসমানের সফর করিয়ে এনেছেন। মুসলমানরা তার এ কল্পলোকের সফরের নাম দিয়েছে ইস্রা ও মে'রাজ।

কয়সর এ ব্যাপারে কিছু ভাবতে না ভাবতেই এবং মুখ খুলতে না খুলতেই পার্শ্বে উপবিষ্ট বায়তুল মুকাদ্দাসের মস্জিদে আক্সার তত্ত্বাবধায়ক খ্রীষ্টীয় মহাপণ্ডিত ইবনে নাতুর বলে উঠলেনঃ "জাহাঁপনা, ঠিক ঐ সময়কার আমার একটি স্বচক্ষে দেখা ঘটনার আজ পর্যন্ত আমি কোন কুল-কিনারা করে উঠতে পারছি না। আজ আবূ সুফিয়ানের কথায় সে রহস্য আরো জট পাকিয়ে গেল। আমার যেন মনে হচ্ছে, এ দুটো ব্যাপারের কোথায় যেন মিল আছে! সম্ভবত: এটা আবূ সুফিয়ানের কথিত সে রাতেরই ঘটনা।

"চিরাচারিত অভ্যাস অনুযায়ী উপাসনালয়ের দরজাগুলো রাতের বেলা আমি বন্ধ করিয়ে দিলাম। সকল দরজা স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হলো, কিন্তু একটি দরজা আর

www.pathagar.com

কোনমতেই বন্ধ করা গেল না। আমার সাথী সেবায়েৎ- খাদিমরা অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হলো না। অগত্যা আমি বল্লাম, থাক, এটি না হয় খোলাই থাক; একটি দরজা খোলা থাকায় কী আর আসে যায়! কিন্তু পরদিন প্রত্যুষে উপাসনালয়ে হাজির হয়ে যখন দরজার পাশেই বাহন পশুর পায়ের ও খুরের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তার সম্মুখস্থ পাথরে কোন বাহন পশু বাঁধা হয়েছে বলে লক্ষণাদি প্রত্যক্ষ করলাম, তখন আমার বিস্ময়ের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না।

দ্র. বালাগে মুবীন পৃ. ১১৫-১১৭

একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ রোমের রাজ প্রাসাদে মহানবীর (স)- এর কল্পচিত্র

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইবনে জওযী তাঁর "সীরতে উমর ইবনুল খাওাব" গ্রন্থে হযরত দিহ্ইয়া কালবীর দৌত্যকর্ম সংক্রান্ত একটি বিস্ময়কর ঘটনা বিবৃত করেছেন। হযরত দিহ্ইয়া (রা) বলেনঃ কয়সর যখন লক্ষ্য করলেন যে তাঁর অমাত্যবর্গ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণে অনিচ্ছুক, তখন তিনি সেদিনের মত দরবার মুলতবী করে দিলেন। পরদিন তিনি আমাকে একটি আলীশান মহলে নিভৃতে ডাকলেন। প্রাসাদের প্রাচীরে তিন'শ তেরটি চিত্র শোভা পাচ্ছিল। কয়সর আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেনঃ এগুলো হচ্ছে নবীরসূলগণের চিত্র। এখানে তোমাদের নবীর প্রতিকৃতি কোন্‌টি আমাকে বলতে পারো?

আমি অত্যন্ত গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটি ছবির দিকে ইঙ্গিত করে বল্লাম, এই তো আমাদের নবীর প্রতিকৃতি! কয়সর বল্লেনঃ নিঃসন্দেহে এটাই শেষ নবীর প্রতিকৃতি। আচ্ছা, ঐ যে তার ডান পাশে একটি প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে সেটা কার?

আমি বল্লামঃ এটি আখেরী নবীর ঘনিষ্ঠ সহচর আবূ বকরের প্রতিকৃতি। কয়সর আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ আর তার বাম পার্শ্বে যে চিত্রটি শোভা পাচ্ছে সেটি কার? আমি বল্লাম, এটি তাঁর অপর ঘনিষ্ঠ সহচর উমর ইবনুল খাত্তাবের প্রতিকৃতি।

এবার কয়সর বলে উঠলেনঃ তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, ঐ দুই ব্যক্তির হাতেই ধর্মের চরম উৎকর্ষ লাভ ঘটবে। দিহ্ইয়া (রা) বলেন, আমার মিশন সমাপ্ত করে নবী দরবারে হাযির হয়েই আমি তা' আনুপূর্বিক তাঁর কাছে বর্ণনা করি। সব শুনে নবী করীম (স) বল্লেনঃ কয়সর যথার্থই বলেছেন। এ দু'জনের হাতেই দ্বীনের চরম উৎকর্ষ সাধিত হবে।

মওলানা হিফযুর রহমান বলেন, হাদীছের যাচাই বাছাইয়ের ব্যাপারে ইবনে জওযীর কঠোরতা সর্বজন বিদিত। তাই তাঁর বর্ণনাকে ভিত্তিহীন বলার উপায় নেই। সম্ভবতঃ ফটোগ্রাফী আবিষ্কারের পূর্ববর্তী চিত্রকল্পের চরম উৎকর্ষের যুগে যখন কারো বাচনিক বর্ণনা শুনেই শিল্পীরা হুবহু তার চিত্র উৎকীণ করতে দিব্যি সক্ষম ছিলেন, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম তথা তৌরাত ও ইঞ্জীলের নবী-রাসূলগণের বর্ণনা সম্বলিত বিবরণ অবলম্বনে রোমের ঈসায়ী বাদশাহগণ এসব ছবি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। দেহ্ইয়া কালবী রোমক সম্রাটের প্রাসাদে তা'ই প্রত্যক্ষ করে থাকবেন।

দ্র. বালাগে মুবীন, পৃ. ১২০-১২১

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ (স) এর পত্রের প্রতি কয়সরের সম্ভ্রমবোধ

হেদায়াতের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছে সুপথ প্রদর্শন করেন ও সুবুদ্ধি সুমতি দান করেন, যাকে ইচ্ছে বঞ্চিত রাখেন। রোম- সম্রাট কয়সর পার্থিব লোভ ও রাজত্বের মোহে বিভোর থাকায় মহানবী (স) এর আহ্বনে সাড়া দিতে ব্যর্থ হলেও তিনি মনেপ্রাণে তাঁর সত্যতার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। মহানবীর পবিত্র পত্রখানা শিরে ধারণ, চোখেমুখে লাগান ও চুম্বনের মাধ্যমে তিনি তাঁর সে ভক্তির বহিঃপ্রকাশও ঘটিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট প্রেরিত এ পত্রখানা তিনি একটি স্বর্ণনির্মিত কলমদানীতে সসম্মানে সংরক্ষণও করেন।

আমীর সায়ফুদ্দীন মনসূরী বলেন, একবার বাদশাহ্ মনসূর কিছু উপঢৌকন দিয়ে আমাকে মরক্কোর বাদশাহ্র নিকট প্রেরণ করেন। মরক্কোর বাদশাহ্ একটি সুপারিশের জন্যে আমাকে ফিরিঙ্গী বাদশাহ্র কাছে প্রেরণ করেন। ঐ ফিরিঙ্গী বাদশাহ্ ছিলেন রোমসম্রাটের কয়সরের অধঃস্তন বংশধর। আমি যখন তাঁর দরবার থেকে ফিরে আসবো, তখন তিনি আমাকে থাকতে বল্লেন। সাথে সাথে তিনি বল্লেন, আপনি যদি থেকে যান তা হলে একটা মহান স্মৃতি ও দুর্লভ বস্তু আপনাকে দেখাবো। আমি সে দিনের মত রয়ে গেলাম।

তিনি একটি স্বর্ণের পাতে মোড়া সিন্দুক আনালেন। তা থেকে তিনি একটি স্বর্ণ নির্মিত কলমদানী বের করলেন। তারপর তা' খুলে রেশমী কাপড়ে মোড়া একখানা পত্র বের করলেন। পত্রখানির অধিকাংশ অক্ষরই মিটে গেছে।

বাদশাহ্ আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন, এটি হচ্ছে আমার পিতামহ কয়সরকে লিখিত আপনাদের নবীর পত্র। উত্তরাধিকার সূত্রে আমি এখন এর মালিক। আমার পিতামহ বলে গেছেন, যতদিন এই পত্রখানা তোমাদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এ রাজত্ব টিকবে। সুতরাং এ রাজত্ব যাতে অক্ষত থাকে, সে জন্যে আমরা এ পত্রখানির প্রতি পূর্ণ সম্ভ্রম পোষণ করি। কিন্তু সাথে সাথে খ্রীষ্টানদের কাছে তা গোপন রাখি।

দ্র. যরকানী, খ. ৩, পৃ. ৩৪২, সীরাতুল মুস্তফা খ. ২, পৃ. ৩৮৯-৯০

রসূলুল্লাহ (স) এর ভবিষ্যদ্বাণী

মুসলিম শরীফের একটি হাদীছে আছে রসূলুল্লাহ(স.) বলেনঃ

قد مات كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله .

"কিসরার মৃত্যু হয়েছে। তারপর আর কোন কিসরা পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে না। তারপর যখন কয়সর নিপাত যাবে, তারপর আর কোন কয়সর (সীজার) রোমক সম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে না। যে পবিত্র সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তাদের ধনভান্ডারসমূহ তোমরাই আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে।"

দ্র. মুসলিম, জিল্দ-২

সত্যি সত্যি হযরত আবূ বকর (রা) এর যুগেই (১৪হি/৬৩খ্রী) সিরিয়ার উপর উপর্যুপরি মুসলমানদের হামলা চলতে থাকে এবং হযরত উমর (রা) এর শাসনামলে গোটা বাইযাইন্টাইন সাম্রাজ্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ সিরিয়া প্রদেশ মুসলমানদের পদানত হয়। এভাবে রসূলুল্লাহ (স) এর ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র ছয় বছরের মধ্যেই সেখান থেকে রোমক

www.pathagar.com

শাসনের অবসান ঘটে।- দ্র. ফুতূহাতে ইসলমিয়া, ১ম খন্ড (যাইনী দাহ্লান প্রণীত)

এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের রাজত্ব হারিয়ে বাইযান্টাইন সম্রাটকে তারপর কেবল ইউরোপ ও এশিয়া মাইনর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে হিরাক্লিয়াসের মৃত্যু হয়। ১৩৫৩ সালে বাইযান্টাইন সাম্রাজ্যের ঐ সুদৃঢ় দুর্গটি মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়। যা আজো ইস্তাম্বুল নামে তুরস্কের প্রধান শহর ও মসজিদনগরীরূপে বিদ্যমান। এভাবে হিরাক্লিয়াসের সে আশঙ্কাটিও অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হলো, যা সে রসূলুল্লাহ (স) এর পত্রপ্রাপ্তির পর প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সময় তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলেছিলঃ "আমার আশঙ্কা হয়, এ আহ্বানে সাড়া না দিলে একদিন আমার পদতলের এই মাটিও তাদের দখলে চলে যাবে।"

হাফিয ইবনে হজর আস্কালানী তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেনঃ

لوتفطن هرقل لقوله عليه وسلم فى الكتاب اليه اسلم تسلم وحمل الجزاء على عمومه فى الدنيا والاخرة تسلم واسلم من كل مايخافه ولكن التوفيق بيد الله . (سيرت حلبيه صـ ٢٦٩)

হিরাক্লিয়াস যদি নবী করীম (স) এর اسلم شلم ইসলাম গ্রহণ কর এবং নিরাপত্তার অধিকারী হও) কথাটার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারতো এবং তাঁর সুসংবাদকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় ক্ষেত্রের জন্যে গ্রহণ করে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলতো, তা হলে সে অবশ্যই সর্বপ্রকার অপমান থেকে নিরাপদ হয়ে যেতো-যার ভয় সে করছিল; কিন্তু তওফীক তো সম্পূর্ণ আল্লহরই হাতে।

সীরতে হালবিয়া, পৃ. ২৬৯

রোমক সম্রাটের শেষ উপদেশ ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস

তারীখ তাবারীতে আছে, কয়সর যখন সিরিয়া থেকে তাঁর তদানীন্তন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর অমাত্যবর্গকে শেষবারের মত বুঝাবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন:

"তোমরা সম্যক অবগত রয়েছো,, মুহম্মদ (স) এর উল্লেখ আমাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। সে সব বর্ণনা থেকে একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, আমরা বহুকাল ধরে যে প্রতিশ্রুত নবীর প্রতীক্ষায় রয়েছি, তিনি ইনিই। তাই আমাদের দুনিয়াও আখিরাতের মঙ্গল তাঁর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত।"

অমাত্যবর্গ সমস্বরে বলে উঠলো, এর মানে? আমরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট জাতি। আরবদের কাছে আমরা কী করে নতি স্বীকার করি?

কয়সর বল্লেন: যদি তোমরা তাতে সম্মত না হও, তা'হলে অচিরেই তোমাদেরকে তাদের হাতে পরাভব স্বীকার করতে হবে।

একথা বলেই ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি দরবার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং কনষ্টান্টিনোপলের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। পথ চল্তে চল্তে আক্ষেপভরা দৃষ্টি নিয়ে সিরিয়ার দিকে তাকালেন আর একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন: 'বিদায়, চিরবিদায় হে সিরিয়া!' ইতিহাস সাক্ষী, সিরিয়া থেকে সত্যি সত্যি এটা ছিল রোমক সম্রাটের চিরবিদায়!

দ্র. তারীখ তাবারী, খ. ৩, পৃ. ৮৮; মকতূবাতে নবভী, পৃ. ১৪৩

www.pathagar.com

ইরানের শাহানশাহ্ খসরু পারভেজের নামে রসূলুল্লা (স) এর পত্র

ইরানের শাহানশাহ খসরু পারভেজ (৫৯০-৬২৮খ্রী)-কে রোমকরা ৬২৭ খ্রষ্টাব্দে নিনোভার যুদ্ধে পরাস্ত করে টাইগ্রীস নদীর অপর পারে ঠেলে দেয়। এ হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (রা)-এর মদীনায় হিজরত করার পাঁচ বছর পরের কথা। হিজরতের ষষ্ঠ বছরে কোরায়শদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স) দুনিয়ার দেশে দেশে সম্রাটদের নামে যে সব তবলীগী পত্র প্রেরণ করেন তার একটি ছিল ইরান-সম্রাট খসরু পারভেজের নামে লিখিত। হযরতের সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহ্মী (রা)-এ পত্রখানা বহন করে নিয়ে যান। তিনি এ পত্রখানি নিয়ে ইরানের সাসানী শাহানশাহ খসরু পারভেজের শ্বেত প্রাসাদের দ্বারে গিয়ে দণ্ডায়মান হন।

খসরু পারভেজের তখন চরম সঙ্কটকাল। রোমকদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি তাঁর মন-মেজাজকে রুক্ষ করে তুলেছিল। দরবারের অমাত্যবর্গ এবং সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতি কথায় কথায় তাঁর ক্রোধ প্রকাশ পেতো। কেননা, তাঁর ধারণা ছিল যে, এই অমাত্যবর্গ ও সৈন্যধ্যক্ষদের কর্তব্যে উদাসীনতা, কাপুরুষতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই তাঁকে হিরাক্লিয়াসের হাতে এত বড় একটা পরাজয় বরণ করতে হলো! এদের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার তাঁর ইচ্ছে ছিল। গোটা পারসিক সাম্রাজ্যের সকলেই তখন তটস্থ। প্রতিদিন কোন না কোন আমীর বা অমাত্যের গ্রেফতারীর, কোন না কোন উযীরের ফাঁসির, আর কোন না কোন সেনাপতির পলায়নের খবর রটছিল। শাহানশাহ্ একটা আহত ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠছিলেন আর পরাজিত জাতি যেন চরম হতাশা ও আতঙ্কে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠছিল।

এমনি পরিস্থিতিতে যখন একজন ভিন্‌দেশী লোক অদ্ভুত পোষাক পরিহিত অবস্থায় শ্বেতপ্রাসাদের ফটকে দাঁড়িয়ে শাহানশাহে-ইরানের রক্ষী অফিসারদের নিকট বার বার ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছিল-যার গায়ে ছিল এক টুকরো কম্বল-যা'সে কাফনের মতো গলায় জড়িয়ে রেখেছিল-দুই বগলের নীচ দিয়ে দামন পর্যন্ত যা' ছিল বাবুল কাঁটায় সেলাই করা, যার কোমরে বাঁধা ছিল একটি রজ্জু আর তার সাথে ঝুলছিল একটি কোষে আবদ্ধ তার তলোয়ারখানা, মাথায় বাঁধা ছিল একপ্রস্থ রুমাল, কিন্তু পদযুগল ছিল পাদুকাশূণ্য-তখন শ্বেতপ্রাসাদের রক্ষীরা কোন মতেই তাকে ভিতরে ঢুকবার অনুমতি দিচ্ছিল না। এমনি সময় একদিন যখন স্বয়ং খসরু পারভেজ আরবদের অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে কী বলছিলেন, তখন মওকা বুঝে একজন পারিষদ বাদশাহ্‌কে জানালেন যে এমনি একটা অদ্ভুত বেশভূষার লোক বেশ কয়েকদিন ধরেই দরবারে আস্‌বার জন্যে প্রহরীদের কাছে অনুরোধ করছে। সে নিজেকে মদীনার দূত বলে পরিচয় দিচ্ছে। খসরু পারভেজ তক্ষুণি তাকে দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন। রসূলুল্লাহ্‌র কাসেদ আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহ্মী তখন তাঁর সেই দরবেশসুলভ

www.pathagar.com

বেশভূষায়ই খসরু পারভেজের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। পারিষদবর্গ তো এই কম্বল পরিহিত ব্যক্তিটির নির্ভীক পদবিক্ষেপে দরবারে প্রবেশের ধরনধারণ দেখেই অবাক! যে-মহান শাহানশাহে ইরানের দরবারে প্রবেশের সময় বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌রা পর্যন্ত থাকেন ভীতসন্ত্রস্ত কুর্ণিশরত, এ লোকটির মধ্যে তার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না! যেন এ রাজ্ দরবার নয়-কোন সরাইখানা টরাইখানা হবে! প্রহরীরা তাঁকে সতর্ক করলেনঃ 'রাজ-দরবারে ঢুকতে কুর্ণিশ করতে হয় হে!' কিন্তু আগন্তুক তাতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন- 'আল্লাহ্ ছাড়া কাউকেই মোরা করিনা কো কুর্নিশ!' একথা শুনে তিরিক্ষি মেজাজ খসরু পারভেজ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। কী! স্বয়ং শাহানশাহের মুখের উপর একটা গেয়োঁ মানুষের এত বড় আস্পর্ধা! দরবারশুদ্ধ লোকজন খসরু পারভেজের অগ্নিমূর্তি দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল! কিন্তু আগন্তুক নির্বিকার! সে তার আস্তিন থেকে পত্রখানা বের করে নির্ভয়ে খসরু পারভেজের সম্মুখে রেখে দিল! নকীব পত্রখানা নিয়ে সসম্ভ্রমে বাদশাহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর খসরুর নির্দেশে উচ্চকণ্ঠে সে পত্রখানা পড়ে শুনালো। পত্রের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم' من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس' سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حيا اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم المجوس .

"পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে-

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পারস্য-সম্রাট কিস্‌রার প্রতি। যে হেদায়তের অনুসরণ করে-আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার প্রতি সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক-লা-শরীক এবং মুহম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন- যা'তে করে সমগ্র জীবিত মানবকে সতর্ক করে দেই এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ভয় প্রদর্শন করি। ইসলাম গ্রহণ করে নিন! শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন, আর যদি অগ্রাহ্য করেন, তবে সমগ্র অগ্নি-উপাসক জাতির পাপের বোঝা আপনার উপর বর্তাবে।"

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

সহীহ্ বুখারী, কিতাবু আখবারিল আহাদ, ৪র্থ অধ্যায়; তাবারী, খ. ২, পৃ. ২৯৫-২৯৬; জামহারাতুর রাসাইল খ. ১, পৃ. ৩৫; সীরতুল হালাবিয়া, খ. ৩, পৃ. ২৭৭; ই'জাযুল কুরআন, পৃ. ১১২; আল-কামিল খ. ২, পৃ. ৮১; আল -বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৪, পৃ. ২৬৯; সুবহুল আ'শা, খ.৬, পৃ. ৩৭৭; মুসনদে আহমদ, খ.৪, পৃ. ৭৫; মাকাতীবুর রাসূল, খ.১, পৃ. ৯০

www.pathagar.com

কিস্‌রার নামে লিখিত হযরতের এ পত্রের পাঠ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উপরোক্ত পাঠ তাবারীর বর্ণনা থেকে নেয়া। পক্ষান্তরে, হামদুল্লাহ্ আল-মুস্তাওফীর বর্ণিত পত্রের বর্ণনা অনেকটা এরূপঃ বর্ধিত অংশটুকুও উদ্ধৃত হয়েছেঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে-

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পারভেজ বিন হরমজদের প্রতি। সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করছি-যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব-চির প্রতিষ্ঠিত। তিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে সেই জাতির প্রতি-যারা অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে আর যাদের বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। যাকে আল্লাহ্ হেদায়েত দান করেন, কেউ তাকে গোম্‌রাহ্ (পথভ্রষ্ট) করতে পারে না আর যাকে তিনি গোম্‌রাহ করেন, কেউ তাকে হেদায়েত করতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।

অতঃপর আমি তোমার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছি। হয় ইসলাম কবুল করে নাও, নতুবা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত থাক! আল্লাহ্ ও রসূলকে তুমি অপারগ করতে সক্ষম হবে না।

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

আরো দ্রঃ মুহাম্মদ ও যেমাম দারাঁ (মুহাম্মদ ইবন্ বাল'আমী কৃত তাবারীর অনুবাদে বরাতে) মুদ্রণ, পৃ. ৩৬১; সাইয়ারা ডাইজেষ্ট, রসূল নম্বর, খ.২, পৃ. ১০৭-১০৮

অনুরূপভাবে "আল-আরাবু ফী আখবারিল ফুরুসে ওয়াল আরব" গ্রন্থে নিম্নলিখিত বর্ধিত অংশটুকুও উদ্ধৃত হয়েছে।

"সেই আল্লাহ্‌র সত্তা যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই সেই মহান সত্তা- তিনি আমার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সেই সময়-যখন আমি পিতৃহীন বালক ছিলাম। তিনি আমাকে অভাবমুক্ত করেছেন, অথচ আমি ছিলাম নিঃস্ব, তিনি আমাকে দিয়েছেন হেদায়েত-পথের দিশা, অথচ আমি ছিলাম দিশাহারা। আর আমার রিসালতকে শুধু সে-ই অস্বীকার করতে পারে যার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে আর যার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।"

আরো দ্র. তারীখে আদবে ইরানী, (Litaratural History of Iran. By Prof. Adward Brown Fr lJxtL nJwq) পৃ. ২৬৯; মাকাতীবুর রাসূল, খ.১, পৃ. ৯৬

www.pathagar.com

খসরু পারভেজ পত্রের এ বক্তব্য শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। বে-পরোয়া পত্রবাহকের ঔদ্ধত্যের জন্য সে এমনিতেই ক্রুদ্ধ ছিল;কেননা, কিস্‌রা-দরবারের নিয়মানুসারে তিনি তাকে সেজদা করেননি। এবার পত্রের মর্ম শুনে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। পত্রের ভাষা ও সম্বোধন ছিল এমনি ধরনের-যেন কোন প্রতাপান্বিত শাসক তাঁর কোন প্রজাকে সম্বোধন করছেন! আরবদের সম্পর্কে এতদিন পর্যন্ত তার এ ধারণাই ছিল যে, এরা হচ্ছে একটা নিছক আশ্রিত উপজাতি। যুদ্ধজয়ীদের পিছু পিছু ঘুরে কিছু লুটপাট করে আবার তারা তাদের মরুপ্রান্তরে হারিয়ে যায়। তাদের শেখ ও গোত্রপতিরা সর্বদাই ইরানের শাহানশাহের ভাতাভোগী এবং অনুগ্রহ-ভিখারী ছিল। কিন্তু সেই আরবদেরই অজ্ঞাত এক ব্যক্তি তাকে এমন ভাবে সম্বোধন করছে, যেন ইনি সম্রাট নন, তার পশুপালের রাখাল ! শাহানশাহ্ পরম ক্রোধভরে গর্জে উঠলেনঃ কী তার আস্পর্ধা! আমার নামের আগে কিনা সে তার নিজের নাম লিখেছে!

পত্রখানা হস্তান্তরকালে আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা) অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাই করে বসলেন।

পারস্যের রাজদরবারে মহানবীর দূতের ভাষণঃ

কিস্‌রার দরবারে মহানবীর দূত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা (রা) তখন যে ভাষণটি দেন, তা ছিল নিম্নরূপঃ

"হে পারস্যবাসীরা, সুদীর্ঘ কাল ধরে তোমাদের জীবন এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, তোমাদের নিকট কোন আসমানী কিতাব আসেনি; আসেননি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কোন নবী বা রাসূল। তোমাদের যে রাজত্বের জন্যে তোমরা আজ গর্বিত, আল্লাহ্‌র যমীন তার তুলনায় অনেক অনেক বেশী বিস্তৃত। তোমাদের রাজ্যের চাইতে অনেক বড় বড় রাজ্য তাতে রয়েছে, এবং অতীতেও বিদ্যমান ছিল।

"হে সম্রাট! আপনার পূর্বে অনেক রাজ-রাজড়া ও সম্রাট-নৃপতি অতীত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যারা পরকালকে তাঁদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিলেন তাঁরা পার্থিব জীবনে তাঁদের যতটুকু ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল তা' ভোগ করে সফলভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন আর যারা এই পৃথিবীর জীবনের সুখভোগকেই তাদের লক্ষ্যে পরিণত করেছে, তারা তাদের পারলোকিক কল্যাণকে বিনষ্ট করে ফেলেছে আর পার্থিব অর্জনের জন্যে সকলেই কর্মরত এবং বিভিন্নরূপ চিন্তাভাবনার অধিকারী, কিন্তু আখিরাতের ইনসাফের ক্ষেত্রে সকলেই এক অভিন্ন। অত্যন্ত অক্ষেপের বিষয়, আমি যাঁর বার্তা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আপনি তাঁ'র প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করলেন অথচ আপনি সম্যক জ্ঞাত যে, তা এমন এক সত্ত্বার নিকট থেকে এসেছে যার আতঙ্ক আপনার অন্তরে বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

"স্মরণ রাখবেন, সত্যের এ আওয়ায আপনার তাচ্ছিল্য প্রদর্শনে অবদমিত হবার নয় আর আপনার মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে আপনি তার কবল থেকে রক্ষা পাবেন না। যী-কারের ঘটনাটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।"

খসরু পারভেজ তো শুরু থেকেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছিল। আবদুল্লাহ্ (রা) এর এ সাহসিকতাপূর্ণ শুনার পর সে আর স্থির থাকতে পারলো না। রাগে ক্ষোভে-অপমানে সে রাসূলুল্লাহ্র পত্রখানা ছিঁড়ে ফেললো। হযরত আবদুল্লাহকে উদ্দেশ করে বললোঃ কী মজার কথা, আরবকে পদদলিত করার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র শঙ্কা নেই হে! কারো কোন সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে আনায়াসেই আমি এ দেশটি দখল করে নিতে পারি। তোমার কি জানা নেই, যে, ফেরাউন কী ভাবে বনী ইসরাঈল জাতিকে পদদলিত করেছিল? তোমাদের অবস্থা কোন মতেই বনী ইসরাঈলদের চাইতে উন্নততর নয়, পক্ষান্তরে আমার ক্ষমতা ফেরাউনের তুলনায় অনেক অনেক বেশী। এমতাবস্থায় আমি যে তোমাদের উপর জয়লাভ করে সহজেই তোমাদেরকে দাস জাতিতে পরিণত করতে পারি, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে? কী এমন শক্তি তোমাদের স্বক্ষে আছে যে আমাকে প্রতিরোধ করবে?

বাকী রইল আমার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের কথা, এর প্রতি কুকুরের মত তোমাদের লুলোপদৃষ্টি ও উদ্যত দাঁত যে বসিয়ে রেখেছো, তা' আমি সম্যক জ্ঞাত, তোমরা তা' উদরস্থ করতে এবং তা দিয়ে তোমাদের চোখ জুড়াতে চাও! আর যী-কারের যে ঘটনার কথা তুমি বল্ছো, তা' হচ্ছে সিরিয়ার ঘটনা; ভুলে যেয়োনা, এটা সিরিয়া নয়- পারস্য।

তারপর সে দূতের দিকে লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলঃ কী হে! আমর দরবারে প্রবেশ কালে কুর্ণিশ করোনি কেন?

জবাবে দূত বল্লেনঃ আমরা মুসলমান! মুসলমান এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই প্রণিপাত করে না। এ আমাদের নবীর শিক্ষা।

খস্রু মুখ বিকৃত করে দাঁত কটমট করে বল্লঃ যদি দূতকে হত্যা করা নীতিবিগর্হিত না হতো, তবে আমি এক্ষুণি তোমার গর্দান উড়াবার হুকুম দিতাম! এই কথা বলে সে হুযুর (স)-এর পত্রখানা হাতে নিয়ে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেললো এবং আদেশ করলোঃ দূতকে সাগরপারে পৌঁছিয়ে দাও! আর কোনদিন যেন সে আমাদরে রাজ্যের ত্রি-সীমানায় ঢুকতে না পারে!

এতটুকুতেই সে ক্ষান্ত হলো না, বরং ইয়েমেনের ইরাণী গভর্ণর বাযানকে ফরমান পাঠালো যে, দু'জন লোক হেজাযে পাঠিয়ে যেন সেই হেজাযী ব্যক্তিটিকে গ্রেফতার করে তার দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়- যে শাহানশাহের নামে পত্র পাঠাবার আস্পর্ধা দেখিয়েছে।

দ্রঃ বালাগে মুবীন, পৃ. ১৩৫-১৩৬ (রওযুল আনিফের বরাতে)

www.pathagar.com

মহানবীকে গ্রেফতারের জন্য মালিক বাযানের বাহিনী প্রেরণ

মালিক বাযান এ সময় চরম উভয়সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। কেননা, এর মাত্র কয়েক মাস আগে ৬২৭ খৃষ্টাব্দে রোম-সম্রাট কয়সর তাঁর নিনোভা অবস্থানের সময় কিস্‌রাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইরানীদের এ পরাজয়ের সংবাদ যখন ইয়েমেনে পৌঁছলো তখন ইরানীদের আধিপত্যে অসন্তুষ্ট গোত্রসমূহ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ফলে ইয়েমেনে এক অশান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। নাজরানের খৃষ্টান রাজ্য ছিলো রোমের কয়সরের সমর্থক। তা'রা সর্বদাই গোত্রসমূহকে বাযানের বিরুদ্ধে উস্‌কানি দিত। অপর দিকে আবিসিনীয়রাও-যার শাসক নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন- ইয়েমেনের উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে মহড়া দিতে থাকে। রোমকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল তাঁর জন্য একটা বিরাট হুমকি স্বরূপ। যে কোন সময় তা'রা ইয়েমেনে হামলা চালাতে পারে; অথচ ইরানের দিক থেকে তাঁর সাহায্য লাভের কোনই আশা ছিল না। কেননা, নিনোভার পতনের পর খসরুর বিরুদ্ধে সমগ্র ইরানে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের জন্য সব সময়ই তাঁকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হতো।

বাযান তখন অত্যন্ত নিঃসহায় বোধ করছিলেন। ইয়েমেনের পরিস্থিতি তখন রীতিমত বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরিতুল্য। যে কোন সময় সেখানে বিদ্রোহ দেখা নিতে পারে। এমনি পরিস্থিতিতে বাযান খসরুর এ নির্দেশ লাভ করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি খসরুর এ পদক্ষেপকে একটা অসময়োচিত পদক্ষেপ বলে মনে করছিলেন এবং কোনমতেই তা' সমর্থন করতে পারছিলেন না। কেননা, রোমকদের মোকাবেলায় আরবদের মধ্যে বন্ধুর পরিবর্তে শত্রু সৃষ্টি করা মোটেই বিজ্ঞজনোচিত কাজ ছিল না। অপরদিকে আবিসিনিয়ার সাথে যা'তে সম্পর্ক আরো তিক্ত না হয়ে উঠে, সে জন্যেও মুসলমানদের নবীর সাথে এরূপ আচরণ না করা জরুরী ছিল; কেননা, আবিসিনিয়া মুসলমানদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং জোর গুজব রটেছিল যে, স্বয়ং আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন।

বাযান এসব কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন শাহানশাহে -ইরানের নায়েব; আর ইরানী সামরিক অফিসারদের বর্তমানে শাহানশাহের আদেশ অমান্য করারও তাঁর উপায় ছিল না। অগত্যা তিনি তাঁর জনৈক পারিষদ বাবুইয়া এবং তাঁর জনৈক সামরিক অফিসার খুরখুস্‌রাকে হেজাযের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

মহানবীর দরবারে পারসিক দূত

এটা ছিল হিজরী ষষ্ঠ সনের (৬২৮ খ্রীঃ) শীতকালের ঘটনা। উক্ত দু'জন সর্দার একটা ছোটখাটো বাহিনী নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন। তা'রা তায়েফের পথ ধরে এসেছিলেন। তায়েফের সর্দাররা এবং মক্কার কোরায়শরা যখন শুন্‌লো যে, এদেরে পাঠিয়েছেন স্বয়ং ইরানের শাহানশাহ এবং মুহম্মদ (স)- কে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যেই

www.pathagar.com

এঁরা যাচ্ছেন, তখন তা'দের খুশী দেখে কে? তাঁরা ইরানীদের প্রাণ খুলে অভ্যর্থনা জানালো। এখানেই প্রথম বারের মতো তাঁরা হুযুর আকরম (স), মুসলমান জাতি ও তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারে। এখানেই তারা নবুওতের শুরু থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাসমূহ সবিস্তারে জানবার সুযোগ পায়। যদিও এ বিবরণ তা'রা ইসলামের শত্রুদের মুখেই শুনলো কিন্তু তবুও যেন তাঁদের মনে হচ্ছিল যে, যাঁকে গ্রেফতার করতে তা'রা যাচ্ছে, তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে তাদের যে ধারণা ছিল, আসলে তিনি তার অনেক উর্ধে। তাই এই ক্ষুদে বাহিনী নিয়ে কীভাবে যে তা'রা কিস্‌রার হুকুম তামিল করবে, এটাই তাদের বড় ভাবনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

মদীনায় পৌঁছে তা'রা যখন সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং রসূলের প্রতি তাদের ভক্তি ও ভালবাসা স্বচক্ষে দেখতে পেলো, তখন তা'রা সম্যক উপলব্ধি করলো যে, কী দুঃসাধ্য দায়িত্বভারই না তাদের উপর অর্পন করা হয়েছে! তাই রসূলুল্লাহ্‌কে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে কেবল পারস্য-সম্রাটের নির্দেশটুকু পৌঁছিয়ে দিয়েই তা'রা ক্ষান্ত হলো। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সম্মুখে তা'রা নিবেদন করলোঃ

"আমাদের শাহানশাহ্ আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য মালিক বাযানকে নির্দেশ প্রদান করেছেন আর মালিক বাযান এ উদ্দেশ্যে আমাদের পাঠিয়েছেন। তাই আপনার উচিত হবে আমাদের সাথে চলা। তাতে আপনার এবং আপনার সম্প্রদায়ের মঙ্গল হবে। আর আপনি যদি তাতে অসম্মত হন, তবে তা'তে অমঙ্গলকেই ডেকে আনা হবে। তা'আপনার এবং আপনার সম্প্রদায়ের ধংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আপনাদের রাজ্য লুণ্ঠিত হবে।"

তা'রা অনেকটা ভয়ে ভয়েই এ পয়গাম পৌঁছালো। তাদের ধারণা ছিল, এতে প্রতিপক্ষ উত্তেজিত হয়ে দু'চারটি কড়া কথা শুনিয়ে তাদেরে বিদায় করে দেবেন। তা'রা মনে মনে কামনাও করছিল, যেন তা-ই হয় আর তারা ভালোয় ভালোয় ইয়েমেনে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তাদের বিস্ময়ের সীমা রইলো না যখন তা'রা লক্ষ্য করলো যে, আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে তার কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা গেলো না! এত বড় একটা কথা শোনার পরও তিনি একেবারেই নির্বিকার চিত্ত! ইরান-সম্রাটের পয়গাম যেন তাঁর মনে এতটুকুও রেখাপাত করলো না! তা'রা আরো বিস্মিত হলো যখন দেখলো যে, এর কোন জবাবই না দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক অপর একটি ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন! তিনি তাদেরে দাড়ি মুন্ডন করতে পরামর্শ দিলেন এবং গোঁফ বড়ো করতে বারণ করলেন। জবাবে দূত খুরখুসরা বললেনঃ কিন্তু আমাদের মনিব (কিস্‌রা) যে আমাদের এমনি করতে নির্দেশ দিয়েছেন!

এটা ছিল ইরানী সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মের অন্তর্ভুক্ত। লম্বা বড় গোঁফ ছিল ইরানী সাম্রাজ্যের শক্তি ও দাপটের প্রতীক। এ গোঁফে তা আর প্যাঁচ দিতে দিতে তা'রা ইরান-শাসিত এলাকাসমূহে অত্যন্ত গর্ব ও দম্ভ সহকারে ঘোরাফেরা করতো আর ঐসব এলাকার প্রজা সাধারণকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টিতে দেখতো। তাদের এ দম্ভ দেখে শাসিত জাতিসমূহ ভিতরে ভিতরে ফুঁসে মরতো, কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ করতে পারতো

www.pathagar.com

না। আরব ও ইয়েমেনের লোক এদেরে বলতো 'গোঁফ ওয়ালা ষাঁড়' আর এদের এ গোঁফ নিয়ে তারা নানারূপ ঠাট্টা মশ্‌করাও করতো। মুসলমানরা শাহানশাহী যুগের সেই দাম্ভিক বেশভূষার পরিবর্তে দাড়ি বড় করার এবং গোঁফ ছোট করার পদ্ধতি অবলম্বন করলো -যা' রোম তথা আজমের মূর্খতাব্যঞ্জক দাম্ভিকতার মোকাবেলায় মুসলমানদের নতুন বিপ্লবী ফ্যাশনরূপে পরিগণিত হতো। এমতাবস্থায় তাদেরে গোঁফ খাটো করার ও দাড়ি বড় করার পরামর্শ দান আসলে তাদের দাম্ভিকতা পরিহারের প্রতিই ইঙ্গিত ছিল। তাদের কথার জবাবে হুযুর (স) বললেনঃ কিন্তু আমাদের খোদা তো আমাদেরকে দাড়ি বড় করার এবং গোঁফ খাটো করারই নির্দেশ দিয়েছেন!

ইরানী অফিসার দু'জনের তো বিস্ময়ের কোন সীমা পরিসীমা রইলো না এই ভেবে যে, যাঁকে তা'রা গ্রেফতার করতে এলো আর যাঁকে শুনানো হলো এতবড় একজন শাহানশাহের ফরমান, তিনি কেমন নির্বিকারে তাদেরে দিচ্ছেন তাদের বেশভূষা পরিবর্তনের পরামর্শ! যে জবাবের অধীর প্রতীক্ষায় তা'রা উস্‌খুস করছে, তার কোন জবাবই তিনি দিচ্ছেন না! তাদের এ অধীর ভাব লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর সঙ্গীসাথীদেরে তাদের খাওয়া-থাকার-ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে বল্‌লেনঃ আগামী কাল জবাব দেয়া হবে।

পরদিন যখন বাবুইয়া ও খুরখুসরা নবী করীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তাদের আর অপেক্ষা করতে হলো না। তা'রা তখনো ঠিক মতো বসতেই পারেনি এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (স) তাদেরে এমনি এক সংবাদ দিলেন- যা শুনে তা'রা রীতিমত হক্‌চকিয়ে গেল। তিনি তাদেরে বল্‌লেনঃ শুনেছো হে! শেরোইয়া গত রাত্রে কিস্‌রাকে হত্যা করে ফেলেছে। তোমরা ফিরে যাও, অচিরেই তোমরা এখবর পাবে।*

একথা শুনে কিছুক্ষণের জন্যে তা'রা অপ্রতিভ হয়ে রইল। তারপর তাদের ধারণা হলো; তাদের সাথে বুঝি ঠাট্টাতামাশা করা হচ্ছে! তারা বললোঃ এর ফল কিন্তু ভাল হবে না বল্‌ছি। আমাদের শাহানশাহ্ আপনাকে এবং আপনার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে তবেই ছাড়বেন। পৃথিবীর মানচিত্রে এদেশের নাম নিশানাটুকুও বাকী থাক্‌বেনা।

তাদের এ হুম্‌কির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যে তা'রা বারবার তাঁর চেহারার দিকে তাকাচ্ছিলো। কিন্তু এ চেহারায় তো কোন মিথ্যা বা ঠাট্টার ছাপ ছিল না! কোন দিন মিথ্যার অপবাদ এ পবিত্র চেহারাকে স্পর্শ করেনি। আজই বা তা' হবে কেন? সেই শান্ত সমাহিত গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা- যার প্রভাব প্রথম দর্শনেই তাদেরে প্রভাবিত করে ফেলেছিল-তিনি পূর্ণ প্রত্যয়ের সাথে বল্‌লেনঃ তোমাদের ওসব চিন্তার প্রয়োজন নেই। যাও, মালিক বাযানকে এ ঘটনার সংবাদ জানিয়ে দিয়ে আমার পক্ষ থেকে বলে দাও যে, আমার ধর্ম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হবে। বিশ্বের যেখান পর্যন্ত কারো দাপট চল্‌ছে, সেখানেই আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনুভূত হবে। মালিক বাযান যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার শাসনাধীন রাজ্য তারই হাতে ছেড়ে দেয়া হবে, তার রাজ্যের শাসকরূপে তাকেই আমরা বহাল রাখবো।"

দ্রঃ তাবাকাত, খ.১, পৃ. ২৬০; আল- কামিল খ.২, পৃ. ৮১

*তাবারী ওয়াকেদীর বরাতে খসরু পারভেজের নিজ পুত্রের হাতে নিহত হওয়ার সে তারিখটি লিখেছেন ১০ জুমাদাল উলা, হিজরী ৭ সন। ফাতহুলবারী খ. ৮, পৃ. ১২৭ থেকেও এর যথার্থতা প্রতীয়মান হয়।

www.pathagar.com

কাসেদদের প্রতিবেদন ও গভর্নর মালিক বাযানের ইসলাম গ্রহণ

কাসেদদ্বয়- খুরখুস্‌রাও বাবুইয়া রসূলুল্লাহ্ (স)-এর এ পয়গাম নিয়ে ইয়েমেনে ফিরে গেল। তারা বাযানকে সমস্ত ঘটনা খুলে বল্‌লো। বাযান জিজ্ঞেস করলেনঃ নবুয়তের এ দাবীদারকে তোমাদের কাছে কেমন মনে হলো হে?

বাবুইয়া বল্‌লোঃ আমি অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌র দরবারে গিয়েছি, তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলেছি, একত্রে খাওয়া-দাওয়া ও করেছি, কিন্তু তাঁর মত এত গাম্ভীর্য আমি কারো মধ্যে দেখিনি জাহাঁপনা!

বাযান জিজ্ঞেস করলেনঃ ভক্ত অনুরক্তদের কোন সামরিক বাহিনীও কি তাঁর সাথে থাকে নাকি হে?" বাবুইয়া বল্‌লেনঃ না, তেমন কিছু তো চোখে পড়েনি! এসব কথা শুনে বাযান বেশ চিন্তাযুক্ত হলেন। তারপর তিনি বল্‌লেনঃ এ তো কোন সাধারণ মানুষের ব্যাপার হতে পারে না! এসব কথাবার্তা স্পষ্ট নবী-রসূলের কথাবার্তার মতো মনে হচ্ছে। তবুও আমরা অপেক্ষা করে দেখবো, কিস্‌রা সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কতটুকু সত্য হয়।

কিছুদিন না যেতেই ইরান থেকে শাহী কাসেদ নতুন বাদশাহ্‌র ফরমান নিয়ে হাযির হলো। নতুন বাদশাহ্ শেরোইয়া তাঁকে লিখেছেনঃ আমি কিস্‌রাকে হত্যা করেছি। এ হত্যার কারণ হচ্ছে, তিনি ইরানবাসীদের প্রতি রীতিমত অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে গেছেন, সম্ভ্রান্ত লোকদেরে নির্বিচারে হত্যা করিয়েছেন, তদের ধনসম্পদ লুঠ করিয়েছেন। আমার এ ফরমান পৌঁছামাত্র তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার করবে। পারস্য-সম্রাটের প্রতি তোমার পূর্বেকার আনুগত্য যেন অব্যাহত থাকে। আর যে-ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য কিস্‌রা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তা'কে উত্যক্ত করবে না!

শাহী কাসেদরা যখন কিস্‌রার হত্যার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলো, তখন বাবুইয়া ও খুরখুসরা সমস্বরে বলে উঠ্‌লো, "কসম খোদার, কিস্‌রা ঠিক সেই রাতটাতেই নিহত হয়েছেন, যে-রাতের কথা মুসলমানদের নবী বলেছেন।" দরবারে উপস্থিত লোকজন একথা শুনে বিস্মিত হলো যে, আজ এতদিন পর যে খবরটি এ দরবারে পৌঁছলো, মুসলমানদের নবী তা' সে-রাতেই কেমন করে জান্‌তে পারলেন। বাযান বল্‌লেন-নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র রসূল, আর আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে তিনি এ খবর পেয়ে থাকবেন। তারপর তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন -"আজ থেকে আমি আল্লাহ্‌র সত্য নবী মুহম্মদ (স)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাঁর রিসালতকে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। তাঁর আনুগত্য আমি বরণ করে নিচ্ছি।" তারপর তিনি তাঁর পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললেনঃ খুনী অত্যাচারী বাদশাহ্‌দের আনুগত্য করার চাইতে আল্লাহ্‌র সত্য রসূলের আনুগত্য করে চলাই কি উত্তম নয়?

দ্রঃ ইসাবা, খ. (যাবুইয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে); ফাতহুলবারী, খ.৮, পৃ. ১২৭-১২৮

বাযানের সাথে তাঁর অনেক লোকজনই ইসলাম গ্রহণ করে ফেল্‌লেন। তিনি একজন দূত পাঠিয়ে রসূলুল্লাহ্ (স)-কে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়ে দিলেন-এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে এ মর্মে দরখাস্ত পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর কোন প্রতিনিধি ইয়েমেনে পাঠিয়ে ইয়েমেনবাসীদের ইসলাম শিক্ষার পথ সুগম করে দেন। রসূলুল্লাহ্ (স)-এ উদ্দেশ্যে হযরত মু'আয ইবনে জবলকে পত্র সহ ইয়েমেনে মালিক বাযানের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। বায়হাকীর 'তারীখ'-এ রসূলুল্লাহ্ (স) এর পত্রের উল্লেখ আছে;

www.pathagar.com

কিন্তু তার পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায়নি।

কিসরার নিকট প্রেরিত রসূলুলাহ (স)-এর দূত আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা (রা) যথাসময়ে মদীনায় ফিরে এসে যখন তাঁর সফর-বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (স) কে বল্লেন যে, কিস্‌রা তাঁর পত্রখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে ,তখন অবলীলাক্রমে তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে একথাটি বেরিয়ে এলোঃ "আল্লাহ্ তার সাম্রাজ্যকেও টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবেন।"

মাত্র কয়েকটি দিন না যেতেই আরব, ইয়েমেন, সিরিয়া সর্বত্রই এ খবর রটে গেল যে, পারস্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। বিদ্রোহীরা খসরু পারভেজকে হত্যা করে তার পুত্র শেয়েরাইয়াকে সিংহাসনে বসিয়েছে।

মহানবীর গ্রেফতারীর উদ্দেশ্যে কিস্‌রা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন শুনে উল্লসিত কুরায়শমহলের হর্ষ তখন বিষাদে রূপান্তরিত হলো। দ্রঃ মাকাতীবুর- রসূল, খ.১, পৃ. ৯৫

খতীবের 'তারীখে-বাগদাদ' নামক বাগদাদের ইতিহাসগ্রন্থে আবু মা'শার তাঁর কোন কোন উস্তাদের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফার মাধ্যমে কিসরার কাছে নিম্নরূপ পত্র প্রেরণ করেনঃ

"মুহাম্মদুর রাসুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইরানের মহান কিস্‌রার প্রতি-

"আমি তোমাকে ইসলামের পানে আহ্বান জানাচ্ছি। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করে নাও! (স্মরণ রেখো, যে আমাদের কলেমার (শাহাদত'এর মর্ম অনুযায়ী) যে শাহাদৎ বা সাক্ষ্য দেবে, আমাদের কিবলাকে কিবলারূপে বরণ করে নেবে, আমাদের জবাই করা জন্তু বৈধজ্ঞানে খাবে, তার জন্য আল্লাহ্‌ও আল্লাহ্‌র রসূলের অভয় রয়েছে।"

দ্রঃ তারীখ-ই, বাগদাদ, খ.১, পৃ. ১৩২; কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৮২

কিন্তু যতদূর মনে হয়, এটা রাবীর স্মৃতিপ্রমাদ হবে। কেননা, এ কথাটা মুনযির বিন সাওয়াকে লিখিত পত্রেও রয়েছে। পত্র দুইটির মর্মের মধ্যে কোন্ পত্রে কী বক্তব্য, তা হয়তঃ রাবী ঠিক মনে রাখতে পারেন নি।

ঐতিহাসিক ইয়াকূবী কিস্‌রার এ জবাবী পত্রখানা তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেনঃ

"কিস্‌রা পত্র লিখালো এবং তা'রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে কস্তুরী সহ নবী করীম (স)-এর দরবারে পাঠিয়ে দিল। যখন এগুলি রাসূলে করীম (স) -এর খেদমতে পেশ করা হলো, তখন তিনি তা' খুললেন। কস্তুরী হাতে নিয়ে তিনি তাঁর ঘ্রাণ নিলেন এবং তারপর তা' সাহাবাগকে বন্টন করে দিলেন। সাথে সাথে বললেনঃ এ রেশমে আমাদের কোন কাজ নেই, কারণ এ আমাদের পরিধেয় নয়। কিস্‌রার দূতকে লক্ষ্য করে তিনি বল্লেনঃ তোমাদিগকে (অর্থাৎ তোমাদের সরকারকে) অবশ্যি আমার আনুগত্য মেনে নিতে হবে নতুবা আমি অথবা আমার অনুসারীগণের আধিপত্য তোমাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আল্লাহ্‌র ফয়সালা অতি দ্রুত কার্যকরী হয়ে থাকে। বাকী রইল তোমার

www.pathagar.com

আনীত এ পত্র। এর মর্ম আমি সম্যক অবগত আছি-যা' তুমিও অবগত নও। এতে অমুক অমুক বিষয় লিখিত আছে। তিনি সে পত্রের প্রতিপাদ্য সবই বলে দিলেন অথচ তিনি তখনও পত্রখানি খুলেও দেখেননি। পড়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। কিস্‌রার দূত ফিরে গিয়ে সবকিছু আনুপূর্বিক বর্ণনা করল।

দ্র. মাকাতীবুর- রসূল, খ.১, পৃ. ৯৩; মুসনদে আহমদ, খ.১,পৃ. ৯৬ ও ১৪৫ (ফাতহুল বারীর বরাতে)

খসরু রসূলুল্লাহ্ (স) পত্রখানাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তার নিজের সাম্রাজ্যকেই টুকরো টুকরো করে তা'ফেলে দিল। তার পতনমুখ রাজত্ব তারপর আর বেশী দিন টিকতে পারেনি। খসরুর নিহত হওয়ার পর ৬২৮ থেকে ৬৩২ খ্রী. পর্যন্ত মাত্র চার বছরের মধ্যে পরপর চার জন উত্তরাধিকারী তার স্থলাভিষিক্ত হন। তারপর হযরত উমর ফারুকের শাসনামলে সোয়া চার শ'বছরের এ পুরনো সাসানী সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কিস্‌রার জবাবও হুযুর (স) এর পত্র নষ্ট করা সংক্রান্ত ভ্রমপ্রমাদ

খতীব বাগ্‌দাদী পত্রের এই পাঠ উদ্ধৃত করার পর লিখেছেনঃ পত্রখানার বক্তব্য শোনার পর ক্রুদ্ধ কিস্‌রা কাঁচি আনাল এবং পত্রখানা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেল্‌ল। তারপর এই কর্তিত পত্রখানা সে আগুনে ভস্মীভূত করল। তার কিছুদিন পর কৃতকর্মের জন্য তার অনুতাপ হয় এবং সে বলেঃ এবার আমাদের উচিত হবে (কৃতকর্মের জন্য অনুতাপের নিদর্শন স্বরূপ) কিছু উপঢৌকন সামগ্রী পাঠিয়ে দেয়া। তারপর রেশ্‌মী বস্ত্রে পত্র প্রেরণের সে নির্দেশ দান করে। তাঁর নির্দেশানুসারে সত্যি সত্যি যথাসময়ে পত্র এবং উপঢৌকনাদি হুযুরে আকরম (স) এর খেদমতে প্রেরিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি বৈরুতের আরবী দৈনিক 'আল-হায়াতে' প্রকাশিত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) এর পত্রকে কাঁচিকাটা করা ও ভস্মীভূত করা সংক্রান্ত খতীব বাগদাদীর এ মন্তব্য নিছক অনুমান-ভিত্তিক, আসল ঘটনা হচ্ছে সে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলার পর রসূলুল্লাহ্ (স) এর দুত অথবা অন্য কেউ সবার অলক্ষ্যে চুপিসারে তা উঠিয়ে নেন- যারফলে আজ পর্যন্ত তা সংরক্ষিত থাকা সম্ভব হয়েছে।

দ্র. দৈনিক আল-হায়াত (আরবী, বৈরুত, ২২শে মে ১৯৬৪, মাসিক আল-বালাগ, (উর্দূ) করাচী, মে সংখ্যা, ১৯৬৮; মকতূবাতে নববী, পৃ. ১৫১-১৫২)

www.pathagar.com

শাহ হরমুযানের নামে রসূলুল্লাহ (স) এর পত্র

নবী করীম (স) এর আমলে ইরানের একাংশে শাহী খান্দানের একজন শাহ্জাদা হরমুযানের রাজত্ব চলছিল।। আহ্ওয়ায, রামহরমুয, তসতর ও সূস ছিল তাঁর শাসিত এলাকার বিখ্যাত শহর। নবী করীম (স) হরমুযানকেও ইসলামের দাওয়াত দেন।। রাসূলুল্লাহ (স) এর সে পত্রখানা কে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ইতিহাসে তার কোন উল্লেখ পাওয়া না গেলেও কিস্রা-দরবারে যিনি দৌত্যের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেই আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহ্মী (রা) এ দায়িত্বটি পালন করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। রসূলুল্লাহ (স) এর প্রেরিত সে পত্রখানা ছিল এরূপঃ

من محمد عبد الله ورسوله الى الهرمزان ، انى ادعوك الى الاسلام ، اَسْلِمْ تَسْلَمْ .

অর্থাৎ ঃ 'এ পত্রটি আল্লাহ্র রসূল ও বান্দা মুহম্মদ (স) এর পক্ষ থেকে হরমুযানের প্রতি- আমি আপনাকে ইসলামের পানে দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন।'

দ্র. বালাগে মুবীন, পৃ. ১৪১ (ফাতহুল বারীর বরাতে)

হরমুযান তার কী জবাব দিয়েছিলেন, তা'অজ্ঞাত। কিন্তু এ সময় ইসলাম গ্রহণের তওফীক তাঁর হয়নি। তারপর হযরত উমর ফারুক (রা) এর শাসনামলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সে ঘটনাটি নিম্নে বিবৃত হচ্ছে।

মুসলমানদের রামহরমুয বিজয় ও হরমুযানের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

হিজরী ৫৩ সালে হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) যখন সূসের পর রামহরমুয অবরোধ করেন, তখন আট লক্ষ দিরহাম বার্ষিক জিযিয়া প্রদানের শর্তে তারা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ইয়াযদগুর্দ তখন কুমে অবস্থান করছিলেন। মুসলমানদের উপর্যুপরি অগ্রযাত্রায় তিনি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করছিলেন। তা'লক্ষ্য করে পারস্যের একাংশের শাসক এবং শেরোইয়ার মামা হরমুযান সম্রাট ইয়াযদগুর্দকে বল্লেনঃ আপনি যদি আমাকে 'আহ্ওয়াযে-ফারিস' দান করেন, তা হলে আমি আরবদের অগ্রগতি রোধ করে দিতে পারি। ইয়াযদগুর্দ কালবিলম্ব না করে সে প্রস্তাবে সাড়া দিলেন এবং এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে দিয়ে হরমুযানকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করলেন। হরমুযান খুযিস্তান প্রদেশের রাজধানী শুস্তরে সেনাছাউনী স্থাপন করেন এবং দুর্গ মেরামত করে যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হযরত নু'মান ইবনে মুকরিন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ এবং হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা) এর নেতৃত্ব একটি

www.pathagar.com

বিরাট বাহিনী নিয়ে সুস্তরের দিকে অগ্রসর হন। হরমুযান প্রথমে দুর্গ থেকে বের হয়ে তাঁদের মোকাবেলা করেন, কিন্তু পরাস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় নেন এবং দুর্গের তোরণ বন্ধ করে দেন।

তারপর একদিন জনৈক শহরবাসী গোপনে এসে হযরত আবূ মূসা আশ'আরীর সাথে সাক্ষাৎ করে। সে ব্যক্তি তার জানমালের নিরাপত্তার আশ্বাস দিলে শহর জয় করিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাঁদেরকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। সে মতে হযরত আবূ মূসা (রা) আশরাস নামক একব্যক্তিকে তার সাথে রওয়ানা করে দেন। পারসিক ব্যক্তিটি সুস্তরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত দজলা নদীর একটি শাখা- দুজায়ল নদীর তীর ঘেঁষে একটি ভূ-গর্ভস্থিত গোপনপথ দিয়ে শহরে প্রবেশ করলো এবং আশরাসের মুখে একটি চাদর নিক্ষেপ করে বল্লো, তুমি একটি ভৃত্যের মত আমাকে অনুসরণ কর! আশরাস এবং ঐ পারসিক ব্যক্তিটি এভাবে বিভিন্ন গলিকুচা অতিক্রম করে হরমুযানের শাহী দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যান। হরমুযান তখন অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত অবস্থায় দরবারে আসীন ছিল। পারসিকটি আশরাসকে সমস্ত প্রাসাদ এবং পথঘাট দেখিয়ে আবূ মূসার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসে বল্লো, আমার যা' করণীয় ছিল তা' আমি করেছি। তারপর আপনাদের যা' বরাতে আছে। আশরাস তার বক্তব্যের প্রতি সায় দিয়ে বল্লেনঃ আমাকে কেবল দু'শ' জওয়ান সাথে দিলে আনায়াসেই আমি শহর জয় করতে পারবো।

সাথে সাথে দুই শ' মুজাহিদ এগিয়ে আসলেন। আশরাস তাঁদেরকে নিয়ে ভূগর্ভস্থ সে গোপন পথ দিয়ে নগর প্রাচীরের দ্বারদেশে উপনীত হলেন। তাঁরা নগরের দ্বাররক্ষীদেরকে হত্যা করে নগরপ্রাচীরের তোরণ খুলে দিলেন। আবূ মূসা (রা) দলবল সহ তোরণের সম্মুখে অপেক্ষারত ছিলেন। তোরণ খুলতেই বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত তাঁরা শহরে প্রবেশ করলেন। গোটা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। হরমুযান পালিয়ে গিয়ে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করলো এবং একটি সুউচ্চ গম্বুজের মধ্যে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল, এখনো আমার তূণে একশ'টি তীর রয়েছে। একশ' জনকে ধরাশায়ী না করে আমার বন্দী হবার প্রশ্নই উঠে না। এতদসত্ত্বে ও এশর্তে আমি আত্মসমর্পন করছি যে আমাকে উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। আমার ব্যাপারে একমাত্র তিনিই ফয়সালা করবেন। আবূ মূসা (রা) তা' মেনে নিলেন এবং বিখ্যাত সাহাবী আনাস ইবনে মালিক ও আহ্নাফ ইবনে কয়েস (রা) প্রমুখসহ একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় হযরত উমর (রা) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হরমুযানকেও সে প্রতিনিধিদের সাথে করে মদীনায় খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হলো। হরমুযানের পরণে তখনো সম্রাটসুলভ বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি এবং তাঁর শিরে ইয়াকূত ও মনি-মাণিক্যে সুসজ্জিত মুকুট শোভা পাচ্ছিলো।

www.pathagar.com

প্রতিনিধিদলটি যখন হরমুযানকে সঙ্গে করে মদীনায় গিয়ে পৌঁছল তখন খলীফা কূফা থেকে আগত একটি প্রতিনিধিদলের সাথে মসজিদে আলাপরত ছিলেন। তাঁরা যখন মসজিদ নবভীতে প্রবেশ করলেন তখন আমীরুল মুমিনীন উমর (রা) শিয়রের নীচে সামান্য একটু কাপড় রেখে বিশ্রামরত ছিলেন। হরমুযান সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলো, উমর কোথায়? তাঁরা ইঙ্গিতে শায়িত উমর (রা) কে দেখিয়ে দিলেন। হরমুযান এবার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলোঃ তাঁর দ্বাররক্ষী শান্ত্রীরা কোথায়? সঙ্গীরা জবাব দিলেনঃ এখানে এ সবের কোন বালাই নেই। হরমুযানের তখন বিস্ময়ের কোন সীমা পরিসীমা রইলো না। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলোঃ এতো দেখছি নবীরসূলদের ব্যাপার স্যাপার! তাঁরা জবাব দিলেনঃ ইনি নবী না হলেও নবীর সাহচর্যধন্যদের একজন।

তাঁদের এরূপ কথোপকথনের শব্দে হযরত উমর (রা) জেগে উঠলেন। চোখ খুলতেই শাহী লেবাস পরিহিত অবয়ব দেখেই তিনি বলে উঠলেনঃ হরমুযান? হরমুযান নিজেই জবাব দিলেনঃ জ্বী হ্যাঁ, আমিই হরমুযান। হযরত উমর (রা) বলে উঠলেনঃ সেই আল্লাহ্‌র সকল প্রশংসা-যিনি ইসলামকে বিজয়মন্ডিত ও শির্‌ককে ধুলিধুসরিত ও পরাজিত করেছেন। তারপরই হযরত উমর (রা) ও হরমুযানের মধ্যে কথোপকথন শুরু হলো। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) দোভাষীর দায়িত্ব পালন করলেন।

হযরত উমর (রা) ও হরমুযানের ঐতিহাসিক কথোপকথন

উমর (রা) ঃ হরমুযান, তুমি তো স্বচক্ষে দেখতে পেলে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি কী হয়? আল্লাহ্ তাআলা তোমার উপর্যুপরি বিশ্বাসভঙ্গের ফল তোমাকে কী ভাবে দিলেন?

হরমুযানঃ জাহেলিয়তের যুগে জাহিলিয়তে আমাদের উভয় জাতিই সমপর্যায়ে ছিল। তখন আল্লাহ্ আমাদের সাথে ছিলেন। তাই আপনাদের উপর আমরা বিজয়ী ছিলাম। এখন আল্লাহ্ আপনাদের পক্ষে, তাই আমরা বিজিত আর আপনারা বিজয়ী।

উমর (রা) ঃ আচ্ছা, এ উপর্যুপরি বিশ্বাসঘাতকতার কী কৈফিয়ত দেবে?

হরমুযান ঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এর বিশদ জবাব দেয়ার আগেই না আমার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়!

উমর (রা) ঃ সে ভয়ের কোন কারণ নেই, আমি তোমাকে সে অভয় দিচ্ছি।

হরমুযান ঃ আমার বড্ড পিপাসা পেয়েছে।

এক ব্যক্তি একটি সাধারণ পানপাত্রে করে পানি এনে দিলেন। হরমুযান বলে উঠলো, পিপাসায় প্রাণ গেলেও তো ঐ পানপাত্রে পানি পান করবো না। তারপর যখন একটি দামী পানপাত্রে পানি পরিবেশন করা হলো, তখন

হরমুযান ঃ আমার ভয় হচ্ছে, পানি পানরত অবস্থায় না আমাকে হত্যা করা হয়!

www.pathagar.com

উমর (রা) ঃ তুমি নির্ভয়ে পানি পান কর! পানি পান না করা পর্যন্ত তোমাকে কেউই হত্যা করতে পারবে না।

এমনি সময় চোখের পলকে হরমুযান পত্রটি কাত করে পানিটুকু ফেলে দিলো। হযরত উমর (রা) বল্লেন ঃ আবার পানি নিয়ে এসো এবং পানি পান না করা পর্যন্ত কেউ তাকে হত্যা করবে না।

হরমুযান ঃ আমার পিপাসা পায়নি। এ ছলে আমি প্রাণের নিরাপত্তা লাভেরই কেবল প্রয়াস পেয়েছি।

উমর (রা)ঃ আমি তোমাকে অবশ্যই কতল করব।

হরমুযান ঃ আপনি তা' পারেন না। কেননা, ঐ পানিটুকু পান না করা পর্যন্ত আপনি অভয় দিয়েই দিয়েছেন। এখন সে সুযোগটি আর অবশিষ্ট নেই। (কেননা, সে পানিটুকু মাটি চুষে নিয়েছে, তা আর পানের প্রশ্ন উঠেনা।)

উমর (রা)ঃ তুমি মিথ্যে বল্ছো।

আনাস বিন মালিক (রা)ঃ আমীরুল মুমিনীন! তার বক্তব্যই সঠিক, আপনি তো তাকে নিরাপত্তা দিয়ে দিয়েছেন।

উমর (রা)ঃ আনাস, এ কী বল্ছেন? মুজযাত ইব্ন ছওর (রা) এবং বারা ইবনে মালিক (রা) এর হত্যাকারীকে আমি অভয় দিতে পারি? ঠিক করে কথা বলুন, নতুবা আমি আপনাকেও শাস্তি দেবো!

আনাস ইবনে মালিক ঃ জ্বী আমীরুল মুমিনীন ! এইমাত্র আপনি তাকে অভয় দিয়েছেন, যে পর্যন্ত তার জবাব দান ও পানি পানকার্য শেষ না হবে, তাকে হত্যা করা হবে না। হরমুযান আপনাকে না তার জবাব শুনাবে আর না সে পানি পান করবে। আপনি তাকে হত্যা করবেন কী করে? উপস্থিত সকলেও হযরত আনাসের কথার প্রতি সমর্থন জানালেন।

উমর (রা)ঃ হরমুযান! আল্লাহ্র কসম, তুমি আমাকে প্রতারিত করেছো। এবার তুমি সত্যি সত্যি নিরাপদ! কিন্তু এবার তুমি ইসলাম গ্রহণ কর!

হরমুযানঃ আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে এ চাতুর্য্যের কী প্রয়োজন ছিল? প্রথমে মুসলমান হয়ে গেলেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো! জবাবে হরমুযান বল্লো, ইসলাম আমার মনে রেখাপাত করে ফেলেছিল, কিন্তু এভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে লোকে বল্তো, প্রাণভয়ে হরমুযান ইসলাম গ্রহণ করেছে।

হযরত উমর (রা) হরমুযানের ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত খুশী হন এবং বার্ষিক দুই হাজার মুদ্রার ভাতা মঞ্জুর করে মদীনায়ই তাঁকে অভিবাসিত করেন। পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানকালে তিনি প্রায়ই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

দ্র. (বালাগে মুবীন, পৃ. ১৩৯-১৪৫)

www.pathagar.com

মিসররাজ মুকাওকিস বিনইয়ামীনের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র

পরিচিতি : রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, ও ইরানের কিসরা ছিলেন তদানীন্তন বিশ্বের সেরা দুই সাম্রাজ্যের সম্রাট, নাজাশীও ইতিহাসে বহুলআলোচিত। কিন্তু সেই তুলনায় মুকাওকিসের আলোচনা বিরল। তাই মূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বেই এ মিশরীয় শাসকের নাম ও পরিচিতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার প্রয়োজন বোধ করছি।

শব্দটির উচ্চারণ ঃ আমাদের দেশে সর্বপ্রথম বোধয় মুকাওকিসের আলোচনা প্রদীপপাদে আসে আজ থেকে প্রায় ছিয়াশি বছর পূর্বে যখন কোলকাতার মাসিক আল-এসলাম মুকাওকিসের পত্রের আলোকচিত্র প্রকাশ করে। তখন তার নাম লিখা হয়েছিল মাকাউকিস (Maqauqis)। (দ্র. আল-এসলাম, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১৩২২ বাং)

তারপর ১৯৪২ খ্রী. সনে কবি গোলাম মোস্তাফা তাঁর বিখ্যাত 'বিশ্বনবী' গ্রন্থে ঐ পত্রখানির ফটোকপি পুনর্মুদ্রিত করেন। তিনি মুকাওকিস শব্দটিকে 'মুকাউকিস' রূপে লিখেছিলেন।

শব্দটি মুকাওকিস নামেই সাধারণ্যে পরিচিত। কিন্তু বৈরুতের দারুস্ সা'আব থেকে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত মাকাতীবুর রাসূল গ্রন্থে শব্দটি বিশ্লেষিত হয়েছে এভাবে

والمقوقس : بضم اوله وثانيه وكسر رابعه ظاهرا

অর্থাৎ শব্দটির প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর পেশযুক্ত এবং চতুর্থ অক্ষরটি যে যের-যুক্ত তা' বলাই বাহুল্য। তা' হলে এর উচ্চারণ দাঁড়ায় মুকৃকিস। এজন্যে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত রসূলুল্লাহ্র পত্রাবলীর ১ম বাংলা সংস্করণে শব্দটি মুকাওকিসরূপে লিখলেও ১৯৮৫ খ্রী. সনে প্রকাশিত এর ইংরেজী ভাষ্যে আমি Muqooqis শব্দটি ব্যবহার করি। কিন্তু তার কয়েক বছর পর করাচীর বিখ্যাত সিদ্দীকী ট্রাষ্ট যখন তার দ্বিতীয় ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করলো, তাতে তাঁরা Muqaoqis শব্দই ছেপেছেন।

'মাকাতীবুর রাসূলে' তাঁর পরিচিতি দেওয়া হয়েছে এ ভাবে:

وهو جريج ابن مينى كما فى (ق) ومعنى المقوقس مطول البناء كما فى سيرة زينى دحلان وعلى أى حال هو لقب لكل ملك مصر والاسكندرية كفرعون وكسرى .

"ইনি হচ্ছেন জুরায়জ ইব্ন মীনা, যেমনটি (ق) এ অর্থাৎ ড. হামীদুল্লাহ্র মজ্মু'আতুল ওছাইকিস্ সিয়াসিয়্যাতে বর্ণিত হয়েছে। 'আর মুকৃকিস শব্দের অর্থ হচ্ছে দীর্ঘকায় বা বিশালবপুবিশিষ্ট লোক। সে যাই হোক, এটা হচ্ছে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার

www.pathagar.com

শাসকের উপাধি- যেমনটি ফেরাউন ও কিসরা।'

وفى الاصابة وأسد الغابة جريج كان نصرانيا وملكا تابعا لملك الروم ومنصوبا من قبله وفى معجم البلدان انه كان تضمن مصر من قيصر لتسعة عشر الف الف دينار .

অর্থাৎ- "ইসাবা ও উসদুল গাবার বর্ণনামতে, "জুরায়জ ছিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী এবং রোমক সম্রাটের অধীন এবং তারই পক্ষ থেকে নিয়োজিত রাজা। 'মু'জামুল বুলদানে' আছে, তিনি ছিলেন কয়সরের মিসরীয় করদ রাজা। উনিশ মিলিয়ন দীনারের বিনিময়ে তিনি মিসরের শাসনভার কয়সরের নিকট থেকে লাভ করেন।" (দ্র. মাকাতীবুর রাসূল, পৃ. ৯৮)

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের ঐতিহাসিক আবূ সালিহ তাঁকে জুরায়জ ইবন্ মীনা আল মুকাওকিস নামে উল্লেখ করেছেন।'মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া' এর বরাতে মাসিক আল-এসলামের পূর্বোল্লেখিত সংখ্যাটিতেও তাঁর এই নামটি উল্লেখিত হয়েছে। মওলানা সুলায়মান সালমান মানসুরপুরী তাঁর'রহ্মতুল্-মিল আলামীন'- গ্রন্থেএকে জুরায়জ ইবনে মথি বলেছেন। ঐতিহাসিক মাকরীযী তাঁকে 'আলমুকাওকিস রূমীরূপে' উল্লেখ করেছেন। ইরানীদের মিসরে হামলার মুখে পালিয়ে যাওয়া বাইজাইন্টানীয় গভর্ণরের নাম ছিল John the Almoner। হিরাক্লিয়াসের নিযুক্ত তার পরবর্তী ভাইসরয় হচ্ছেন জর্জ। সম্ভবত: ইনিই আরবদের কথিত জুরায়জ। আরবদের ধারণা ছিল, ইরানের উপর বিজয় লাভের পর মিসরে নিযুক্ত গভর্ণরের উপাধি ছিল মুকাওকিস-যিনি যুগপৎভাবে দেশের গভর্ণর, গীর্জাপ্রধান ও ধর্মীয় নেতা হতেন। জর্জও এই মুকাওকিস পদে অধিষ্ঠিত হন। মুকাওকিস তাঁর আসল নাম নয় বরং উপাধি। এ শব্দটি তাদের দেশজ কিবতী বা কপ্ট ভাষার।

দ্র. আলফ্রেড বাটলার কৃত 'আরবজাতির মিসর বিজয়' মাওলানা আলী নদভীকৃত আস্-সীরতুন নবভীয়া, পৃ. ২৫৩; ঐ, আবূ সাঈদ ওমর আলী কৃত অনুবাদ নবীয়ে রহমত পৃ. ৩০৬-৭

পত্র প্রেরণের প্রেক্ষাপট

হিজরী সপ্তম সালের কথা। ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। মদীনার দূত হাতিব ইবনে আবি বালতা'আ (রা) প্রাচীন মিশরের ব্যাবিলনের দুর্গে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র কিবতী-জাতির নেতা মুকাওকিসের নিকট অর্পণ করলেন।

কিবতী জাতি ধর্মের দিক থেকে ছিল ত্রিধাবিভক্ত। এদের মধ্যে মূর্তিপূজারী, নাস্তিকও খ্রীষ্টবাদী সবধরণের লোকই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই বিন ইয়ামীনকে তাদের জাতীয় নেতা বলে স্বীকার করতো। খৃষ্টানদের তো তিনি পোপই ছিলেন। তখন মিসর ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এর মাত্র তিন বছর আগেও এটা ছিল ইরানী সাম্রাজ্যের দখলে। আর তা'রা বিন ইয়ামীনকে আলেকজান্দ্রিয়ার পোপরূপে

www.pathagar.com

স্বীকারও করে নিয়েছিল। কিন্তু যখন রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইরানের সম্রাট খস্রু পারভেজকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন, তখন ইরানীদেরকে মিসরের দখল হারাতে হলো। মিসরের আধিপত্য লাভ করেই রোমসম্রাট (কয়সর) বিনইয়ামীনকে পোপের পদ থেকে পদচ্যুত করে তার স্থলে কোহে-ক্বাফের (ককেশাসের) গীর্জার পোপ কীরসকে ডেকে পাঠিয়ে তাকেই আলেকজান্দ্রিয়ার পোপ-নিযুক্ত করেন। বিন ইয়ামীন সহ মিসরের খৃষ্টানরা 'ইয়াকূবী' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পক্ষান্তরে, আলেকজান্দ্রিয়ার নবনিযুক্ত পোপ কীরস ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ছিল 'মালাকানী' সম্প্রদায়ভুক্ত। সে মিসরবাসীদেরে বলপ্রয়োগ করে তার নিজ ধর্মবিশ্বাসে দীক্ষিত হতে বাধ্য করে। এজন্য সে নানারূপ নিবর্তনমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করে। এমন কি বিনইয়ামীনকেও সে গ্রেফতার করতে মনস্থ করে। বিন ইয়ামীন তা' আঁচ করতে পেরে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ছদ্মবেশে পলায়ন করে মিসরের উর্ধ এলাকায় নীলনদের তীরে অবস্থিত ব্যাবিলনের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মিসরের কিব্‌তী সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মমত নির্বশেষে বিনইয়ামীনকে তাদের সত্য নেতা ও শাসক বলে মান্য করত। তাই স্বাভাবিকভাবেই কীরস এবং রোমসম্রাট তাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠ্‌লো। কীরস রোমক সৈন্যবাহিনীকে এই স্থানীয় লোকদের দমনকার্যে ব্যবহার করল। দেশপ্রেমিক মিশরবাসীরা তখন চতুর্দিক হতে এসে ব্যাবিলনে সংঘবদ্ধ হতে লাগল। ঠিক এই সময়টাতেই মদীনা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র এলো। পত্রখানা ছিল এরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم' من محمد عبد الله ورسوله الى مقوقس عظيم القبط' سلام على من اتبع الهدى . امابعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين' فان توليت فعليك مايصلح القبط . ياهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

-"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম-পরম দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে কিবতী জাতির মহান নেতা মুকাওকিসের প্রতি।শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর যে সত্য পথের অনুসারী। আমি আপনাকে ইসলামের পানে দাওয়াত দিচ্ছি। আপনি যদি তা' কবুল করে নেন, তবে শান্তি পাবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। পক্ষান্তরে, যদি অগ্রাহ্য করেন, তবে গোটা কিবতী জাতির পাপের বোঝা আপনার উপর বর্তাবে।"[১]

www.pathagar.com

"হে আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের লোকেরা! এসো, এমন একটি ব্যাপারে আমরা একমত হয়ে যাই-যাতে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই মতপার্থক্য নেই আর তা' হলো এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারোই আমরা ইবাদত-অর্চনা করবো না। অপর কাউকেই তাঁর অংশীদার প্রতিপন্ন করবো না। আর আমাদের কেউ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমাদেরই মধ্যকার কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবো না। তারপরও যদি তারা অগ্রাহ্য করে তবে বলে দাও, তোমরা জেনে রেখো, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পনকারী-মুসলিম।"

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্‌

দ্র. আস্‌-সিরাতুল হালবিয়া, খ. ৩ , পৃ. ২৮; দুররে মানছুর. খ. ২, পৃ. ৪০ (আয়াতে মুবাহেলার তাফসীরে); সুবহুল আ'শা, খ. ৬, পৃ. ৩৭৮; খুতাতুল মাকরেযী, খ. ১, পৃ. ২৯; হুসনুল মুহাযারা, খ.১, পৃ. ৪২; আল- মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, খ. ৩, পৃ. ৩৯৭; তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ২৬৫

'ফতূহে মিস্‌র' গ্রন্থে ওয়াকেদীর বর্ণনানুসারে উক্ত পত্রখানির পাঠ ছিল এরূপঃ

"মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসকের প্রতি (আল্লাহ্‌ প্রশংসার বর্ণনার পর) অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। আর আমার প্রতি তিনি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি আমাকে সতর্ককারী ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। খোদাদ্রোহী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দান করেছেন- যাবৎ না তারা আমার ধর্মে বিশ্বাসী হয়। আমি তোমাকে এক আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসের দাওয়াত দিচ্ছি। যদি তুমি তা'স্বীকার করে নাও, তবে এ হবে তোমার পক্ষে সৌভাগ্য, আর যদি তুমি তা' প্রত্যাখ্যান কর, তবে এ হবে তোমার দুর্ভাগ্য।"

বৃদ্ধ পোপ বিনইয়ামীন এ পত্রখানা শ্রবণ করে দীর্ঘক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। তারপর তিনি দূতকে লক্ষ্য করে বললেন- "জবাবের জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আপনি ব্যাবিলনে আমার অতিথিরূপে দিন কয়েক থাকুন!" পত্রের বক্তব্য বিন ইয়ামীনের অন্তরে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। কত সহজ-সরল বক্তব্য এ পত্রের। আল্লাহ্‌র একত্বের এ দাওয়াত 'ইয়াকূবী' ও 'মালাকানী' খৃষ্টানদের জটিল ধর্মীয় মারপ্যাঁচের অনেক উর্ধে, অথচ কত চিন্তাউদ্দীপক! এ পত্রে সেই হারানো সত্যই যেন ফুটে উঠেছে-যা ভারী ভারী খ্রীষ্টীয় কিতাবের নীচে এতদিন চাপা পড়ে রয়েছিল। তাঁর অন্তর যেন ডাক দিয়ে বলছিলঃ এ সেই সত্য যার সুসমাচার পূর্বতন ধর্মগুলো ও সত্যব্রতী মহাপুরুষগণ দিয়ে গেছেন। এ এক নবী ও রাসূলেরই আহ্বান। তবে কি আমার কাছে হাতিব বিন আবি বালতাআ'কে প্রেরণকারী সেই বহু প্রতীক্ষিত সত্য-নবীই? যেন তাই

www.pathagar.com

হয়, তবে জেরুযালেমের পরিবর্তে মক্কায়ই কেন তাঁর অভ্যুদয় ঘটলো? কিবতী জাতির নায়ক মুকাওকিস্ এক গভীর চিন্তায় ডুব দিলেন।

দিনের পর রাত এলো। অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে তিনি মদীনার সেই কাসেদকে একান্তে ডেকে বললেনঃ "এবার, আমার কাছে যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কিছু পরিচয়ও আমার কাছে ব্যক্ত কর! কেমন তাঁর অবয়ব, বংশমর্যাদা, চালচলন ও কথাবার্তা? তারপর তাঁর ও তাঁর স্বজাতির মধ্যে কী পরিস্থিতির উদ্ভব হলো?

সুভাষী কাসেদ-যিনি মিসরের ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন-মক্কা ও মদীনার মধ্যে সংঘটিত সব কাহিনীই একে একে বিবৃত করলেন। হেরা গুহার সেই নির্জনতা, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কথা, সাফার সেই বহুবিশ্রুত উপদেশ, কোরায়শদের বিরোধিতা, মক্কা থেকে হিজরত বা বাস্তুত্যাগ, তারপর একে একে সংঘটিত বদর-ওহুদ-খন্দকের যুদ্ধসমূহ, উপরন্তু তৌহীদ, আখিরাত, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সেই বিপ্লবাত্মক দাওয়াত -যা চিন্তার জগতে রীতিমত এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে- কিছুই বাদ পড়লোনা তাঁর এ বিবরণ থেকে। এসময় মুকাওকিসকে লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ্‌র কাসেদ হাতিব ইবনে আবি বালতা'আ যে ভাষণ প্রদান করেন, হাফিয ইবনুল কাইয়্যেম তা' উদ্ধৃত করেছেন তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'যাদুল মা'আদে।" ভাষণটি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

মুকাওকিসের দরবারে মহানবীর দূত হযরত হাতিবের ভাষণ

"রাজন! আপনার পূর্বে এদেশে এমন এক ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছিল, যে নিজেকে «أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى» (আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ খোদা) বলে দাবী করতো। পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা তা'কে দুনিয়ারও আখেরাতের লাঞ্ছনা ও অপযশ প্রদান করেন। আল্লাহ্‌র গযব যখন তার উপর নেমে এলো, তখন তার রাজ্য আর লোক-লশ্‌কর কিছুই রইলো না! এ শুধু এজন্যে, যেন আপনারা এ সব দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এমন যেন না হয় যে, আপনাদের পরিণামই অন্যের শিক্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।"

তখন বাদশাহ্ বললেনঃ দেখ দূত! আমাদের নিজেদেরও একটা ধর্ম আছে। এ ধর্ম তো আর আমরা ছেড়ে দিতে পারিনা-যাবৎ না আমরা তার চাইতে উত্তম কোন ধর্মের সন্ধান পাচ্ছি!

হাতিব বললেন-" আমি আপনাকে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছি। এ ধর্ম থাকতে আর কোন ধর্মেরই প্রয়োজন হবে না।" এ ধর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি এ ধর্মকে তাবৎ ধর্মের উপর বিজয়মন্ডিত করবেন। এ ধর্মের সম্মুখে আপর সবধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

"নবী করীম (স) ইসলামের এ দাওয়াত দিয়েছেন বিশ্বের সকল জাতিকে। কোরায়শরা তাঁর ঘোরতর বিরোধিতা করেছে আর ইহুদীরা করেছে ঘোরতর শত্রুতা।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে, খৃষ্টান সমাজ তাদের তুলনার অধিকতর সম্প্রীতির পরিচয় দিয়েছে। কসম খোদার, যে ভাবে হযরত মূসা (আ) হযরত ঈসা (আ)-এর শুভাগমনের সু-সমচার প্রচার করে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ঈসা (আ) হযরত মুহম্মদ (স)-এর শুভাগমনের সু-সমাচার প্রচার করেছেন। আমরা আপনাদেরে কুরআন শরীফের দাওয়াত ঠিক তেমনিভাবে দিয়ে থাকি- যে ভাবে আপনারা তৌরাতপন্থীদেরকে ইঞ্জীল কিতাবের পানে দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

"যে নবীর যুগ যে জাতি পেয়েছে, সে জাতিই সে নবীর উম্মতরূপে পরিগণিত। সুতরাং যে- নবীর যুগ আপনারা পেয়ে গিয়েছেন, তাঁর অনুসরণ করা আপনাদের কর্তব্য। আপনাদের এ কথা বুঝে নিতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসার প্রচারিত ধর্মের দিকেই আমরা আপনাদেরে আহ্বান করছি।" (কেননা, তিনি শেষ নবীর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।) দ্র. যাদুল মাআ'দ পৃ. ২৫০, রহ্মতুল-লিল আলামীন, খ. ১, পৃ. ১৮৩-৮৫

মহানবীর সত্যতা সম্পর্কে মিসর-রাজের স্বীকারোক্তি

সবকিছু শুনে কিবতী জাতির নায়ক ও মিসরের পোপের মধ্যে সুপ্ত সেই সত্যপ্রাণ বিন-ইয়ামীন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। মনের অজান্তেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলোঃ " আমি আগেই জান্তাম, আল্লাহ্র আখেরী নবী অবশ্যই আসবেন। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, শামদেশে তাঁর অভ্যুদয় ঘটবে। কেননা, পূর্ববর্তী সকল নবীরই শামদেশে অভ্যুদয় হয়েছে, কিন্তু এবার দেখ্ছি আমার ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন কঠোর সাধ্যসাধনার দেশ আরবের মাটিতে।" তারপর বেশ কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কী যেন ভেবে তিনি পুনরায় মুখ খুললেনঃ

"হে আমার নবাগত অতিথি! আমার স্বজাতি কিবতীরা কিন্তু তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে আমাকে সমর্থন করবে না। হে ইবনে আবি বালতাআ'! আমি যেন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, এদেশের এ মাটিতে তোমার নবীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন হবে। নীল নদীর অববাহিকায় তাঁর সঙ্গীসাথীরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বেন।

এ আলাপ আলোচনার পর যখন হাতিব বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন ব্যাবিলন-প্রাসাদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিন ইয়ামীন তাঁর হাত হাতিবের কাঁধের উপর রেখে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেনঃ আমি কিব্তীদেরে এ ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলবো না। আমি চাই না যে, তোমার ও আমার মধ্যকার আলাপআলোচনা তারা জানতে পাক্। হাঁ, তুমি যখন তোমার গুরুর কাছে ফিরে যাবে, তখন অবশ্যই তোমাকে আমি যা' যা' বলেছি, সবই তাঁকে বলবে।"

www.pathagar.com

নবী করীম (স) এর নামে মুকাওকিসের জবাবী পত্র

পরদিন ব্যাবিলনের দরবারে সেই বিগত রাত্রির বিন ইয়ামীন নয় বরং কিবতী জাতির নায়ক মিসরের মুকাওকিস মদীনা থেকে আগত পত্রের জবাব তাঁর আরবী দোভাষী দিয়ে লিখালেনঃ

لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك اما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه وما تدعوا اليه وقدعلمت ان نبيا قدبقى، اظن انه يخرج بالشام وقد اكرمت رسولك وبعثت اليك بجاريتين، لهما مكان فى القبط عظيم وبثياب واهديت اليك بغلة لتركبها والسلام عليك. (الطبقات الكبرى ج ١ صـ ٢٦)

-"আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহম্মদ (স) এর প্রতি কিবতী জাতির নায়ক মুকাওকিসের সালাম!

আমি আপনার পত্রখানা পড়েছি। এবং আপনার বক্তব্যও দাওয়াত অনুধাবন করেছি। একজন পয়গম্বর যে আবির্ভূত হবেন তা আমি জানতাম, কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে, তিনি শামদেশে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দূতকে সমাদর করতে ত্রুটি করিনি। আপনার খেদমতে কিবতী জাতির দুটি সম্ভ্রান্ত কুলশীলা বালিকা এবং আপনার বাহনস্বরূপ একটি খচ্চর হাদিয়া হিসাবে পাঠাচ্ছি। আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক!"

দ্র. তাবাকাতুল কুবরা, খ ১, পৃ. ২৬০; আল-হালাবিয়া, খ. ৩, পৃ. ২৮১; সীরাতে যায়নী দাহলান, খ. ৩, পৃ. ৭১

বিনইয়ামীনের এ পত্রখানা ছিল এক সাবধানী ব্যক্তির কুটকৌশলপূর্ণ পত্র। এতে রসূল তথা রিসালতকে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার কোন উল্লেখ নেই। এতদসত্ত্বেও দূতকে সম্মান ও সমাদর করা এবং উপঢৌকন প্রেরণের দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর অন্তরে সম্ভ্রমবোধ ছিল। হুযুর (স) বিনইয়ামীনকে লিখেছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণ করলে আপনি নিরাপত্তা লাভ করবেন। বিনইয়ামীন কিন্তু রসূলকে রসূল বলে স্বীকার করে নেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা) এর আমলে মুকাওকিসকে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল যার বিবরণ পরে আসছে।*

মুকাওকিসের জবাব প্রদানের অপর এক বর্ণনা রয়েছে ওয়াকেদীর "ফতূহে মিসর"

---

* আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী সাইপ্রাসে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে লিখেছেন। (আস্ সীরাতুন নবভীয়া, পৃ. ২৫৩; নবীয়ে রহমত, বাংলা ভাষা পৃ.৩০৬

www.pathagar.com

গ্রন্থে-যা' নিম্নরূপঃ পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে-

মুকাওকিসের পক্ষ থেকে মুহম্মদ (স)-এর প্রতি।

"অতঃপর আপনার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। আমি তা'পড়েছি এবং বক্তব্য অনুধাবন করেছি। আপনি বলেছেন, আল্লাহ্‌ আপনাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। হে মুহম্মদ! আপনাকে বলে দিচ্ছি আপনার সম্পর্কে আমাদের শাস্ত্রে অবহিত করা হয়েছে। আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারীরূপে পেয়েছি এবং সর্বান্তকরণে আপনার প্রতি আস্থা রাখি। আমি যদি মালিক আযীম (মিসরের মহান শাসক) এর বিরাট দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত না হতাম, তবে আমিই হতাম সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আপনার পানে দৌড়ে আস্‌তো। আমি যতদূর জানতে পেরেছি- নিঃসন্দেহে আপনি শেষ নবী, রসূলগলের শিরোমণি এবং ধর্মপরায়ণদের নেতা। কিয়ামত পর্যন্ত আপনার প্রতি সালাম ও আল্লাহ্‌র রহ্‌মত ও বরকত-করুণারাশি বর্ষিত হোক!"

এ বর্ণনানুসারে মুকাওকিস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে একমত যে, মুকাওকিস ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই তাঁর এ পত্র এবং এর পূর্বে হুযুর (স)-এর পত্র বলে কথিত পত্রের পাঠ বিশুদ্ধ বলে মনে হয় না। যাঁচাই -বাছাই না করে এরূপ বর্ণনার ব্যাপারে এমনিতেই ওয়াকেদীর দুর্নাম রয়েছে।

এ ব্যাপারে মওলানা হিফযুর রহমান সেওহারভী (র) এর বর্ণনা ঃ

হযরত হাতিব (রা) মারিয়া ও সীরীণ নাম্নী বালিকাদ্বয়, খচ্চর দুলদুল এবং উপঢৌকন বস্ত্রাদি নিয়ে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে মিসর থেকে রওয়ানা হলেন এবং মিশর অধিপতি মুকাওকিস উপরোক্ত স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রইল। মারিয়া এবং সীরীণ হাতিবের কাছে পথিমধ্যেই ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন। এসব উপহারসামগ্রী সহ হাতিব (রা) যখন নবী দরবারে উপনীত হলেন, তখন তিনি তার উপহারসামগ্রী গ্রহণ করে এবং মুকাওকিসের পত্রের পাঠ শ্রবণে বললেন, 'রাজ্য-লিপ্সা হতভাগাকে ইসলাম থেকে বঞ্চিত রাখলো! সে উপলব্ধি করতে পারলো না যে, রাজ্য একান্তই নশ্বর-অস্থায়ী বস্তু।'

হযরত মারিয়া নবী করীম (স) এর হেরেমে প্রবেশ করলেন এবং নবীনন্দন ইব্রাহীমকে গর্ভে ধারণ করে উম্মু ইব্রাহীম বা ইব্রাহীম-জননী নামে অভিহিত হলেন। সীরীণকে হযরত হাস্‌সানের হাতে তুলে দেয়া হলো। মারিয়া এবং সীরীণ দুইজন ছিলেন সহোদরা। দ্র. বালাগে মুবীন পৃঃ ১৫২

যতদূর মনে হয়, দুই সহোদরাকে নবী দরবারে প্রেরণের মধ্যে মুকাওকিসের মহানবী

www.pathagar.com

(স) দুই সহোদরাকেই একত্রে নিজ হেরেমে রেখে দেন কিনা পরীক্ষা করাও উদ্দিষ্ট হতে পারে। কিন্তু সত্য নবী যে দুই সহোদরাকে একত্রে তাঁর কাছে রাখেন নি তাতেই তাঁর সত্যতা অন্ততঃ মুকাওকিসের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে থাকবে।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর বিখ্যাত 'তারীখে মিস্‌র' বা মিসরের ইতিহাসগ্রন্থে যে মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন, তাতে এ দৌত্যকর্মের সুন্দর চিত্র বিধৃত হয়েছে। তিনি তাঁর উক্ত পুস্তকে লিখেনঃ

রসূলুল্লাহ (স) এর পত্র যখন মুকাওকিসের দরবারে উপনীত হলো তখন তিনি শ্রদ্ধাভরে তা' চুম্বন করলেন এবং এর পাঠশ্রবণে মন্তব্য করলেনঃ

"এটাই বহুল প্রতীক্ষিত সত্য নবীর আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণ। তওরাত ও ইঞ্জীল তথা বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম থেকে আমরা তা' অবগত হয়েছি। এ নবী যুগপৎভাবে দুই সহোদরাকে এক অভিন্ন স্বামীর বিবাহাধীন রাখা অনুমোদন করবেন না। তিনি কারো দানদক্ষিণা গ্রহণ করবেন না, তবে হাদিয়া-তোহ্‌ফা (উপঢৌকন) গ্রহণ করবেন। তাঁর অধিকাংশ সাথীসহচরই দরিদ্র হবেন। তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে মুহরে-নবুওত শোভা পাবে।"

উল্লখ্য, হুযুর (স.) এর স্বন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে গোশত বা হাড়ের উঠন্ত একটি শুভ্র ডিম্বাকৃতির অনন্যসাধারণ টুকরো ছিল- যাকে 'মুহ্‌রে নবুওত' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। উলামা একে তাঁর নবুওতের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। বুখারী, মুসলিম ও শামাইলে তিরমিযীতে তাঁর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

দ্র. খাসাইলে- শারহে শামাইলে তিরমিযী, প্র. ১৯-২৮

কোন কোন সীরতগ্রন্থে নবী করীম (স) এর প্রতি মুকাওকিসের উপহারসম্ভারের মধ্যে দুটি বালিকার স্থলে তিনটি বালিকার উল্লেখ রয়েছে। এই তৃতীয় বলিকাটির নাম ছিল কায়সর। নবী করীম হযরত আবূ জাহাম উবাদীর খেদমতে তাকে অর্পণ করেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় চারটি বালিকার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহে দু'জন বালিকারই উল্লেখ রয়েছে।

উক্ত উপহারসামগ্রীর মধ্যে মাবূর নামক একজন গোলাম, একটি খচ্চর, লায্‌যার নামক একটি ঘোড়া, 'আফীর' নামক একটি গাধা, এক হাজার মিছকাল পরিমাণ স্বর্ণ এবং কুড়িটি মিশরীর বস্ত্র ছিল। দ্র. বালাগে মুবীন, পৃ: ১৫১ (যাদুল মা'আদ ও সীরতে হালাবিয়ার বরাতে)

আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, প্রেরিত উপহারসামগ্রীর মধ্যে মুকাওকিস তাঁর পত্রে যে দু'টি বালিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য হচ্ছে, 'বালিকাদ্বয় কিবতী সম্প্রদায়ে বিশেষ মর্যাদায় অধিকারিণী।' এতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এঁরা নিছক দাসী ছিলেন না, বরং কিবতী সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত কুলশীলা বালিকা ছিলেন। অপর একটি বা দু'টি বালিকা উপহারসামগ্রীর মধ্যে থাকলেও সম্ভবত: তাঁদের তেমন উল্লেখযোগ্য সামাজিক মর্যাদা ছিল না।

www.pathagar.com

মাবূরের নিষ্কাম প্রেম: নবী করীমের মানবসুলভ ক্রোধ

মিসররাজ প্রেরিত উপঢৌকনসম্ভারের মধ্যে গোলাম মাবূরও কিবতী সম্ভ্রান্ত বালিকা মারিয়া কিবতীয়া, দু'জন ছিলেন চাচাতো ভাইবোন। ছোট বেলা থেকেই এক সাথে হেসে খেলে মানুষ হয়েছেন। মাবূর তাঁর এই অপরূপ সুন্দরী চাচাতো বোনটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। উভয়ে বয়:প্রাপ্ত হলে তিনি শংকিত হলেন যে, বোনটির প্রতি তাঁর যে আসক্তি তা'বুঝি তাঁকে শেষ পর্যন্ত পাপাচারে লিপ্ত করে! তিনি তাঁর এ নিষ্কাম প্রেমকে কোনমতেই কলুষিত করতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি লিঙ্গচ্ছেদ করে নপুংসক হওয়ারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সত্যি সত্যি নপুংসক হয়ে যান!

কালক্রমে মারিয়া যখন নবী সহধর্মিণীর মর্যাদা লাভ করেন আর মাবূর তাঁরই দাসরূপে খেদমতে নিয়োজিত রইলেন তখন একদিন বাইরে থেকে ঘরে ফিরে রসূলুল্লাহ্ (স) মাবূরকে তাঁর শয্যার উপর উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। অমনি তাঁর নূরানী চেহারার জ্যোতি দপ করে নিভে গেল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বিমর্ষ অবস্থায় তিনি বেরিয়ে আস্‌ছেন দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করে হযরত উমর (রা) তা জান্‌তে পান। অমনি তিনি নিষ্কোষিত তলোয়ারহস্তে সেদিকে অগ্রসর হলেন। এই বেশে উমরকে আসতে দেখেই মাবূর তা' আঁচ করতে পারলেন। অমনি তিনি তাঁর নিম্নাংগের কাপড় তুলে তাঁর সম্মুখে মেলে ধরলেন। অবাক বিস্ময়ে হযরত উমর প্রত্যক্ষ করলেন যে, মাবূর একান্তই নপুংসক। লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে নবী দরবারে ফিরে এসে তিনি বল্‌লেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্, মাবূরের নিম্নাংগ তো একেবারেই সমান। লিঙ্গ তাঁর গোড়া থেকেই কর্তিত। নিষ্কাম প্রেমিক মাবূরের প্রতি তাঁদের ক্রোধ প্রশমিত হলো।

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, নবী করীম (স) যদি গায়েবই জান্‌তেন আর তিনি যদি মানুষ না হয়ে অতিমানব হতেন, তা হলে মাবূরের প্রতি তিনি আদৌ ক্রুদ্ধ হতেন না।

বৈরীভাবাপন্ন মুগীরা ও মুকাওকিসের কথোপকথন ঃ

উক্ত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীই তাঁর অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'খাসাইসে কুবরা'তে মুকাওকিসের দরবারে মুগীরা ইবনে শু'বার দৌত্যকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করেনঃ মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বলেন, ইবনে মালিক ও আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মিশরে মুকাওকিসের দরবারে উপনীত হই। তখন মুকাওকিস আমাদেরকে লক্ষ্য করে বল্‌লেনঃ তোমরা আমাদের এখানে নিরাপদে এসে পৌঁছলে কী করে? তোমাদের ও আমাদের মধ্যে না

www.pathagar.com

মুহম্মদ ও তার সঙ্গীরা অন্তরায় স্বরূপ রয়েছে! তারা তোমাদেরকে বাধা দেয়নি?

আমরা বল্লামঃ না তো, সেরূপ কিছু ঘটেনি। তখন মুকাওকিস আমাদের নিকট মুহম্মদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তখন আমাদের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়ঃ

মুকাওকিস ঃ তাঁর বংশমর্যাদা কেমন?

মুগীরা ঃ তিনি উচ্চ বংশজাত লোক ।

মুকাওকিস ঃ নবী-রসূলগণ উচ্চবংশজাতই হয়ে থাকেন। তাঁর সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের অভিজ্ঞতা কী?

মুগীরা ঃ তিনি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সত্যবাদী। এজন্যে আমরা তাঁর পরম শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে 'সাদিক' (সত্যবাদী) ও 'আমীন' (বিশ্বস্ত) নামে অভিহিত করে থাকি।

মুকাওকিস ঃ যে মানুষটি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেন না তিনি আল্লাহর ব্যাপারে কেমন করে মিথ্যা বলতে পারেন? আচ্ছা, কোন্ শ্রেণীর লোক তাঁকে সবচাইতে বেশী অনুসরণ করে?

মুগীরা ঃ তাদের অধিকাংশই গরীব মিসকীন নিঃস্ব পর্যায়ের লোক।

মুকাওকিস ঃ সচরাচর ঐ শ্রেণীর লোকরাই সর্বপ্রথম নবী-রসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। ইয়াছরেবের (মদীনার) ইহুদীরা তাঁর সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করে থাকে?

মুগীরা ঃ তারাই তাঁর প্রধান শত্রু।

মুকাওকিস ঃ তারা বিদ্বেষবশতঃ তাঁর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে। নতুবা তিনি যে নবী একথাটি তা'রা দিব্যি জানে। তা'রা তৌরাতে যার নিদর্শনাবলীর উল্লেখ রয়েছে এমন একজন সত্য নবীর প্রতীক্ষায় রয়েছে-যেমনটি প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা নিজেরাও।

তারপর মুকাওকিস আবার বলতে শুরু করলেনঃ

"তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। বিশ্বব্যাপী আসমানী বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। কিবতী ও রোমকদের কাছে যদি তাঁর পয়গাম বা বার্তা পৌঁছায় তা হলে তাদেরও তাঁর আনুগত্য করতে হবে। হযরত ঈসা (আ) এর শিক্ষা অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য আমাদের জন্যে অপরিহার্য্য। তুমি তাঁর যে সব গুণের কথা বললে, অতীতযুগের নবীরাসূলগণ এ সব গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর সাফল্য অনিবার্য্য। তাদের তাঁর বিরুদ্ধাচরণের কোন উপায় থাকবে না। তাঁর দ্বীন জলেস্থলে ছড়িয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

মুগীরাঃ গোটা দুনিয়ার লোকও যদি তার অনুসারী হয়ে পড়ে তবুও আমরা তার অনুসারী হবো না।

আমাদের কথার্বাতা শুনে মুকাওকিস মাথা নাড়লেন এবং আমাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ এখনো বুঝি তোমরা একে তামাশা মনে করছো?

মুগীরার ভাবান্তর ও খ্রীষ্টান পাদ্রীর সাথে তাঁর কথোপকথন

মুগীরা বলেন, মুকাওকিসের কথা আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আমি আমার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললামঃ আজমদেশীয় অনারব রাজ-রাজড়ারা পর্যন্ত তাঁর ভয়ে তটস্থ! তাঁরাও তাঁর সত্যতায় আস্থাবান; অথচ আমরা তাঁরই আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী হয়েও তাকে কী ঘৃণাই না করি! এ ছাড়া এ নতুন ধর্মের নবীর প্রতিনিধিরা আমাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে আমাদেরকে তাঁর ধর্মের দাওয়াত দেন! আমার মানসিক অবস্থা আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগের পর থেকেই আমাকে বিব্রত করছিল। আমি ইহুদী খ্রীষ্টানদের কোন উপাসনালয় বা গীর্জাই দর্শন না করে দেশে ফিরলাম না; আমি সর্বত্র তন্ন তন্ন করে এই নতুন নবীর নিদর্শনাদিও বিবরণ জানতে চেষ্টা করি। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে আমি একজন অতি-বিজ্ঞ পাদ্রীর সাক্ষাৎ পাই এবং তাঁর সাথে আমার নিম্নরূপ কথোপকথন হয়ঃ

মুগীরা ঃ আপনারা সকলেই কি একজন নবীর প্রতীক্ষা করছেন? যদি তাই হয় তা হলে দয়া করে সেই প্রতীক্ষিত নবীর নিদর্শন ও বিবরণ যা পুরনো ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে বিবৃত হয়েছে আমাকে অবহিত করুন!

পাদ্রী ঃ হাঁ, আমরা একজন নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আছি। তিনি হলেন আখেরী নবী। যীশু আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি হবেন একজন উম্মী (নিরক্ষর) নবী। তিনি হবেন একজন আরব বংশোদ্ভূত। তাঁর নাম হবে আহমদ। তাঁর দৈহিক চিহ্নাদি এবং বিবরণ নিম্নরূপঃ তিনি হবেন একজন মধ্যম গড়নের লোক। তাঁর চক্ষুদ্বয় হবে বড় বড় এবং চমৎকার গোলাকৃতির ভ্রু-বিশিষ্ট। তাঁর চেহারা হবে উজ্জ্বল গৌরবর্ণের। তিনি মোটা কাপড় পরবেন এবং সাধারণ খাবারেই তুষ্ট থাকবেন। তিনি হবেন একান্তই নির্ভীক, এমন কি রাজা বাদশাহদেরও তোয়াক্কা করবেন না। তাঁর ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র তাঁর সঙ্গী-সহচররা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকবেন। তিনি তাদের সন্তান, তাদের পিতামাতা ও ভাইবেরাদর থেকেও তাদের কাছে প্রিয়তম হবেন। তিনি এক হেরেম (মক্কা)থেকে অন্য হেরেমে (মদীনায়) হিজরত করবেন এবং সেটা হবে একটা কঙ্করময় এবং ঘন খর্জুরবীথির দেশ। তিনি ইব্রাহীমী দ্বীন ও সংস্কৃতির ধারক হবেন।

www.pathagar.com

মুগীরা ঃ দয়া করে আরো কিছু বিস্তারিত বিবরণ দিন!

পাদ্রী ঃ তিনি তাঁর গোড়ালীর কিছু উপরে তাঁর লুঙ্গি পরবেন। অন্য কথায় তিনি দাম্ভিক লোকদের মতো মাটি ঘেঁষে লুঙ্গি পরবেন না। তিনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হবেন। [১] তাঁর নবুওতের বিস্তৃতি হবে ব্যাপকতর। [২] গোটা পৃথিবীই হবে তাঁর মুসাল্লা। [৩]

তাঁর কথা শুনে এবং অনুরূপ অন্যান্য পাদ্রীদের কথা শুনে আমি সত্যিই অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ি। তারপর দেশে ফিরেই মহানবীর দরবারে হাযির হই এবং ইসলাম গ্রহণ করি। দ্র. আল জওয়াবুস্ সাহীহ, ইবন তাইমিয়া (র) খ. ১. পৃ. ১০১-১০৩ ; খাসইসুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ১২, সীরতুল মুস্তফা ২/ ৪০৫-৬

মা'আরিফে ইবনে কুতায়বা' এর বর্ণনা অনুসারে হযরত মুগীরা ঐতিহাসিক বায়আতে রিদওয়ান এর সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্র. বালাগে মুবীন, পৃ. ১৫১-১৫৫

"বিজ্ঞজন প্রেরিত বিজ্ঞদূত"

নবী করীম (স) এর দূত হাতিব ইবনে আবী বালতা'আ (রা) যখন ইসলামের নবীর সত্যতা সম্পর্কে মুকাওকিসের দরবারে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করছিলেন, তখন মিশর-রাজের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। তিনি তা' নির্দ্বিধায় হাতিবের কাছে ব্যক্তও করেন এভাবেঃ

"শত্রুদের উৎপীড়নে বাধ্য হয়ে তিনি দেশান্তরিত হলেন, তিনি যদি নবীই হবেন, তা হলে অভিশাপ দিয়ে শত্রুদেরকে নিপাত করে দিলেন না কেন?"

জবাবে হযরত হাতিব (রা) তাঁকে একটি পাল্টা প্রশ্ন করেনঃ "হযরত ঈসা (আ) যে নবী ছিলেন, তা তো আপনি বিশ্বাস করেন! তাঁর শত্রুরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করে। তিনি অভিশাপ দিয়ে তাদেরকে নিপাত করে দিলেন না কেন?"

তাঁর এ পাল্টা প্রশ্নে হতচকিত হয়ে মুকাওকিস বলে উঠলেন, "তাই তো! আপনি সত্যিই বিজ্ঞজন প্রেরিত একজন বিজ্ঞদূত। বিজ্ঞ জনোচিত উত্তরই আপনি দিয়েছেন।"

দ্র. আস্-সীরতুল হালাবিয়া, খ. ১, পৃ-১৮১; সীরতে যায়নী দাহলান, খ. ৩, পৃ.৭০; হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন,পৃঃ ৬৯৩ (মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জুল হোছাইন প্রণীত)-বরাতঃ নূরুল য়্যাকীনঃ শায়খ মুহাম্মদ খাদারী বিক (মিসরঃ মাতবা'আ মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৯২৬ ইং পৃঃ ৬৯)

১। এখানে ওযুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২। এখানে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছখানা স্মর্তব্য, যাতে নবী করীম (স.) বলেছেন أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً। " আমি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য রসূলরূপে প্রেরিত।"

৩। হাদীছের ভাষায় جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا আমার জন্যে গোটা পৃথিবীকেই উপাসনাস্থল ও পাক করা হয়েছে। (মুসলিম)

www.pathagar.com

'কিবতি জাতির মহান নেতা'

মিশর-রাজ মুকাওকিস যদি রোমক সম্রাটের নিয়োজিত একজন গভর্ণর বা প্রাদেশিক শাসক পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন তা'হলে হুযুর (স) তাঁকে কিবতী জাতির মহান নেতা (عظيم القبط) বলে অভিহিত করে একজন স্বাধীন নৃপতির মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন কেন এ প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই কারো মনে উদিত হতে পারে। সূক্ষ্মদর্শী সীরতবেত্তা আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী এ প্রশ্নটির জবাব খুঁজেছেন এভাবেঃ

সম্ভবতঃ ৬২৭ খ্রষ্টাব্দে মিসরের উপর ইরানীদের প্রাধান্য ও বিজয় লাভের সময় কিবতী লাটপাদ্রী মুকাওকিস ক্ষমতার বাগডোর স্বহস্তে গ্রহণ করে থাকবেন। তথাপি সন্ধিচুক্তি ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হয়নি। সম্ভবতঃ এ বিরতিকালেই রসূলুল্লাহ্ (স)-এর লিপি মুবারক মুকাওকিসের কাছে পৌঁছে- যখন মিশরের গভর্ণর প্রায় স্বাধীনই ছিলেন।

দ্র. আস্-সীরতুন নবভীয়া (আরবী) পৃঃ ২৫৩, (আল-ফ্রেড বাটলারকৃত 'আরব জাতির মিসর বিজয়'-এর বরাতে) নবীয়ে রহমত (আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ৩০৭

মুকাওকিসের সন্ধি ও আনুগত্য : মিসরের পতন

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) বর্ণনা করেনঃ হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা) এর খিলাফত আমলে তিনি পুনরায় হযরত হাতিবকে মিশরে মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু এবার তাঁর সাথে একটি বাহিনীও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, রোমের এ করদ রাজ্যটি যেন সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকার মত ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। কেননা, ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রোমকরা নবী করীম (স) এর জীবদ্দশায়ই মুসলমানদের সাথে দ্বন্দ্ব -সংঘর্ষ শুরু করে দিয়েছিল। তাবূক সহ দুই দুই বার তাদের মোকাবেলায় নবী করীম (স)- কে যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছিল। হযরত হাতিব মিশরের পূর্বাঞ্চলের কোন কোন শাসকের সাথে চুক্তি করে সে যাত্রা ফেরৎ চলে আসেন।

তারপর হযরত উমর (রা) এর শাসনামলে হযরত আমর ইবনুল 'আস যখন মিশরের বিভিন্ন এলাকা জয় করে ফুসতাত তথা পুরনো কায়রো পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, তখন মুসলিম বাহিনী সেখানকার বিখ্যাত দুর্গের প্রাচীরের নিকট পৌঁছে তকবীর ধ্বনি তুললেন। হযরত যুবায়র (রা) সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে প্রাচীরশীর্ষে আরোহণ করে ফেলেছেন দেখে ঈসায়ী সৈন্যরা ধারণা করলো যে, মুসলিম সৈন্যরা নিশ্চয়ই দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। তাই তারা পলায়ন করতে উদ্যত হল। হযরত যুবায়র (রা) দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তোরণ খুলে দিলেন। মুসলিম সৈন্যরা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এ অবস্থা লক্ষ্যে মুকাওকিস সন্ধি করে নিলেন। সন্ধিপত্রটি গোটা মিশরের জন্যে লিখিত হলেও কয়সর তা' জানতে পেরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। রাগে গরগর করতে করতে তিনি বলে উঠলেনঃ কিবতীরা কাপুরুষ হয়ে গেলেও রোমকরা তো কাপুরুষ নয়; আমরা এ চুক্তি মানি না।

www.pathagar.com

অগত্যা মুকাওকিসকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলো। কিন্তু মুসলমানরা আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তার মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো। তিনি জিযিয়া দানের শর্তে সন্ধি করতেই উদ্যত ছিলেন। কিন্তু রোমক সম্রাটের ভয়ে সে সাহসও করতে পারছিলেন না। এতদসত্ত্বেও সাময়িকভাবে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) তা' মঞ্জুর করলেন না। একদিন মুকাওকিস শহরবাসী সকলকে নগর-প্রাচীরের উপর অস্ত্র প্রদর্শনীর নির্দেশ দিলেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও মহিলারা পর্যন্ত সে অস্ত্র প্রদর্শনে অংশ গ্রহণ করে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) তা' দেখে বলে উঠলেন, আমরা তোমাদের মতলব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মুসলিম মুজাহিদরা তোমাদের এ প্রদর্শনীতে ভীত হবার পাত্র নয়। রোমক সম্রাটের অগণিত সৈন্য যাদের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার ঠেকাতে পারেনি, তোমাদের এ খেলো প্রদর্শনীতে তারা ভড়কে যাবে কেন? তা' শুনে মুকাওকিস বল্লেনঃ আমর যথার্থই বলেছেন। এ আরবরাই আমাদের সম্রাটকে কনষ্টান্টিনোপল পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। রোমকরা এ সংবাদ শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু মুকাওকিস যুদ্ধের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এই শর্তে তিনি সন্ধি করে নিলেন যে, যুদ্ধে মুসলমানরা জয়যুক্ত হলে আমার ও আমার সম্প্রদায়ের কোন অনিষ্ট করতে পারবেন না। হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) তা' মঞ্জুর করে নিলেন। ফলে মুকাওকিস তলে তলে মুসলমানদের প্রচুর সহযোগিতা দিতে থাকেন।

শায়খ জালালুদ্দীন সূয়ূতী এ প্রসঙ্গে মুকাওকিসও আমর ইবনুল 'আসের মধ্যকার চুক্তির দফাগুলোও উদ্ধৃত করেছেন।

(১) আমাকে এবং কিবতী সম্প্রদায়ের সকলকে এ মর্মে পূর্ণ অভয় দেয়া হোক যে আমাদের ধর্ম, ইজ্জত-আব্রু ও জানমালের কোনরূপ ক্ষতি করা হবে না।

(২) আমরা আপনার পক্ষ থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হবো; বিনিময়ে বাচ্চা, বুড়ো ও নারীদের ছাড়া আমাদের সকলে মাথাপ্রতি দুই আশরফী বা স্বর্ণমুদ্রা কর পরিশোধ করবো।[১]

(৩) কয়সর আমার সন্ধির অবমাননা করেছেন। তিনি তা' অগ্রাহ্য করেছেন এবং আমাকে অপদস্থ করেছেন। আপনারা কোনক্রমেই তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন না। তাতে আমাদের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

(৪) আমার মৃত্যুর পর আলেকজান্দ্রিয়ার 'আবী জানাশ' নামক স্থানে আমাকে সমাহিত করতে দিতে হবে।

হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) এ সমস্ত শর্ত মেনে নেন এবং হিজরী ২০/২১ সালের মধ্যেই গোটা মিসর মুসলমানদের পদাবনত হয়। মুকাওকিস নবী করীম (স) এর নবুওতের সত্যতার স্বীকৃতিদান, তাঁর দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নবী দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ এবং মুসলিম আধিপত্য বরণ করে নেয়া সত্ত্বেও যে রাজত্ব হারাবার ভয়ে ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রইলেন তাও অচিরেই তার হাতছাড়া হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে পরিণত হলো। দ্র. বালাগে মুবীন,. ১৫৭-১৫৮।

---

১. ইসলামী পরিভাষায় তাকেই জিযিয়া বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

বাহ্‌রায়ন-অধিপতি মুনযির বিন সাওয়ার নামে

পরিচিতিঃ বাহ্‌রায়ন বলতে আমরা আধুনিক যে বাহ্‌রায়ন রাষ্ট্র বুঝে থাকি- যা কয়েকটি দ্বীপের সমাহার, প্রাচীন আরবের বাহ্‌রায়ন বল্‌তে ঠিক তা' বুঝায় না। তখন বাহ্‌রায়ন বল্‌তে বুঝাতো আরব উপসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী সেই বিস্তীর্ণ এলাকা যা সিরীয় অববাহিকা থেকে বর্তমান কাতার রাষ্ট্রসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাহ্‌রায়নের প্রসিদ্ধ শহরসমূহ ছিল কাতীফ, (যা এখনো ঐ নামেই পরিচিত) আরা, বাহ্‌রে যারারা, জুয়াছা, সাবূর, গাবা, মুশক্কার, দারায়ন প্রভৃতি। দ্র. মু'জামুল বুলদান-ইয়াকূত হামভী খ. ২, পৃ. ৭৩

এটা আরব উপদ্বীপেরই অংশ বিশেষ। এই ভূ-খণ্ডটি হিজর নামেও পরিচিত। মুক্তা উৎপাদনের জন্য এ এলাকাটির বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশেরই পেশা হচ্ছে সমুদ্র থেকে মুক্তা উত্তোলন করা।

বাহ্‌রায়নের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এটা ছিল ফিনিসীয় সভ্যতার লীলাভূমি। ইসলাম গ্রহণে এরা অনেকের চাইতে অগ্রবর্তী। আজকাল পেট্রোল উৎপাদনের জন্য এ দেশটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঈসায়ী ষষ্ট শতকে এটা রোমক সাম্রাজোর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এর গভর্ণর ছিলেন মুনযির ইব্‌ন সাওয়া। অনেকে সাওয়া শব্দটিকে সাভী রূপেও উচ্চারণ করে থাকেন।

সহীহ বুখারীর বর্ণিত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর রেওয়য়াত অনুসারে মসজিদে নবভীর পর সর্বপ্রথম যে মসজিদটিতে জুমার নামাজ আদায় হয় তা' ছিল বাহ্‌রায়নের জুওয়াছায় অবস্থিত জামে মসজিদ। দ্র. বুখারী, খ. ১, কিতাবুল জুমু'আ, পৃ. ১২২

পটভূমিঃ আজ পর্যন্ত রসূলুল্লাহর যে-তিন চারখানা পত্রের অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে তার মধ্যে মুনযির ইবনে সাওয়ার নিকট লিখিত এ পত্রখানা অন্যতম।

পারস্য উপসাগর, ফোরাত নদী, সিরীয় উপত্যকা এবং নজদের মধ্যবর্তী এলাকায়ও-যাকে আরব্য-ইরাক বলা হয়ে থাকে-হীরার বাদশাহ্‌দের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এঁরা ছিলেন প্রাচীন আমালেকা আরব বংশোদ্ভূত। প্রথম দিকে ইরানের শাসকসম্প্রদায়ের সাথে এঁদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধবিগ্রহ হয়। শেষ পর্যন্ত গোটা এলাকাটা পারসিক সাম্রাজ্যের করদরাজ্যে পরিণত হয়। বরং এর উর্ধ-এলাকাটা পুরাপুরি ইরান-সাম্রাজ্যের মধ্যেই শামিল করে নেয়া হয়। রাজধানী ছিল হীরা। এ শহরটির অবস্থান ছিল কূফার অদূরে। হীরার রাজন্যবর্গ পারসিক সম্রাটকে রীতিমত কর দিতেন এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাঁর সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী প্রেরণে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু পারসিক আধিপত্য সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় এ হীরা রাজ্যে নানা ধর্মমতের লোক বাস করতো। এক বিরাট সংখক ইহুদী সেখানে বাস করতো। খৃষ্টানরাও ছিল, তবে তাদের সংখ্যা কম

www.pathagar.com

ছিল। পারস্যের অগ্নিপূজক জাতিরও কিছুসংখ্যক লোক সেখানে বাস করতো আর তা' ছিল নেহাৎ ইরানের রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণে। অবশ্য, নক্ষত্র-পূজারী পৌত্তলিকদের বিরাট সংখ্যক লোকের নিবাস ছিল এই হীরা।

আরব্য-ইরাকের অধিকার নিয়ে প্রায়ই হীরা ও গাস্সানের রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাক্তো! দাওমাতুল জন্দলের উকায়দির রাজবংশ এবং সিরিয়ার গাস্সানী রাজবংশ উভয়েই ছিলেন রোমের করদ রাজা এবং ধর্মতঃ খৃষ্টান মতাবলম্বী। পক্ষান্তরে, হীরার রাজন্যবর্গ সর্বদাই ছিলেন ইরানের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই হীরা-রাজবংশের লোকেরাই ইরাণী শাহ্জাদাদের গৃহশিক্ষকও থাকতেন। ইরাণী বাদশাহ্ আপন সন্তানদের মরুচারী জীবনযাত্রা ও শিকারবিদ্যা শিক্ষার জন্য হীরার বাদশাহ্দের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ইরানের প্রসিদ্ধ সম্রাট বাহ্রামগোরও এ রাজবংশের কাছে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। তিনি যখন মসনদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি হীরার রাজপুরুষদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও আনুকূল্য প্রদর্শন করেন এবং তাঁদেরকে পারসিক সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত আরব এলাকায় পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধি ও গভর্ণর নিয়োগ করেন। এ ভাবে আরব্য-ইরাকে হীরার বাদশাহ্দের বিরাট প্রভাবপ্রতিপত্তি দীর্ঘকাল পর্যন্ত বজায় ছিল। বাহ্রাইন ও হীরা রাজ্যে এই বংশোদ্ভূত বেশ কয়েকটি খান্দান রাজত্ব করে। নবী করীম (স)-এর যুগে যে রাজবংশ বাহ্রাইনের রাজত্ব করছিল তাদেরকে 'মানাযেরা' বলা হতো। হীরা ও বাহ্রাইনের বাদশাহ্গণ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতেন। কিন্তু যেহেতু তা'রা আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাই একটি অনারব শক্তির আধিপত্য তাঁরা মনের দিক থেকে কোন মতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। সর্বদাই এ অধীনতাপাশ ছিন্ন করার একটা আকাঙ্ক্ষা তাদের মনের মণিকোঠায় লালিত হতো। তাঁদের এ আকাঙ্খার কথা পারস্যসম্রাট যে টের না পেতেন তা' নয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইরানী সম্রাটগণ সর্বদা তাঁদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। হীরার রাজন্যবর্গ ইরানীদের এ দুর্ববলতার সুযোগও গ্রহণ করতেন সময় সময়। ক্রমে ক্রমে ইরানের অনারব সংস্কৃতি হীরার শাসকবর্গ ও জন সাধারণকে প্রভাবান্বিত করে ফেলে। ফলে, তাঁদের সেই আজমী বিলাসবসন হীরার রাজদরবারেও দেখা দিল। আরবের সেই আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হীরা দরবারের এই ক্রমবর্ধমান বিলাসবসন ও প্রভাব প্রতিপত্তি ইরানের শাহানশাহ্ খসরু পারভেজের দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু আপাততঃ তাঁর কিছু করার বা বলারও জো ছিল না। কেননা, রোম-সম্রাটের সাথে একটা বড় রকমের যুদ্ধের পরিকল্পনা তখন তাঁর হাতে এবং তা'তে আরব্য-ইরাকের আরব গোত্রসমূহ বিশেষতঃ হীরার রাজন্যবর্গের সহযোগিতা ছিল তাঁর জয়লাভের জন্যে অপরিহার্য্য।

অবশেষে ইরান ও রোমের মধ্যে এ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পালা শুরু হলো। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে খসরু রোমক সম্রাটকে পরাস্ত করে এন্টিয়কের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করেন। আরব্য-ইরাক ও সিরিয়ার রোম-শাসিত সমগ্র এলাকা ইরানের দখলে চল আসে। ইরানী সেনাপতি ফিলিস্তীনকে পদদলিত করে মিসরের নীলনদের তীর পর্যন্ত

www.pathagar.com

চলে আসে এবং মিসর থেকেও রোমকদেরে তাড়িয়ে দেয়। এ যুদ্ধে আরব্য-ইরাকও সিরিয়া ফ্রন্টে হীরা ও বাহ্‌রায়নের রাজন্যবর্গ ইরানের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং রোমকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এর বিনিময়ে ইরানীদের কাছ থেকে বিরাট কিছু লাভের একটা প্রত্যাশা তাঁরা মনে মনে পোষণ করতেন। কিন্তু বিজয় লাভের পর খসরু পারভেজ তাদের সাথে যথোচিত আচরণ করেননি। বরং তাঁদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে খর্ব করে শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি হীরার রাজন্যবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বীস্থানীয় গোত্রসমূহকেই স্বীয় দরবারে একটু অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে লাগলেন। এতে করে হীরা ও বাহ্‌রাইনের রাজন্যবর্গ ইরানী দরবারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌লেন। এদিকে চোগলখোর শ্রেণীর লোকেরা হীরারাজের বিরুদ্ধেও খসরুর মনকে আরো বেশী বিষিয়ে তুললো। এভাবে উভয় পক্ষের মনোমালিন্য দিন দিন বেড়েই চললো। হীরার রাজন্যবর্গ তাঁদের অধীনস্ত আরব গোত্রসমূহকে ভিতরে ভিতরে খসরুর বিরুদ্ধে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে লাগলেন। খসরু তা'আঁচ করতে পেরে তিনিও হীরারাজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু ইতঃমধ্যেই রোমকসম্রাট হিরাক্লিয়াস বিরাট যুদ্ধপ্রস্তুতি সহ তাঁর মাথার উপর এসে দাঁড়িয়েছেন। সময় বুঝে খসরু বাহ্‌রায়ন ও হীরার রাজাদের কাছে আপন প্রতিনিধি পাঠালেন। সাথে কিছু উপঢৌকনও পাঠালেন এবং তাঁদের কোন কোন অভিযোগ দূরও করে দিলেন। বাহ্যতঃ হীরার রাজন্যবর্গ কিস্‌রার প্রতি তাঁদের আনুগত্যই প্রকাশ করলেন এবং সময়মত তাঁর সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। কিন্তু খসরুর ব্যাপারে এবার তাঁরা রীতিমত সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা খুব ভাল করেই জানতেন যে, যুদ্ধশেষে রোমকরা তাদের সীমান্তে ফিরে যেতেই ইরানীরা বিড়ালের মতো তাদের গোপন নখর বের করে তাঁদের ঘাড়ে বসাবে। বাহ্যতঃ এরা রোমকদের বিরুদ্ধে ইরানীদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও কার্যতঃ তাঁরা আরব গোত্রসমূহকে রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্তই রাখলেন।

রোমক ও ইরানীদের এই শেষ লড়াইয়ে বাহ্‌রাইনের শাসক মানাযেরা রাজবংশ হৃষ্টচিত্তে ইরানীদের সাহায্য তো করেনই নি বরং মওকা বুঝে তাঁরা এবং তাঁদের অধীনস্ত আরব গোত্রসমূহ ইরানী সৈন্যদের রসদপত্র লুট করেছেন। আরব্য-ইরাকের আরব গোত্রসমূহের এই গোপন বিরোধিতা ও ইরানীদের পরাজয়ের একটা অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৬২৭ খৃষ্টাব্দে হিরাক্লিয়াস খসরুকে মাদায়েনে পরাস্ত করেন এবং আরব্য-ইরাকের এক বিরাট ভূ-ভাগের উপর রোমকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হীরার রাজন্যবর্গ খসরুর পরিবর্তে হিরাক্লিয়াসের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের এ আশাবাদ কোনই কাজে আসেনি। কেননা, বিজয় লাভের পর কয়সর তা'দের প্রতি তেমন ভ্রুক্ষেপও করেননি এবং এই ভ্রুক্ষেপ না করাটাই ছিল স্বাভাবিক; কেননা, হীরার প্রতিদ্বন্দ্বী সিরিয়ার আরব গোত্রসমূহ ক্ষুব্ধ হতে পারে এমন কোন কাজ করা, তাঁর পক্ষে কোনমতেই সমীচীন হতো না।

বাহ্‌রাইন ও হীরার রাজন্যবর্গের জন্যে এ ছিল একটা দারুণ ক্রান্তিকাল। তাঁরা

www.pathagar.com

ইতিমধ্যেই ইরানের আস্থা হারিয়ে বসেছিলেন। ওদিকে কয়সরের দিক থেকেও সর্বদা ভয় লেগেই ছিল যে, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী দাওমাতুল জন্দল ও সিরিয়ার প্ররোচনায় যে কোন সময় তাঁদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র রোমক অভিযান চল্‌তে পারে।

ঠিক এমনি যুগসন্ধিক্ষণে মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (স) আল্লাহ্‌র রসূলরূপে আত্মপ্রকাশ করে কোরায়শ ও আরব গোত্রসমূহকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কোরায়শদের অত্যাচার যখন অসহনীয় হয়ে উঠ্‌লো, তখন তিনি মুসলমানদের হিজরতের অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং এর কয়েক বছর পর নিজেও হিজরত করে মদীনায় চলে যান। তারপর একে একে সংঘটিত হলো বদর-ওহুদ-খন্দকের যুদ্ধসমূহ। অবশেষে হিজরতের ষষ্ঠ সালে মুসলমান ও কোরায়শদের মধ্যে হোদায়বিয়ার সন্ধি হলো। এ সময় বাহ্‌রায়নের সিংহাসনে আসীন ছিলেন মুনযির বিন সাওয়া আল-উবাদী।

মুনযির ছিলেন একজন আত্মমর্যদাবোধসম্পন্ন, সুবিবেচক ও সৎ পুরুষ। ইরানের আধিপত্য ছিল তাঁর জন্যে অসহনীয়। কিন্তু খসরুর পরাজয়ের দরুন তিনি বেশ মুশকিলেই পড়লেন। এ সময় তিনি রীতিমত নিঃস্ববোধ করছিলেন। নবী করীম (স)-এর নতুন দ্বীনের দাওয়াতের কথাও তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। হাবশা-অধিপতি নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদও তাঁর অজানা ছিল না। হেজায থেকে আগত কাফেলাসমূহের মুখে কোরায়শ্‌দের মুকাবিলায় মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান বিজয়ের সংবাদও আগেই তাঁর কাছে পৌঁছেছিলো। তাঁর আর বুঝতে বাকী রইলো না যে; এ উদীয়মান শক্তি অচিরেই একটা বিরাট শক্তি বলে গণ্য হবে।

মুনযির এরূপ একটা সম্মিলিত আরব শক্তির প্রয়োজনীয়তা বহুদিন ধরে মনে মনে অনুভব করে আসছিলেন-যে শক্তি যুগপৎভাবে ইরান ও রোমের প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যদ্বয়কে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। মুন্‌যিরের মনে আশা ছিল, এ শক্তির ভিত্তি তাঁরই হাতে স্থাপিত হবে; কিন্তু যে-দু'টি উপায়ে তা' হতে পারতো, তার একটিও তাঁর হাতে ছিল না। এজন্য প্রয়োজন ছিল এমনি দুর্বার সামরিক শক্তির-যা' আরব গোত্রসমূহকে তরবারির বলে একই পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করতে পারতো; অথবা এমনি একটি উদার সমাজনীতি যা' আরবদের গোত্রীয় রেষারেষির অবসান ঘটিয়ে সবাইকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবার ক্ষমতা রাখে। মুনযির বিন সাওয়া লক্ষ্য করলেন যে, বিশ্বনবীর পক্ষ থেকে যে -দ্বীনের পয়গাম তাঁর কাছে পৌঁছেছে, তা' কেবল আরব গোত্রসমূহকেই নয়-গোটা বিশ্বকে একই সূত্রে গ্রোথিত করার অপূর্ব ক্ষমতা রাখে!

হযরতের এ পত্রখানা বহন করে নিয়ে যান হযরত আ'লা বিন হায্‌রমী (রা)। দূতরূপে প্রেরণের সময় রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁকে উপদেশ দিলেনঃ সে যদি সন্তোষজনক জবাব দেয়, তবে আমার পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করবে এবং এ অন্তর্বর্তীকালে সেখানকার ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে সেখানকার দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করবে। তখন হযরত আ'লা হযরমী আরয করলেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এ ব্যাপারে আমার করণীয় কাজের নির্দেশ লিখিতভাবে প্রদানে মর্জি হয়।" তাঁর আবেদন অনুসারে রাসূলাল্লাহ (স) পোষ্যজন্তুসমূহ এবং অন্যান্য সম্পত্তির যাকাতের হার লিখিয়ে তাঁর হাতে অর্পণ করেন।

www.pathagar.com

মুনযিরের প্রতি মহানবীর দূতের উপদেশ ও তার প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ (স) এর দূত হযরত আলা বিন হাযরামী (রা) বলেনঃ আমি যখন রসূলুল্লাহ (স) এর পত্র নিয়ে মুনযিরের কাছে উপনীত হলাম, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বল্লামঃ হে মুনযির, এ দুনিয়ায় তুমি কতই না বিচক্ষণ ও দূরদর্শী! আখিরাতের ব্যাপারে তুমি নির্বোধ ও অবিবেচক হয়ো না! এই মজুসিয়ত বা অগ্নিউপাসনা হচ্ছে নিকৃষ্টতম ধর্ম। এ ধর্মে এমন সব মহিলাকে বিয়ে করার বিধান রয়েছে যাদেরকে বিয়ে করতে লজ্জা হয়। (এতে না আছে আরবদের মত সম্ভ্রমবোধ, আর না আছে আহ্‌লে-কিতাবদের মত জ্ঞানবত্তা।) এরা এমন সব বস্তু খায়, যা খেতে অন্যরা রীতিমত ঘৃণা করে। তোমরা এ দুনিয়ায় সেই আগুনের পূজায় মেতে রয়েছো, যা' আখিরাতে তোমাদেরকে গ্রাস করবে। আর তুমি তো এত নির্বোধ ও অবিবেচক নও। তুমি একটু ভেবে দেখো তো, যে সত্ত্বা কোনদিন মিথ্যা বলেননি, কোনদিন বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি, যিনি জীবনে কোন দিন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননি, তাঁকে কেন আমরা সত্যবাদী বলে মেনে নেবো না? কেন তাঁকে প্রত্যায়ন করবো না? তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না? এরূপ করাটা কি আমাদের জন্যে সমীচীন হবে? যদি ব্যাপারটি তা-ই হয়ে থাকে, (আর তাতেতো সন্দেহের কোন অবকাশই নেই) তা হলে তো তিনি সেই উম্মী নিরক্ষর নবী, যিনি এরূপ যে তাঁর আদেশকৃত কোন ব্যাপার সম্পর্কে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের এরূপ বলার অবকাশ নেই যে হায়, তিনি যদি এরূপ আদেশ না করতেন, বা তাঁর নিষিদ্ধকৃত কোন ব্যাপার সম্পর্কে একথা বলার অবকাশ নেই যে, হায়। তিনি যদি তার আদেশ দিতেন বা তাতে বারণ না করতেন। (অথবা তিনি যা যে পরিমাণ মাফ করে দিয়েছেন, তা' যদি আরো বেশী মাফ করতেন, অথবা যে অপরাধের জন্যে তিনি যে সাজা সাব্যস্ত করেছেন, যদি তার চাইতে একটু লঘু সাজা দিতেন!) এজন্যে যে, তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ এবং তাঁর সকল বাণী বুদ্ধিবিবেচনাধারী প্রতিটি মানুষের রুচি-অভিরুচি ও চাহিদা আকাঙ্খার একান্তই মুয়াফিক।

জবাবে মুনযির বল্‌লেনঃ আমার স্বধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করে দেখলাম, এ তো কেবল দুনিয়ার ব্যাপার, আখিরাতের কিছুই এতে নেই। পক্ষান্তরে, তোমাদের ধর্মে দেখ্‌ছি দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই আছে। তবে যে ধর্মে দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার সবই আছে আর মৃত্যুকালীন স্বঃস্থিলাভের ব্যবস্থা রয়েছে, তা' মেনে নিতে আমার বাধা কোথায়? গতকাল পর্যন্ত যারা এ ধর্ম গ্রহণ করতো, তাদের জন্যে আমি বিস্ময় বোধ করতাম আর আজ যারা এধর্ম প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্যে আমি বিস্ময়বোধ করি।

দ্র. সীরতে যাইনী দাহলান (হালাবিয়ার পাদটীকায়, খ. ৩, পৃ. ৭৪ সীরতে হালাবিয়া, খ. ৩, পৃ. ২৮৩, সীরতুল মুস্তফা, খ. ২, পৃ. ৪০৬-৭ (হযরত মওলানা ইদ্রীস কান্দেলভী প্রণীত, দারুল কিতাব দেওবন্দ) যরকানী, খ. ৩, পৃ. ৩৫১, মাকাতীবুর রাসূল ৩/২৪৩

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহর প্রথম পত্র

মুনযিরের নামে প্রেরিত হযরতের প্রথম পত্রখানা ছিল নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوى سلام عليك، فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو، واشهد ان الا اله الا هو اما بعد فانى ادعوك الى الاسلام فاسلم تسلم ، واسلم يجعل لك الله ما تحت يديك واعلم ان دينى سيظهر الى منتهى الخف والحافر .

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম-

মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুনযির বিন সাওয়ার নামে -

"শান্তিবর্ষিত হোক, তার প্রতি যে হেদায়েতের অনুসরণ করে। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তবে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তোমার হাতে যা' কিছু রয়েছে, আল্লাহ্‌ তা' তোমারই হাতে ছেড়ে দেবেন। জেনে রেখো, অচিরেই আমার ধর্ম ভূ-ভাগের সেই প্রান্ত অবধি পৌছবে যতদূর পর্যন্ত ঘোড়া ও উট পৌছুতে পারে।"

দ্র. যা'দুল মা'আদ-ইবনুল কাইয়েম (র.) খ. ৩. পৃ : ৬১, তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ খ.৩.পৃ: ১৯ ও ২৭; ফুতূহুল বুলদান খ.১, পৃ. ৭৯-৮১; ই'লামুস্‌ সাইলীন- ইবনে তুলূন পৃ. ৮; মুহাম্মাদ ও যেমামদারাঁ, পৃ. ১০৪; মাকাতীবুর রাসূল, খ. ১, পৃ. ১৪১

এ পত্রখানা যতদূর মনে হয়, হুদায়বিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরে ষষ্ঠ হিজরীতে প্রেরিত হয়। মুন্‌যির ইবনে সাওয়া পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ্‌র দূত যখন এ সংবাদ মদীনায় পাঠালেন, তখন রসূলুল্লাহ্‌ (স) অপর একখানি পত্র পাঠালেন- যার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপঃ

রসূলুল্লাহর দ্বিতীয় পত্র

من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوى السلام عليك فانى احمد الله اليك الذى لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد ، فانى اذكرك الله عز وجل فان من ينصح انما ينصح لنفسه وانه من يطع رسلى ويتبع امرهم فقد اطاعنى ومن نصح لهم فقد نصح لى ، وان رسلى قد اثنوا عليك خيرا ، وانى قد شفعتك فى قومك ، فاترك للمسلمين ماسالوا عليه وغفرت عن اهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك ومن اقام على يهودية اومجوسية فعليه الجزية .

www.pathagar.com

"বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুনযির বিন সাওয়ার প্রতি -

"আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক! আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করছি যিনি একক আর যিনি ছাড়া অপর কোন উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্‌ এক অদ্বিতীয় এবং আমি তাঁর রসূল।

অতঃপর -আমি আপনাকে মহান আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যে উপদেশ গ্রহণ করে, সে তার নিজেরই উপকার করে থাকে। যে ব্যক্তি আমার দূতদের কথা শ্রবণ করে এবং তাদের নির্দেশনা অনুসারে চলে, প্রকৃতপক্ষে সে আমারই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, প্রকৃতপক্ষে সে আমারই সাথে সদ্ব্যবহার করে। আমার দূতরা আপনার কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং আপনি আপনার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে যে সুপারিশ করেছেন, তা' মঞ্জুর করলাম। সুতরাং মুসলমানদেরে তাদের সেই সম্পদ-বিভবসহ তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন-যে সম্পদ-বিভবের মালিক থাকা অবস্থায় তা'রা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যারা ত্রুটি করেছে, তাদের ত্রুটি আমি মাফ করে দিয়েছি, আপনিও তাদেরকে মাফ করে দিন! যতদিন আপনি সৎপথে থাক্‌বেন, ততদিন পর্যন্ত আপনার সাবেক পদেই আপনাকে বহাল রাখা হবে- আমরা আপনাকে পদচ্যুত করবো না। আর যারা ইহুদী অথবা অগ্নিউপাসক রূপেই থাকতে চায়- তাদের অবশ্যই জিযিয়া কর দিতে হবে।

(সীলমোহর)

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌

এ পত্রের ভাষ্যদৃষ্টে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, এ পত্রখানা মুনযিরের কোন পত্র অথবা পয়গামের জবাবেই প্রেরিত হয়ে থাকবে। পত্রের ধরণধারণ সম্পূর্ণ রাজকীয়-যাতে মুনযিরকে তাঁর শাসকপদে বহাল রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর কী আচরণ হবে, তারও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

মুনযির বিন সাওয়া অতঃপর আর একটি পত্র লিখে প্রথম পত্রের ব্যাখ্যা জানতে চান। তিনি তাঁর সে পত্রে জানতে চান যে, মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকজন বলতে কা'দেরকে বুঝায় এবং যারা মুসলিম সমাজ-বহির্ভূত থাকবে, তাদের নিকট থেকে কী হারে জিযিয়া নিতে হবে! সে পত্রখানার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপঃ

اما بعد ، يا رسول الله فانى قرأت كتابك على أهل البحرين ، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه فلم يدخل فيه ، وبارضى يهود ومجوس ، فاحدث الى امرك فى ذلك .

www.pathagar.com

"অতঃপর -ইয়া রসূলুল্লাহ্! বাহ্‌রাইনবাসীদেরকে আমি আপনার পত্রটি পড়ে শুনিয়ে দিয়েছি। কেউ কেউ ইসলামকে পসন্দ করেছে এবং রীতিমত ইসলাম গ্রহণ করেছে আবার অনেকে অপসন্দও করেছে। আমার দেশে ইহুদী এবং অগ্নি উপাসকরা রয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ দানে মর্জি হয়।"

দ্র. যাদুল মা'আদ, খ. ৩, পৃঃ ৬১-৬২ , আর রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪০২; বালাগে মুবীন, পৃ. ১৭৫-১৭৬ (ইবনে সা'দের বরাতে); মাকাতীবুর রাসূল খ. ১. পৃ. ১৪২-৪৩; সীরতে হালাবিয়া, খ. ৩, পৃঃ ২৮৩; যরকানী, খ. ৩, পৃ. ৩৫১; সীরতে মুস্তফাঃ খ. ২, পৃ. ৪০৮

হযরতের তৃতীয় পত্র

মুনযির ইবনে সাওয়ার এই ব্যাখ্যা প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর (স) তাঁকে নিম্নরূপ পত্র প্রেরণ করেনঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ' من محمد رسول الله الى منذر بن ساوى' سلام الله عليك ' فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو ، اما بعد ، فمن استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ما لنا وعليه ما علينا' ومن لم يفعل فعليه دينار من قيمة المعافرى ' والسلام ورحمة الله يغفر الله لك .

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম-

"মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুনযির ইবনে সাওয়ার প্রতি-সালামুল্লাহি আলাইকা-আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক! আমি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করছি যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। অতঃপর-আপনার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। আমি এ পত্রের ভাষ্য শুনেছি। যে আমাদের নামায আদায় করে, আমাদের কিব্‌লাকে কিব্‌লা বলে মানে এবং আমাদের জবাইকৃত জন্তুর গোশ্‌ত খায়, সেই মুসলিম (বলে গণ্য হবে)। তার অধিকারও ঠিক ততটুকু, যতটুকু আমাদের মধ্যকার কারো অধিকার রয়েছে এবং তার উপর ঠিক ততটুকু দায়িত্বও বর্তাবে যতটুকু আমাদের মধ্যকার অন্য দশজনের উপর বর্তিয়ে থাকে। আর যে তা' পালন না করবে, তার উপর মুআফরী মূল্যের এক দীনার (বার্ষিক কর) ধার্য্য হবে। ওস্‌সালামু ও রহ্‌মাতুল্লাহি-ইয়াগ্‌ফিরুল্লাহু লাক্‌- সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত আপনার প্রতি বর্ষিত হোক্‌! আল্লাহ্‌ আপনাকে ক্ষমা করুন!" দ্র. কিতাবুল খারাজ- ইমাম আবূ ইউসুফ পৃঃ ১৩১ (দারুল মা'রিফা, বৈরুত)

নবম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্‌ (স)-যখন তবুক-যাত্রার জন্য মনস্থ করেন, তখন হযরত কুদামা ও আবূহুরায়রা (রা)-কে জিযিয়া বাবৎ সংগৃহীত অর্থ নিয়ে আসার জন্য মুনযিরের কাছে পাঠানো হয়। সে সময় অপর একজন মুসলমান শাসককেও নির্দেশ প্রেরণ করা হয়

www.pathagar.com

যে, তিনিও যেন তাঁর এলাকা থেকে জিযিয়া কর বাবৎ সংগৃহীত অর্থ আবূ হুরায়রার মাধ্যমে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। এ যাত্রার তিনি মুনযিরকে লিখেছিলেনঃ

اما بعد، فانى قدبعثت اليك قدامة وابا هريرة ' فادفع اليهما ما اجتمع عندك من جزية ارضك ' والسلام.

অর্থাৎ "কুদামা ও আবূ হুরায়রাকে আপনার নিকট পাঠাচ্ছি। আপনার দেশের যে জিযিয়া সংগৃহীত হয়েছে তা' তাদের কাছে দিয়ে দিন!"

মুনযির সে মতে অর্থও প্রেরণ করেছিলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুসারে এ সব ক'টি পত্রই লিখেছিলেন সাহাবী উবাই ইবনে কা'আব (রা)। তবূক অভিযানের ব্যয়নির্বাহের সময় এ অর্থ ব্যয়িত হয়। দ্র. বালাগে মুবীন, পৃ. ১৭৮

আবুর রবী' মুনযিরের ইসলাম গ্রহণ ও মদীনায় গিয়ে রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে সাক্ষাত করার কথা অস্বীকার করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনে নাবিগ তা'স্বীকার করেছেন ও তাঁকে সাহাবী বলেছেন। (দ্র. বালাগে মুবীন, পৃ. ১৭৫) ঐতিহাসিক ইবনে আছীর তাঁর বিখ্যাত উসদুল গাবা' গ্রন্থে ও ইবনুল হজর তাঁর 'ইসাবা-তে এ মতই ব্যক্ত করেছেন। (দ্র. মাকাতীবুর রসূল, খ. ১, পৃ. ১৪৪) এমন কি মুনযিরের মৃত্যুর সময় আমর ইবনুল আ'স (রা) তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন বলেও বলা হয়েছে।

মোদ্দা কথা, মুনযির বিন সাওয়া তাঁর জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানরূপে জীবন অতিবাহিত করেন। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবদ্দশায়ই তাঁর ইন্তেকাল হয়। আলা হযরমী তহশীলদাররূপে মুনযিরের ওখানেই নিযুক্ত ছিলেন। ইন্তেকালের পর তিনি মদীনার পক্ষ থেকে বাহ্‌রাইনের প্রথম গভর্ণররূপে নিযুক্ত হন।

একটি ভ্রান্তি অপনোদন

মুনযিরকে হুযুর (স) ষষ্ঠ হিজরীতে পত্র লিখেছিলেন, না কি অষ্টম হিজরীতে তা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। বেশ ক'টি পত্রই নবী দরবার থেকে তাঁকে লিখা হয়েছিল বলে সন তারিখ নিয়ে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। জিয়্যির্রানা থেকে লিখিত পত্রটি যে অষ্টম হিজরীতে লিখিত, তাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা, হুনায়ন অবরোধ অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরেই হয়েছিল।

হিজর-অধিপতি উসায়বখ্‌ত ইব্‌ন আবদুল্লাহ্-এর নামে মহানবীর ফরমান

পরিচিতি: সেই হিজরভূমি-যেখানে একদা দুর্ধর্ষ ছামূদ জাতির বসবাস ছিল, যে জনপদের ব্যাপারে কুরআনে পাকের একটি স্বতন্ত্র সূরা নাযিল হয়েছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক নিজে তাদের নাফরমানী ও শিক্ষণীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করে বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছেন;

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَقَدْ اٰتَيْنَاهُمْ اٰيَاتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ - فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

"হিজরবাসীরা রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল; আমি ওদেরকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তাও উপেক্ষা করেছিল। ওরা পাহাড় কেটে ঘরবাড়ী নির্মাণ করত নিরাপদ বসবাসের উদ্দেশ্যে। তারপর প্রভাতকালে মহানাদ ওদের উপর আঘাত হানে। সুতরাং ওরা যা অর্জন করত তা ওদের কোন কাজে আসে নি।" (১৫ হিজর ৮০-৮৩)

এ হিজর হিজাযের অদূরে আরব সাগরের কূল ঘেঁষে অবস্থিত ছিল। বর্তমান সৌদী আরবের আল-হাসা প্রদেশে এটি অবস্থিত। একদা এ হিজর ছিল বাহরায়নের রাজধানী নগরী। সাহাবায়ে কিরামের ধারণা ছিল যে, ঐ হিজরভূমিই বুঝি হবে মুসলমানদের হিজরতস্থল; কিন্তু সে গৌরব যেহেতু ইয়াছরেবের ভাগ্যে লিখিত ছিল তাই হিজর নয়, ইয়াছরেবই হয়ে উঠে মদীনাতুন্ নবী বা নবীর শহর সোনার মদীনা। এর আশে পাশে কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে। (দ্র. মকতুবাতে নবভী, পৃ. ২০৪)

নবী করীম (স) এর যুগে এই হিজরভূমির সরদার ছিলেন উসায়বখ্ত। (সে-বখত سـه بـخت)। আরব ঐতিহাসিককের কেউ কেউ তাঁকে উসায়খ্ত, উসায়হব বা উসায়খ্বরূপে ও উল্লেখ করেছেন।

নবী করীম (স) উসায়বখতের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করলেন। তিনি খুশী মনে সে ডাকে সাড়া দেন এবং কলেমা পাঠ করে ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি আক্রা ইব্ন হাবিস (রা) কে তাঁর দূতরূপে মহানবীর দরবারে প্রেরণ করেন। আক্রা ইব্ন হাবিস সে মতে নবী দরবারে দরখাস্ত পেশ করেন। হুযুর (স) সসসম্মান দূতকে বরণ করে নেন এবং বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত যথারীতি আপ্যায়ন করেন। তাঁকে বিদায় প্রদানকালে তিনি তার হাতে যে ফরমানটি তুলে দেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

قَدْجَاءَنِىْ الْاَقْرَعُ بِكِتَابِكَ وَشَفَاعَتِكَ بِقَوْمِكَ وَ اِنِّىْ قَدْشَفَّعْتُكَ وَصَدَّقْتُ رَسُوْلَكَ الْاَقْرَعَ فِىْ قَوْمِكَ فَاَبْشِرْ فِيْمَا سَاَلْتَنِىْ وَطَلَبْتَنِىْ بِالَّذِىْ تُحِبُّ وَلٰكِنِّىْ نَظَرْتُ اَنْ اُعَلِّمَه وَتَلْقَانِىْ فَاِنْ تَجِيْئَنَا اُكْرِمْكَ وَاِنْ تَقْعُدْ اُكْرِمْكَ - اَمَّابَعْدُ- فَاِنِّىْ لَا اَسْتَهْدِىْ اَحَدًا وَاَنْ تَهْدِ اِلَىَّ اَقْبِلُ هَدِيَّتَكَ وَقَدْ حَمَدَ عُمَّالِىْ مَكَانَكَ وَاُوْصِيْكَ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ اَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَقَرَابَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنِّىْ قَدْ سَمَّيْتُ قَوْمَكَ بَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ فَمُرْهُمْ بِالصَّلٰوةِ وَبِاَحْسَنِ الْعَمَلِ وَاَبْشِرْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى قَوْمِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হিজরের সামন্তরাজ উসায়বখত ইবন

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্‌র নামে হামদ ও সালাত পর- আক্‌রা আপনার পত্র ও আপনার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আপনার সুপারিশ নিয়ে এসেছেন। আমি আপনার সুপারিশ মঞ্জুর করেছি এবং আপনার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আক্‌রার কথা কথা মেনে নিয়েছি। আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আপনার দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করেছি এবং আপনি আমার কাছে যা চেয়েছেন অপনার সন্তুষ্টি বিধান করে আমি তা দিয়ে দিয়েছি। তবে সাক্ষাতে আপনার বক্তব্যগুলো আমাকে বুঝিয়ে দিন এটাই সমীচীন বোধ করি। আপনি যদি আমার সকাশে উপস্থিত হন, তবে আমি সসম্মান আপনাকে বরণ করবো আর যদি একান্তই নাও আসতে পারেন তবুও আপনার সম্ভ্রমবোধ আমার অন্তরে থাকবে।

অতঃপর- স্মর্তব্য, আমি কারো কাছে উপঢৌকনের প্রত্যাশা করি না, তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন উপঢৌকন প্রেরণ করলে আমি আপনার উপঢৌকন গ্রহণ করবো। আমার আমিল (কর্মকর্তা)গণ আপনার উচ্চ মর্যাদার কথা আমাকে অবহিত করেছে এবং তারা আপনার ভূয়সী প্রশংসাও করেছে। আমি আপনাকে সালাত, যাকাত ও মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার উপদেশ দিচ্ছি। আমি আপনার সম্প্রদায়ের নামকরণ করেছি বনূ আব্দুল্লাহ বলে। সুতরাং তাদেরকেও আপনি সালাত ও সৎকর্মের উপদেশ দেবেন। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার এবং আপনার সম্প্রদায়ের ঈমানদারদের প্রতি সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক।

সাথে সাথে তাঁর সম্প্রদায়ের জন্যেও একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশপত্র স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়ে দূতের হাতে তুলে দেয়া হয়। তাতে লিখিত ছিল ঃ

اَمَّا بَعْدُ- فَاِنِّىْ اُوْصِيْكُمْ بِاللّٰهِ وَ بِاَ نْفُسِكُمْ اَنْ لاَ تُضِلُّوْا بَعْدَ اِنْ هَدَ يْتُمْ وَلاَ تَغْوُوْا بَعْدَ اِنْ رُشِدْ تُمْ

হাম্‌দ সালাতপর- আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে (সনিষ্ঠ ও নিষ্ঠাবান থাকার) উপদেশ দিচ্ছি। সাথে সাথে তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি যে, হিদায়াত গ্রহণের পর গোমরাহীতে পতিত হয়ো না। সরল পথের দিশা লাভের পর বক্রতার দিকে ঝুঁকে পড়ো না। দ্র, তাবাকাত, খ. ৩, পৃ. ২৭; বালাগে মুবীন পৃ. ২১৩-২১৫

বাহ্‌রায়নের আরেক সর্দার হেলাল ইবন উমাইয়ার নামে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! আমি সেই আল্লাহর প্রশস্তি বর্ণনা করছি যিনি একক-লা-শরীক।

আমি আপনাকে একক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিচ্ছি। আল্লাহর হুকুম মেনে নিন এবং ইসলামে দাখিল হোন! এটাই আপনার জন্যে উত্তম পন্থা। শান্তি তার উপর বর্ষিত হোক যে হেদায়তের অনুসারী।

(সীল মোহর)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

দ্র. তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ. খ. ৩, পৃ. ২৭; রিসালাতে নবভীয়া, পৃ. ১৪৩ (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়ার বরাতে) ; মকতূবাতে নবভী, পৃ. ২০০

www.pathagar.com

ওমানের রাজন্যদ্বয়ের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র

من محمد بن عبد الله الى جيفر وعبد ابنى الجلندى ، سلام على من اتبع الهدى ، اما بعد ، فانى ادعوكما بدعاية الاسلام اسلما تسلما. فانى رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فانكما ان اقررتما بالاسلام وليتكما وان ابيتما ان تقرا بالاسلام فان ملككما زائل عنكما وخيل تحل بساحتكما وتظهر نبوتى على ملككما .

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

"আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে জুলন্দির পুত্রদ্বয় জায়ফর ও আব্দের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি -যে হেদায়েতের অনুসরণ করে। অতঃপর -আমি তোমাদেরকে ইসলামের পানে দাওয়াত দিচ্ছি। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাবে। আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র রসূল-যাতে করে আল্লাহ্র বান্দাদের সতর্ক করে দেই এবং অগ্রাহ্যকারীদের উপর আল্লাহ্র দলীল পূর্ণ হয়ে যায়। তোমরা দু'জন যদি ইসলাম গ্রহণ করে নাও, তবে জেনে রেখো, তোমাদের রাজত্ব টিক্বে না। আমার সৈন্যরা তোমাদের রাজ্যে ঢুকে পড়বে এবং তোমাদের রাজ্যে আমার নবুওতের নিদর্শন অচিরেই প্রকাশিত হবে।"

(সীলমোহর)

মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্

অষ্টম হিজরীর যী'কাদা মাসে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর এ পত্রখানা বহন করে নিয়ে যান পরবর্তী কালে মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনুল আ'স, (রা)। পত্রপ্রাপক আব্দের সাথে আমরের পিতা আ'সের বন্ধুত্ব ছিল। তাই আমর সর্বপ্রথম পত্র নিয়ে আব্দের ওখানেই গিয়ে উঠ্লেন। তাঁর ভাষায়ঃ

"আমি যখন হযরতের পত্র নিয়ে ওমানে গিয়ে পৌছলাম, তখন সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ্র (আব্দের) সাথে সাক্ষাৎ হয়। ইনি ছিলেন সর্দার এবং তাঁর ভাইয়ের তুলনায় নম্র প্রকৃতির। আমি তাঁকে জানালাম, আমি রসূলুল্লাহ্র দূতরূপে আপনার এবং আপনার ভাইয়ের কাছে এসেছি। আবদুল্লাহ্ বললেনঃ আমার ভাই আমার চাইতে বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং রাজ্যের মালিক তিনিই, আমি তোমাকে তাঁর দরবারে পৌছিয়ে দেবো। আগে বল, তুমি কিসের দাওয়াত নিয়ে এসেছ?

আমর ইবনুল আ'স (রা) বল্লেনঃ আমি একক লা-শরীক আল্লাহ্র পানে দাওয়াত দিতে এসেছি। উপরন্তু এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রসূল।

www.pathagar.com

দূত আমর ইবনুল 'আস ও ওমানের রাজা 'আবদ এর কথোপকথন

এসময় তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা নিম্নরূপঃ

আব্‌দ ঃ আমর! তুমি হচ্ছো তোমাদের কওমের সর্দারের পুত্র। আচ্ছা বল দেখি, তোমার পিতা এ ব্যাপারে কী করেছেন? কেননা, আমরা তাঁকে আমাদের আদর্শরূপে ধরে নিতে পারি।

আমর ঃ তিনি তো মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি নবী করীম (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেননি। হায়, যদি তিনি ঈমান আনয়ন করতেন! যদি তাঁর সত্যতার ঈমান আনয়ন করেই তাঁর মৃত্যু হতো, তবে কতই না উত্তম হতো! আমিও তাঁরই মতের অনুসারী ছিলাম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরম দয়ায় আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করছেন।

আব্‌দ ঃ তুমি কবে থেকে মুহম্মদের অনুসারী হয়েছো?

আমর ঃ এই অল্প কিছু দিন আগে থেকে।

আব্‌দ ঃ কোথায় তুমি এ নবধর্মে দীক্ষিত হলে?

আমর ঃ হাবশা অধিপতি নাজাশীর দরবারে। হাঁ, আর তিনিও তো ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন।

আব্‌দ ঃ তাঁর প্রজাসাধারণ এতে তার সাথে কী আচরণ করলো?

আমর ঃ তাঁকে তা'রা পূর্বের মতই বাদশাহ্‌রূপে বহাল রেখেছে এবং তাদের অনেকেও তো ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে।

আব্‌দ ঃ (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বিশপ এবং পাদ্রীরাও কি ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

আমর ঃ হাঁ।

আব্‌দ ঃ দেখ আমর! তুমি কী বল্‌ছো? একটু ভেবে চিন্তে কথা বলো! মানুষের পক্ষে মিথ্যা বলার চাইতে জঘন্য ও অপমানজনক আর কিছুই হতে পারে না।

আমর ঃ আমি একটুও মিথ্যা বল্‌ছিনে এবং ইসলাম ধর্মে তা' বৈধও নয়।

আব্‌দ ঃ তাতে হিরাক্লিয়াসের প্রতিক্রিয়া কী হলো? তিনি কি নাজাশীর এ ধর্মান্তর গ্রহণের কথা জান্‌তে পেরেছেন?

আমর ঃ হাঁ।

আব্‌দ ঃ তুমি কেমন করে এ কথা বল্‌ছো?

আমর ঃ নাজাশী তো হিরাক্লিয়াসের কাছেও পৌঁছেছে। তাঁর ভাই নিয়াক তাঁকে লক্ষ্য করে বল্‌লো, এ কেমন কথা, নাজাশী রোম-দরবারের এক সামান্য গোলাম, তার মুখে এত বড় কথা! আবার সে জাহাঁপনার ধর্মেও জলাঞ্জলি দিয়েছে! তখন হিরাক্লিয়াস বল্‌লেন, তাতে কী হয়েছে? সে তার নিজের জন্যে একটা ধর্ম বেছে নিয়েছে এবং তাতে সে দীক্ষিত হয়েছে। আমার তাতে কী করবার আছে? কসম

www.pathagar.com

খোদার, এ সাম্রাজ্যের মায়া যদি আমি কাটাতে পারতাম, তবে আমিও নাজাশীর মতই করতাম।

আব্‌দ ঃ দেখো আমর, এসব কী বলছো তুমি?

আমর ঃ কসম খোদার! আমি ঠিকই বল্‌ছি।

আব্‌দ ঃ আচ্ছা এবার বল দেখি, তিনি কী কী কাজ করতে বলেন, আর কী কী কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন?

আমর ঃ তিনি বারণ করেন ব্যভিচার ও মদ্যপান করতে, দেবদেবী ও ক্রুশের পূজা করতে।

আব্‌দ ঃ কত উত্তমই না তাঁর দাওয়াত! হায়, যদি আমার ভাই আমার সাথে একমত হতেন, তাহলে আমরা দু'জন একত্রে তাঁর দরবারে পৌঁছে ঈমান আনয়ন করতাম! আমি বুঝতে পারছি, আমার ভাই যদি এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন আর দুনিয়ার মোহেই ভুলে থাকেন, তবে তাঁর রাজ্যের পক্ষেও তা' ক্ষতিকর হবে।

আমর ঃ তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে, নবী করীম (স) তাঁকে এ রাজ্যের শাসকরূপে স্বীকার করে নেবেন। তিনি শুধু এতটুকু করবেন যে, এখানকার ধনীদের নিকট থেকে যাকাত উশুল করিয়ে এখানকার গরীবদের মধ্যে তা' বিতরণ করিয়ে দেবেন।

আব্‌দ ঃ এ তো অতি উত্তম কথা! কিন্তু যাকাত বলতে তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছো?

আমর ইবনুল 'আ'স, তখন তাঁকে যাকাতের মাস'আলাসমূহ বললেন। যখন তিনি বল্‌লেন যে, উটের উপরও যাকাত আছে, তখন আব্‌দ বললেনঃ তিনি কি আমাদের পোষা জন্তুরও যাকাত দিতে বল্‌বেন? ওগুলো তো নিজে নিজেই তৃণলতা খেয়ে জীবন ধারণ করে, নিজে নিজেই পানি পান করে!

আমর ঃ হাঁ, উটেরও যাকাত আদায় করা হয়ে থাকে।

আব্‌দ ঃ দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার স্বজাতির লোকজন এ নির্দেশ কতটুকু পালন করবে, আমি তা' ঠিক বলতে পারছি না।

আমর ইবনুল 'আ'স (রা) বেশ কয়েকটি দিন আব্‌দের ওখানে অবস্থান করলেন। আব্‌দ প্রতিদিন তাঁর ভাইয়ের কাছে আগন্তুকের কথাবার্তা ও গতিবিধির রিপোর্ট পাঠাতে থাকেন। অবশেষে একদিন বাদশাহ্ তাঁকে রাজদরবারে তলব করলেন। শান্ত্রীরা তাঁর দু'বাহুতে ধরে রাজদরবারে তাঁকে নিয়ে হাযির করলো। বাদশাহ্ বললেন-"ওকে ছেড়ে দাও!" সান্ত্রীরা তাঁকে ছেড়ে দিল। তিনি এবার বস্‌তে উদ্যত হলেন। সান্ত্রীরা তাঁকে সাবধান করে দিল "এটা রাজ দরবার হেঁ! জাহাঁপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়!" তা'রা বাদশাহ্‌র নির্দেশ লাভের জন্যে তাঁর দিকে তাকালো। বাদশাহ্ বল্‌লেনঃ ওকে

www.pathagar.com

বলো, তাঁর কী বক্তব্য রয়েছে তা' বলতে!

আমর ইবনুল 'আস রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মোহরাংকিত পত্রখানা অর্পণ করলেন। জায়ফর মোহর ভেঙ্গে পত্রখানা খুল্লেন। তারপর পত্রখানা পড়ে তাঁর ভাইকে দিলেন। ভাই (অর্থাৎ আব্দ)-ও তা' পড়লেন। আমর ইবনুল'আস লক্ষ্য করলেন যে, ভাইটিই বরং অধিকতর নম্র মনের অধিকারী।

বাদশাহ্ এবার জিজ্ঞেস করলেনঃ কোরেশরা এ ব্যাপারে কতটুকু কী করেছে? আমর ইবনুল 'আস বললেনঃ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবাই এখন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর এছাড়া এখন আর তাদের গত্যন্তরও নেই। বাদশাহ্ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ তাঁর (নবী করীম স- এর) সাথে আর কা'রা রয়েছে? আমর ইবনুল 'আস বল্লেনঃ আর রয়েছে তাঁর ঐসব সহচর-যাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁরা আল্লাহ্র নবীকেই মনেপ্রাণে বরণ করেছেন। অত্যন্ত ভেবে চিন্তে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা যাঁচাই করে তাঁরা তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করেছেন।

বাদশাহ্ বল্লেনঃ আচ্ছা, আগামী কাল তুমি পুনরায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করো!

পরদিন আমর ইবনুল 'আস, (রা) প্রথম বাদশাহ্র ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি জানালেনঃ আমাদের রাজত্বের যদি কোন ক্ষতি না হয়, তবে বাদশাহ্ ইসলাম গ্রহণ করবেন।

আমর ইবনুল 'আস আবার বাদশাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বাদশাহ্ বল্লেনঃ আমি এ ব্যাপারে অনেক ভেবে চিন্তে দেখ্লাম। দেখ, আমি যদি এমন এক ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করে নেই, যার সৈন্যদল আমার সীমান্তেও পৌঁছুয়নি, তবে গোটা আরবের লোক আমাকে কাপুরুষ ও দুর্বল বিবেচনা করবে। অথচ আমার রাজ্যে যদি তাঁর বাহিনী এসে হানা দেয়, তবে তা'দের এমনি একটা ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে-যা ইতিপূর্বে আর কোনদিন হয়নি।

আমর ইবনুল 'আস বললেনঃ বেশ, তা' হলে আগামীকালই আমি মদীনায় চলে যাচ্ছি। আপনাদের ব্যাপার আপনারা যা' ভাল মনে করেন, তাই করুন!

বাদশাহ্ বল্লেনঃ না, কাল পর্যন্ত তুমি থাক! দেখা যাক কী করা যায়! পরদিন বাদশাহ্ লোক পাঠিয়ে তাঁকে দরবারে ডাকালেন এবং উভয় ভাই-ই কলেমা পড়ে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দ্র. যাদুল মা আ'দ, পৃ. ৫২২; রহমতুল্- লিল আলামীন খ. ১, পৃ. ১৭৯-১৮৩

www.pathagar.com

ইয়ামামার বাদশাহ্ হাওযার নিকট মহানবীর পত্র

ইয়ামামার বাদশাহ্ হাওযার* নিকট হযরত নবী করীম (স.)- এ মর্মে পত্র দেনঃ

من محمد رسول الله الى هوذة بن على سلام على من اتبع الهدى واعلم ان دينى سيظهر الى منتهى الخف والخافر فاسلم تسلم واجعل لك ماتحت يدك . (السيرة الحلبية ج ٣ صـ ٢٨٦)

"মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে আলীর পুত্র হাওযার প্রতি- যে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রতি সালাম। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। নিশ্চয়ই জানবেন, অবিলম্বে সমস্ত বিশ্বে আমার দ্বীন প্রচারিত হবে। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আপনার রাজত্ব আপনার হাতেই থাকবে।" (সীলমোহর)

মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্

হযরত সলীত এ পত্রখানা বহন করে নিয়ে যান। হাওযা পত্রের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলো এমন কি পত্রবাহক সলীতকে সে তার নিজের পাশের আসনেই বস্তে দিল এবং প্রচুর উপঢৌকনাদি দ্বারা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো। তারপর হযরতের পত্রের উত্তর লিখলো এভাবেঃ

ما احسن ماتدعو اليه واجمله وانا شاعر قومى وخطيبهم ، والعرب تهاب مكانى ، فاجعل لى بعض الأمر اتّبعك –

"আপনি আমাকে যে দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, নিঃসন্দেহে তা' উত্তম ধর্ম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার একটি শর্ত আছে। আমি আমার স্বজাতির মধ্যে একজন শ্রেষ্ট কবি ও বাগ্মীরূপে সুপরিচিত। আরবরা তো আমাকে অত্যন্ত মান্য করে থাকে। রাজত্বের অর্ধেক যদি আপনি আমাকে প্রদান করেন তবেই আমি আপনার আনুগত্য স্বীকার করতে পারি।" সাথে সাথে সে সলীতের কাছে হজরের মূল্যবান বস্ত্রাদি ও কারকারা নামক একটি গোলাম উপঢৌকন স্বরূপ হস্তান্তর করে।

সলীত এ উত্তর নিয়ে মদীনায় এসে নবী করীম (স)-এর হাতে অর্পন করলেন। নবী করীম (স.) বললেনঃ আমি তাকে একবিন্দু জমিও দান করবো না, অচিরেই সে তার বিত্তবিভব সহ আল্লাহ্র গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

'মাদারিজুন নবুওতে' আছে এক বছর পর যখন নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় ফিরলেন, তখন জিব্রাঈল এসে খবর দিলেন যে, বে-দ্বীন হাওযা মৃত্যু মুখে

---

* শব্দটির ব্যবহার হাওযা ও হুযা উভয়রূপেই পাওয়া যায়। আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (র) তাঁর 'সীরাতুল মুস্তফা' গ্রন্থে হুযা লিখলেও সাইয়েদ মাহ্বুব রিযভী ও অধ্যাপক আকরাম যিয়া (মদীনা) স্পষ্টতঃ হাওযা লিখেছেন।

www.pathagar.com

পতিত হয়েছে। নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীগণকে তা' জানিয়ে দেন এবং বলেন যে, অতঃপর হাওযার স্থলে এমন একজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে যে নবুওতের দাবী করবে। সত্য সত্যই এর অল্প কিছুদিন পরেই ইয়ামামার ভণ্ড নবী মুসায়লামার আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবূবকর (রা)- এর খিলাফতকালে এ ভন্ড নবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয় এবং ওহ্শীর হাতে মুসায়লামার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়।

দ্র. তবকাতুল কুবরা, খ.১, পৃ. ২৬২, সীরতে হালবিয়া ৩/২৮৬ ৩ মু'জামুল বুলদান, ৮ম খনণ্ড, বালাগে মুবীন, পৃ. ২২৪, যাদুল মা'আদ, ৩য় খন্ড, পৃ. ৬৩ সীরতুল মুস্তফা ২য় খন্ড, ৪১৬ ,তাওয়ারীখে মোহাম্মদী, ৭ম খন্ড পৃঃ ২৭-২৮

হাওযার প্রতি খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের সতর্কবাণী

ওয়াকেদী বর্ণনা করেন যে, ইয়ামামা অধিপতি হাওযার দরবারে একজন বড় খ্রীষ্টান পাদ্রী থাকতেন। তিনি হাওযাকে হুযুর (স.) এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দেয়, হাঁ, আমার কাছে তাঁর পত্র এসেছিল। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর সে দাওয়াতে সাড়া দেইনি। খ্রীষ্টীয় সে পন্ডিত তাকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে, সে জবাব দিল, "আমার স্বধর্মের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে। এছাড়া আমি হচ্ছি আমার সম্প্রদায়ের সর্দার; তাঁর ধর্ম গ্রহণে আমার রাজত্ব না খতম হয়ে যায় সে আশঙ্কায়ই আমি শঙ্কিত ছিলাম।"

খ্রীষ্টীয় সে পন্ডিত বললেন : আপনি যদি তাঁর আনুগত্য করতেন তা'হলে তিনি কস্মিনকালেও আপনার রাজত্ব থেকে আপনাকে অপসারিত করতেন না। তিনি আরবের নবী। হযরত ঈসা (আ.) ইন্জীলে তাঁর সু-সমাচার দিয়ে গেছেন। দ্র. আসাহহুস্ সিয়র, পৃ: ৩৯৬

মুসায়লামা কায্যাবের কাছে ইসলামের দাওয়াত

নবী করীম (স) এর দূত যখন ইয়ামামার সর্দার হাওযা বিন আলীর কাছে রসূলুল্লাহ (স) এর পত্র নিয়ে যান তখন ইয়ামামাবাসীদেরকে এবং মুসায়লামা কাযযাব ইবনে কবীর ইবনে হাবীবকেও তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। ইয়ামামাবাসীরা ব্যাপারটার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় প্রেরণ করে। এ দলে মুজা'আ ইবনে যারারা, রিজাল ইবনে উনফুয়া এবং ছামামা ইবনে কবীর মুসায়লামাও ছিল। প্রতিনিধিদল মদীনায় পৌঁছে মসজিদে নবভীতে প্রবেশ করে এবং হুযুর পাক (স) এর মসজিদে আগমনের অপক্ষোয় থাকে। একটু পরেই তিনি হযরত ছাবিত ইবনে কয়েস ইবনে শাম্মাস (রা) সহ মসজিদে এসে উপস্থিত হন এবং প্রতিনিধিদলের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। কথা প্রসঙ্গে মুসায়লামা বললো, আপনি যদি আপনার ইন্তেকালের পর আমাকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন তা'হলে আমি ঈমান আনয়ন করতে পারি।

www.pathagar.com

নবী করীম (স) এর হাতে তখন একটি কাষ্ঠখণ্ড ছিল। মুসায়লামাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেনঃ লোভের বশবর্তী হয়ে যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাও, তা' হলে মনে রেখো, আমার হাতের এ কাষ্ঠখন্ডের একটি টুকরোও আমি বিনিময়ে দিতে রাজী হবো না। আমাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার অন্তর্নিহিত মতলব ও এর পরিণতি সম্পর্কে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর তিনি মজলিস থেকে প্রস্থান করেন এবং বলে যান যে অবশিষ্ট বাক্যালাপ তাঁর পক্ষ থেকে ছাবিত ইবন কায়স ইবনে শাম্মাসই করবেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীছগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হুযুর পাক (স) এর সেই স্বপ্নটি স্মর্তব্য-যাতে হুযুর (স) বলেন যে, আমাকে একদা স্বপ্নে দেখানো হয় যে, আমার হাতে দুটি স্বর্ণের কাঁকন। আমার কাছে তা'খুবই অপসন্দনীয় ঠেকে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী এলো যে, এগুলো ফুঁক দিয়ে উড়িয়ে দাও! আমি তা-ই করলাম।

প্রত্যুষে আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলাম যে, আমার জীবদ্দশায়ই দু'জন মিথ্যা ভণ্ড নবীর উদ্ভব হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্থ হবে।

উক্তরূপ বাক্যালাপের পর ইয়ামামা থেকে আগত প্রতিনিধিদল তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। তত দিনে হাওযা বিন আলীর মৃত্যু হয়েছে এবং মুসায়লামা তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। এজন্যে মুসায়লামা দেশে ফিরেই নবুওতের দাবী করে বসে। প্রতিনিধিদলের অপর সদস্য রিজাল ইবনে উনফুয়া এ মর্মে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বাক্যালাপকালে নবী করীম (স) মুসায়লামাকে তাঁর সহ-নবীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একথা শুনে বনু হানফিয়া ও অন্যান্য গোত্র মুসায়লামার আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং তাকে নবী বলে মেনে নেয়।

নবী করীম (স) হযরত আমর বিন উমাইয়া দিমরী (রা)কে একবার ইয়ামামায় পাঠিয়ে ইয়ামামাবাসীদেরকে ও মুসায়লামাকে পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে আহ্বান জানান। কিন্তু মুসায়লামা শাসনক্ষমতার দর্পে নবী করীম (স) এর দূতের আহ্বানে সাড়া দিল না, বরং তার অনুগামী আমর বিন জারূদ হানাফীকে রসূলুল্লাহ (স) এর পত্রের জবাব দানের আদেশ দেয়। সেমতে আমর তার পক্ষ থেকে এভাবে জবাব লিখেঃ

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله ، اما بعد ، فان لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن القريش لاينصفون والسلام .

অর্থাৎ- "আল্লাহ্‌র রসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহম্মদের প্রতি-অতঃপর অর্ধেক রাজত্ব আমার ও অর্ধেক কুরায়শের হওয়া উচিত। কিন্তু কোরাইশরা সুবিচার করছে না। ওয়াস্ সালাম।" বনু আমের বিন হানীফা গোত্রের উবাদা ইবনে হারিছ এ পত্রখানা বহন করে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

পত্রখানা নবীকরীম (স) এর কাছে পৌছামাত্র তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন, ঐ মিথ্যাবাদী আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তুমি তা-ই বয়ে নিয়ে এলে! মন চায় তোমাকে হত্যা করি কিন্তু তুমি হচ্ছো দূত! তাই এতবড় দুঃসাহস প্রদর্শনের পরও ছেড়ে দিচ্ছি। তারপর হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) কে এর জবাব লিখতে বললেন। তাঁর সে পত্রের পাঠ ছিল এরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبى الى مسيلمة الكذاب، اما بعد، يلقى كتابك الكذب والفتراء على الله وان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى -

"পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহর নামে- মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে মুসায়লামা কাযযাব (মহামিথ্যুক ও চরম ভণ্ড) এর নামে।

হামদও সালাতের পর আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ সম্বলিত তোমার পত্রখানা পেলাম। যমীন আল্লাহ্‌র; তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থকে যাকে ইচ্ছে এর মীরাছ দান করেন বা মালিক বানান। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকী পরহেজগারদের জন্যে। সালাম তার প্রতি যে হেদায়েতের অনুসারী।"

নবী করীম (স) এ পত্রখানা হাবীব বিন যায়দ বিন আসিম (রা) কে অর্পণ করে মুসায়লামার কাছে পৌছানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওহব আসলমী এবং হযরত সায়েব ইবনে আওয়াম (রা) কে তাঁর সাথে প্রেরণ করেন। পত্র পেয়ে মুসায়লামা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে এবং পত্রবাহক হাবীব (রা)-এর হাত পা কেটে ফেলে দেয়। অবশিষ্টগণ নবী করীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে যখন মুসায়লামার এ পৈশাচিক আচরণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন তখন তিনি যারপর নাই মর্মাহত হলেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন। এ সব ঘটনা ঘটে দশম হিজরী সনে।

অবশেষে আল্লাহ্‌র নবীর ভবিষৎদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা)- এর খিলাফতকালে হযরত হাম্‌যা (রা) এর হত্যাকারী ওহ্‌শীর হাতে মুসায়লামা কায্‌যাব চরম লাঞ্ছনার সহিত মৃত্যুবরণ করে। ইয়ামামাবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। দ্র. ফুতূহুল বুলদান পৃঃ ৯৭-৯৮ (বৈরুত ১৯৮৩ইং)

www.pathagar.com

সিরিয়া অধিপতি হারিছ বিন আবি শুমরের নামে রাসূলুল্লাহ (স) এর পত্র

এ সমস্ত পত্রে আল্লাহ্‌র একত্ব এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালতের প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দেয়া হয়। সাথে সাথে একথাও জানিয়ে দেয়া হয় যে, এ পত্রপ্রদান নিছক তাদের মঙ্গলকামনার তাগিদেই, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা রাজত্বের লোভ মোটেই এর পিছনে সক্রিয় নেই। এমন কি " আপনার রাজত্ব আপনার হাতেই থাকবে" এ নিশ্চয়তাও তাদেরে প্রদান করা হয়। সাথে সাথে এ মর্মে সতর্কও করে দেয়া হয় যে, এ পত্রের আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হলে বা একে অগ্রাহ্য করলে পরিণামে রাজত্বও হারাতে হবে।

নবী করীম (স)-এর যমানায় সিরিয়ার বাদশাহ্ ছিলেন হারিছ বিন আবি শুমর। নবী করীম (স) হযরত শুজার মাধ্যমে তাঁর কাছে পত্র প্রেরণ করেনঃ

من محمد رسول لله الى الحارث ابن ابى شمر سلام على من اتبع الهدى وامن به وصدق وانى ادعوك ان تؤمن بالله وحده لاشريك له يبقى ملكك – (السيرة الحلبية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦)

"মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হারিছ বিন শুমরের প্রতি সত্য পথের যে অনুসারী তার প্রতি সালাম। আমি আপনাকে এক লা-শরীক আল্লাহ্‌র পানে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি যদি ঈমান আনয়ন করেন, তবে আপনার রাজত্ব বহাল থাকবে।"

(সীলমোহর)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. আসসীরাতুল হালাবীয়া, খ. ৩, পৃ. ২৮৬

পত্রবাহক হযরত শুজা বিন ওহাব আসাদী (রা) সিরিয়া গিয়ে হারিছের সাক্ষাৎ পেলেন না। সে তখন হিরাক্লিয়াসের অভ্যর্থনার ব্যবস্থাপনা উপলক্ষে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল। হিরাক্লিয়াস ঐ সময়টাতে পারস্যের উপর তার বিজয়লাভ এবং পবিত্র ক্রুশ পুনঃস্থাপন উৎসবের জন্যে পদব্রজে হিম্‌স থেকে জেরুযালেমে এসেছিল। কয়েকদিন পর সে সিরিয়ার ফিরে আসলে রসূলুল্লাহ্‌র কাসেদ তার কাছে পত্র হস্তান্তর করলেন। পত্র পেয়ে সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লো এবং অবজ্ঞাভরে পবিত্র পত্রখানা মাটিতে ছুঁড়ে ফেললো । সে তার মন্ত্রীকে অবিলম্বে মদীনা আক্রমণের জন্যে সৈন্য সামন্ত তৈরী করতে নির্দেশ দিল। এ দিকে মন্ত্রীকে এ যুদ্ধসজ্জার নির্দেশ দিয়ে নিজে রোমকসম্রাটের নিকট যুদ্ধের অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলো। হিরাক্লিয়াস তাকে বারণ করলেন। ফলে সে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত রইলো।

দ্র. যাদুল মা'আদ, খ. ৩, পৃ. ৬৩ সীরতুল মুস্তফা, জিলদ ২, পৃ. ৪১৫ -১৬ (বায়হাকীর বরাতে)

www.pathagar.com

এ দিকে হারিছের দাররক্ষী 'মুরী'-এর মনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো। তিনি রসূলুল্লাহ্‌র পত্রবাহক শুজাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরম যত্ন সহকারে আতিথ্য প্রদান করলেন এবং হযরত শুজার কাছে রসূলুল্লাহ্ (স) এর পরিচয় জান্‌তে পেরে কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। জানা যায় যে, ইনি ইঞ্জীল কিতাবে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হযরত শুজাকে তিনি পথে খাওয়ার জন্য আহার্যাদিও প্রদান করেন এবং তাঁকে নবী করীম (স) এর দরবারে তাঁর সালাম পৌঁছাতে অনুরোধ করেন। তিনি অশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এ সংবাদ জান্‌তে পারলে হারিছ তাঁকে প্রাণে হত্যা করবে।। হযরত শুজা মদীনায় ফিরে নবী করীম (স)- এর খেদমতে সমস্ত বিবরণ শুনালেন। নবী করীম (স) বললেনঃ অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা হারিছকে ধ্বংশ করে দেবেন।

দূত মুরীর সালাম পৌঁছালে নবী করীম (স) বল্‌লেনঃ সে যথার্থই ঈমান এনেছে।

"মাদারিজুন নবুওতে" আছে, এর অল্প কিছুদিন পরেই এ দাম্ভিক রাজার পতন ঘটে এবং জাবালা বিন আয়হাম তার রাজ্যলাভ করেন। ইয়েমেনের রাজা হারিছের কাছে নবী করীম (স)-এর পত্র বহন করে নিয়ে যান হযরত মুহাজির। কিন্তু এ সম্পর্কে বিশদ কোন বিবরণ জানা যায় না।

সিরিয়ার গোত্রপতিদের নামে রসূলুল্লাহ্‌র পত্র

পটভূমিঃ সিরিয়া এলাকাটি নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই রোমক ও পারসিক সাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধ চলে আস্‌ছিল। উক্ত দু'টি সাম্রাজ্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত বড় যুদ্ধসমূহের প্রায়টারই সূচনা এ অঞ্চলের দখল নিয়ে। কারণ, এ এলাকাটি ছিল বাণিজ্যপথসমূহের মিলনকেন্দ্র। যে শক্তিই এ এলাকাটির উপর তার দখল কায়েম করতে পারতো, মিসর, রোম আরব, ইরান সকলের উপরই তার আধিপত্য চল্‌তো। জল ও স্থল বাণিজ্যপথসমূহ তারই প্রভাবভুক্ত হয়ে পড়তো। ফলে, তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। এমনিতেই এ এলাকাটি অত্যন্ত উর্বর শস্যশ্যামল ছিল। এর ভূমিরাজস্ব থেকে শাসক মহলের প্রচুর অর্থাগম হতো।

ইরাক ও রোমের মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকায় অনেক গোত্রই বসবাস করতো। কয়েকটি উপজাতীয় রাজ্যও এই সীমান্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে বনু গাস্‌সানরা ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। তাঁদের রাজধানী ছিল দামেশ্‌ক। তারপর আসে দাওমাতুল জন্দল রাজ্যের কথা। এ রাজ্যে দাওমা খান্দানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৃতীয় বড় রাজ্য ছিল বনুকা'আবের রাজ্য। তারপর আসে জুযাম, কোযাআ' এবং আয্‌রা গোত্রের কথা। এসব বড় বড় গোত্রের সাথে ছোট ছোট গোত্রের মৈত্রী চুক্তি থাক্‌তো। কিন্তু এ মৈত্রীর কোন ছকবাঁধা নিমকানুন ছিল না। প্রায়ই পালাবদল ঘটতো এসব মৈত্রীর। ফলে আজ যে মিত্র, কালই হয় তো সে আবার শত্রুতে পর্যবসিত হতো। হয়ত বা তার কোন

www.pathagar.com

শত্রু কবীলার সাথেই নতুন মৈত্রীর চুক্তি হয়ে বসতো। ফলে, এসব গোত্র বা কবীলাগুলো মিলে কোন দিনই একটি সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। যদি তা'হতে পারতো, তা' হলে হয় তো আলেকজান্ডারের পরবর্তী যুগসমূহের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো।

ইরাক ও সিরিয়ার কবীলাসমূহের এই গোত্রীয় রেষারেষি থেকে সবসময়ই ফায়দা লুটেছে পারসিক ও রোমকরা। তাঁরা সর্বদাই এদেরে নিজ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছে। দুইটি বৃহৎ শক্তির মধ্যবর্তী স্থানে বসত করে এবং উক্ত সাম্রাজ্যদ্বয়ের প্রধান রণক্ষেত্র এসব এলাকায় হওয়া সত্ত্বেও কোনদিনই এদের স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়নি, বরং আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্বশাসন তাঁরা সর্বদাই ভোগ করেছে। এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, ইরাণও রোমের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য রক্ষাকারী ছিল এ গোত্রসমূহই। এরা যে পক্ষে যোগদান করতো, নিশ্চিতভাবে সে পক্ষের পাল্লাই ভারী হয়ে যেতো। তাই উক্ত সাম্রাজ্যদ্বয় সর্বদাই এদের মন জয়ের চেষ্টায় লেগে থাকতো। এই গোত্রীয় সরকারগুলো উক্ত দু'টি বৃহৎশক্তির নিকট থেকে বহুল পরিমাণে সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতো। যখন উক্ত বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের মধ্যে কখনো যুদ্ধ বেঁধে যেতো এবং কোন একটি অপরটির উপর বিজয়ী হয়ে যেতো, তখন এরা বিজয়ী শক্তির আনুগত্য স্বীকার করে তাদের সৈন্যদের সাথে যোগদান করতো। এজন্যই এদেরে কখনো ইরানের খসরু পারভেজের দরবারে নযরানা পেশ করতে দেখা যেতো; আবার কখনো এদেরে রোমক সম্রাটের দরবারে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে দেখা যেতো।

এ কবীলাগুলোর অধিকাংশই ছিল আরব বংশোদ্ভূত। এদের মধ্যে যারা ইরাণী সাম্রাজ্যের সংলগ্ন এলাকাসমূহে বাস করতো অথবা যাদের বেশী বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা ইরাণীদের সাথে ছিল, তাঁরা ইরাণীদের পৌত্তলিকসুলভ ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে অগ্নিউপাসকসুলভ অনেক আজমী ক্রিয়াকর্ম দেখা দিচ্ছিল। পক্ষান্তরে, যারা রোমক সীমার ধারেকাছে বসবাস করতো, তাদের অধিকাংশই ঈসায়ী ধর্ম অবলম্বন করে ফেলে। রোমকদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ছোঁয়াও তাদের গায়ে লেগেছিল। ইরাক ও সিরিয়ার এই আরব কবীলাগুলোর অধিকাংশই ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী এবং বাইজেন্টাইনী গীর্জার ভক্ত ছিল। তাই অগ্নিউপাসক পারসিকদের পরিবর্তে তাদের সহানুভূতি স্বভাবতঃই ত্রিত্ববাদী রোমকদের পক্ষে থাকতো। রোমকদের মোকাবেলায় এ ইরাণীদের এমনি একটি দুর্বলতা ছিল, যার কোন প্রতিকারও তাঁদের হাতে ছিল না। কেননা, খৃষ্টানদের ধর্ম ছিল একটি প্রচারমূলক ধর্ম-যাতে যে কেউ দীক্ষা গ্রহণ করার পথ খোলা ছিল। পক্ষান্তরে পারসিক ধর্ম একটি বংশগত ধর্ম- সে ধর্মাবলম্বীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করা ছাড়া এ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের কোন পথ ছিল না।

ইরাণ ও রোমের সর্বশেষ যুদ্ধে রোমক সম্রাটের জয়লাভের পিছনে ছিল তাঁর স্বধর্মাবলম্বী কবীলাগুলোর এই সাহায্য। হিরাক্লিয়াস ৬২২ খৃষ্টাব্দ এবং ৬২৭ খৃষ্টাব্দের

www.pathagar.com

মধ্যে ইরান-সম্রাট খসরু পারভেজকে শেষবারের মতো যুদ্ধে পরাস্ত করে সিরিয়া ও মিসরের উপর তাঁর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

যে পর্যায়ে এ পত্রগুলো উক্ত গোত্রীয় রাজ্যগুলোর শাসকদের হাতে গিয়ে পৌঁছে তখন অবস্থা এমন ছিল না যে, তাঁরা ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে আদৌ কিছু জানেন না। এ হচ্ছে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের কথা। ইরাণ ও রোমের বৃহৎ শক্তিদ্বয় দীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক হানাহানি ও যুদ্ধবিগ্রহের দরুণ তখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে তারা তখন মানসিক নৈরাজ্যের মধ্যে বাস করছিল। রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলাও তখন চরমভাবে বিপর্যস্ত। এমনি পটভূমিকায় আরবের অভ্যন্তর থেকে ইসলামের নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটছিল। এ শক্তি কোন নতুন সাম্রাজ্যের শক্তি ছিল না; বরং এ ছিল এক দুর্বার আন্দোলনের শক্তি।

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত সিরিয়া অঞ্চলে বসবাসকারীরা ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতো না। তাঁরা শুধু এতটুকু জানতো যে, মক্কার কোরায়শ বণিকদের মধ্যকার কোন এক ব্যক্তি নবুওতের দাবী করেছে। কোরায়শ বংশের লোকজন তার ঘোর বিরোধী। তারপর যে খবরটা তারা কৌতুহলভরে শুনলো, তা' হলো আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান বাদশাহ্ নাজাশী এ নতুন নবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে নিজ রাজ্যে আশ্রয় প্রদান করেছেন। কিন্তু হিজরতের পর যখন মদীনায় এ আন্দোলন রাষ্ট্রীয় শক্তিরও অধিকারী হয়ে বসলো এবং মক্কার কোরায়শদের ও ইয়াছরেবের দুর্গপতি ইহুদীদের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধেও তারা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নিজেদের বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে তারা জানতে পেলো, তখন তাদের বিস্ময়ের কোন সীমা পরিসীমা রইলো না। এসময় তাদের মনে রসূলুল্লাহ্ ও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে জানবার কৌতুহলও সৃষ্টি হয়। বিস্ময়াবিষ্ট মনে তারা ভাবতে শুরু করলো, কে এই নতুন রসূল, কী তাঁর বক্তব্য আর কেমন করেই বা তিনি কোরায়শ ও ইহুদীদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ফেললেন? আর একটি কারণেও মুসলমানগণ এসব এলাকার অধিবাসীদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালেন, আর তা' হলো, এসব যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাঁরা সিরিয়ার বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দেন। যার ফলে ইয়েমেনের পণ্যসম্ভার সিরিয়ায় পৌঁছতে পারছিলো না। সিরিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহে এ নিয়ে দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়! হিজরী ৬ষ্ট সনে যখন মক্কার কোরায়শ এবং মদীনার মুসলমানদের মধ্যে হোদায়বিয়া নামক স্থানে সন্ধি স্থাপিত হলো, তখন প্রথমবারের মতো মদীনার মুসলমানদের প্রতিনিধিদল সিরিয়ার গোত্রসমূহের নিকট গিয়ে পৌঁছে। এ সময়টাতেই মক্কার কোরায়শরা মুসলমানদের সাথে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ইহুদীদের সাথে মিলে মদীনার মুসলমানদের বাণিজ্যবহরকে বাধা দেয় এবং এজন্য সিরিয়ার গোত্রসমূহকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এ প্ররোচনার ফলেই দাওমাতুল জন্দলের খ্রীষ্টান

www.pathagar.com

শাসক উকায়দির রুমা মদীনা-যাত্রী বাণিজ্যবহরের উপর আক্রমণ চালায়। হুযুর (স) উকায়দিরের এ দৌরাত্মকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তার সমপর্যায়ের গোত্র বনিকেলাবের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন।

তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে তাঁর দূতহিসাবে উক্ত গোত্রসমূহে প্রেরণ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় বনি কেলাবের বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী খান্দান ইসলাম গ্রহণ করেন। উক্ত কবীলাসমূহের মধ্যকার জনৈক গোত্রপতি রাযীগ হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা)- কে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করেন। বনি কেলাবের এই সমর্থন মুসলমানদের জন্যে উন্মুক্ত থাকে এবং মদীনায় শস্যসম্ভারের সরবরাহ অব্যাহত থাকে।

ঐ সময়টাতেই রসূলুল্লাহ্ (স) রোমসম্রাট কয়সরকে পত্র লিখেন এবং তাঁর দরবারে মুসলমানদের প্রতিনিধিদলের মোকাবেলায় আবূ সুফিয়ানকে চরমভাবে অপদস্থ হতে হয়। এ ঘটনাও সিরিয়ার আরব গোত্রসমূহে মদীনার গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে এবং ইরাক ও সিরিয়ার কোন কোন ব্যক্তি ও গোত্র তখন থেকেই রোমক ও ইরাণীদের অত্যাচার অবিচার থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে মদীনার এ নব্যশক্তির প্রতি আশাবাদী দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। এই পটভূমিকায়ই ইরাক ও সিরিয়ার গোত্রীয় রাজ্যসমূহের শাসকদের নামে রসূলুল্লাহ্র পত্রাবলী প্রেরিত হয়।

দাওমাতুল জন্দল-অধিপতি উকায়দির এর নামে রসূলুল্লাহ (স) এর ফরমান

পরিচিতি ঃ ইয়াকূত হামুভী তাঁর বিখ্যাত মু'জামুল বুলদান পুস্তকে দাওমাতুল জন্দল* সম্পর্কে লিখেন : এটি হচ্ছে সিরিয়া ও মদীনার মধ্যবর্তী দারুল-কুরা। এটা একটা জনপদও হতে পারে, আবার কয়েকটা জনপদের সমষ্টিও হতে পারে। তায় পাহাড়ের নিকটবর্তী এ এলাকাটি একটি প্রাচীর দ্বারা সু-সংরক্ষিত। জন্দল মানে পাথর। দাওমাতুল জন্দলের নামকরণ সম্পর্কে কথিত আছে যে, উকায়দির ও তার ভাইয়েরা তাদের মামার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দাওমাতুল হীরায় আসতেন। একবার তারা শিকারে বেরিয়ে এমন একটি স্থানে উপনীত হলেন যেখানে পাথর নির্মিত কয়েকটি প্রাচীরের ধ্বংশাবশেষ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তারা সেখানে কয়েকটি যয়তুন গাছ ও অন্যান্য গাছ রোপন করে এর নামকরণ করলেন দাওমাতুল জন্দল। (দ্র.

শব্দটি দাওমা ও দূমা উভয়রূপেই লিখিত হয়। 'আর-রাহীকুল মাখতূম' গ্রন্থে দূমা এবং অধ্যাপক আকরাম যিয়ার পুস্তকের ইংরেজী ভাষ্যে (DAWMA) ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

ফুতূহুল বুলদান (বাংলা ভাষ্য)পৃ. ৫৯) কাল্‌ব গোত্রের একটি শাখাগোত্র বনূ কানানা গোত্রের লোকেরা এখানে বসবাস করত। দাওমার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে সুদৃঢ় মারিদ দুর্গ অবস্থিত। এটাই উকায়দিরের দূর্গ।

উকায়দির ছিল বাইজানটাইন সম্রাটের করদ রাজা। নবী করীম (স) তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)কে প্রেরণ করেন এবং বলে দেন যে, ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হলে তাকে জিযিয়াদানের বিকল্প প্রস্তাব দেবেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ দাওমায় গিয়ে উকায়দিরকে যথারীতি ইসলামের দাওয়াত পৌঁছালেন। উকায়দির ইসলাম গ্রহণ তো করলোই না, উপরন্তু খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিল। যুদ্ধ যেহেতু উদ্দিষ্ট ছিল না, তাই খালিদ (রা) তেমন কোন বাহিনীও সাথে নিয়ে যান নি। অল্প কিছু সাথীসঙ্গী নিয়ে তিনি যাত্রা করেছিলেন; কিন্তু 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র তরবারী খালিদের নিকট সৈন্যসংখ্যা নয় ইসলামের মর্যাদাই ছিল বড় কথা। আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি ঐ স্বল্পসংখ্যক সঙ্গীদের নিয়েই যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। স্বল্পসময়ের মধ্যেই যুদ্ধে উকায়দিরের ভাই নিহত হল। তার স্বর্ণের কারুকার্যখচিত রেশমী জুব্বা মুসলমানদের হস্তগত হল। উকায়দির বন্দী হলো এবং ঐ অবস্থায়ই মদীনায় মহানবী (স) এর দরবারে নীত হল। উকায়দির বন্দী হলেও শাহী লেবাসে নবী-দরবারে উপনীত হল। হুযুর (স) তাকে সসম্মানে দরবারে বসালেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। মহানবীর এ ঔদার্য ও উন্নত আচরণ লক্ষ্যে এবং তাঁর মধুর বাণী শ্রবণে উকায়দির বাহ্যতঃ অভিভূত হল এবং স্বত:স্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করলো। মদীনা থেকে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে সে একটি অভয়পত্র লিখিয়ে নেয়। মহানবী (স) এর সে ফরমানটি ছিল এরূপ ঃ

هذا كتاب من محمد رسول الله لاكيدر حين اجاب الى الاسلام وخلع الانداد والاصنام ولاهل دومة ان لنا العناية من الفحل والبور والمعافى واغفال الارض والسلاح والحافر والحصن ولكم الضامنة من النخل والمعين ومن المعمور لاتعدل سارحتكم ولاتعد فاردتكم ولايخظر عليكم النبات . تقيمون الصلوة لوقتها وتؤدون الزكوة بحقها عليكم بذلك عهد الله والميثاق ولكم به الصدق والوفا شهادة الله ومن حضر من المسلمين-

অর্থাৎ : এ লিপিটি আল্লাহ্ রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে উকায়দিরের জন্য-যখন সে মূর্তিপূজা ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর এটা দাওমাবাসীদের উদ্দেশ্যেও বটে।

www.pathagar.com

তোমাদের আবাদী জমির বহির্ভূত জমি, অনুর্বর জমি, ঘরবাড়ীশূণ্য জমি, বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র, ভারবাহী পশু এবং দূর্গ প্রভৃতি আমাদের অধিকারে থাকবে। আর তোমাদের অধিকারে থাকবে ঐ সব খেজুর গাছ যেগুলো দূর্গের মধ্যে রয়েছে এবং পানির প্রবহমান ধারাসমূহ। চারণভূমিতে তোমাদের পশুসমূহ চরাতে বারণ করা হবে না। নির্দিষ্ট নেসাবের অতিরিক্ত পশুগুলো যাকাত নির্ধারণের সময় গণনা করা হবে না। তোমাদের শাক্-সবজি উৎপাদনে বাধা দেওয়া হবে না। তোমাদেরকে সময়মত সালাত আদায় করতে হবে এবং নিয়মানুযায়ী যাকাত দিতে হবে। বিনিময়ে তোমাদের সাথে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তোমরা আমাদের নিকট থেকে পাবে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা। আল্লাহ্ ও উপস্থিত মুসলমানগণ এর সাক্ষীস্বরূপ রইলেন।

দ্র: ফুতূহুল বুলদান (আরবী-বৈরুত, ১৯৮৩ইং) পৃ. ৭২-৭৩; ঐ, বাংলা ভাষ্য, প্র, ৫৮; তাবাকাত খ. ৩, পৃ.৩৬ আল-ইক্‌দুল ফরীদ খ.১, আল-ওফ্‌দ অধ্যায়; মু'জামুল বুলদান- আহমদ ইব্‌ন জাবিরকৃত কিতাবুল ফুতূহ্ এর 'দাওমা' শব্দ প্রসংগ এর বরাতে; ই'লামুসঃ সা-ইলীন, পৃ. ৪১, মুসনদ আহমদ খ.৩, পৃ. ১৩২, আর- রওযুল আনিফ, খ.২, পৃ.৩১৯; আল-মাওয়াহিব- শারহে যরকানী খ.৩, পৃ.৪১৪, আল-মজমু'আ... পৃ. ২১৪, নং. ১৯০, আল-কামিল (ইব্‌ন আছীর) খ. ২, পৃ. ১০৭,

উকায়দির বেশ ক'বছর মুসলমানদের সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (স) এর ইন্তিকালের পরপরই সে যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়। প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে সে হীরায় চলে যায় এবং সেখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দাওমাতুল জন্দলের নামানুসারে তার নামকরণ করে দাওমা। তার ভাই হুরায়ছ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উকায়দিরের অধিকারে যে সব সম্পদ ছিল সেগুলো প্রাপ্ত হন। মুয়াবিয়া (রা) এর পুত্র য়াযীদ এই হুরায়ছের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কবি সুয়ায়দ ইব্‌ন শাবীব কাল্‌বী উকায়দিরের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সতর্ক করে দিয়ে বলেন :

لا يأمنن قوم عثار جدودهم ▯ كمازال من خبث ظعائن اكدرا

অর্থাৎ : "কোন সম্প্রদায়েরই তাদের নেতৃস্থানীয়দের অপকর্ম থেকে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। উকায়দির যে ভাবে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছে, তার যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।" দ্র. ফুতূহুল বুলদান (আরবী) পৃ. ৭৩

www.pathagar.com

বালকার বাদশাহ ফরোয়ার প্রতি রসূলুল্লাহর পত্র

পরিচিতিঃ বালকা নামক রোমক সাম্রাজ্যের একটি সীমান্তবর্তী প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন ফারওয়া ইবন আমর আল-জিযামী। রোমক সম্রাটের পক্ষ থেকে মা'আন, আম্মান ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ তাঁর শাসনাধীন ছিল। মা'আন ছিল তাঁর রাজধানী। মা'আন নামক ঐ এলাকায় অবস্থিত একটি পাহাড়ের নামে ঐ নগরীটিও মা'আন নামেই পরিচিত হয়। আরব উপদ্বীপের উত্তর পশ্চিমে আকাবা থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরবর্তী এই এলাকাটি এখন পূর্ব জর্দানের মধ্যে পড়েছে।

বিশ্বনবী (স) এর বিশ্বের সেরা রাজ-রাজড়াদের নামে ইসলামের দাওয়াতী পত্র প্রেরণের সংবাদ পেয়ে তিনি লোক মারফত এ নতুন নবীর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে নিশ্চিত হন যে, সত্যিই তিনি আল্লাহর শেষ রাসূল। সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত রসূলে করীম (স) এর খেদমতে একখানি পত্র প্রেরণ করে তাঁর প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধার কথা জ্ঞাপন করেন। তাতে তিনি লিখেন :

لحمد رسول الله انى مقر بالاسلام مصدق به اشهد ان لا اله الا وان محمدا رسول الله ، انت الذى بشر بك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام .

-"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের প্রতি আমি সর্বান্ত:করণে ঈমান আনয়ন করেছি ও ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তার সত্যতার প্রত্যয়ন করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিই সেই পবিত্র সত্তা-যার শুভাগমনের সু-সমাচার ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) দিয়ে গেছেন।"

এরূপ পত্র লিখে তিনি মাস্‌উদ বিন সা'দ নামক দূতের মারফত তা' হযরত রসূলে করীম (স)-এর পবিত্র দরবারে প্রেরণ করলেন। সাথে পাঠালেন একটি ঘোড়া, একটি গাধা, একটি সাদা রঙের খচ্চর, সোনা-রূপা, স্বর্ণখচিত কবা সহ এক বহুমূল্য উপঢৌকনসম্ভার। রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর সৌজন্যমূলক আচরণে অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তাঁর প্রেরিত এ উপহারসামগ্রী সাহাবীগণের মধ্যে ভাগবন্টন করে দিয়ে হযরত বেলালকে ডেকে রাজদূতের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন এবং আতিথ্য প্রদানের আদেশ দিলেন। হযরত বেলাল (রা) অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁর খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করেন। হযরত রসূলে করীম (স) এ রাজদূতকে পাঁচশত দেরহাম সহ নিম্নরূপ পত্র দিয়ে বালকায় পাঠালেনঃ

من محمد الله رسول الله الى فروة بن عمرو اما بعد فقد قدم علينا رسولك وبلّغ ما ارسلت به وخبر عمّا قبلكم واتانا باسلامك وان الله هداك لهداه ان اصلحت واطحت الله ورسوله واقمتا الصلوة واتيت الزكوة .

"আপনার দূত আপনার উপহারসামগ্রী সহ আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং আপনার প্রেরিত দ্রব্যসম্ভার পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আপনার পক্ষ থেকে সমস্ত সংবাদ দূত অবহিত করেছে এবং আপনার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ আমাদেরকে দিয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হিদায়াতের দ্বারা আপনাকে ধন্য করতে থাকবেন যদি আপনি সৎকর্ম করতে থাকেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে যান, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে থাকেন।"

(সীল মোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

'মাদারিজুন নবুওত' কিতাবে আছে, রোম-সম্রাটের নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো যে, তারই অধীনস্ত বল্‌কার করদ রাজা আরবী নবীর ধর্ম গ্রহণ করে বসেছেন, তখন তার ক্রোধের সীমা রইলো না। সে তাঁকে অবিলম্বে রোমে ডেকে পাঠালো এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম ত্যাগের নির্দেশ দিল। ফরোয়া বললেন "তা' কেমন করে হতে পারে? যীশু খ্রীষ্ট তো এই শেষ নবীর শুভাগমনের সু-সমাচারই প্রচার করে গিয়েছেন। তাঁর এ সত্য ধর্মে কোনক্রমেই জলাঞ্জলি দিতে পারবো না।" মুখের উপর এ জবাব পেয়ে রোম-সম্রাট ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। বলে কী! সামান্য একটা করদরাজার এতবড় আস্পর্ধা! সে তাঁকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিক্ষেপ করলো। এভাবে দীর্ঘ কয়েকটি বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও যখন তাঁর মনোভাবে কোনরূপ পরিবর্তনই দেখা গেল না, তখন তাঁকে শূলে চড়ানো হলো। তাঁরই উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে শায়ের লিখেছেনঃ

"রাজ্য গেল প্রাণ গেল না ছাড়িল দ্বীন
একেই বলিতে হয় কামেল মোমিন।"

(তাওয়ারিখে মোহাম্মদী,(বাংলা) ৭ম খন্ড, পৃঃ ২১)

-মওলানা মুহাম্মদ সাঈদ ইব্রাহীমপুরী বিরচিত

ইব্‌ন শিহাব যুহরীর বরাতে ইব্‌ন হিশাম তাঁর মর্মস্পর্শী অন্তিম কবিতাপংক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুল্‌বার পূর্বমূহূর্তে তিনি পরম আবেগ সহকারে বলেন :

بلغ سراة المسلمين بانني سلم لربي اعظمي ومقامي

মুসলমানদের সর্দারদের পৌঁছে দিও বার্তা আমার
মওলার তরে দিনু সঁপে অস্থি এবং হাস্তি আমার ।

ইব্‌ন হিশাম তাঁর বিখ্যাত 'সীরাতুন নবভীয়া' গ্রন্থে তাঁর শাহাদত-পূর্ব মর্মস্পর্শী যে অনবদ্য পংক্তিমালা উদ্ধৃত করেছেন, তাথেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের জন্য সর্বস্বত্যাগী এই মর্দে মুমিন ফারওয়া (র) একজন উচুঁমানের কবি ছিলেন।

দ্র. সীরতে ইবনে হিশাম (আরবী) খ. ৪. পৃ: ২৬১, তাবাকাত ইবন সা'দ খ.৩. পৃ: ৩৯. আস্-সীরতুল হালাবিয়া. খ. ৩. পৃ: ২৫৮; মাকাতীবুর রাসূল, খ.১. পৃ: ১৫২-১৫৫; আল-কামিল (ইব্‌ন আছীর) খ. ২. পৃ: ১১৪; মজমু'আতুল ওছাইক, পৃ: ৬২ (নং ৩৬), রিসালাতে নবভীয়া (আবদুল মুনইম খান) নং ৮১; নবীয়ে রহমত (আবূসাঈদ ওমর আলী অনূদিত) পৃ: ৩৯৫

www.pathagar.com

য়ুহান্না বিন রুবা ও আয়লার সর্দারদের নামে রসূলুল্লাহ (স) এর পত্র

পটভূমিঃ রসূলুল্লাহ (স) সিরিয়ার গভর্ণর হারিছ গাস্‌সানীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যে পত্র দেন তা যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে। সে তো তাতে এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে, মদীনা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বাধা দানে হারিছ যুদ্ধযাত্রা থেকে নিবৃত্ত হলেও সিরিয়ার খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী সর্দাররা মদীনা আক্রমণের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এমন কি হিরাক্লিয়াস নিজেও ভিতরে ভিতরে আক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। মদীনায় একথা রটে গিয়েছিল যে ঈসায়ীরা তাদের যুদ্ধের ঘোড়াসমূহের খুর বাঁধাচ্ছে এবং যে কোন সময় তারা মদীনায় আক্রমণ চালাতে পারে। আসলে তা অমূলক ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তা এতই মশহুর ছিল যে, যখন নবী করীম (স) কোন এক কারণে তাঁর সহধর্মিণীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং ঈলার মশহুর ঘটনাটি ঘটে তখন জনৈক সাহাবী হযরত উমর ফারূক (রা) কে লক্ষ্য করে বলেন, "সাংঘাতিক এক ব্যাপার ঘটে গেছে।" তা শোনা মাত্র হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কেন, রোমক সম্রাট মদীনা আক্রমণ করে বসেছে নাকি?

যখন রোমক সম্রাট কয়েক লক্ষ সৈন্য সামন্ত নিয়ে মদীনা আক্রমণ করবে বলে নিশ্চিত প্রতীতি জন্মালো, তখন নিজেরাই অগ্রসর হয়ে শত্রুদেশের মধ্যে যুদ্ধ করাটাকেই হুযুর (স.) সমীচীন মনে করেন এবং গ্রীষ্মের খরতাপ ও দাবদাহ এবং মুনাফিকদের لاتنفروا فى الحر অর্থাৎ 'খরতাপের মধ্যে যুদ্ধে যেয়ো না' মর্মের প্রচারণা সত্ত্বে ও সিরিয়া সীমান্তবর্তী সুদূরের তাবুকে গিয়ে উপস্থিত হন। মুসলমানদের অগ্রযাত্রার সংবাদে ও তাঁদের দৃঢ় মনোবল লক্ষ্যে রোমকরা হতচকিত হয়ে তখনকার মত যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করে দিক বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আয়লা (আকাবা)

হেজায সীমান্তের শেষ সীমা এবং সিরিয়া সীমান্তের শুরুতেই লোহিত সাগরের উপকূল ঘেঁষে এ শহর ও জনপদটি অবস্থিত। এখন তা' আকাবা নামে বিখ্যাত।

আব্দুল মুনযির বলেন, এ নামটি আয়লা বিনতে মাদ্‌য়ান বিন ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের নামানুসারে রাখা হয়েছে। আবূ উবায়দা বলেন, আয়লা, ফুসতাত ও মক্কা নগরীর মধ্যবর্তী এলাকায় লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত। এটা সিরিয়ার একটি শহর। আবূ যায়দের মতে এটি একটি ছোট জনপদ যেখানে শনিবারে শিকার যাদের জন্য আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছিলেন সেই ইহুদীদের বসবাস ছিল। তারা আল্লাহ্‌র সে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়ে অপদস্থ বানরে قردة خاسئين রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম এর যুগেও এখানে ইহুদীরাই বসবাস করতো।

www.pathagar.com

এটি রোমক তথা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। নবী করীম (স) এর আমলে এর শাসক ছিলেন ইউহান্না তিনি একজন খ্রীষ্টীয় বড় ধর্মযাজক ছিলেন।

এ স্থানটির ভৌগলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিন হাজার বছর পূর্বে আয়লা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। হেজায থেকে ফিলিস্তনগামী বাণিজ্যিক কাফেলাসমূহ এ পথ দিয়েই যেতো। এখান থেকেই লোহিত সাগরের কূলবর্তী শহরসমূহে বিশালাকৃতির পালের জাহাজে করে পণ্যসম্ভার নিয়ে যাওয়া হতো। দূর-দূরান্তের বাণিজ্যিক জাহাজসমূহ ব্যবসাপণ্য নিয়ে এখানে আসতো এবং লোহিত সাগর বেয়ে আফ্রিকা ও দূরপ্রাচ্যের বন্দরসমূহের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতো।

একসময়ে আয়লার উপর স্থানীয় আরব গোত্রসমূহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমকদের প্রভাবে এরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করে ফেলে। মক্কা বিজয়ের পর যখন আরব গোত্রসমূহ একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করে চলেছিল, তখন রোমক সীমান্তের অধিবাসী আরব বংশোদ্ভূত গোত্রসমূহের রোমক শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রোমকরা তাদের স্বধর্মানুসারী হওয়া সত্ত্বেও ঐসব আরব গোত্রদের প্রতি তারা শাসকসুলভ আচরণ করতো। এমতাবস্থায় অতিষ্ট আরব গোত্রেগুলোর মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্ব ছিল না। ইসলাম এসে তাদের সে অভাবটা পূরণ করে দেয়। ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্য ইউহান্না সমঝোতা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তিনি যখন লক্ষ্য করলেন যে, রোমসম্রাট কায়সর মুসলমানদের মুকাবিলা থেকে গা বাঁচিয়ে হিম্‌সের দিকে সরে গেলেন, তখন তাঁর সাহসে ভাটা পড়লো এবং তিনি ইসলামের ছায়াতলেই আশ্রয় নিলেন।

নবম হিজরীতে (৬৩০খ্রী) জানা গেল যে, রোমক সম্রাট মদীনায় হামলার পাঁয়তারা করছে, তখন নবী করীম (স) নিজে অগ্রসর হয়ে শত্রুরাজ্যকেই যুদ্ধক্ষেত্র বানানোকেই সমীচীন মনে করলেন। ফলশ্রুতিতে নবী করীম (স) এর অগ্রগমন এবং সাহাবায়ে কেরামের মুজাহিদানা ত্যাগ-তিতিক্ষাও মনোবল লক্ষ্য করে ভীতবিহ্বল হয়ে ময়দান পরিত্যাগ করে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বারো তেরো দিন তাবূকে অবস্থান করে শত্রদের অপেক্ষা করে যখন নিশ্চিত হলেন যে শত্রু পক্ষের আর যুদ্ধে ফেরার সম্ভাবনা নেই, তখন তাবূক থেকে ফিরতি পথে গুরুত্বপূর্ণ আকাবা অঞ্চলের গোত্রীয় নেতৃবর্গের নামে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখেন।

ইতিমধ্যেই আশে পাশের গোত্রসমূহের আনুগত্যের প্রধানরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের গোত্রসমূহের জন্যে রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট থেকে অভয়পত্র হাসিল করে

www.pathagar.com

নেন। আকাবার গোত্রপতিদের নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ (স) এর পত্রখানা ছিল এরূপ ঃ

سلام انتم فانى احمد اليكم الله الذى لا اله الا هو فانى لم اكن لاقاتلكم حتى اكتب اليكم فاسلم او اعط الجزية واطع الله ورسوله ورسل رسله واكرمهم واكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزّاء واكس زيدا كسوة حسنة فمهما رضيت رسلى فانى قد رضيت وقد عُلِّمَ الجزية فان اردتم ان يأمن البر والبحر فاطع الله ورسوله' ويُمْنَعُ عنكم كل حق كان للعرب والعجم الا حق الله وحق رسوله وانك ان رددتم ولم ترضهم لا اخذ منك شيئا حتى اقاتلكم فاسبى الصغير واقتل الكبير فانى رسول الله بالحق اؤمن بالله وكتبه ورسله وبالمسيح بن مريم انه كلمة الله وانّى اُؤمن به انه رسول الله وائت قبل ان يمسكم الشر فانى قد اوصيت رسلى بكم وأتى حرملة ثلاثة اوسق شعير وان حرملة شفَّع لكم وانى لولا الله وذلك لم اراسلك شيئا حتى ترى الجيش وانكم ان اطعتم رسلى فان لكم جار محمد ومن يكون منه وان رسلى شرحبيل واُبَىّ وحرملة وحريث بن زيد الطائى فانهم مهما قاضوك عليه فقد رضيته وان لكم ذمة الله وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ان اطعتم وجهِّزوا أهل مقنا الى ارضهم -

বিসিমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে আকাবাবাসীদের নামে-

আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!

আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। যাবৎ না আমার লিপিরূপী দলীল আপনাদের নিকট গিয়ে না পৌঁছছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ইচ্ছে আমার নেই। আপনাদের জন্যে ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়া দানে স্বীকৃত হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলের এবং তাঁর দূতদের আনুগত্য করাটাই উত্তম হবে। আমার দূতরা সম্মান লাভের হকদার। তাদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করবেন। রেশমী গায্যা বস্ত্র ছাড়া অন্য বস্ত্রে তাদেরকে উত্তম উপঢৌকন দেবেন এবং বিশেষত: যায়েদকে উত্তম বস্ত্র দান করবেন।

আমার দূতগণ আপনাদের যে সব কাজে সন্তুষ্ট হবেন আমিও সে সব কাজে সন্তুষ্ট থাকবো। তাদেরকে জিযিয়ার বিধানসমূহ বাৎলিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনারা যদি দুনিয়ার

www.pathagar.com

জীবনে নিরাপদে থাকতে চান, তা'হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করুন; তারপর আবর-আজমের কেউই আপনাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। অবশ্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হক মাফ হবার নয়, তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। আপনারা যদি এসব ব্যাপার অগ্রাহ্য করেন তা'হলে আপনাদের উপহার-উপঢৌকনে আমার কোন কাজ নেই। তারপর (শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যেই) আমাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। ফলশ্রুতিতে আপনাদের পূর্ণবয়স্করা নিহত হবে এবং অপ্রাপ্তবয়স্করা বন্দী হবে।

আমি আপনাদেরকে নিশ্চিতভাবে জানাচ্ছি, আমি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল। আমি আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান পোষণ করি এবং আমি বিশ্বাস করি যে, মসীহ ইব্‌ন মরিয়ম আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর কালেমা।

হারমালা আমার নিকট তিন ওসক (প্রায় ৬ কুইন্টাল) যব নিয়ে এসে আপনাদের জন্য সুপারিশ করেছেন। যদি আল্লাহ্‌র হুকুমের তামিলের এবং আপনাদের ব্যাপারে হারমালার সু-ধারণার প্রতি লক্ষ্য না রাখতাম, তা হলে আপনাদের প্রতি এ পত্র প্রেরণের কোনই প্রয়োজন হতো না বরং তার পরিবর্তে আমরা যুদ্ধেই অবতীর্ণ হতাম। আপনারা যদি আমার দূতদের আনুগত্য মেনে নেন, তাহলে আমার পক্ষ থেকে এবং আমার সহিত সংশ্লিষ্টদের সাহায্য সহযোগিতা আপনারা লাভ করবেন।

আমার দূত শুরাহ্‌বীল, উবাই, হারমালা এবং হারিছ। তাঁরা আপনাদের ব্যাপারে যা ফয়সালা করবেন, আমি তা বহাল রাখবো।

আপনারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের যিম্মায় রয়েছেন। মাকান্নার ইহুদীদিগকে তাদের দেশে ফেরার মত পথেয় দিয়ে দেবেন। আনুগত্য অবলম্বন করলে আপনাদের জন্যে 'সালাম'- শান্তির শুভাশীস রইলো।

(সীল মোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলল্লাহ

দ্র. বালাগে মুবীন, পৃ. ১৯৩-১৯৫

ইউহান্না এই পত্রখানা পেয়েই তাতে সাড়া দেন এবং নবী দরবারে পৌঁছে জিযিয়াদানের শর্তে আনুগত্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন।

উল্লেখ্য, সুদীর্ঘকাল ধরে মাকান্নার ইহুদী-খ্রীস্টানদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল। ইহুদীরা খ্রীষ্টানদের হাতে পরাস্ত হলে রহমতের নবী ইহুদীদেরকে তাদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ না করে তাদের দেশে তাদেরকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ আকাবার খ্রীষ্টানদিগকে নির্দেশ দেন। দ্র. মকতূবাতে নবভী, পৃ. ২১৬ (পাদটীকায়)

আনুগত্যের শপথ গ্রহণের পর যুহান্নার প্রতি হুযুর (স) এর প্রদত্ত অভয়নামাটি ছিল

www.pathagar.com

নিম্নরূপ:

"এটা আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে য়ুহান্না ইব্‌ন রুবা এবং আয়লাবাসীদের মধ্যে এবং জলেস্থলে তাদের জলযান ও বাহনসমূহ এবং কাফেলাসমূহের জন্য অভয়নামা-তাদের জন্য এবং তাদের সঙ্গের সিরিয়াবাসী ইয়েমেনবাসী ও বাহরবাসীদের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের যিম্মাদারী রইল। আর যে এটার বিরোধিতা বা লঙ্ঘন করবে, তার হিফাযতের কোন যিম্মাদারী নেই। তাদের ধনসম্পদ অধিকার করা বৈধ হবে।

তারা যে সব জলাশয়ের বা কূপের পানি ব্যবহার করবে তাথেকে অন্যদেরকে তারা বারণ করবে না, এবং তাদের ব্যবহারের পথ অন্যকে ব্যবহার করতে মানা করবে না। (জুহায়ম ইবনুস সাল্‌ত-এর লিপিকার।) দ্র. তাবাকাতে ইবন সা'দ খ. ৩, পৃ: ২৯ ও ৩৭; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ: ১৯১-১৯২ দারুল ফিকর, কায়রো (১৯৮১ইং)

ফুতূহুল বুলদানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর মাথাপ্রতি এক দীনার কর ধার্য করা হয়েছিল এবং প্রতিবছর এখান থেকে তিন শ' দীনার আদায় করা হতো এবং এ চুক্তির শর্তমতে তারা ঐ এলাকা দিয়ে অতিক্রমকারী মুসলমানদের আতিথ্য প্রদানে বাধ্য ছিল। বিনিময়ে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল। ফুতূহুল বুলদান (আরবী) পৃ. ৭১ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া বৈরুত, (১৯৮৩ইং), ঐ বঙ্গানুবাদ (ই.ফা প্রকাশিত), পৃ. ৫৭

পত্রখানি ছিল চুক্তিবদ্ধতার ব্যাপারে ইসলামী আহকামের এক বিশদ বিবরণ। তাই এর ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর।

হাদ্রামাউতের সর্দারদের নামে রসূলুল্লাহ (স.) এর পত্র

পরিচিতিঃ হাদ্রামাউত আরবের সর্বদক্ষিণস্থ ভূ-ভাগে যা আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত। এর উত্তরে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে আহ্‌কাফ, পশ্চিমে সানা। এটা ইয়েমেনের একটা বিখ্যাত প্রদেশ। কথিত আছে, কাহ্‌তানের এক অধঃস্তন বংশধরের নাম ছিল হাদ্রমাউত। তার নামানুসারেই এ ভূ-ভাগের এরূপ নামকরণ করা হয়। এটাই ছিল আদ ও ছামূদ জাতির আদি বাসস্থান। প্রাচীনকালে এখানকার লোকজন নিজেদের একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিল। তাদের খ্যাতি কোন অংশেই ইয়েমেনের তুব্বাদের চাইতে কম ছিল না।

এখানকার শেষ সম্রাট ছিলেন হুজ্‌র। তাঁর আমলেই শাহী দাপটের অবসান ঘটে। তার পরে তাঁর পুত্র ওয়ায়েল বিন হুজরের মর্যাদা একজন সামন্ত রাজার পর্যায়ে নেমে

www.pathagar.com

এসেছিল-আরবীতে যাকে কায়ল (قيل) বলে। হাদ্রামাউত সাম্রাজ্য তখন রীতিমত নানা খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সর্দার বা সামন্ত রাজা বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করে চলেছিলেন। এমনি পরস্থিতিতে দশম হিজরী সনে রসূলুল্লাহ্ (স) হাদ্রামাউতের যে সর্দারদের নামে ইসলামের দাওয়াতসম্বলিত পত্র দেন, তাঁদের নাম হচ্ছেঃ (১) ফাহ্দ (২) আল বুহায়রী (৩) রবী'আ (৪) আলবসী (৫) আবদে কেলাল (৬) হুজর। বুহায়রীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কোন এক আরবী কবি জুর'আর প্রশংসা করে কয়েকটি পংক্তি লিখেছিলেন। তার একটি পংক্তি হচ্ছেঃ

الا ان خير الناس بعد محمد

لزرعة ان كان البحيرى اسلما

-"বুহায়রী যদি কবুল করিত ইসলাম

নবীর পরেতে সে-ই হতো তবে উত্তম ইনসান।"

ইয়েমেনে পারসিক প্রভাব ও নাবা বংশের রাজত্ব ঃ বিভিন্ন গোত্রপতির নামে মহানবী পত্রপ্রেরণের পটভূমি

৫৭০খৃষ্টাব্দের কথা। আব্রাহা একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে- যাতে হাতীও ছিল- আল্লাহ্র ঘর কা'বা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে অভিযান পরিচালনা করে। আবরাহা ছিল আবিসিনিয়ার বাদশাহ্র সিপাহ্সালার। ইয়েমেনের হিম্য়ারী বাদশাহ্কে পরাস্ত করে সে ঐ এলাকা দখল করে নেয়। ইয়েমেনের অধিবাসীরা এ বিদেশী আগ্রাসনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। তাই আব্রাহা মক্কা অভিযানে বেরোতেই সুযোগ বুঝে শাহী খান্দানের এক যুবক শাহজাদা পারস্যের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। পারস্যে তখন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ নওশেরওয়াঁ আদেল-এর রাজত্বকাল। নওশেরওয়াঁ ৫৩১ থেকে ৫৭৯ সাল পর্যন্ত ইরানে রাজত্ব করেন। হিম্য়ারী শাহ্জাদা খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী আব্রাহার বিরুদ্ধে নওশেরওয়াঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আবরাহা আবার রোম সম্রাটের সাথে মৈত্রীচুক্তিতেও আবদ্ধ ছিল।

প্রাচীনকাল থেকেই ইয়েমেনের বন্দরসমূহে ইরানী সওদাগরদের আনাগোনা ছিল। বরং ইরাণী সওদাগরদের এক বিরাট দল সেখানে রীতিমত বসবাসই করতো। সেখানে তাদের সওদাগরী কুঠিসমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সওদাগররা ইয়েমেনের বিভিন্ন শহর থেকে চন্দনকাঠ, লুবান, গরম মসল্লা, কড়িকাঠ প্রভৃতি ইরানে চালান দিত আর ভারতীয় উপকূলের বন্দরসমূহ থেকে আনীত ব্যবসাপণ্য লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে

www.pathagar.com

পাঠাতো। যতদিন ইয়েমেনে নক্ষত্র-পূজারী মুশরিকদের এবং তারপর ইহুদী ধর্মাবলম্বী যূ-নাওয়াসের রাজত্ব ছিল, ততদিন পর্যন্ত ইরান-ইয়েমেনের সম্পর্ক ভাল ছিল এবং ইরাণী ব্যবসায়ীদের স্বার্থও অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু আবিসিনিয়ার খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী বাদশাহ্দের ইয়েমেনে অভিযান পরিচালনা এবং আব্রাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তাদের এ স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। ইয়েমেনের উপকূলবর্তী এলাকায় তখন শুরু হয় রোমান বাণিজ্যতরীর আনাগোনা।

হিম্য়ারী শাহ্জাদা যখন আব্রাহার বিরুদ্ধে নওশেরওয়াঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হলেন, তখন নওশেরওয়াঁ তাকে সুবর্ণ সুযোগরূপে গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর একজন সিপাহ্সালারকে এক বিরাট বাহিনী সহ ইয়েমেনের শাহ্জাদার সাহায্যর্থ পাঠিয়ে দিলেন। ইরানী বাহিনী অবাধেই ইয়েমেনে প্রবেশ করলো। কারণ, তাদের বাধা দেয়ার মত কেউ আর তখন অবশিষ্ট ছিল না। আব্রাহা মক্কার উপকণ্ঠে আবাবীলপালের হাতে আহত হয় এবং দলবলের অধিকাংশ নিহত হয়। মুষ্ঠিমেয় কয়কজন ছাড়া আর কেউই সেখান থেকে ফিরে আসতে পারেনি। এ দিকে ইয়েমেনে একটি অ-খ্রীষ্টান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেখানকার ইহুদী ও পৌত্তলিকরা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ইরাণীদের স্বাগতঃ জানালো। ইরানীরা বিনা ক্লেশে ইয়েমেন অধিকার করে বস্লো। এভাবে ইয়েমেন ইরানী সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশে রূপান্তরিত হলো। সাথে সাথে ইরাণের প্রচুর লোকজন ইয়েমেনের উপকূলবর্তী এলাকা ও বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন কলো।

ইয়েমেনে বসতকারী এ ইরাণীরা 'নাবা' নামে প্রসিদ্ধ। ইয়েমেনে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ নাবা বংশীয়রা রাজত্ব করে। এরই মধ্যে মক্কায় নবী করীম (স)-এর অভ্যুদয় ঘটে এবং হিজরী ষষ্ঠ সালে হুযুরে আকরম (স) ইরান-সম্রাট খসরু পারভেজের নামে পত্র প্রেরণ করেন- যে পত্রখানা সে পরম ঔদ্ধত্য সহকারে ছিঁড়ে ফেলে এবং মদীনার দূতকে রাজদরবার থেকে বের করে দেয়।

ওয়ায়েল বিন হুজর

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দশম হিজরীতে নবী করীম (স) ইয়ামেনের সর্দারদের নামে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেছিলেন যার মধ্যে ইয়েমেনের তুব্বাগণ তথা হিম্য়ারী রাজন্যবর্গ এবং হাদ্রামাউতের সামন্তরাজগণও শামিল ছিলেন। শুধু কি তাই? ইয়েমেনের হাদ্রামাউত, আহকাফ, সান্আ, নাজরান ও আসীর প্রদেশসমূহের সর্দারগণকে দাওয়াত পৌছানোর জন্যে হুযুর (স.) হযরত আলী বিন আবু তালিব, মুআয ইবনে জবল এবং হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) কে নিযুক্ত করেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহর ফযলে এক বছরের মধ্যে গোটা ইয়েমেন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

এ পত্রসমূহের মধ্যে হাদ্রামাউতের শেষ সম্রাট হজরের পুত্র ওয়ায়েলের নামে লিখিত পত্রখানাও ছিল। ওয়ায়েল যখন ইসলাম গ্রহণ করে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন, রসূলুল্লাহ (স) তখনই সাহাবীগণকে এ সুসংবাদ পরিবেশন করলেন যে দূরবর্তী দেশ হাদ্রামাউতের সর্দার ওয়ায়েল আল্লাহ্ ও রসূলের প্রেমে গদগদ চিত্তে মদীনায় আসছেন। তিনি হাদ্রামাউতের সম্রাটের পুত্র।

সত্যি সত্যি এর কয়েকদিন পর ওয়ায়েল যখন মদীনায় এসে নবী-দরবারে পৌঁছলেন তখন নবী করীম (স) তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন এবং নিজের পাশাপাশি আসনে তাঁকে বসালেন এবং তাঁর মর্যাদাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আপন গায়ের চাদরখানি তাঁর বসার জন্যে বিছিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর জন্যে প্রাণ ভরে দু'আ করলেন যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ধনে-জনে-আওলাদে বরকত দিয়ে তাঁকে সমৃদ্ধ করেন।

কয়েক দিন মদীনায় নবী করীম (স) এর সাহচর্যে অবস্থানের পর স্বদেশে রওয়ানা হওয়ার জন্যে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি খুশীমনে তাঁকে বিদায় দেন এবং হাদ্রামাউতের সর্দারগণের উপর তাঁর সর্দারী বহাল রাখেন।

হযরত ওয়ায়েল (রা) তাতে অত্যন্ত প্রীত ও অভিভূত হয়ে নবী করীম (স) এর নিকট তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি লিখিত উপদেশবাণী প্রদানের আবেদন জানান-যাতে করে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে পর দেশবাসীকে তা পড়ে শুনাতে পারেন। হযরত মু'আয বিন জবল (রা) হুযুর (স) এর নির্দেশ মুতাবেক হাদ্রামাউতের ভাষার স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেকটা হেজায ও হাদ্রামাউতের মিশ্রিত ভাষায় যা' লিখলেন, তা'ছিল এরূপ ঃ

من محمد رسول الله الى الاقيال العباهلة والارواع المشابيب فى التبعة لامقورة الالباط ولاخناك وانطو الشبجة و فى السيوب الخمس ومن زنا مم بكر فاصفعوه مأة واستوفقوه عاما ومن زنا مم الثيب نضرحوه بالاضاميم واستو ولاتوفى الدين .

ইবনে সা'দ এ পত্রের বিশুদ্ধ আরবী রূপ উদ্ধৃত করেছেন এভাবেঃ

مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰه اِلىٰ اَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ لِيُقِيْمُوا الصَّلوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكوٰةَ وَالصَّدَقَةَ عَلَى التَّبِيْعَةِ السَّائِمَةِ لِصَاحِبِهِمَا النَّسْمَةَلَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِنَاقَ وَعَلَيْهِمُ الْوَنُ لِسَرَايَا الْمُسْلِمِيْنَ وَعَلىٰ كُلِّ عَشَرَةٍ مَاتَحْمِلُ الْعِرَابُ مَنْ اَجْبىٰ فَقَدْ اَرْبىٰ .

অর্থাৎ- "এ পত্রখানি আল্লাহ্র রসূল মুহম্মদের পক্ষ থেকে আবাহেলাসর্দারদের নামে লিখিত। তারা যেন নামায কায়েম করেন এবং যাকাত পরিশোধ করেন।

www.pathagar.com

প্রত্যেক নেসাবধারী পশুমালিকদের তাদের ঐ সব পশুর যাকাত আদায় করা অপরিহার্য যে সব পশু বছরের অধিকাংশ সময় চারণক্ষেত্রসমূহে চরে বেড়ায়। যাকাত প্রদানের ব্যাপারে খেলাত, ওরাত, শেগার, জলব, জনব ও শানাক নিষিদ্ধ। তাদের দায়িত্ব হবে ইসলামী বাহিনীকে রসদ দিয়ে সাহায্য করা। প্রতি দশ ব্যক্তির উপর একটি উট বোঝাই শস্য দেওয়া জরুরী হবে। যে ব্যক্তি তার প্রকৃত অবস্থা গোপন করবে, সে এভাবে সুদখোরতুল্য হবে।"

ব্যাখ্যা ঃ

খেলাত - এগুলো গবাদি পশুর যাকাত সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ। খেলাত হচ্ছে যাকাত থেকে বাঁচার জন্যে চালাকী করে কয়েক জনের পশুকে একত্র করে তার উপর যাকাত ধার্য করা। যেমন, ছাগল চল্লিশটি থেকে এক শ' কুড়িটি পর্যন্ত থাক্‌লে তার যাকাত কেবল একটি ছাগলই দিতে হয়। দুই জনের যদি চল্লিশটি করে ছাগল থাকে তা হলে দু'জনের পৃথক পৃথক একটি করে দুইটি দিতে হয়, কিন্তু দু'জনের মালিকানাধীন আশিটি ছাগলকে এক মালিকের বলে দেখালে কেবল একটি ছাগলই দিতে হবে। আল্লাহ্‌র বিধানকে এভাবে ফাঁকি দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ- হারাম। অনুরূপ একজনের গবাদি পশুকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখানোও বৈধ নয়।

ওরাত - যাকাত ফাঁকি দেয়ার জন্যে নিজের কিছু পশু সরিয়ে রাখা বা অন্য কেউ যাকাতের নিসাব পরিমাণ পশুর মালিক না হওয়া সত্ত্বেও তাকে ফাঁসানোর জন্যে সেও নিসাব পরিমাণ গবাদি পাশুর মালিক বলে যাকাত উশুলকারীদেরকে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া।

শানাক ও শেগার - যাকাত ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজের গবাদি পশু অন্যের পশুর সাথে মিলিয়ে দেয়া। যেমন, পাঁচটি উঠের জন্যে একটি ছাগল যাকাত দিতে হয়। আবার পঁচিশটি ও ত্রিশটি উটের একই যাকাত; তাই অন্যের পাঁচিশটি উটের সাথে নিজের পাঁচটি মিলিয়ে দিলে আলাদা আর কোন যাকাতই দিতে হয় না, একটি ছাগল দেয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

জলব - যাকাত উশুলের স্থান থেকে যাকাত আদায়কারীর তাঁবু দূরে রেখে পশুপালের মালিককে সেখান পর্যন্ত যেতে বাধ্য করা।

জনব - যাকাত দাতাদের থেকে পশুপালকে কয়েক মাইল দূরে সরিয়ে নেয়া- যাতে যাকাত উশুলকারীর যাকাত উশুলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

উক্ত প্রতিটি কাজই প্রবঞ্চনামূলক। আল্লাহ্‌র আইনকে ফাঁকি দেয়ার এ প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে মহানবী (স) সাবধান করে দেন।

ইয়েমেনের হাদ্রামাউত, আহকাফ, সান্‌আ, নাজরান ও আসীর প্রদেশসমূহের সর্দারগণকে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে হুযুর (স) হযরত আলী বিন আবূ তালিব, মুআয ইবনে জবল এবং হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) কে নিযুক্ত করেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র ফযলে এক বছরের মধ্যে গোটা ইয়েমেন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

ওয়ায়েল ইব্ন হুজর ও হযরত মুয়াবিয়া (রা)

রাসূলুল্লাহ (স) হাদ্রামাউত-সর্দার ওয়ায়েল ইব্ন হুজরকে যখন ফরমান লিখে দেন, তখন তাতে মোহর অঙ্কিত করে দিয়েই তিনি তা তাঁর হাতে অর্পন করেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে তাঁর সাথে রওয়ানা করে দেন। ওয়ায়েল উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে আর মুয়াবিয়া (রা) পদব্রজে চলছিলেন। মরুভূমির উষ্ণ হাওয়ায় উত্তপ্ত বালিরাশির উপর দিয়ে পথ চলা যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন তিনি ওয়ায়েলকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁকেও যেন উটনীর উপর তাঁর পিছনে বসিয়ে নেন; কিন্তু ওয়ায়েল তা' গ্রাহ্য করলেন না। বল্লেন ঃ বাদশাহ্‌র সাথে একই আসনে বসার যোগ্যতা তোমার নেই। অগত্যা তিনি বল্লেন, "তা হলে আপনার পাদুকাই আমাকে দিন- যাতে করে উত্তপ্ত বালিরাশির তপ্ত স্পর্শ থেকে রক্ষা পেতে পারি।" কিন্তু তাতেও তাঁর মন গল্লো না। তিনি বল্লেন : "উটনীর ছায়ায় ছায়ায় চলতে থাকো।" হযরত মুয়াবিয়া (রা) বললেন ঃ "উটনীর ছায়া আর কতটুকু রক্ষা করবে?" এই বলেই তিনি চুপ হয়ে গেলেন। ইসলামের প্রভাবে অল্প কিছুদিন পরেই হাদ্রামাউত-অধিপতির সম্বিত ফিরে আসে। তাঁর পূর্বের সকল ঠাট-ঠমকের অবসান ঘটে। হাদ্রামাউত ছেড়ে কূফায় এসে তিনি বসবাস করতে থাকেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর শাসনকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

একবার তিনি হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর আসনপার্শ্বেই তাঁকে বসান। কথা প্রসঙ্গে সেদিনের সে পথচলার কথাটাও উঠলো। হযরত ওয়ায়েল (রা) তাঁর সেদিনের সে রূঢ় ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ হায়, সেদিন কেন যে আমি আপনাকে উটের পিঠে বস্‌তে দিলাম না!

সে যাই হোক, হযরত ওয়ায়েল (রা) বাদশাহী পরিত্যাগ করে মহানবী (স)-এর গোলামীকেই সম্মানের পথ বলে বেছে নেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন উঁচুদরের সাহাবীর মর্যাদায় ভূষিত হন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা প্রচুর। নামাযে সশব্দে 'আমীন' বলার হাদীসের তিনিই রাবী।" দ্র. বালাগে মুবীন, পৃ ২১১-২১২ (ব-হাওয়ালা উসদুল গাবা, নবম খণ্ড)

যে-সব ব্যক্তি ও গোত্রের নামে নবী করীম (স)-এর পত্র প্রেরিত হয়েছিল ঃ

আ'মুল ওফূদ বা প্রতিনিধিদলসমূহের বর্ষ নামে খ্যাত দশম হিজরীতে বা তার অগ্রপশ্চাতে রসূলুল্লাহ্ (স) এর নিকট যে সব গোত্র ও জনপদ থেকে লোকজন আসতো তাদের ইসলাম গ্রহণের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে হুযুর (স) প্রায়ই তাঁদের এবং তাঁদের গোত্র ও দেশবাসীর প্রতি এরূপ পত্র লিখিয়ে দিতেন। এসব পত্রে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত শিক্ষাবলী, প্রতিশ্রুতি পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ, শিরক ও পৌত্তলিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও গোত্রসমূহের সহায়সম্পদ, জমি-জিরাত, দুর্গ ও উপাসনালয়সমূহ তাদের মালিকানাধীন থাকবে বলে ঘোষণা থাকতো। রসূলুল্লাহ (স)

www.pathagar.com

যে সব ব্যক্তি ও গোত্রের নামে এরূপ লিপি প্রেরণ করেছেন, তাদের একটি ফিরিস্তি নিম্নে দেয়া হলোঃ

(১) মাদী কারাব ইবনে আবরাহা
(২) খালিদ বিন যোমাদ উযদী
(৩) বনী সিবাব ইবনুল হারিছ
(৪) য়াযীদ ইবন তুফায়ল হারিছী
(৫) আবদে ইয়াগূছ ইব্ন ও'লা হারিছী
(৬) বনী যিয়াদ ইব্ন হারিছ
(৭) য়াযীদ ইবন মুহাজ্জল হারিছী
(৮) কয়েস ইবন হুসায়ন (حصين)
(৯) বনী হারিছ ও বনী নাহাদ
(১০) বনী কানান বিন য়াযীদ হারিছী
(১১) আমির ইবনুল হারিছ হারিছী
(১২) বনী মুয়াবিয়া ইবন জারুল তায়ী
(১৩) আমের ইবন আস্ওয়াদে তায়ী
(১৪) বনী জুয়াইন তায়ী
(১৫) বনী মাআন তায়ী
(১৬) হানাওয়া উযদী
(১৭) সা'দ হুয্হামী ও বনী জুযাম
(১৮) বনী যুরআ ও বনী রবী'আ জুহানী
(১৯) বনী জাআল
(২০) বনী খুযাআ
(২১) আওসাজা ইবন হারমালা জুহানী
(২২) বনী শুনাখ জুহানী
(২৩) বনী জুরমুম ইবন রবী'আ জুযানী
(২৪) আমর ইবন মা'বাদ জুহানী
(২৫) বনী আল হুরকা জুহানী
(২৬) বিলাল ইবন হারিছ মুযানী
(২৭) বুদায়ল ও যুস্র-বনী আমরের সর্দারদ্বয়
(২৮) মাসলামা ইবন মালিক হারিছী
(২৯) আব্বাস ইবন মিরদাস আম্বাস সুলামী
(৩০) হাওযা ইবন সুলামী
(৩১) হারাম ইবন আবদে আওফ সুলামী
(৩২) বনী গেফার
(৩৩) বনী যামুরা
(৩৪) জামীল ইবন মরছদ
(৩৫) বুহ্তার তায়ী
(৩৬) আবদুল কয়েস
(৩৭) ছকীফ গোত্র
(৩৮) বনী খুবাব কালবী
(৩৯) বনী খাছ'আম

দ্র. বালাগে মুবীন, পৃ ২১১-২১২ (ব-হাওয়ালা উসদুল গাবা, নবম খণ্ড)

নবীকরীম (স)- এর এরূপ পত্রের সংখ্যা অনেক। এখানে কেবল যে সব গোত্রের গোত্রপতিদের নামে তিনি পত্র দিয়েছেন সেগুলোর উল্লেখ করা হলো। আলী ইবন হুসায়নআলী আল-আহ্মদী দারুস্-সা'আব, বৈরুত থেকে প্রকাশিত ও ৩য় খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর 'মাকাতীবুর রসূল' নামক আরবী গ্রন্থের ১ম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের 'যে সব পত্র পাঠসহ আমাদের কাছে পৌছায়নি' শিরোনামে আল-ইসাবা, উসদুল গাবা, তাবাকাতুল কুবরা, ইয়াকূবী, কানযুল উম্মাল, ইস্তিআব, মু'জামুল বুলদান, ফুতূহুল বুলদান, আবু নু'আয়ম, মসনদে আহ্মদ, ইবনে আসাকির, আৎ তাহযীব প্রভৃতি গ্রন্থের বরাতে ৮৩ খানা পত্রের উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তখন বায়তুল মুকদ্দস থেকে কন্‌ষ্টান্টিনোপল পর্যন্ত সর্বত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ফিরছিলো। তাদের অহোরাত্রের চিন্তা ছিল কেমন করে খৃষ্টান জাতি ও রোমদরবারকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ করিয়ে দেয়া যায়। আবূ আমের রাহেব নামক জনৈক কুচক্রী ছিল ইহুদীদের এজেন্ট। সে নিজেকে খৃষ্টান বলে পরিচত দিত। সে খৃষ্টান পুরোহিত সেজে বায়তুল মুকদ্দস থেকে কন্‌ষ্টান্টিনোপল পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামও তার নবীর বিরুদ্ধে সর্বদা অপপ্রচার করে বেড়াতো। মুসলমানরা হযরত ঈসা (আ) ও বিবি মরিয়মের ব্যাপারে অবমাননাকর কথাবার্তা বলে থাকেন বলে প্রচার করে খৃষ্টান জাতিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার অপপ্রয়াসে সে লিপ্ত ছিল। এমনি পরিস্থিতিতে রোমের পোপদের নামে লিখিত হযরত নবী করীম (স)-এর উক্ত পত্রখানা এ ভুল বুঝাবুঝির পূর্ণ নিরসন করে দেয় এবং ইসলাম ও ইসলামের নবীর বক্তব্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে!-

দ্র. উর্দু মাসিক সাইয়ারা ডাইজেষ্ট, রসূলসংখ্যা লাহোর।

ইহুদী জাতির প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) এর পত্র

من محمد رسول الله (ص) اخى موسى وصاحبة بعثه الله بما بعثه به ، انى انشدكم بالله وما انزل على موسى يوم طور سيناء وفلق لكم البحر وانجاكم واهلك عدوكم ، واطعمكم المنّ والسلوى ، وظل عليكم الغمام ، هل تجدون فى كتابكم انى رسول الله (ص) اليكم والى الناس كافة فان كان ذلك كذلك فاتقوا الله واسلموا وان لم يكن عندكم فلا تباعة عليكم .

"আল্লাহর রাসূল এবং মূসার ভাই ও সমগোত্রীয় মুহাম্মাদ (সা) এর পক্ষ থেকে তাঁকে যেমন তিনি রসূলরূপে প্রেরণ করেছিলেন এঁকেও তেমনি রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাদেরকে দোহাই দিচ্ছি সেই আল্লাহর এবং তিনি সীনাইয়ার তূর পাহাড়ের তূর পাহাড়ের দিবসে মূসার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছিলেন, এবং তোমাদের জন্যে সাগরকে বিদীর্ণ করে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছিলেন। তোমাদেরকে মান-ও সালওয়াদ্বারা আপ্যয়িত করেছিলেন। তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়াপাত করে ছিলেন। তোমরা কি তোমাদের কিতাবে পাও যে, আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রসূল এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতিও প্রেরিত বটে। যদি তা-ই হয়ে থাকে তা হলে আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর, আর যদি

www.pathagar.com

তোমাদের কাছে তা না থাকে, তবে তোমাদের উপর আমাকে অনুসরণের কোন দায়িত্ব বর্তাবে না।"

দ্র. বায়হাকীর আস্-সুনানুল কুবরা, খ. ১০, পৃ. ১৮০ কিতাবুল শাহাদত (সাক্ষ্য অধ্যায়) ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত।

উক্ত পত্রখানা মাকাতীবুর রাসূলে (খ. ১, পৃ. ১৭২) পত্র নং ২৫ রূপে মুদ্রিত হয়েছে। সাথে সাথে বলা হয়েছে যে, এ পত্রখানার প্রাপক ইহুদীদের কোন বিশেষ গোষ্ঠী, নাকি বিশেষ কোন এলাকার ইহুদীগণ তা' জানা যায়নি। তারা মদীনার ইহুদীরাও হতে পারে, আবার খায়বার, মাকান্না, বনী জাম্বা, অথবা অন্য কোথাকার ইহুদীরা ও হতে পারে।

তবে ২৬ নং পত্ররূপে উক্ত গ্রন্থে খায়বারের ইহুদীদের প্রতি সংক্ষিপ্ত পত্র এবং ২৭ নং পত্ররূপে আরো বিস্তারিত একখানা পত্রও প্রকাশিত হয়েছে।

উক্ত পত্র দু'টির শেষাংশ প্রায় অভিন্ন হলেও প্রথমাংশে সূরা ফাতহ এর ২৯নং আয়াত পুরোটাই উদ্ধৃত হয়েছে।

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ..... ذلك مثلهم فى التوراة والانجيل ..... اجرا عظيما .

অর্থাৎ- "মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল আর যারা তার সাথে রয়েছে (সাহাবীবর্গ) কাফেরদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর, নিজেদের মধ্যে পরম সৌহার্দ ও সম্প্রীতিশীল ..... তাদের দৃষ্টান্ত রয়েছে তওরাতে, ইঞ্জীলে ..... তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান।"

দ্র. কানযুল উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ৩৮৫, নং ৫৫১৩; মজমু'আ, পৃ. ৩৭ ইউরোপে মুদ্রিত সীরাতে ইব্ন হিশাম পৃ. ৩৭৬ ও যায়লা'ঈর 'নস্‌বুর রায়া নং ৭ এর বরাতে

মওলানা অলিউর রহমান শহীদ : জীবন ও সাহিত্য

মুক্তি সংগ্রামের অনন্য শহীদ রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবি হত্যাযজ্ঞের নৃশংস শিকার মওলানা অলিউর রহমান ধর্ম মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার শর্তে বঙ্গবন্ধুর সাথে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তদানিন্তন পাকিস্তানের সমস্ত আলেম সমাজের বিপক্ষে গিয়ে । তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন ধর্ম মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য কিন্তু, আমরা তাঁর অনন্য সাধারণ ত্যাগের কথা ভুলে গেছি। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে দেশের বিশিষ্ট লেখক -সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভার এবং তাঁর নিজের অনেক বহুমুখী গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও রচনাদিসহ স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। চার রঙা প্রচ্ছদে ঝকঝকে ছাপা এ স্মরণিকাটির মূল্য রাখা হয়েছে : শোভন - ৫০.০০ টাকা ও সুলভ ৩০.০০ টাকা মাত্র। আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান:

মহানবী স্মরণিকা পরিষদ
ইউ/১১ নূরজাহান রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৪১৬৫১১।

এ.বি .বুক সেন্টার,
৩৯, নিউমার্কেট,
ঢাকা।

www.pathagar.com

বনি হারিছার প্রতি মহানবীর পয়গাম

সামআন ইবন আমর ইবন কুরায়য ছিলেন বনী হারিছা গোত্রের প্রভাবশালী গোত্রপতি। ইব্ন সা'দের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, দশম হিজরী সনে নবী করীম (স) ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তাঁকে এবং বনী উরায়না গোত্রের সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবন আওসাজাকে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। তারা দু'জনে তাদের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে উক্ত বরকতময় পত্রখানা বালতিতে চুবিয়ে ধুয়ে ফেলে। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে সাম্'আনের হৃদয়কন্দরে ইসলামের নূর চমকে উঠে। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সোজা নবী করীম (স) এর খেদমতে মদীনায় এসে উপস্থিত হলেন এবং আপন কৃতকর্মের জন্যে এভাবে নবী-দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেনঃ

اَقِلْنِىْ كَمَا اَمَنْتَ وَرْدًا وَلَمْ اَكُنْ # مَا سُوْءُ ذَنْبًا اِذْ اَتَيْتُكَ مِنْ وَرْدٍ

ওয়ার্দকে যে ক্ষমা দিলে দিন মোরে সে ক্ষমার স্বাদ ,
ওয়ার্দের বেশী কিছু করিনি তো আমি অপরাধ।

দয়ার সাগর মহানবী (স) সত্যিই তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন এবং এভাবে তিনি মহানবীর সাহচর্যধন্য সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লেন।

ওয়াকেদী বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (স) যখন উপরোক্ত সর্দারদ্বয়ের ঐ অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার কথা শুনতে পেলেন তখন তিনি বলে উঠলেনঃ

مَا لَهُمْ ذَهَبَ اللّٰهُ بِعُقُوْلِهِمْ

"এদের কী হলো? আল্লাহ্ এদের বুদ্ধিবিবেক লোপ করে দিয়েছেন। (বা লোপ করে দিন!)"

নবী করীম (স) এর এ বাক্যটি তাদের জন্যে বদদোয়া স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়। তাদের বংশধরদের মধ্যে কথা বলার সময় তাড়াতাড়ি করে কথা বলার এবং অনেকটা ঘাবড়ে যাওয়ার প্রবণতা বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসছে। প্রায়ই তাদের কথা বলার সময় তালগোল পাকিয়ে যায়। অনেকটা হাবাগোবা ভাব তাদের মধ্যে আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি।

আবূ ইসহাকের বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইব্ন আওসাজার কন্যা তার পিতার এ অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্যে তাকে তিরস্কার করে বলে, "এ কেমন আশ্চর্য কথা যে, আরবের শ্রেষ্ঠ সন্তান তোমাদেরকে পত্র দিলেন আর তোমরা এরূপ অসৌজন্যমূলক আচরণ করছো! আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে যে, অচিরেই কোন বিপদ তোমাদের উপর নেমে আসবে।"

www.pathagar.com

সিরিয়া এলাকায় শেষ অভিযান কালে এ গোত্রটিও মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে পরাভূত হয়। প্রচুর গণীমতসম্ভার মুসলমানদের হাতে আসে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আওসাজা তাঁর কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হন এবং শির্কের অভিশাপমুক্ত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি তাঁর গোত্রের হৃত সম্পদ ফেরৎ চান। মহানবী (স) তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং বলে দেন-"গণীমত বন্টনের পূর্ব পর্যন্ত যে পরিমাণ সম্পদ তোমরা ফেরৎ নিতে পার, নিয়ে নাও"। বলা বাহুল্য, কালবিলম্ব না করে তারা নিজ নিজ সম্পদ ফেরৎ নিয়ে নেন।

অতিরিক্ত ও স্ব-কপোলিকল্পত বর্ণনাদির দরুণ ওয়াকেদীর দুর্নাম থাকায় মওলানা হিফযুর রহমান সেওহারভী (র) তাঁর 'বালাগে মুবীন' গ্রন্থে ওয়াকেদীর মন্তব্যটি উদ্ধৃত করলেও 'দয়ার সাগর নবী করীম (স) অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া সত্ত্বেও কেন তাঁদের অনাগত বংশধরদের জন্যে এরূপ বদদোয়া দেবেন' বলে এ ব্যাপারে তাঁর অসমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে, নানা কারণে এ সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না।

(১) নবী করীম (স)-এর ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারটা পরে ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর ঐ মন্তব্যটি ছিল তাৎক্ষণিক।

(২) একটু আধটু মতিবিভ্রম বা পাগলামী না থাক্‌লে একজন নবীর (তাও আবার নবীকুলশিরোমণির) পত্র পেয়ে কেউ এরূপ অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে না। আর পাগলামী বা কথা বলতে তোতলামী ও জড়তা বংশানুক্রিমকভাবে চলে আসাটা মোটেও বিচিত্র নয়। এরূপ অনেক বংশেই দেখা যায়।

(৩) আল্লাহর নবীর সত্যতা এবং নবীর সাথে বেআদবীর শিক্ষণীয় শাস্তির একটা নিদর্শনস্বরূপও আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করে দিতে পারেন। অন্য কথায়, এটাও নবীর একটা মুজিযাস্বরূপ হতে পারে।

(৪) ওয়াকেদী হোন, আর যে-ই হোন, একটি লোকের কোন কথা নিজের পছন্দসই না হলেই তা উড়িয়ে দেয়া যায় না। একটা লোক সবক্ষেত্রেই মিথ্যা বা অতিরিক্ত বক্তব্য দিয়ে যাবে এমনটি মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

সে যাই হোক, মহানবী (স) এর পত্রপ্রাপ্ত উক্ত উভয় সর্দারই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। দ্র. বালাগে মুবীন, ২১৬-২১৮

www.pathagar.com

বনি আযুরার নামে মহানবীর পয়গাম

আরবের সীমান্তে একেবারে সিরিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে বনী আযুরা (بنى عذره) গোত্রের নিবাস ছিল। মশহুর কুরাইশ সর্দার এবং হেজাযভূমিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তক কুসাই- এর মায়ের দ্বিতীয়বার এ বংশে বিবাহ হয়েছিল। কুসাই এ বংশেই প্রতিপালিত হন। দ্র. দায়েরাতুল মা'আরিফ (বুস্তানী প্রণীত)

নবী করীম (স) এ গোত্রের উদ্দেশ্যেও ইসলামের দাওয়াতসম্বলিত পত্র খেজুর গাছের ছালের উপর লিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন। উক্ত গোত্রের জনৈক মুসলমানকেই এ পত্রখানা পৌছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। হুরায়স গোত্রের শাখাগোত্র বনী সা'দের জনৈক ওয়ার্দ ইবন মিরদাস এ পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই তার বোধোদয় হয় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) এর নেতৃত্বাধীনে ওয়াদী উল কুরা এর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তিনি ইসলামের জন্য শাহাদত বরণ করেন। গোত্রের লোকজন ও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করে। পূর্বোক্ত হযরত সামআনের কবিতার পংক্তিতে যে ওয়ার্দ- এর উল্লেখ রয়েছে। ইনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি।

বনি ওয়ায়েলের সর্দারদের নামে মহানবীর পত্র

কুরায়শদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গোত্রটি তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মোকাবিলায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিল তা হচ্ছে বকর ইব্ন ওয়ায়েল গোত্র। এমন একটি উল্লেখযোগ্য গোত্রকে কী ভাবে উপেক্ষা করা যায়। মহানবী (স) হযরত যাবৃয়ান ইব্ন মারছাদ সাদূসী (রা) এর মাধ্যমে এ গোত্রটির কাছেও ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। পত্রটির বক্তব্য সংক্ষেপে ছিল এই ঃ

"হামদ ও সালাতের পর

أَمَّا بَعْدُ ، فَاَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا

"বাদ সমাচার-তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও, তাতে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে।" দ্র. বালাগে মুবীন, পৃ. ২১৯-২২০

নাহ্শাল ইবন মালিকের নামে মহানবীর পত্র

বনী ওয়ায়েলের সর্দার নাহশাল ইব্নে মালিকের নামে একটি পত্র হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) এর মাধ্যমে লিখিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেনঃ

هذا كتاب من محمد رسول الله لنهشل بن مالك ومن معه من بنى

www.pathagar.com

وائل لمن اسلم واقام الصلوة واتى الزكوة واطاع الله ورسوله واعطى من المغنم خمسه لله وسهم النبى واشهد على اسلامه وفارق المشركين فانه امن بامان الله وبرى محمد من الظلم ،

"এই পত্রখানা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে নাহশাল ইবনে মালিক, ওয়ায়েল এবং বনি ওয়ায়েলের ঐ সব লোকের প্রতি যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ওতাঁর রসূলের অনুগত্য করে, গণীমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে প্রাপ্যরূপে পরিশোধ করে ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য বা ঘোষণা দেয় এবং মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। কেননা, এরা আল্লাহ্র আমানতে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভের অধিকারী এবং মুহাম্মদের পক্ষ থেকে এদের প্রতি কোন প্রকার যুল্‌ম বাড়াবাড়ি হবে না।"

দ্র. তাবাকাত খ. ১, পৃ. ২৮৪,. উসদুল গাবা খ. ৫ পৃ. ৪৩,. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া খ. ৫ পৃ. ৩৫১,. আল-মুজমু'য়া পৃ. ২১৩, কায়তানী ৯৮,. স্প্রিংগার খ. ৩, পৃ. ৩২৩,

বনি যুহায়র গোত্রের নামে ইসলামের দাওয়াতপত্র

আবুল আ'লা বর্ণনা করেন, একদা আমি মুতার্রিফের সাথে উটের বিক্রয়কেন্দ্রে গেলাম। এমন সময় একখন্ড চর্ম হাতে জনৈক বেদুইন দৌড়াতে দৌড়াতে আসছিল এবং চীৎকার করে বল্‌ছিল, তোমাদের মধ্যে পাঠক্ষম কেউ আছে নাকি? তার একথাটি শুনে আমি অগ্রসর হলাম এবং বল্‌লামঃ "হাঁ, আমি পড়তে জানি। তোমার কী পড়তে হবে লও দেখি!" বেদুইনটি তখন চর্মখন্ডটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লো 'এই নিন, আমাদের নামে নবী করীম (স)-এর পত্র এসেছে। এটি আমাদেরকে একটু পড়ে শুনান তো!' আমি তখন তা হতে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। তাতে লিখিত ছিলঃ

بسم الله الرحين الرحيم ، من محمد النبى لزهيربن أُقَيش حى من عكل انهم ان شهدوا ان الااله الا الله وان محمدا رسول الله و
فارقوا المشركين وأَقَرُّوا بالخمس فى غنا ئمهم وسهم النبى فا نهم امنون با مان الله و رسوله

পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে –

"নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে উকল গোত্রের শাখাগোত্রের বনী যুহায়র গোত্রের প্রতি তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্র রসূল, পৌত্তলিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে এবং তাদের গণীমত সম্ভারে

www.pathagar.com

খুমুস এবং আল্লাহ্‌র নবীর অংশ স্বীকার করে নেয়া তা হলে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকারী।"

পত্রের এ বক্তব্য শোনার পর লোকজন ঐ বেদুইনটিকে চতুর্দিকে থেকে ঘিরে ফেললো এবং জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি নবী করীম (স) এর কোন হাদীছ শুনেছো? বেদুইনটি জবাব দিল, হাঁ শুনেছি। তারা বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন, দয়া করে আমাদেরকে তা'একটু শুনাও! বেদুইনটি বললঃ

سمعته يقول من سرّه ان يذهب كثير من وحر الصدر فليصم شهر الصبر وثلثة ايام من كل شهر-

অর্থাৎ -"আমি তাকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি তার বুকের জ্বালা নিবারণ করতে চায় তার উচিত রমযান মাসের রোযা রাখা এবং প্রতিমাসে তিনটি করে *[১] রোযা রাখা।

লোকজন তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করলো। সত্যিই কি তুমি রসূলুল্লাহ (স) এর নিকট থেকে এ হাদীছটুকু শুনেছো?

তাদের এরূপ কথা শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং বললেন যে, তোমরা কি আমাকে এত হীন ভেবেছো যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূলের নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলবো? আল্লাহ্‌র কসম, আর কোন দিন আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো না।

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নবী করীম (স) এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে হুযুর (স) গোত্রের লোকজনের উদ্দেশ্যে এ পত্রখানি তাঁর নিকট অর্পন করেছিলেন।

দ্র. আল-ইস্তি'আব (আল-ইসাবার পাদটীকায়) খ.৩ ও ইবনে হজর- ইসাবায়ে খ.৩ নং ৮৮০,. উসদুল গাবা খ. ৫ পৃ. ৩৯

বনূ গিফার গোত্রকে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ (স) এর ফরমান

বনূ গিফার ছিল আরবের একটি দুর্ধর্ষ গোত্র। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এরা বিভিন্ন কবীলা ও কাফেলাসমূহের উপর অতর্কিতে হামলা করে তাদের সর্বস্ব লুট করে নিত। মক্কা মুকার্রমা থেকে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনগামী গুরুত্বপূর্ণ মহা সড়কের নিকটেই এ গোত্রের বসবাসস্থল থাকায় লুটপাটের সুযোগও ছিল প্রচুর। বিখ্যাত সাহাবী আবূ যর (রা) এ গোত্রেরই লোক ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বে লুণ্ঠনকার্যে তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে আমি আমার

টীকা ১ প্রতি চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়াম বীয বা চন্দ্রোজ্জ্বল রাতসমূহের রোযার দিকে ইঙ্গিত।

www.pathagar.com

স্বগোত্রে ফিরে আসি এবং গোত্রের লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দেই। গোত্রের অর্ধেক লোক নবী করীম (স) এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে। অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করে হিজরতের পরে। (তাবাকাতে ইবন সাদ- খ. ৭, হযরত আবূ যর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)

হুযুর (স) বনূ গিফার গোত্র সম্পর্কে বলেন ঃ. غفار غفره الله

অর্থাৎ "গিফার গোত্র- আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এগোত্রের লোকজন নবী দরবারে তাদের প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং নিম্নরূপ ফরমান লিখিয়ে দেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

(১) বনূ গিফার মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। মুসলমানদের যেরূপ অধিকার, তাদেরও সেরূপ অধিকার থাকবে এবং মুসলমানদের উপর যে সব দায়িত্ব বর্তায়, তাদের উপরও তা বর্তাবে।

(২) আল্লাহর নবী মুহম্মদ তাদের জানমালের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারীর অঙ্গীকার করেছেন।

(৩) তাদের উপর অন্যায় আক্রমণ হলে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা দেয়া হবে।

(৪) আল্লাহর নবী তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করলে তারা সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু সে যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ হলে প্রত্যেক পক্ষের নিরপেক্ষ থাকার অধিকার থাকবে।

(৫) এ চুক্তির ধারা লঙ্ঘনকারীর জন্যে এটা দলীলরূপে গণ্য হবে না।

(সীল মোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবাকাতে ইব্নে সাদ, খ. ৩, পৃ, ২৭, মক্তূবাতে নবভী, পৃ. ৮৫-৮৬

তেহামাবাসীদের নামে রাসূলুল্লাহ (স) এর ফরমান

তেহামার পরিচিতি: আরব উপদ্বীপের একটি প্রদেশ হচ্ছে তেহামা। এটা হচ্ছে মক্কা মুকা'র্রমার দক্ষিণে লোহিত সাগরের উপকূল আর 'জাবালুস সারাত' পর্বতের মধ্যবর্তী একটি দীর্ঘ উপত্যকা-যা লোহিত সাগরের কোল ঘেঁসে একেবারে ইয়েমেন পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই ভূখণ্ডে ছোট বড় অনেক পাহাড় পর্বত রয়েছে। এ অঞ্চলটি তেহামা উপত্যকা নামে বিখ্যাত। খুযা'আ গোত্র এ এলাকারই অধিবাসী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব বংশানুক্রমে তাদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাকার চুক্তি

www.pathagar.com

করেছিলেন। কার্যতঃ বনী খুযা'আ গোত্রটি সর্বদা হুযুর (স) এর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও সাহায্যকারী ছিল। হিজরী ৫ম সালে (৬২৭ খ্রী) কুরায়শ ও খয়বরের ইহুদীদের মদীনা আক্রমণকালে এরাই হুযুর (স)কে মদীনা আক্রমণের সংবাদ দিয়েছিল। ষষ্ট হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন এই মর্মে চুক্তি হলো যে আরবের গোত্রসমূহ উভয় পক্ষের যে কোন পক্ষের মিত্ররূপে থাকতে পারবে, তখন পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী এরা হুযুর (স) এর মিত্ররূপে থাকারই ঘোষণা দিয়েছিল। খুযাআ গোত্র এ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করলেও তারা ইসলামের মিত্র এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। নবী করীম (স) এর আমলে এই গোত্রটি মক্কার নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসরত ছিল। উক্ত গোত্রের নেতা বুদায়ল ইবন ওরকা প্রমুখের নামে হুযুর (স) একটি হৃদতাপূর্ণ পত্র দেন। তা ছিল নিম্নরূপ:

বুদায়ল ইবন ওরকার নামে

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

"মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বুদায়ল ইব্‌ন ওরকা প্রমুখের নামে

আমি সেই আল্লাহ্‌ প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

পর সমাচার- আপনাদের জানা থাকা চাই যে, তেহামাবাসীরা আমার সর্বাধিক প্রিয়। সম্পর্কে এরা আমার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ। আমি নিজের জন্য যা পসন্দ করি তা' আপনাদের মধ্যকার ঐ ব্যক্তির জন্যেও পসন্দ করি যে হিজরত করে- যদিও সে হিজরত আপনাদের এলাকায়ই হোক না কেন।

তেহামাবাসীদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিরা আমার পক্ষ থেকে সেই সদাচরণ লাভের অধিকারী-যেটুকুর অধিকারী স্বয়ং তেহামাবাসীরা।

আমি তেহামাবাসীদের সম্মান ও তাদের আন্তরিকতার মূল্যায়ন করে থাকি। তাদের মর্যাদার পরিপন্থী কোন কাজ আমার পক্ষ থেকে হবে না। আরব গোত্রদের সাথে আমার চুক্তির ব্যাপারে আপনাদের দুশ্চিন্তার কোনই কারণ নেই।"

*দ্র.*ইবনে আছীর-ব-হাওয়ালা রিসালাতে নবভীয়া, পৃ. ৯৬)

আলকমা ইব্‌ন 'আলাছা'* এবং হাওযার দুই পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা উভয়েই হিজরত করেছে এবং ঐ শর্তে বায়আত হয়েছে- যে শর্তে ইক্‌রিমা গোত্রের লোকেরা বায়আত হয়েছে। হারাম ও হালালের ব্যাপারে আমরা একই পর্যায়ের।

আল্লাহ্‌র কসম, আমি মিথ্যা বলি না। অবশ্য অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।"

(সীল মোহর)

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌

দ্র. তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ, খ.৩ পৃ. ২৫

* টীকা: মহবুব রিযভী আলাছা নামটি উলাছারূপে লিখলেও মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আকরম যিয়া আল- উমরী আলাছারূপেই লিখেছেন। (দ্র. Madinan Society at the time of the Prophet V.II page 111,156)

www.pathagar.com

তেহামার পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের নামে

আরব উপদ্বীপের প্রাকৃতিক বিভাজনে জাবালুস সারাত পর্বতমালা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তেহামার পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে লোহিত সাগর আর তার পূর্ব সীমান্ত ঘেঁষে এক সুদীর্ঘ পর্বতমালা উপদ্বীপটির দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়ে গোটা উপদ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। পর্বতটির সর্বোচ্চ চূড়াটির উচ্চতা হচ্ছে চৌদ্দ হাজার ফুট। ঐ পর্বতমালাকেই তওরাতে সা'ঈর পর্বত বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ অঞ্চলটি প্রাকৃতিকভাবে সিনাই উপত্যকার সাথে গ্রথিত।

লোহিত সাগরের পাশ ঘেঁষে রয়েছে উপদ্বীপের বৃহত্তম অংশ- যাতে হেজায, তেহামা, ইয়েমেন প্রভৃতি অবস্থিত। আর আরব সাগর ঘেঁষে রয়েছে উপদ্বীপের অপেক্ষাকৃত ছোট অংশ নজদ, ইয়ামামা, ওমান, বাহ্‌রায়ন, হাদ্রামাউত প্রভৃতি। তেহামার পার্বত্য অঞ্চলে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সমাবেশ ঘটেছিল। এদের অর্থাগমের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। দস্যুতা রাহাজানিই ছিল এদের প্রধান পেশা। এরা নবী- দরবারে তাদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠালো। নবী করীম (স) তাদেরকে একটি ফরমান লিখিয়ে দিয়ে এ মর্মে তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন যে, তাদের পূর্ববর্তী অপরাধ সম্পর্কে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ বা ধরপাকড়ের তারা সম্মুখীন হবে না। তাদের মধ্যকার পরাধীন বা দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে।

মহানবী (স) এর সে ফরমানটি ছিল এরূপ:

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد النبى رسول الله، لعباد الله العتقاء : انهم ان آمنوا ، واقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، فعبدهم حر ، ومولاهم محمد ، ومن كان منهم من قبيلة لم يرد اليها ، وما كان فيهم من دم اصابوه ، اومال اخذوه ؛ فهولهم ، وما كان لهم من دين فى الناس رد اليهم ولا ظلم عليهم ولا عدوان ، وان لهم على ذلك ذمة الله وذمة محمد والسلام عليكم .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

-"যারা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, নামায পড়বে, যাকাত আদায় করবে, তারা দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত। মুহম্মদ (স) তাদের অভিভাবক। তাদেরকে জোরপূর্বক তাদের কবীলাসমূহে ফেরৎ পাঠানো হবে না। তাদের পূর্বেকার কোন অপরাধ সম্পর্কে তাদেরকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। যাদের কাছে তাদের কোন প্রাপ্য রয়েছে, তা তাদেরকে পাইয়ে দেয়া হবে।

তাদের প্রতি কোনরূপ যুলম বা বাড়াবাড়ি করা হবে না। উপরোক্ত শর্তে তাদের মধ্যকার ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী রইলো। ওয়াস্‌ সালামু আলাইকুম।"

(সীল মোহর)

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌

দ্র. তাবাকাতে ইব্‌নে সা'দ, খ. ১, পৃ- ২৭৮; মজমু'আতুল ওছাইক, পৃ. ২০০, নং ১৭৩; কায়তানী ৭/২

www.pathagar.com

বনী নাহাদের নামে রাসূলুল্লাহ (স) এর ফরমান

তেহামার বনী নাহাদের লোকজন নবী দরবারে হাযির হয়ে আয়য করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তেহামা থেকে আপনার দরবারে এসে হাযির হয়েছি। আমাদের গোত্রে দারুণ আকাল যাচ্ছে। গবাদি পশু থেকে প্রাপ্ত উল এবং পিলু ফল দ্বারা আমাদের জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। কিন্তু নিদারুণ খরায় আমাদের গবাদি পশুসমূহ শেষ হয়ে গেছে। শুকিয়ে মরে ঝরে গেছে আমাদের গাছ-পালাগুলো। শিরক ও যুলম ত্যাগ করে জীবিকা নির্বাহে অপরাগ অবস্থায় আমরা আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আমাদের গোটা কবীলা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তারা ইসলামের অনুশাসন পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আপনি আমাদের বিপম্মুক্তির জন্যে দু'আ করুন! বিশ্বের জন্যে করুণাস্বরূপ আবির্ভূত মহানবী (স) দু'আ করলেন:

"হে আল্লাহ্! বনী নাহাদের উপর তোমার বরকত ও করুণারাশি নাযিল কর! তাদের গাছ-পালা সমূহকে সজীব প্রাণবন্ত ও ফলমূলসমৃদ্ধ করে দাও; তাদেরকে তোমার রহমত ও বারি বর্ষণ থেকে বঞ্চিত রেখো না; তাদের ধর্ম, সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে বরকত দান কর!"

এরূপ দু'আ করার পর তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বল্লেন:

"তোমাদের মধ্যকার যারা নামায পড়বে, তারা মুসলমান। যারা যাকাত দেবে তারা 'ইহ্সান' এর মর্যাদা পাবে আর যারা এরূপ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই তারা মুখলিস বা নিষ্ঠাবান।"

হে বনী নাহাদ! কুফরী ও শিরকে লিপ্ত থাকা অবস্থায় এ অবধি তোমরা যত গুনাহ করেছ, ইসলাম- গ্রহণের দ্বারা সে সবগুলোহ্ই স্খলিত হয়ে গেছে। তোমাদের নিকট থেকে ঠিক সে পরিমাণ সাদাকা- যাকাত নেয়া হবে ,যেমনটি অন্য দশ মুসলমানের নিকট হতে নেয়া হয়ে থাকে।

মনে রাখবে, ইসলাম গ্রহণের পর যাকাত আদায়, প্রাপকদের হক আদায় করা এবং নামায আদায়ে গাফলতি করা চলবে না।"

তারপর তিনি উক্ত গোত্রের নামে নিম্নরূপ ফরমান লিখে দেন :

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ্র রাসূল মুহম্মদ (স) এর পক্ষ থেকে বনী নাহাদের নামে-

-"তাদের প্রতি সালাম- যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। যে ব্যক্তি নামায পড়বে সে মুমিন। যে যাকাত আদায় করবে সে মুসলমান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, সে আল্লাহ্র নিকট

www.pathagar.com

গাফেল বলে গণ্য হবে না।

তোমাদের নিজেদের চারণভূমি ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার তোমাদের থাকবে। অন্য কেউ তোমাদের গাছপালা কাটতে পারবে না। যাকাত আদায়ে নম্রতা অবলম্বন করা হবে, তবে রুগ্ন ও বৃদ্ধ জন্তু যাকাতস্বরূপ দেয়া চল্‌বে না।

যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, রাসূলুল্লাহ্‌র জন্য তার সাহায্য করা ওয়াজিব হবে আর যে তা ভঙ্গ করবে, তা তার বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে।"

(সীল মোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. রিসালাতে নবভীয়া, পৃ: ১০৫-১০৭-ব- হাওয়ালা ইব্‌ন আছীর,. তাবাকাত খ. ১, পৃ. ২৭৪; আল- মজমুয়া.. পৃ. ১৮৮,'

যুল-গুস্‌সা কায়সের নামে

উক্ত বনী নাহাদ গোত্রের জনৈক সর্দার যুল-গুস্‌সা কায়সের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স) নিম্নরূপ পত্র লিখেনঃ

. বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

"বনি হারিছ ও বনি নাহাদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদরীতে রয়েছে। তাদেরকে তাদের জনপদ থেকে উচ্ছেদ করা বা তাদের নিকট থেকে উশর গ্রহণ করা চল্‌বে না। অবশ্য তা কেবল তখনই হবে, যখন তারা নামায পড়বে, যাকাত দেবে, মুশরিকদের নিকট থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলবে এবং নিজেদেরকে প্রকাশ্যে মুসলিম বলে প্রকাশ করবে।

এ ছাড়া রাস্তার নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বও তাদের দায়িত্বসমূহের অনত্যম বলে গণ্য হবে।"

(সীল মোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ, খ. ৩, পৃ: ২২

কালব গোত্রের বনী জিনাবের নামে

কালব গোত্রের সর্দার কাতান বিন হারিছা সগোত্রে নবী-দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম (স) তাঁকে নামায ও যাকাতের মস্‌আলা সম্বলিত একটি ফরমান লিখিয়ে দেন। সে ফরমানাটি ছিল নিম্নরূপ :

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে কাল্‌ব গোত্রের বনী জিনাব এবং তাদের

www.pathagar.com

সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ বন্ধুদের নামে-

-"যে সব লোক নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে, ঈমান-বিশ্বাসে অবিচল থাকে, অঙ্গীকার পালনে যত্নবান থাকে, তাদের জন্যে এটা অপরিহার্য যে, বিনা রাখালে চারণক্ষেত্রে চরে খাওয়া প্রতি পাঁচটি ছাগলের একটি যাকাতস্বরূপ দেবে। যে সব উটনীর শাবক মারা যায়, সেগুলোর পঞ্চাশটিতে একটি নির্দোষ উটনী যাকাতস্বরূপ দিতে হবে। মালবাহী পশুর উপর কোন যাকাত নেয়া হবে না। নহর-সিঞ্চিত জমির উৎপন্নজাত ফসলের উশর (এক দশমাংশ) এবং বৃষ্টি সিঞ্চিত জমির ফসলের ক্ষেত্রে অর্ধ- উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাতস্বরূপ দিতে হবে।

যে সমস্ত পশু পথ ভুলে তাদের এলাকায় ঢুকে পড়বে, সেগুলো তাদের হবে। তাদের উপর নির্ধারিত পরিমাণের বেশী তাদের নিকট থেকে আদায় করা হবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ লিপির যিম্মাদার রইলেন। সা'দ ইবনে উবাদা, আব্দুল্লাহ ইবন্ আনীস ও দাহ্ইয়া বিন খালীফা আল কালবী এর সাক্ষীরূপে রইল।"

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

মাকাতীবুর রাসূল খ. ২. পৃ ৪১৭; তাবাকাতে ইবন সা'দ খ. ৩, পৃ ৩৪; রিসালাতে নবভীয়া পৃ; ২২২-২২৩ কায়তানী ৯: ৪৯, মজমু'আতুল ওছাইক পৃ: ২১ নং ১৯২

অভিন্ন মর্মের আরেকটি পত্র

ঐ একই মর্মের অন্য পত্রটির শিরোনামে 'বনী জিনাবের' স্থলে 'আমাইরে কাল্ব এর প্রতি' আছে। 'বনী জিনাব এর প্রতি' শিরোনামের পত্রটি 'মাকাতীবুর রাসূল' ১২৪ নং পত্ররূপে এবং অপর শিরোনামের পত্রটি ১২২ নং পত্ররূপে প্রকাশ করা হয়েছে। 'মক্তুবাতে নবভী' শিরোনামের উর্দূ গ্রন্থটিতে মহ্বুব রিযভীর অনুকরণে আমরাও 'বনী জিনাব' শিরোনামটিই বেছে নিয়েছি। যরকানী মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়ার ৪র্থ খন্ডের ১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠায় 'আমাইরে কাল্ব এর প্রতি' শিরোনামই উদ্ধৃত করেছেন। আসমাঈ' তদীয় কিতাবের পৃ: ৭৫ এ 'আমাইর' বল্তে কাল্ব গোত্রের একটি বিশেষ শাখাগোত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

দ্র. আল-ইক্দুল ফরীদ খ. ১, (ওফূদ অধ্যায়),. যারকানী খ. ৪, পৃ. ১৭২-১৭৪,

রবী'আ বিন যী-মারহাব আল- হাযরামীর নামে

হাদ্রামাউতে রবী'আ বিন যী-মারহাবের খানদান এক বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। নবী করীম (স) রীব'আ এবং তাঁর ভাইদেরকে তাঁদের সম্পত্তির মালিকানায় বহাল রেখে নিম্নরূপ ফরমান লিখিয়ে দেন:

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

-"এদের ধনসম্পদ, গোলামবাঁদী, কূয়ো - নহর, খামার বাড়ীসমূহ ও সেগুলোর গাছপালা, হাদ্রমাউতের মাঠও জঙ্গলের ঘাস, এসব কিছুর মালিকানা যী-মারহাবের খানদানের মধ্যেই থাকবে। যে নহর বা নির্ঝরণী থেকে তারা জলসেচ করে থাকেন এবং যা আলে-কায়স পর্যন্ত প্রবাহিত রয়েছে, তাও তাদেরই মালিকানাধীন থাকবে। যে সমস্ত বাগবাগিচা তাদের কাছে বন্ধক রয়েছে, তার ফসলের মালিক যারা বন্ধক রেখেছে তারাই হবে, বন্ধক রাখে যে মহাজন, বন্ধকী সম্পদ থেকে উপকার নেয়া তার জন্যে বৈধ নয়। এর অন্যথাকারীদের থেকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল সম্পর্কমুক্ত থাকবেন।

মুসলমানদের উপর যী-মারহাব খান্দানের সাহায্য সহযোগিতা করা ওয়াজিব হবে। তাদের জান মালের হিফাযত করার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তাবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের সাহায্যকারী।"

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খ. ১, পৃ. ২৬৬; রিসালাতে নবভীয়া, পৃ. ১৪৭ (মিসবাহুল মুযী-এর বরাতে) আল মজমুয়া পৃ. ১৬৮ (রিসালাতে নবভীয়া এর বরাতে); পৃ. ৪৮, নছর আদ্‌দুর্দিল মাকনূন পৃ. ৬৩-৬৪; কায়তানী ৯:৬৮; স্প্রিংগার খ. ৩, পৃ. ৪৬২, মাকাতীব পৃ. ৩১৩,

আমর বিন মা'বাদ আল্ জুহানীর নামে

নবী করীম (স) এর পক্ষ থেকে জুহায়নিয়া গোত্রের আমর বিন মা'বাদ আল-জুহানী এবং কবীলায়ে জুরমুয্ প্রভৃতির নামে একটি লিপি প্রদান করা হয়েছিল। তা' ছিল এরূপ:

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

-"এদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, নামায পড়বে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করবে উপরন্তু নিজের মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেবে, পৌত্তলিকদের থেকে আলাদা থাকবে এবং গণীমতের মালে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্ধারিত অংশ আদায় করতে থাকবে, তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের হিফাযতে থাকবে।

মুসলমানদের মধ্যকার যার অন্যের কাছে কোন পাওনা থাকবে তাকে তার মূল পাওনা পাইয়ে দেওয়া হবে; কিন্তু বন্ধকের সুদ বাতিল বলে গণ্য হবে। ফলমূলের যাকাত এক দশমাংশ। অন্য যারা তাদের সাথে শামিল হবে, তাদেরকেও এসব ব্যাপার মেনে চলতে হবে।"

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবাকাতে ইব্‌নে সা'দ, খ. ৩ পৃ. ২৪-২৫

www.pathagar.com

আমর ইব্‌ন মুর্রা জুহানীর নামে

আমর ইব্‌ন মুর্রা জুহানী বর্ণনা করেন: আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে হজের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যাই। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, কা'বা থেকে একটি আলোক-রশ্মি উত্থিত হয়ে এমনি আলোবিস্তার করলো যে, মদীনা ও জুহায়নার পাহাড় পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। এমন সময় একটা আওয়ায শোনা গেল। কেউ যেন বলছিল, অন্ধকার বিদায় নিল, আলোর প্রকাশ ঘটলো, শেষ নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে। প্রতিমাগুলো লুটিয়ে পড়েছে। সম্প্রীতি সৌহার্দের যুগ এসে গেছে।

এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভয়ে তখন আমার শরীর কাঁপছে। আমি লোকজনকে আমার স্বপ্নের কথা বলে তাদেরকে বললাম, কুরায়শদের মধ্যে নিশ্চয়ই নতুন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

এর কিছুদিন পরেই লোকমুখে জানতে পারলাম, আহ্‌মদ নামের একজন নবুওতের দাবী করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং আমার স্বপ্নের কথা তাঁকে জানালাম।

তিনি বল্‌লেন: হে আমর! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে গোটা সৃষ্টিজগতের নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি লোকজনকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেই, খুনখারাবী থেকে বারণ করি, প্রতিমাপূজা করতে নিষেধ করি এবং বছরে একমাস রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকি।

যারা আমার এ দাওয়াত কবূল করে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতের সু-সংবাদ আর যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম।

সুতরাং হে আমর! আমার প্রতি ঈমান আনয়ন কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

আমি আরয করলাম, "আমি স্বীকার করছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল।" নবী করীম (স) এজন্যে আমাকে মোবারকবাদ জানান।

আমি আরয করলাম: আমার মন চায় যে আপনি আমাকে নিজ গোত্রে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন। যতদূর মনে হয়, আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তারা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।

তখন তিনি আমাকে উপদেশছলে বল্‌লেন:

www.pathagar.com

"লোকজনের সাথে নম্রভাবে কথা বল্‌বে এবং সহজ করবে, কঠোরতা করবে না এবং নিজের হেদায়েত লাভের জন্যে গর্ব করো না। হিংসা-বিদ্বেষ সর্বদা পরিহার করবে।"

আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে স্ব-সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলাম এবং তাঁর উপদেশ অনুসারে লোকজনকে বল্‌লাম "হে আমার প্রিয়জনরা! আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের বার্তা নিয়ে তোমাদের নিকট এসছি। নবী করীম (স) এর প্রতি ঈমান নিয়ে এসো এবং তাঁর নির্দেশনা মেনে চল, তা হলে দুনিয়া ও আখিরাত তথা ইহকাল ও পরকালের তাবৎ মঙ্গল তোমরা লাভ করবে।"

একব্যক্তি ছাড়া গোত্রের অপর সকলেই আমার আহ্বানে সাড়া দিল এবং আমি তাদের একটি প্রতিনিধিদল সহ নবী দরবারে উপস্থিত হলাম। হেদায়েত-বিমুখ সেই হতভাগ্য ব্যক্তিটির করুণ পরিণাম পরে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

আমাদের উপস্থিত হওয়ায় নবী করীম (স) অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। আমাদের অনুরোধে তিনি আমাদের জন্য একটি ফরমান লিখিয়ে দেন। তাতে ছিল:

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

-"এ লিপিটি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। তিনি তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁকে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব দান করছেন। আমর বিন মুর্রা জুহানীর তাঁর জমি-জমার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। তিনি যেখানে ইচ্ছে তাঁর গবাদিপশু চরাবেন এবং সেগুলোকে পানি পান করাবেন। তবে শর্ত হলো, তাঁর গবাদি পশুগুলোর নির্দিষ্ট যাকাত তাঁকে আদায় করতে হবে। কৃষিকার্যে ব্যবহার্য্য পশুতে কোন যাকাত নেই।

এ চুক্তিপত্রের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ এবং মুসলমানগণ সাক্ষী রইলেন।"

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌

(দ্র. কানযুল উম্মাল এর বরাতে রিসালাতে নবভীয়া, পৃ: ২২৫-২২৮; মক্‌তূবাতে নবভী, পৃ: ৯৬-৯৮

www.pathagar.com

হামদানের গোত্রপতি উমায়র যী-মারানের নামে রসূলুল্লাহ (স)- এর পত্র

হামদান ছিল ইয়েমেনের সর্ববৃহৎ, সর্বাধিক জনবহুল এবং সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী গোত্র। এই গোত্রেরই একজন কায়স ইবন মালিক নবী-দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম (স.) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তাঁর স্ব-গোত্রে প্রেরণ করেন। হযরত কায়সের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তাঁর গোটা গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। সে শুভ সংবাদ নিয়ে কায়স (রা.) নবী দরবারে উপস্থিত হন। এ শুভ সংবাদটি শুনেই নবী করীম (স.) বলে উঠলেন: "হামদান কত উত্তম গোত্র! সাহায্যের ব্যাপারে তারা অগ্রবর্তী এবং বিপদকালে ধৈর্যধারণকারী। ইসলামের অনেক রঈস ও আবদালের আবির্ভাব এদের মধ্য থেকে হবে।"

এই গোত্রের প্রধান উমায়র যী-মারান (র.) এর নামে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর পত্রখানা ছিল এরূপ:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আস্সালামু আলাইকুম! আমি সেই আল্লাহ্র প্রসংসা করছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

পর সমাচার- রোম থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের পর আপনার গোত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদটি পেলাম। হামদানবাসীদের জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহ্ তাদেরকে হিদায়াতের দ্বারা ধন্য করেছেন। আপনাদের উচিত হবে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে দেওয়া এবং সাক্ষ্য দেওয়া, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। যারা নামায পড়বে এবং যাকাত দেবে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারীতে থাকবে। কারো প্রতি কোনরূপ যুল্ম বা বাড়াবাড়ি করা হবে না। তারা যে সব সম্পদের মালিক আছে, তারাই সে সবের মালিক থাকবে।

মুহম্মদ (স) এর আহ্লে বায়ত বা তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্যে সাদাকা গ্রহণ বৈধ নয়। মালিক বিন মুরারাহ্ রূহাভী আপনাদের বার্তা আমার নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে তাঁর সাথে সদাচরণের তাগিদ দিচ্ছি। তিনি তাঁর গোত্রের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্যতম।"[১]

(সীলমোহর) -মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. সুনান আবূ দাউদ ২/৩৮-৩৯, তাবাকাতে ইব্ন সা'দ, খ. ৩, পৃ. ৭৩-৭৪, রিসালাতে নবভীয়া পৃ. ২০২ (ব-হাওয়ালা ইব্ন আছীর;) মকতূবাতে নবভী, পৃ. ২২৯-২৩০

টীকা -১.উদ্ধৃত সূত্র সমূহ ছাড়াও ইয়াকুবী (২/৬৫), উসদুল গাবা (৪/১৪৭ ও ২/১৪৫), ই'লামুস্ সায়েলীন (পৃ. ৬৪ প্রভৃতির বরাতে 'মাকাতীবুর রাসূল' গ্রন্থে এ রূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হলেও 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে ঈষৎ পরিবর্তন সহ এ পত্রটি উদ্ধৃত করে এর ব্যাখ্যায় আবূ উবায়দ মন্তব্য করেন: আমি মনে করি, হুযুর (স) এর এই শেষোক্ত প্রশাংসাবাক্যটি হযরত মু'আয (র) সম্পর্কে। (দ্র. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৯৩, (১৪০১ হি. /১৯৮১ খ্রী. সংস্করণ)

www.pathagar.com

হামদানের প্রতিনিধিদলের আগমন ও তাদের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স) - এর ফরমান

সীরতে ইব্নে হিশামে হামদানের প্রতিনিধিদলের আগমন এবং ঐ গোত্রের নামে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ্ (স) এর ফরমান এর বিবরণ নিম্নরূপ:

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ হামদানের প্রতিনিধি দলও রাসূলুল্লাহ (স)- এর নিকট আগমন করলো, যেমন আমি বিশ্বাস করি এমন এক ব্যক্তি 'আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উয়ায়না আবদী হতে এবং তিনি আবূ ইসহাক সুবায়য়ী (র.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ

হামদানের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (স) এর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে ছিল মালিক ইব্ন নামাত, আবূ ছাওর যুল-মিশআর, মালিক ইব্ন আয়ফা: যিমাম ইব্ন মালিক সালমানী ও উমায়র ইব্ন মালিক খারিফী। তাবূক হতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রত্যাবর্তন পথে তারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে। তাদের পরিধানে ছিল ইয়ামেনী সেলাই করা চাদর ও আদনী পাগড়ী। মাহরী ও আরহাবী উটের উপর স্থাপিত মূল্যবান কাঠের হাওদায় তারা আসীন ছিল। মালিক ইব্ন নামাত ও অপর এক ব্যক্তি তাদের সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশ করে ছড়া বলছিল। একজন বলছিল, -----

হামদান তো সেরা নবাব ও সামন্ত,
বিশ্বজুড়ে কোথাও তাদের তুলনা নেই।
তাদের রয়েছে মর্যাদা উচ্চ অতি তাদের মাঝে রয়েছে বড় বড় বীর।
যে কারণে লাভ করে তারা বিপুল নজরানা, খাজনা দেদার।

অপরজন বলছিল ঃ ----------

দেখ দেখ, খর্জুর-বাকলের রশির লাগাম আঁটা
উটগুলো সব করছে অতিক্রম,
শীত ও গ্রীষ্মের ধুলো মেঘের তলে
জলের ধারে সবুজ-শ্যামল গ্রাম।

এরপর মালিক ইব্ন নামাত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! হামদান সম্প্রদায়ের শহর ও পল্লীর সেরা লোকগুলো বেগবান নবীন উটে সওয়ার হয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছে। তারা ইসলামের রশিতে আবদ্ধ। আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা তাদের স্পর্শ করে না। তারা এসেছে খারিফ, ইয়াম ও শাকির গোত্রসমূহের নগর হতে। তারা উট ও ঘোড়ার মালিক। রাসূলের আহ্বানে তারা সাড়া দিয়েছে এবং সকল দেব-দেবী ও প্রতিমাদের বর্জন করেছে। যতদিন পাহাড় স্থির থাকবে এবং যতদিন সালা পাহাড়ের হরিণ-শাবক ছোটাছুটি করবে, ততদিন তাদের

www.pathagar.com

অংগীকার ভংগ হওয়ার নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (স) তাদের জন্য একখানি পত্র লিখে দিলেন, যা ছিল নিম্নরূপঃ

পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

"এটা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে খারিফ সম্প্রদায়ের শহর এবং উচ্চভূমি ও বালুময় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য তাদের প্রতিনিধি যুল-মিশআর মালিক ইব্ন নামাতের মারফত লিখিত। তার সম্প্রদায়ের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারাও তার শামিল। এই মর্মে যে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর উচ্চ ও নিম্নভূমি তাদের থাকবে। তারা এর ফল-ফসল খাবে এবং তৃণাদি তাদের জানোয়ারকে খাওয়াবে। এজন্য তাদের পক্ষে রয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী। আনসার ও মুহাজিরগণ তাদের সাক্ষী।"

এ সম্বন্ধে মালিক ইব্ন নামাত বলেন ঃ

আমি কয়লা কালো অন্ধকারেয় মাঝে স্মরণ করেছি
আল্লাহ্র রাসূলকে, যখন আমরা চলছিলাম রাহরাহান
ও সালদাদের উপর দিয়ে।
দীর্ঘ রাজপথ দিয়ে আমাদের নিয়ে চলছিল উটেরা
অবিরাম পথ-পরিক্রমায় তাদের চোখ ছিল
কোটরাগত, দেহ ক্ষত-বিক্ষত।
এমন সব উটনীর উপর সওয়ার ছিলাম আমরা, যাদের
চওড়া পা, যারা বেগবান, ধাবিত হচ্ছিল আমাদের নিয়ে
মোটাতাজা নর উটপাখীর মত।
আমি মিনার পথে গমনরত সেই উটনীদের প্রতিপালকের শপথ করছি, যেগুলো
তাদের সওয়ারী নিয়ে সমুচ্চ ভূমি হতে হয়েছে উদিত।
আল্লাহ্র রাসূল আমাদের মাঝে প্রত্যায়িত সুনিশ্চিত।
আরশাধিপতির নিকট হতে এসেছেন তিনি
সরল পথ-প্রাপ্ত হয়ে।
কোন উটণী তার হাওদার উপর কখনও করেনি বহন,
মুহাম্মদ অপেক্ষা তীব্রতর দুশমনের উপর আঘাতকারীকে।
কিংবা এমন ব্যক্তিকে যে তাঁর চাইতে বেশী মুক্ত-হস্ত
আগত কৃপা-প্রার্থীর প্রতি
অথবা তীক্ষ্ণ ভারতীয় তরবারি চালাতে অধিক সিদ্ধহস্ত।

দ্র. সীরাতুন নবী (সীরাতে ইবনে হিশাম) ৪/২৬৫-২৬৬

www.pathagar.com

হাজরবাসী বনূ আবদুল্লাহ্‌র নামে রাসূলুল্লাহ (স)- এর ফরমান

উসায়বুখতকে পত্র প্রদানকালে হুযুর (স) হজরের বনূ আবদুল্লাহ গোত্রের নামেও একটি ফরমান প্রেরণ করেন। তাতে তিনি তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল পথে চলার উপদেশ দেন। সে ফরমানটি ছিল এরূপ ঃ

بسم الله الرحيم الرحيم

من محمد النبى الىٰ اهل هجر، سلمٌ انتم فانى احمد اليكم الله الذى لا اله الا هو، اما بعد فانى اوصيكم بالله وبانفسكم ألا تضلوا بعد اذهديتم ولا تنووا بعد اذ رشدتم امابعد، فانه قد اتانى الذى صنعتم وانه من يحسن منكم لا يحمل عليه ذنب المسئ، فاذا جاءكم امرائى فاطيعوهم وانصروهم واعينوهم على امرالله وفى سبيله فانه من يعمل منكم عملا صالحا فلن يضل له عندالله وعندى، واما بعد، فقد جاءنى وفدكم فلم اٰت اليهم الا ما سرَّ وانى لوجهدت حقى فيكم كله اخرجتكم من هجر فشفعت غائبكم وافضلت على شاهدكم، فاذكروا نعمة الله عليكم-

নবী মুহাম্মদ (স.)- এর পক্ষ থেকে হাজরবাসীদের নামে। তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যে, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। এরপর আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নামে এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিচ্ছি যে, সৎ পথে আসার পর পথভ্রষ্ট হয়ো না। সত্যের আলো পাওয়ার পর মিথ্যা গ্রহণ করো না। এরপর জেনে রেখ, তোমরা যা কিছু করেছ, আমার কাছে তার সংবাদ এসেছে। তোমাদের মধ্যে যারা পুণ্যের কাজ করবে তাদের উপর অন্যায়কারীদের অন্যায় চাপিয়ে দেয়া হবে না। আল্লাহ্‌র পথে তাদের আনুগত্য, সাহায্য ও সহায়তা করবে। কেননা, তোমাদের মধ্যে যারা পুণ্য কাজ করবে, তা কখনো আল্লাহ্‌র কাছে এবং আমার কাছে বিনষ্ট হবে না।

জেনে রেখ! আমার কাছে তোমাদের প্রতিনিধি দল এসেছে। আমি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করিনি, যা তাদেরকে অসন্তুষ্ট করতে পারে। অথচ আমি যদি আমার পূর্ণ অধিকার প্রয়োগ করতাম, তা হলে তোমাদেরকে 'হাজর' থেকে বের করে দিতাম। আমি তোমাদের অনুপস্থিতদের কথা বিবেচনা করেছি আর উপস্থিতদের প্রতি অনুগ্রহ করেছি। অতএব তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর।"

(সীল মোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

দ্র. ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৯০; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৯১

www.pathagar.com

এ গোত্রটি মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহে কুরায়শদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা দিত। হযরত আবূ বকর (রা) এর খিলাফত আমলে আত্মপ্রকাশকারী ভণ্ড নবী তুলায়হা ইব্ন খুয়ায়লেদ ছিল এ গোত্রেরই লোক।

হিজরী নবম (৬৩০ খ্রী) সালে এ গোত্রটি ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবী-দরবারে তাদের প্রতিনিধিদল পাঠায়, কিন্তু তখনো তাদের অহঙ্কারের নেশা পুরোপুরি কেটে উঠেনি। কথা প্রসঙ্গে তারা নবী করীম (স.) কে এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতেও ভুল লোনা যে, আপনি কিন্তু কোন অভিযান পাঠিয়ে আমাদেরকে নতি স্বীকার করান নি, আমরা নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় সূরা হুজুরাতের আয়াত :

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ، قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَى اِسْلاَمِكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَا كُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ .

"ওরা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে এবং কথাবার্তায় সে ভাবই প্রকাশ করে তুমি বলে দাও (হে রাসূল!) তোমাদের আত্মসমর্পনে আমি ধন্য হয়ে গেছি এমন ভাব দেখিয়ো না: বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (৪৯ হুজুরাত ১৭) (দ্র. সীরাতুন নবী, জিল্দ ২, পৃ: ৫০)

রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাদের প্রতি যে ফরমানটি প্রেরণ করেন তাথেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত গোত্রের লোকজন তায় গোত্রের এলাকাটি ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (স.) তাদেরকে সে অনুমতি দেন নি।

রসূলুল্লাহ্ (স.) এর সে ফরমানটি ছিল এরূপ:

নবী মুহম্মদের পক্ষ থেকে বনূ আসাদের প্রতি-

সালামুন আলাইকুম- তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! আমি তোমাদের নিকট সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করছি- যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।

পর সমাচার, তায় গোত্রের কূয়োসমূহ এবং তাদের জমিজমার উপর এবং তাদের ভূমিতে বিনা অনুমতিতে তোমাদের কেউ কোনক্রমেই প্রবেশ করবে না।

যে আমার অনুগত থাকবে না, তার ব্যাপারে আমার কোনই দায়িত্ব নেই। তাদের আমিল (প্রশাসক) কুযা'আ বিন আমর (রা.) সবকিছু দেখাশোনা করবেন।

(সীল মোহর)

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ)

দ্র. তাবাকাতে ইব্ন সা'দ, খ. ৩. পৃ: ২৩; মকতূবাতে নবভী, পৃ. ২০৯-২১০

www.pathagar.com

আসলম গোত্রের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)- এর ফরমান

খুযা'আ গোত্রের একটি শাখাগোত্র হচ্ছে আসলাম গোত্র। ঐ গোত্রের লোকজন মদীনায় উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। নবী করীম (স)- এর পবিত্র যবান থেকে উচ্চারিত হলো: আসলম গোত্রকে আল্লাহ্ শুধরিয়ে দিন এবং তাদেকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন! ঐ গোত্রের নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ (স)- এর ফরমানটি ছিল এরূপ:

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

(১) আসলম গোত্রের যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করবে, নামায পড়বে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে ঐকান্তিক ও নিষ্ঠাবান হবে, তাদের উপর কোন বহিরাক্রমণ হলে তাদেরকে সাহায্য প্রদান করা হবে।

(২) আল্লাহ্‌র নবীর যখন প্রয়োজন হবে তখন তারাও সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।

(৩) তাদের গ্রামবাসীদের জন্যেও সে সব অধিকার স্বীকৃত হবে যেগুলো তাদের শহরবাসীদের জন্যে প্রযোজ্য।

(৪) তারা যেখানে ইচ্ছে হিজরত করতে পারবে। দ্র. তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ খ. ৩, খৃ: ২৪

বানু যামরার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)- এর ফরমান

মক্কা মুকার্রমা থেকে স্থলপথে যে কাফেলা চলার সুদীর্ঘ পথটি সিরিয়া ও মিসর প্রভৃতি দেশের দিকে চলে গেছে, বানু যামরা গোত্রটির আবাসস্থল এ মহাসড়কের পাশেই অবস্থিত ছিল। এটা ছিল একটা বড় ও জনবহুল গোত্র।

মদীনায় হিজরতের পর নবী করীম (স) বেশ কয়েকবারই ইয়াম্বু সফর করেন। ইয়াম্বু ছিল মক্কা থেকে সিরিয়াগামী কাফেলাসমূহের একটি বড় মনযিল। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে একশ' ত্রিশ মাইল দূরে লোহিত সাগরের কূল ঘেঁষে এ স্থানটি অবস্থিত। সুয়েজ খাল খনন হওয়ার পূর্বে ইউরোপ-আফ্রিকাগামী কাফেলাগুলো প্রধানত: এপথ দিয়েই চলাচল করতো। তাই এ রাস্তাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এজন্য এ মহাসড়কের দুই পশে বসবাসকারী গোত্রসমূহের সাথে রাসূলুল্লাহ (স) মৈত্রীচুক্তি করে রেখেছিলেন। এসব চুক্তির কোন কোনটিতে স্থায়ী মৈত্রী এবং কোন কোনটিতে পারস্পরিক সামরিক সাহায্য দানের অঙ্গীকারেরও উল্লেখ রয়েছে। আবার কোন কোন চুক্তিতে কেবল নিরপেক্ষ থাকা এবং শত্রুদের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করার অঙ্গীকারটুকুই রয়েছে।

হিজরী দ্বিতীয় সনের (৬২৩ খ্রী) শুরুর দিকে সফর মাসেই হুযুর (স) বানূ যামরার নিকট থেকে যুদ্ধ নয়, মিত্র রূপে থাকার অঙ্গীকার আদায় করে নেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

(স) এর পক্ষ থেকে ফরমানটি ছিল এরূপ:

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এ লিপিটি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে বানূ যামরার প্রতি-

(১) তারা জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে।

(২) তাদের প্রতি যে কোন বহিরাক্রমণের মুকাবিলায় তাদেরকে সাহায্য প্রদান করা হবে।

(৩) আল্লাহ্‌র নবীর সাহায্য সহযোগিতা করা তাদের জন্য জরুরী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্‌র নবী যখনই তাদেরকে সাহায্যের জন্যে আহ্বান জানাবেন তখনই তারা সাহায্যদানে বাধ্য থাকবে। তবে ধর্মযুদ্ধে সাহায্য করা তাদের জন্যে জরুরী হবে না।

(৪) তারা যতদিন চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন, পর্যন্ত তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে।

(৫) এ চুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ, তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী রইলো।"

এ মর্মের আরো কয়েকটি চুক্তি বানু যামরার প্রতিবেশী গোত্রসমূহের সাথেও হয়েছিল। এসব চুক্তির পাঠ প্রায় এ রকমই। বিস্তারিত জানার জন্যে তাবাকাতে ইবনে সা'দ খ. ৩ পৃ: ২৪ দেখা যেতে পারে। দ্র. মকতূবাতে নবভী, পৃ: ৮২-৮৩

খায়বরের ইহুদীদের নামে রাসূলুল্লাহ (স:) এর ফরমান

পরিচিতি ঃ খয়বর হচ্ছে হেজাযের খর্জুরবীথিসমৃদ্ধ এলাকা। শতশত প্রাকৃতিক নির্ঝরণীর স্বচ্ছ জলধারা এলাকাটিকে সমৃদ্ধ ও শ্রীমন্ডিত করে রেখেছে।

খায়বর শব্দটি হিব্রু ভাষার। এর অর্থ হচ্ছে দুর্গ। হেজায তথা গোটা আরব উপদ্বীপে এটা ছিল ইহুদীদের সবচাইতে বড় কেন্দ্র। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দুইশ' মাইল উত্তরে এই এলাকাটি অবস্থিত। বিভিন্ন জনপদ নিয়ে গঠিত এ খয়বর এলাকাটির বিরাট গুরুত্ব রয়েছে আরবের ইতিহাসে। ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগে এখানে অনেক পুঁজিপতি ইহুদীর বাস ছিল। ব্যবসাবাণিজ্য ও সূদী লেনদেন ছিল তাদের পেশা। খয়বরে তারা বিরাট দুর্গ গড়ে তুলেছিল। মারহাব দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীরসমূহ আজো বিদ্যমান রয়ে কালের করাল গ্রাসকে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করে চলেছে। এ সব দুর্গের দরুন গোটা আরবের মধ্যে এই খয়বর এলাকাটিকে অজেয় ও দুর্ভেদ্য জ্ঞান করা হতো। এখানকার ইহুদীরা আরব গোত্রসমূহকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে কুটবুদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক ফায়দা লুটতো। কেননা, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক পক্ষেরই অর্থ ও অস্ত্রের প্রয়োজন হতো। আর সূদের বিনিময়ে এই অর্থ ও অস্ত্রের যোগানদার ছিল এই খয়বরের ইহুদী মহাজনরাই। এই ভাবে কুটবুদ্ধির জোরে তাদের ব্যবসাপাতি খুব ভালই চল্‌ছিল। আরব গোত্রসমূহের লোকজন প্রায়ই তাদের কাছে ঋণগ্রস্ত খাতক হয়ে থাকতো।

www.pathagar.com

এছাড়া আরবদের উপর তাদের জ্ঞানবত্তা এ ধর্মেরও বিরাট প্রভাব ছিল। তারা ইহুদীদেরকে তাদের চাইতে অধিক শিক্ষিত, সভ্যতামন্ডিত ও কেতাদুরুস্ত মনে করতো। এমনকি আরব গোত্রসমূহে যে সব পরিবারের শিশুসন্তানরা শৈশবেই মারা যেতো, তাদের পিতামাতারা এরূপ মানত করতো যে, তাদের শিশুটি যদি মারা না যায় তা হলে তারা তাকে ইহুদী বানাবে। আরবে এরূপ নব্য ইহুদীর সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। (দ্র. আবূদাঊদ, কিতাবুল জিহাদ)

বিশ্বনবী (স) এহেন খয়বরের ইহুদীদেরকেও তাওরাতের উদ্ধৃতিসহ ইসলামের দাওয়াতসম্বলিত পত্র লিখেন । তাঁর এ পত্রখানিতে তিনি লিখেন ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহ্‌র রসূল মুহম্মদ এর পক্ষ থেকে, যিনি রাসূলরূপে মূসা (আ) এর সমগোত্রীয় এবং সেইসব বিষয়ের প্রত্যয়নকারী যা নিয়ে মূসা (আ) এর আবির্ভাব ঘটেছিল।

হে তওরাতপন্থীরা! আল্লাহ্‌ কি তাওরাতে একথা বলেন নি যে, মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল? তাঁর সঙ্গীসাথীরা শত্রুদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর এবং নিজেরা পরস্পরে সম্প্রীতিশীল ইকেন? তারা আল্লাহর সম্মুখে রুকু'কারী, সিজদাকারী এবং তাঁর অনুগ্রহও সন্তুষ্টি কামনাকারী হবেন? আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিচ্ছি যিনি তোমাদের জন্যে তওরাত নাযিল করেছেন এবং যিনি তোমাদের পূর্বপূরুষদেরকে মান্ন ও সাল্‌ওয়া দিয়ে আপ্যায়িত করেছেন এবং সাগরকে শুকিয়ে দিয়ে তাদের জন্য পথ করে দিয়ে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন । তাওরাতে কি আমার প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ বিদ্যমান নেই? আমার ব্যাপারে তওরাতের এই সুস্পষ্ট নির্দেশের পর হেদায়েত ও গোমরাহী কি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি? সুতরাং আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি।

(সীল মোহর)

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌

দ্র: কান্‌যুল উম্মাল, খ.৫.পৃ.২৮৫ হাদীছ নং ৫৫১৩-৫৫১৪

উল্লেখ্য, শেষ যুগে যে আহমদ-নবীর আবির্ভাব ঘটবে, তার সুসংবাদ আল্লাহ তাআ'লা মূসা (আ) কে দিয়েছিলেন এভাবে:

"আমি তাদের জন্যে তাদেরই ভাইয়ের মধ্যে থেকে তোমার মত একজন নবীর আবির্ভাব ঘটাবো এবং আমার বাণী তার মুখে নিক্ষেপ করবো এবং যা'কিছু হুকুম তাকে করবো তাই সে তোমাদেরকে বলবে। সে আমার নাম নিয়ে যা বলবে, তা যারা শুনবে না, আমি তাদের হিসাব নেবো।" (অনুবাদ তৌরাত ৫ম অধ্যায় DEUTERONOMY দ্র: মাহমূদ লশকর লিখিত "রাসূলুল্লাহ (স) এর শুভ আবির্ভাবের পূর্বাভাস" শীর্ষক প্রবন্ধ মহানবী স্মরণিকা ১৪১৯/১৯৯৮, পৃ. ৯০;

এজন্যেই রাসূলুল্লাহ (স) দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে খায়বরের ইহুদীদেরকে এমন পত্র লিখতে পেরেছিলেন - যার কোন সদুত্তর তাদের কাছে ছিল না ।

www.pathagar.com

রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ জুযামীর নামে

খায়বারের আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বনূ জুযামের শাখা দুবায়ব গোত্রের রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে একটি গোলাম উপহার দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর পক্ষে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট একটি পত্র লেখেন। সে পত্রটির বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

"পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

এটা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে রিফা'আ ইবন যায়দের জন্য লিখিত পত্র যা' আমি তাঁকে তার নিজের সম্প্রদায় এবং তার সম্প্রদায়ে শামিল হয়েছে এমন সকলের নিকট প্রেরণ করলাম। সে তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আহ্বান জানাবে। যে ব্যক্তি তাতে সাড়া দেবে, সে আল্লাহ্‌র দলে এবং তাঁর দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তার জন্য দুই মাসের নিরাপত্তা থাকবে।"

রিফা'আ যখন তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তারা সকলে তাঁর ডাকে সাড়া দিল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর তারা হার্‌রা অর্থাৎ রাজলার হার্‌রায় (প্রস্তরময় ভূমিতে) চলে গেল এবং সেখানে বসবাস করলে লাগলো।

দ্র. সীরাতুন্নবী (সীরাতে ইবন হিশাম) খ. ৪. পৃ ২৬৪ (ই.ফা.)

যুমায়রা লায়ছী (রা)- এর নামে রাসূলুল্লাহ্‌র ফরমান

একদা রাসূলুল্লাহ (স) কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ জনৈকা ক্রন্দনরত মহিলার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো। সাথে সাথে তিনি থেমে গেলেন এবং তার কান্নার কারণ কী জানতে চাইলেন।

মহিলাটি বল্‌লেন: আমার পুত্র যুমায়রাকে বলপূর্বক ক্রীতদাসরূপে বিক্রী করে দেয়া হয়েছে। সেই ছিল আমার জীবনের একমাত্র প্রদীপ ও আশা ভরসা । তার কথা স্মরণ করেই আমি কাঁদছি।

রহ্‌মতের নবী তাঁর এ ফরিয়াদ শুনে অত্যন্ত অভিভূত হলেন। তাঁর দয়ার সাগর উথলে উঠলো আর অমনি একজন লোক পাঠিয়ে যুমায়রাকে তার মনিবের নিকট থেকে কিনিয়ে এনে মুক্ত করে দিলেন। সাথে সাথে তিনি তাঁর নামে একটি ফরমান লিখিয়ে তাঁর হাতে আর্পণ করলেন। তা' ছিল নিম্নরূপ:

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের এ লিপিটি যুমায়রা লায়ছীর জন্যে-

আল্লাহ্‌র রাসূল (স) যুমায়রা লায়ছীকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। এখন সে পুরোপুরি একজন মুক্ত মানুষ। ইচ্ছে করলে সে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথেও অবস্থান করতে পারে আর নিজ

www.pathagar.com

বাড়ীতে চলে যেতে চাইলেও সে চলে যেতে পারে।

একমাত্র আল্লাহ্ ও বান্দার হক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে তার উপর কোন রকম দায়দায়িত্ব কেউ চাপাতে বা তাকে কোনরূপে বিব্রত করতে পারবে না। মুসলমানদের যে কারো সাথেই তার সাক্ষাৎ হোক্‌না কেন, সকলেই যেন তার প্রতি সদাচরণ করে।

সীলমোহর

মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. রিসালাতে নবভীয়া, পৃ. ৫০-৫১ (ব-হাওয়ালা সহীহ্ বুখারী শরীফ); ইস্তি'আব, খ. ১. পৃ: ৩৩৯

রাসূলুল্লাহ্ (স) - এর পত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

রাসূলুল্লাহ্‌র (স) এর সাক্ষাৎ অনুগ্রহধন্য এই যুমায়রা লায়ছী (রা)- এর পৌত্র হুসায়ন একদা এক সফরে দস্যুদের লুণ্ঠনের শিকার হন। তাঁর কাফেলার সবকিছু লুট হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে ঐ সফরে তাঁর লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স) এর এই পবিত্র ফরমানখানাও ছিল। হুসায়ন ছিনতাইকারী দস্যুদেরকে সেই পবিত্র ফরমানখানা দেখিয়ে যখন তার বক্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলেন তখন তারা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে যায় এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সবকিছুই ফিরিয়ে দেয়।

আরেক বারের কথা। হুসায়ন হুযুর পাক (স)- এর উক্ত ফরমানখানা নিয়ে আব্বাসীয় খলীফা মাহ্‌দীর দরবারে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (স)- এর ফরমানপত্র দেখে খলীফা অভিভূত হয়ে যান। তিনি সসম্মানে তা' তাঁর চোখে লাগালেন এবং সাথে সাথে হুসায়নকে তিন শ'টি দীনার উপঢৌকন স্বরূপ দান করেন।

দ্র. রিসালাতে নবভীয়া, পৃ: ৫১, মকতূবাতে নবভী, পৃ: ২৮২

আবূ সুফিয়ানের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)- এর পত্র

মক্কায় কুরায়শদের পক্ষ থেকে মহানবী ও তাঁর সাহাবীগণের উপর যে দুর্বিসহ নির্যাতনের পালা শুরু হয়েছিল তাঁদের মদীনায় হিজরতের পরও তা'অব্যাহত থাকে। হিজরতের দ্বিতীয় বছরেই এক হাজার সশস্ত্র কুরায়শ মদীনা আক্রমণ করে বসে। পরের বছর অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীতে আবার তারা মদীনা আক্রমণ করে। এবার সশস্ত্র কুরায়শের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। প্রথমবার কুরায়শদের জানমালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। দ্বিতীয় বার উহুদপ্রান্তরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে মুসলমানদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হলেও তা' কুরায়শদের আশানুরূপ ফল দেয় নাই। তাই পঞ্চম হিজরীতে তৃতীয়বারের মত দশ হাজার সৈন্যের বিশাল কুরায়শবাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতিসহ মদীনা আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। খায়বরের বিরাট সংখ্যক ইহুদীও এ আক্রমণে কুরায়শদের সাথে ছিল। আরবদের গোত্রীয় যুদ্ধের

www.pathagar.com

ইতিহাসে এত বিপুল সৈন্য সমাবেশের ঘটনা আর কোনদিনই ঘটেনি। কুরায়শদের ধারণা ছিল, এবার প্রথম হামলায়ই তারা মদীনা দখল করে ফেলবে। এই বিশাল বাহিনী যখন আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনার দিকে অগ্রসর হলো তখন তারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে, মহানবী (স) তাদের আগমনের পূর্বেই মদীনার উপকণ্ঠে খন্দক বা পরিখা খনন করে তাদের অগ্রযাত্রার পথ রুদ্ধ করে রেখেছেন। কুরায়শবাহিনীর অগ্রযাত্রা এভাবে ব্যাহত হওয়ায় আবূ সুফিয়ানের ক্রোধের সীমা ছিল না। রাগে দাঁত কটমট করতে করতে তিনি এক উত্তেজনাকর পত্রে মহানবী (স)-কে জানালেন : কুরায়শের রক্তপিপাসু বীরেরা কা'বায় শপথ করে এসেছে যে-কোন মূল্যে তারা লাত দেবতার মর্যাদা রক্ষা করবে। এরা তোমাদেরকে ধ্বংশ করার জন্যে এগিয়ে আসছে। মদীনার প্রতিটি গৌরবজনক স্মৃতিচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। তোমাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমরা স্বস্তির নি:শ্বাস নিচ্ছি না।

আবূ সুফিয়ানের উক্ত চ্যালেঞ্জের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (স) লিখলেন:

من محمد رسول الله الى ابى سفيان بن حرب اما بعد فـ[قداتانى كتابك و] قد بما غرك بالله الغر ورواماماذ كرت انك سرت الينافى جمعكم وانك لا تريد ان تعود حتى تستأصلنا فذلك امر الله يحول بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة حتى لاتذ كر اللات والعزى واماقولك « من علمك؟ » الذى صنعنا من الخندق فان الله الهمنى ذلك لماراد من غيظك به وغيظ اضحابك وليأتين عليك يوم اكسرفيه [اللات والعزى و] اساف ونائلة وهبل اذ كرك ذلك .

"তোমার পত্রখানা পেয়েছি। তুমি যে সর্বদাই আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে গর্ব ও অহঙ্কারে মত্ত রয়েছ তা' আমার অবিদিত নেই। মদীনা আক্রমণে তোমার সাথে দুর্দম দুর্ধষ বাহিনী থাকার এবং মদীনার সর্বনাশ সাধনের সঙ্কল্পের কথা তুমি লিখেছ। জেনে রেখো, এটা আল্লাহ্ তাআ'লার মর্জির উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের লাত- উয্যার নাম মুখে নেয়ার শক্তিটুকুও ছিনিয়ে নিতে পারেন। তুমি অবাক হচ্ছো যে (প্রতিরক্ষার জন্যে) পরিখার পদ্ধতিটা আমি কোত্থেকে শিখলাম। এটা আল্লাহ্ তা'আলাই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা, তোমার এবং তোমার সঙ্গীসাথীদের জিঘাংসা এ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে যে, মদীনার সর্বনাশ সাধনের জন্যে তোমরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছো।

তোমাদের জেনে রাখা উচিত, তোমাদের সে আশা তো পূর্ণ হবেই না, উল্টো সে

www.pathagar.com

শুভ মুহূর্ত আসন্ন যখন তোমাদের লাত, উয্যা, মানাত ও নায়েলা দেবদেবীদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়া হবে।"

(সীলমোহর)

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. ডক্টর হামীদুল্লাহ্‌র আল ওছাইকুস্ সিয়াসিয়্যা, পৃঃ ১০ (কায়রো ১৯৪১ ইং)

উক্ত পত্র দু'খানাতে দুই পক্ষ থেকে দু'টি হুমকি দেয়া হয়েছিল। আবূ সুফিয়ানের হুমকিতে বলা হয়েছিল যে, দুর্ধর্ষ কুরায়শ বীরদের প্রচণ্ড আক্রমণে মদীনা নগরী অচিরেই বিধ্বস্ত হবে। পক্ষান্তরে, মহানবী (স) জানিয়েছিলেন, তাদের সে দুরাশা কোনদিনই পূর্ণ হবার নয়, উল্টো তাদের দেবদেবীরাই অচিরেই বিলুপ্ত হবে। গোট বিশ্ব প্রত্যক্ষ করলো, মদীনা অবরোধকারী কুরায়শবাহিনী কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত মদীনা অবরোধ করে রাখলেও আর এক ইঞ্চি অগ্রসর হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের উপর প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসে। প্রচন্ড ঘূর্ণিঝঞ্ঝায় তাদের তাঁবুসমূহ খড়কুটোর মত উড়ে যায়। তাদের হাণ্ডিচুলো লন্ডভন্ড হয়ে যায়। উট ঘোড়াগুলো দিক বিদিকে ছিটকিয়ে পড়ে। সব দেখে কুরায়শরা বিস্ময় হয়ে যায়। তাদের শেষ সাহসটুকুও উবে যায় এবং সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে তারা মক্কার পথে পাড়ি জমায়। সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত ও মনোবলহারা অবস্থায় সেই যে তারা মদীনা থেকে প্রস্থান করলো আর কোনদিন সেদিকে ফিরে তাকাবার বা কুদৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ তাদের আসেনি।

মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে অষ্টম হিজরীতে মুসলিম বাহিনীর হাতে মক্কার পতন ঘটলো। বিজয়ীর বেশে মহানবী (স) আপন মাতৃভূমিতে ফিরলেন এবং কা'বা ঘরে প্রবেশ করে

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

বল্‌তে বল্‌তে হাতের লাঠির ইশারায় মূর্তিগুলোকে কুপোকাৎ করলেন। এভাবেই তায়েফে পৌত্তলিকতার চির অবসান ঘটলো। আল্লাহ্‌র রাসূলের পত্রে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। স্বয়ং কুরায়শনেতা আবূ সুফিয়ানও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই গোটা আরব উপদ্বীপে ইসলামের বিজয় কেতন সগৌরবে উড়তে লাগলো!

اَلْعِزَّةُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (المنافقون ٦٣ : ٨)

'সম্মান প্রতিপত্তি সব আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনদের।' (কুরআন ৬৩ : ৮)

www.pathagar.com

জিনদের নামে রাসূল (স) এর পত্র

আবূ দুজানা (রা) ছিলেন আরবের একজন নির্ভীক বীর পুরুষ। উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি নবী করীম (স) এর হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন। হুযুর (স) তখন তাঁর পবিত্র হাতে তলোয়ার নিয়ে বললেন:

"কে এর হক আদায় করবে?"

সাথে সাথে অনেকেই এগিয়ে এলেন। অনেক হাতই তাঁর দিকে প্রসারিত হল। কিন্তু ঐ পবিত্র হাতের তলোয়ারখানা যার ভাগ্যে জুটলো তিনি ছিলেন আবূ দুজানা (রা)। তিনি তলোয়ারখানা নিয়ে শত্রু পক্ষের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং তাদের সারিকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

দ্র. সহীহ মুসলিম ও তাবাকাতে ইব্ন সা'দ, জিল্দ ৬. পৃ: ২৩

এহেন বীর পুরুষ ও রাসূলুল্লাহ (স) এর স্নেহধন্য সাহাবী আবূ দুজানা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাত্রে আমি শয্যাগ্রহণমাত্র একটি বিভীষিকাপূর্ণ আওয়াজ শুনতে পেলাম। সাথে সাথে বিদ্যুতের চমকের মত এটি চমকও আমার দৃষ্টিগোচর হলো। আমি বাইরে তাকাতেই ঘরের আঙিনায় ছায়ার মত কী যেন একটা নড়াচড়া করছে দেখ্তে পেলাম। আমি সেদিকে অগ্রসর হতেই আগুনের একটা হল্কা আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমার ভয় হতে লাগলো যে এটা আমাকে পুড়িয়ে ফেল্বে। রাসূলুল্লাহ্ (স) এর নিকট রাতের এ ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বল্লেন:

"এটা হয় তো কোন জিন হবে।"

সাথে সাথে তিনি দোয়াত কলম আনিয়ে হযরত (আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) কে দিয়ে নিম্নরূপ পত্র লিখালেন:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين الى من طرق الدار من العمار والزوار والصائحين الا طارق يطرق بخير يارحمن - أما بعد!
فإن لنا ولكم فى الحق سعة فان تك عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو راعيا حقا مبطلا ، هذا كتاب الله ينطق علينا و عليكم بالحق ، انا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون ورسلنا يكتبون ماكنتم تمكرون اتركوا صاحب كتابى هذا وانطلقوا الى عبدة الاصنام ومن يزعم أن مع الله الها آخر لا

www.pathagar.com

اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ، تغلبون حم لاتنصرون حمعسق تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولاحول ولاقوة الا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

রাব্বুল আলামীন তথা সমস্ত বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে এ লপিটি ঐ সত্তার নামে যে নিশীথ রাত্রে হানা দিয়েছিল অথবা এ ঘরেই থাকে এবং তার ক্ষতি সাধন করে থাকে অথবা সেখানে প্রায়ই সে ঘোরাফেরা করতে করতে এসে থাকে; তবে মঙ্গল নিয়ে আগমনকারীর জন্যে নয়। হে পরম দয়াময়! (তুমি তাকে সুশীলতা দান কর!)

পর সমাচার এই যে, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে হক বা অধিকারের বিস্তৃতির অবকাশ রয়েছে। যদি তুমি কারো প্রেমে পড়ে তার জন্যে পাগলপারা হয়ে থাক এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য রহিত ফাসিক হওয়ার কারণে বলপ্রয়োগে প্রয়াসী হয়ে থাক এবং হক'কে বাতিল বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাও, তা হলে তোমার জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহ্‌র কিতাব আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সঠিক ফয়সালাকারী। (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী)

"এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে সত্য ভাবে। তোমরা যা করতে আমি তা' লিপিবদ্ধ করেছিলাম।" (৪৫ জাছিয়া ২৯)

"তোমরা যে অপকৌশল কর, তা অবশ্যই আমার দূতরা (ফিরিশতারা) লিখে রাখে।" (১০ ইউনুস ২১)

সুতরাং যার কাছে আমার এ লিপিটি রয়েছে, তাকে ছেড়ে দাও এবং মূর্তিপূজারীদের কাছে চলে চাও! অথবা এমন ব্যক্তির কাছে চলে যাও যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকেও উপাস্য বলে ধারণা করে থাকে।

"তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল । বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবির্তত হবে।" (২৮ কাসাস ৮৮)

তোমরা বিজিত ও পরাজিত হবে। হা-মীম। তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। হা-মীম 'আইন সীন কাফ। আল্লাহ্‌র শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক্। আল্লাহ্‌র দলীল পূর্ণ হয়েছে। (পৌঁছে গেছে) আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোই শক্তি সামর্থ নেই। আল্লাহ্ই তোমার (হিফাযতের) জন্য যথেষ্ট। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সীলমোহর
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

আবূ দুজানা (রা) বর্ণনা করেন, রাতের বেলা আমি এ লিপিখানা বালিশের নীচে রেখে শুয়ে গেলাম। গভীর রাতে একটি আওয়াজ আমার কাছে ভেসে এলো: "হে আবূ

www.pathagar.com

দুজানা! লাত ও উয্যার কসম, তুমি তো আমাদেরকে পুড়িয়ে ফেল্ছো! এ লিপিখানা যদি তুমি তোমার বালিশের নীচ থেকে বের করে ফেল তা হলে ঐ লিপিদাতার কসম, আমরা আর কোনদিন তোমার ঘরে বা তোমার প্রতিবেশীদের এখানে আসবো না।"

আবূ দুজানা (রা) বলেন: সকালে যখন আমি নবী- দরবারে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বল্লাম, তখন তিনি বললেন: হে আবু দুজানা! তুমি এ লিপিটি বের করে ফেল, নতুবা ঐ পবিত্র সত্তার কসম যিনি আমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, জিন সম্প্রদায় কিয়ামত পর্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে।"*

দ্র. খাসাইসুল কুবরা- হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী খ. ২, পৃ: ৯৮-৯৯; শারহে হিস্নে হাসীন, (মাওলানা কুৎবুদ্দীন দেহ্লভী অনূদিত ও মাতবায়ে মুহাম্মদী কানপুরে ১২৬৮ হি/১৮৫১ সালে মুদ্রিত

দ্র.; আল-বেহার, খ.১৪, পৃ. ৫৯৭ (দামিরীর হায়াতুল হায়ওয়ান ও বায়হাকীর 'দালাইলুন্দ নবুওয়াত' এর বরাতে) ; আল মিসবাহ্ (কাফ'আমী রচিত) পৃ. ২২৯, মাকাতীবুর রাসূল, খ. ৩, পৃ. ৬২৯-৬৩০

রাসূলুল্লাহ (স)- এর খেদমতে খালিদ বিন ওলীদের পত্র

হযরত খালিদ বিন ওলীদকে লিখিত রাসূলুল্লাহর পত্রখানি ছিল জবাবী পত্র। তাই প্রথমে রাসূলুল্লাহ (স) এর নামে লিখিত তাঁর পত্রখানার বক্তব্য ও তার প্রেক্ষাপট জানা দরকার। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ (স) দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা জুমাদাল উলা মাসে নাজরানের বনু হারিছ ইব্ন কা'ব গোত্রের প্রতি প্রেরণ করেন। এ গোত্রটি ছিল অত্যন্ত দুর্দম ও জেদী। ইসলামের দাওয়াতকে তারা উপেক্ষা করতো এবং আনুগত্যের আহ্বানকে রুখে দাঁড়াতো। রাসূলুল্লাহ (স) খালিদকে ওদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার পূর্বে তিন দিন পর্যন্ত উপর্যুপরি তাদেরকে ইসলামের দাওয়ার দিয়ে যেতে বলে দেন এবং বলে দেন, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে, তবে আর তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। নতুবা তিন দিন পর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে সে মতে হযরত খালিদ বিন ওলীদ ঐ গোত্রে পৌঁছে তিন দিন পর্যন্ত উপর্যুপরি তাদেরকে ইসলামের পানে আহ্বান জানাতে থাকেন। গোটা গোত্রের লোকজন অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনীর এ দাওয়াতে অভিভূত হলো। এবার তারা আর রুখে দাঁড়ালো না বরং তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলো।

হযরত খালিদ বিন ওলীদের আর যুদ্ধের প্রয়োজন হলো না। দাওয়াতের এরূপ আশাতিরিক্ত ফললাভ ছিল অনেকটা অকল্পনীয়। এই নতুন প্রেক্ষাপটে তাঁর করণীয় কী,

* মকতূবাতে নবভীর লিখক সাইয়েদ মাহবূব রিযভী লিখেন : জিনের উৎপাত দমনের জন্য এটা একটা মোক্ষম অস্ত্র ; তবে তরীকা জেনে নিজে নিতে হবে। দ্র. মকতূবাতে নবভী পৃ. ২৮১ (পাদটীকায়)।

www.pathagar.com

তা' জানবার জন্য তিনি রাসূলে করীম (স) এর কাছে নির্দেশ চেয়ে ঐ গোত্রে থেকেই তাঁকে পত্রে লিখেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (স) এর প্রতি খালিদ বিন ওলীদের পক্ষ থেকে।

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক! আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।

অতঃপর বক্তব্য এই যে ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক! আপনি আমাকে বনূ হারিছ ইব্‌ন কা'বের বিরুদ্ধে প্রেরণকালে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিন দিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা' মেনে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা থেকে বিরত থাকি এবং তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান, আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীর সুন্নতের শিক্ষা দেই। পক্ষান্তরে, তারা ইসলামের দাওয়াত অগ্রাহ্য করলে যেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করি। আপনার নির্দেশ মোতাবেক আমি তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি এবং সকল আরোহীকে গোটা গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা প্রদান করি যে, ইসলাম গ্রহণ করলে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে।

তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ না করে ইসলাম গ্রহণকেই শ্রেয় বিবেচনা করেছে এবং তাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। আমি এখন তাদের সাথেই অবস্থান করছি এবং তাদেরকে সে সব বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি যার আদেশ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন এবং সে সব ব্যাপার থেকে তাদেরকে 'বারণ করছি, যা' থেকে আল্লাহ তাদেরকে বারণ করেছেন।

আমি তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান ও নবীর সুন্নত শিক্ষা দিচ্ছি। আল্লাহ্‌র রাসূলের পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি এ কাজ অব্যাহত রাখব। ওয়াস্‌ সালামু 'আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।"

www.pathagar.com

খালিদ বিন ওলীদ (রা)- এর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)- এর পত্র

من محمد النبى رسول الله الى خالد بن الوليد؛ سلام عليك، فانى احمد اليك الله الذى لااله الاهو، اما بعد فان كتابك ةجائنى مع رسولك يخبر ان بنى الحارث بن كعب قداسلموا قبل ان تقاتلهم، واجابوا الى مادعوتهم اليه من الاسلام ، وشهدوا ان الا اله الا الله (وحده لا شريك له) وآن محمداً عبده و رسوله وان قد هديهم الله بهديه ؛ فبشّرهم وانذرهم ؛ وأقبل وليقبل معك وفدهم ، والسلام عليك ورحمةالله وبركاته .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে খালিদ বিন ওলীদের প্রতি-

"আমি তোমার নিকট সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

পর সমাচার- তোমার প্রেরিত দূত মারফত তোমার পত্রখানা হস্তগত হয়েছে। তুমি তাতে জানিয়েছ যে, বনূ হারিছ তোমার শক্তি প্রয়োগের পূর্বেই তোমার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে এই সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ্ তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেছেন। তুমি তাদেরকে সু-সংবাদ দাও এবং সতর্ক কর! তুমি ফিরে আস; তোমার সাথে যেন তাদের একটি প্রতিনিধিদল আসে। ওয়াস্ সালামু আলাইকা ও রহ্‌মতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।"

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবারী, খ. ২ পৃ ৩৮৫; সীরতে ইব্‌নে হিশাম খ. ৪, পৃ. ২৬৩, মজমা'অত্তুল ওছাইক পৃ. ১০১, নং ২৩, ওসীলাতুল মুতা'আব্বিদীন (ওমর মুসেলী) খ. ৮, পৃ. ৩০; স্প্রিংগার খ.৩, পৃ. ৫১০,

ঐ পত্রের নির্দেশ মোতাবেক সত্যি সত্যি ঐ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল হযরত খালিদের সাথে নবীর দরবারে হাযির হয়। রাসূলুল্লাহ (স) কয়েস ইব্‌ন হুসায়নকে বনুহারিছ গোত্রের আমীর নিযুক্ত করে দেন। শাওয়ালের শেষ দিকে বা যুল-কাদার শুরুতে তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যায় এবং তাদের বিদায়ের চার মাস পূর্ণ না হতেই রাসূলুল্লাহ (স) ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

তামীমুদ্ দারীর নামে রসূলুল্লাহ্ (স)- এর ফরমান

তামীমুদ্ দারী ছিলেন ফিলিস্তীনের একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক। নবম হিজরী (৬৩০ খ্রী) সনে সগোত্রে নবী দরবারে হাযির হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর জ্ঞানবত্তা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য সিরিয়া ও ফিলিস্তীনবাসীদের উপর তাঁর বেশ প্রভাব ছিল। নবী দরবারে তিনি এ সময়টাতে এসেছিলেন যখন নবী করীম (স) সবেমাত্র তাবুক থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি তাঁকে এ সুসংবাদ দিলেন যে, অচিরেই সিরিয়া ও ফিলিস্তীন প্রভৃতি এলাকাসমূহ ইসলামের আলোকে ঝলমলিয়ে উঠবে।

ঈসায়ী ধর্ম ছিল তামীমুদ্ দারীর পৈত্রিক ধর্ম। তিনি সেই স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান লোকদের অন্যতম যাঁরা হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। ইসলামের সত্যতা এবং তার আশুবিস্তৃতির ব্যাপারে তিনি এতই নিশ্চিত ছিলেন যে, যখন মক্কার মুসলমানদের চরম দুর্দিন চল্‌ছিল ঠিক ঐ সময়ই তিনি নবী করীম (স) এর নিকট এ মর্মে আবেদন করেন যে, সিরীয় এলাকায় অবস্থিত বায়তে হাক্রুন এবং বায়তে আইনূন প্রভৃতির দানপত্র যেন তাঁর নামে লিখে দেয়া হয়-যাতে সিরিয়া বিজিত হওয়ার পর তিনি এসব স্থানের মালিক হতে পারেন। হুযুর পাক (স) তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করেন।

তাবুক যুদ্ধ থেকে নবী করীম (স) এর প্রত্যাবর্তনের পর তামীমুদ দারী (র) পুনরায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে পূর্বে তাঁকে প্রদত্ত ফরমানটি নবায়নের অনুরোধ জানান। হুযুর (স) তাঁকে নিম্নরূপ ফরমান লিখিয়ে দেন :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ তামীমুদ্ দারী এবং তাঁর সাথীবর্গকে বায়তে হাক্রুণ, বায়তে আয়নূন, আল-মারতূম, এবং বায়তে ইব্রাহীম দান করলেন। এগুলোর মধ্যকার সবকিছুর মালিক তাঁরাই হবেন। তাঁদের বংশধররা বংশানুক্রমে এগুলোর মালিক হবে।

তাদেরকে এগুলো থেকে বঞ্চিত করার জন্য যে ব্যক্তিই চেষ্টিত হবে তার প্রতি আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণের লা'নত হবে।"

সীলমোহর

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র: তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ, খ. ৩, পৃ. ৭৫; রিসালাতে নবভীয়া পৃ. ১২৪; মকতূবাতে নবভী, পৃ: ১২৬ ২২২-২২৩-

'মাসালিকুল আবসার' কিতাবের লেখক ইবন ফয্‌লুল্লাহ আল-উমরী ৭৪৫ হি/১৩৪৪ খ্রী. সনে হযরত তামীমুদ্ দারীর নামে লিখিত উক্ত ফরমানটি- যাতে উক্ত এলাকাসমূহ তাঁকে প্রদানের কথা সুস্পষ্টভাবে লিখিত ছিল-স্বচক্ষে দেখেছেন।

দ্র, তারীখে ইব্‌ন আসাকির, খ.১.পৃ:৬৯ ও ইসাবা,খ. ১. পৃ: ১৮৪,

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) এ ফরমানটির বাস্তবায়নের ব্যাপারে এতই সচেতন ছিলেন যে, যখন তাঁর খিলাফত আমলে সিরিয়া বিজিত হলো, তখন তিনি সেনাপতি হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে লিখলেন:

"মুসলমান সাধারণকে কঠোরভাবে বারণ করে দেয়া হোক যে, তারা যেন তামীমুদ্ দারী এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না করে। কোন কারণে তারা যদি দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়ে থাকেন এবং এখন ফেরৎ আসতে চান তা

www.pathagar.com

হলে তাদের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিতে হবে।

এই এলাকা হুযুর (স) তামীমুদ্ দারীর জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাই তারাই এর হকদার এবং মালিক।

দ্র. তাবাকাতে ইব্ন সা'দ, খ. ৩, পৃ: ১২৭

স্থানটি ঐ এলাকায় অবস্থিত যেখানে হাব্রুন প্রভৃতি অবস্থিত।

তামীমুদদারী (রা) কে হুযুর (স) প্রদত্ত ভূ-সম্পদ

তামীমুদ দারী (র) কে প্রদত্ত উক্ত হাব্রুণ প্রভৃতি সম্বলিত এ এলাকাটি বায়তুল মুকাদ্দস থেকে ১৮ মাইল দূরবর্তী একটি জনপদ যেখানে হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক ও হযরত ইয়াকূব (আ) এর কবর রয়েছে। হাব্রুনের বর্তমান নাম আল-খলীল।

হিজরী চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মাকদেসী যিনি বায়তুল মুকাদ্দসেরই অধিবাসী ছিলেন তাঁর সফরনামার এক স্থানে লিখেন :

হাব্রুনে একটি মুসাফিরখানা রয়েছে। এর লঙ্গরখানায় যথারীতি বাবুর্চি ও খেদমতগারগণ নিযুক্ত রয়েছে। এরা এখানে আগত তীর্থযাত্রী ও পথিকদেরকে আতিথ্য প্রদান করে থাকে। লঙ্গরখানা ব্যয় নির্বাহের জন্যে যে সব সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার মালিকদের মধ্যে নবী করীম (স) এর একজন সাহাবী তামীমুদ দারীর ওয়াক্ফকৃত সম্পদও রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের অন্য কোন পান্থশালায়ই অতিথি আপ্যায়নের এত চমৎকার ব্যবস্থা আমার চোখে পড়েনি। দ্র. বিলাদে ফিলিস্তীনি ও শাম-জি.বি. ষ্ট্রেঞ্জ রচিত ও জামিআ উছমানীয়া দাক্ষিণাত্য প্রকাশিত : ৩৮৭-৩৮৯)

এ বর্ণনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তামীমুদদারী (রা) উক্ত ভূ-সম্পদ বায়তে-ইব্রাহীমের তীর্থযাত্রীদের আপ্যায়নের জন্য ওয়াকফ্ করে দিয়েছিলেন। দ্র: মকতূবাতে নবভী, পৃ: ২২৪

হুদায়বিয়ার সন্ধি-খ্যাত সুহায়ল বিন আমরের নামে

সুহায়ল বিন আমর ছিলেন কুরায়শের একজন বিখ্যাত নেতা এবং একজন অনলবর্ষী বক্তা। মহানবী (স) ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ ও অপপ্রচারে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। হিজরতের পূর্বে উত্তেজনাকর বক্তৃতা ও বিষাক্ত অপপ্রচারের দ্বারা তিনি মহানবী (স) ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে রেখেছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কুরায়শরা এই সুহায়লকেই তাদের পক্ষের ভাষ্যকাররূপে প্রেরণ করে।

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার সময় এই সুহায়লই শুরুতেই বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম ও 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' শব্দগুলি লিখতে ঘোর আপত্তি তুলে শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

বি-ইমসিকা আল্লাহুম্মা ও মুহম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ রূপে তা' লিখতে বাধ্য করেছিলেন। এই সুহায়লেরই কূটনৈতিক চালে মহানবী (স) সাহাবীদের অসন্তোষ সত্ত্বেও বাহ্যত: অনেকটা নতি স্বীকার করে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই সুহায়লের চাপেই সন্ধিপত্রের একটি ধারা এভাবে লিখিত হয়েছিল:

"কুরায়শদের কোন ব্যক্তি যদি তার অভিভাবকদের সম্মতি ব্যতিরেকে অর্থাৎ পলায়ন করে মুহম্মদ (স) এর কাছে চলে যায় তবে তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে তিনি বাধ্য থাক্‌বেন, পক্ষান্তরে, মুহাম্মদ (স) এর কোন সাথী যদি আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে কুরায়শদের শরণাপন্ন হয়, তা' হলে তারা তাকে ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য থাকবে না।"

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, এই সন্ধিপত্রটি লেখা শেষ হতে না হতেই হাতে পায়ে শিকল পরা এক নিপীড়িত মুসলিম যুবক আবূ জন্দল (রা) মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে সন্ধিস্থলে পৌছে মহানবী (স) এর কাছে আর্ত ফরিয়াদ জানিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষার মর্মস্পর্শী আবেদন জানিয়েছিলেন।

ধূর্ত সুহায়ল তখনই বলে উঠেন: চুক্তির ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিকতার এটাই প্রথম পরীক্ষা। চুক্তির শর্ত মতে একে ফিরিয়ে দিন।

একদিকে চুক্তির শর্ত, অপদিকে আবূ জন্দলের মর্মস্পর্শী কাতর আবেদন, মহানবী (স) সেদিন দারুণ বিপদেই পড়লেন। আম্‌তা আম্‌তা করে তিনি বল্‌লেন, 'চুক্তিটা তো এখনো সম্পন্ন হয়ে সারেনি!' ধূর্ত কুরায়শ নেতা সুহায়ল্ বলে উঠলেন: হয়েছে হয়েছে তা হলে আর কোন চুক্তি-টুক্তির দরকার নেই। চুক্তির পাট এখানেই চুকিয়ে দেয়া যাক্!

আল্লাহ্‌র রাসূল মুমিনদের জন্য প্রেমময়, কোন মুসলমানের কষ্ট তাঁর মনে বড় বাজে। তাঁরই দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তাঁরই একজন উম্মতের উপর তাঁর চোখের সম্মুখেই নেমে এসেছে চরম নির্যাতন। তখন তাঁর অন্তরে যে কী ভীষণ তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল, দরদী নবীর উম্মতের প্রতি প্রাণঢালা দরদের কথা যারা জানেন, তাদের তা অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ইসলাম তথা মুসলিম জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাঁকে সে বিষই তখনকার মত হযম করতে হয়। তবুও শেষবারের মত তিনি সুহায়লকে বলেন, আচ্ছা, অন্তত: একটিবার আমার খাতিরে এর ব্যাপারে ছাড় দিন! কিন্তু সুহায়ল নাছোড়বান্দা। অগত্যা মহানবীকে আত্মসংবরণ করতে হলো।

সুহায়ল মহানবী ও সমস্ত মুসলমানদের সম্মুখেই আবূ জন্দলের গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে তাঁর কলার চেপে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল আর আবূ

www.pathagar.com

জন্দল চীৎকার করে বল্‌ছিলেন: "মুসলমান ভাইয়েরা! আমাকে আবার পৌত্তলিকদের কাছে ফিরে যেতে হবে? আপনারা কি আমাকে আবার কুফুরীর দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন? ওরা যে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে!" সমস্ত মুসলমান অশ্রুসজল নয়নে এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যটি অবলোকন করছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূলের সম্মুখে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া তাঁদের যে আর করার কিছু ছিল না?

আল্লাহ্‌র রাসূল ধরা কণ্ঠে বল্‌লেন: "আবূ জন্দল! ধৈর্য ধারণ কর! তুমি একে ছওয়াব লাভের হেতু বলে মনে কর! আল্লাহ্‌ তোমার এবং তোমার সাথী দুর্বল মুসলমানদের রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন! আমরা কুরায়শদের সাথে চুক্তি করে ফেলেছি। আমরা তাদেরকে এবং তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে চুক্তিটি হয়েছে। এ জন্যে আমরা সে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারছি না"

হযরত উমর (রা) লাফ দিয়ে আবূ জন্দলের পাশে চলে গেলেন। তাঁর হাতে তখন নিষ্কোষিত তলোয়ার। তিনি আবূ জন্দলের সাথে সাথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আর বল্‌ছিলেন: আবূ জন্দল সবুর কর! এরা হচ্ছে মুশরিক- পৌত্তলিক, এদের খুন করা মানে কুকুর হত্যা করা, সাথে সাথে তিনি ইঙ্গিতে তলোয়ারের হাতল আবূ জন্দলের নিকটবর্তী করে দিচ্ছিলেন- যেন তলোয়ারের এক কোপে মুশরিকটির দফারফা করে দেন। কিন্তু এই মুশরিক নেতা সুহায়ল ছিলেন তাঁরই পিতা। তাই আবূ জন্দল এহেন চরম পরীক্ষার মুখেও আত্মসম্বরণ করে চলেছিলেন।

হযরত উমর (রা) বলেন, আমি আশা করেছিলাম, এই সুযোগে আবূ জন্দল আমার হাত থেকে তলোয়ারটি তুলে নিয়ে ঐ মুশরিকটির দফারফা করে দেবেন, কিন্তু তিনি তাঁর পিতার জন্যে কার্পণ্য করলেন আর এভাবেই চুক্তিটি কার্যকরী হয়ে গেল! (দ্র. আরারহীকুল মাখতূম- সফিউর রহমান মুবারকপুরী, পৃ: ৩৮৪ (১ম মুদ্রণ, মক্কাতুল মুকার্রমা ১৪০০ হি/১৯৮০)

এহেন সুহায়ল বিন আমর মক্কা বিজয়ের পর প্রাণভয়ে গৃহকোণে আত্মগোপন করলেন। পুত্র আবূ জন্দল (রা)কে অনুরোধ করে পাঠালেন যে তিনি যেন তাঁকে প্রাণে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। আবূ জন্দল রহমতের নবীর কাছে সুপারিশ করলেন। মহানবী (স) সত্যি সত্যি সুহায়লের সকল পূর্ব অপরাধ মাফ করে দিলেন। সুহায়ল বিন আমর এ অপ্রত্যাশিত ক্ষমা লাভে অভিভূত হলেন। তিনি তাঁর সর্বসত্তা দিয়ে অনুভব করলেন যে, আল্লাহর নবী ছাড়া এমন মহৎ হৃদয় আর কারোই হতে পারে না। সাথে সাথে কলিমা

www.pathagar.com

পাঠ করে তিনি মহানবী (স) ও তাঁর দীনের সত্যতার সাক্ষী দিলেন। তারপর বাকী জীবন তিনি একজন পরম নিষ্ঠাবান মুসলমানরূপে অতিবাহিত করেন।

বিখ্যাত 'উসদুল গাবা' কিতাবে তাঁর সম্পর্কে আছে, সুহায়ল বিন আমরের চাইতে অধিক নামাযী, রোযাদার, সাদাকাকারী এবং পারলৌকিক আমল নিয়ে অধিক তন্ময় আর কেউই ছিলেন না। ইবাদত বন্দেগী করতে করতে তিনি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রং রূপ সবই হারিয়ে যায়। কুরআন তিলাওতকালে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর ঢল নামতো।

মক্কা বিজয়ের পর হুযুর (স) সুহায়ল (রা) কে পত্র লিখে যমযমের পানি আনিয়েছিলেন। তাঁর সেই পত্রখানা ছিল এরূপ:

ان جائك كتابى ليلا فلاتصبحن ، اونهارأ فلاتمسين ؛ حتى تبعث الى مزادتين من ماء زمزم .

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

"পত্র পাওয়া মাত্র আমার জন্যে যমযমের পানি পাঠিয়ে দাও- রাত্রে পত্র পৌঁছলে প্রভাতের পূর্বে আর দিনে পৌঁছলে সন্ধ্যার পূর্বে।"

সীলমোহর

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

সুহায়ল (রা) তাৎক্ষণিকভাবে দুইটি মশক ভর্তি আবে -যমযম নবী দরবারের উদ্দেশ্যে উটের পিঠে রওয়ানা করে দেন।

দ্র. রিসালাতে নবভীয়া, পৃ. ১৫৪; মক্‌তূবাতে নবভী. পৃ: ২৯২-২৯৩; উসদুল গাবা, খ ২. পৃ. ৩৭২

মু'আয ইব্‌ন জবলের প্রতি রসূলুল্লাহ্‌র সান্ত্বনাপত্র

ইনি একজন আনসার সাহাবী। তাঁর বয়স যখন আঠার বছর, তখন তিনি হযরত মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা) এর উৎসাহদানে ইসলাম গ্রহণ করেন। হুযুর (স) তখনো মদীনায় হিজরত করেননি।

হুযুর (স) ১১ হিজরী/৬৩২ ঈসায়ী সনে তাঁকে ইয়েমেনবাসীদেরকে ইসলাম শিক্ষাদানের জন্যে প্রেরণ করেন। হযরত মু'আয (রা) ইয়েমেনে চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ জান্‌তে পান যে, মুআয (রা) এর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি তাঁকে

www.pathagar.com

পুত্রশোকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি পত্র লিখেন। তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الي معاذ : سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو . اما بعد اعظم الله لك الاجر والهمك الصبر ورزقنا ورايك الشكر ، فان انفسنا واهالينا واموالنا واولادنا من مواهب الله عزوجل الهنية ، وعواريه المستودعة ، يمتع بها الى اجل معلوم ؛ ويقبض لوقت معدود ، ثم افترض علينا الشكر اذا اعطانا؛ والصبر اذا ابتلانا ، وقد كان ابنك من مواهب الله الهنيئة ، وعواريه المستودعة متعك الله به فى غبطة وسرور ؛ وقبضه منك باجر كثير : الصلاة والرحمة والهدى ان صبرت واحتسبت فلاتجمعن عليك مصيبتين ؛ فيهبط لك اجرك ، وتندم على ما فاتك ، فلو قدمت على ثواب مصيبتك ، علمت ان المصيبة قدقصرت فى جنب الله عن الثواب ؛ فتنجز من الله موعوده ، وليذهب أسفك على ما هو نازل بك فكان قد ، والسلام .

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

"মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এর পক্ষ থেকে মু'আয ইব্ন জবলের প্রতি- তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত থেকে! আমি একক আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতিদান বাড়িয়ে দিন, তোমার শোকার্ত অন্তরকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করুন এবং তাঁর শোকর আদায়ের তওফীক দিন!

প্রকৃতপক্ষে আমাদের জান, আমাদের পরিবারবর্গ, আমাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলারই দান এবং তাঁরই প্রদত্ত আমানত। তিনি যতদিন ইচ্ছা বান্দাকে তার দ্বারা উপকৃত করেন এবং নির্ধারিত সময়ে তা আবার ফিরিয়েও নেন। বান্দার কর্তব্য হচ্ছে, যখন আল্লাহ কোন নিয়ামত দান করেন তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে আর যখন তিনি ঐ নিয়ামত ফিরিয়ে নেন, তখন সে ধৈর্যধারণ করবে। তোমার সন্তান আল্লাহ্‌র একটি উত্তম আমানত ছিল- যা তোমার কাছে গচ্ছিত ছিল। তিনি যতদিন চেয়েছেন, তাকে দিয়ে তোমার চোখ জুড়িয়েছেন আর যখন চেয়েছেন, তখন বিরাট প্রতিদানের বিনিময়ে তোমার নিকট থেকে তা' উঠিয়ে নিয়েছেন- তবে শর্ত হচ্ছে যে, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি তোমাকে ধৈর্য দেখাতে হবে।

হে মু'আয! তুমি যদি অধৈর্য প্রকাশ কর, তা হলে আল্লাহর নিকট প্রাপ্য ছওয়াব ও প্রতিদান নষ্ট করে দেবে। তুমি যদি জান্‌তে পার যে, এর দ্বারা কতবড় প্রতিদান ও

www.pathagar.com

ছওয়াব আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্যে রয়েছে, তা হলে এ কষ্ট তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে।

বিপদ আপদে ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আল্লাহ্ যে ওয়াদা করেছেন, নিঃসন্দেহে পরকালে তা' পূর্ণরূপে লাভ করবে। আল্লাহ্‌র এ ওয়াদার প্রেক্ষিতে তোমার শোকসন্তাপ হালকা হয়ে যাওয়া উচিত। যা' হবার তা নির্ঘাৎ হবেই, ওয়াস্-সলাম।

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. রিসালাতে নবভীয়া, পৃ. ২৭০-৭৭ (ব-হাওয়ালা হিলয়াতুল -আবূ নুয়ায়ম)

কোন কোন মুহাক্কিক আলিম এ পত্রের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে এজন্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, হযরত মু'আয (রা) এর পুত্রের ইন্তেকাল হয় ১৮ হিজরীতে। তাঁর নাম ছিল আবদুর রহমান। তিনি প্লেগরোগে মারা গিয়েছিলেন। সুতরাং ১১ হিজরীতে এরূপ পত্র লেখার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু মকতূবাতে নবভীর লেখক সাইয়েদ মহবুব রিযভী লিখেন, উদ্ধৃত পত্রে যেহেতু তাঁর পুত্রের নাম উল্লেখিত হয়নি, তাই তিনি হযরত মু'আযের অন্য কোন শিশুপুত্রও হতে পারেন। ইতিহাসে হয়তো তাঁর নাম চাপা পড়ে গেছে।

দ্র. মকতূবাতে নবভী, পৃ. ২৭৫ (পাদ টীকায়)

আবূ জাহলের জবাবে মহানবী (স)- এর মহানবীর একটি ভবিষ্যদ্বাণী

বদর যুদ্ধের মাত্র উনিশ দিন পূর্বে হুযুর (স) আবূ জাহলকে এ পত্রখানার দ্বারা অবহিত করেছিলেন যে, আর বড়জোর উনিশ দিন পর সে তার ৬৯ জন সঙ্গীসহ নিহত হয়ে কূপে নিক্ষিপ্ত হবে। সে হত্যাকারীরা হবেন একান্তই দুর্বল কয়েজন সাহাবী। উৎবা, শায়বা ও ওলীদের মত জাঁদরেল কাফেররা এ নিহতদের দলে থাকবে। (স) পত্রখানা ছিল এরূপ:

ان ابا جهل بالمكاره والعطب يتهددنى ، ورب العالمين بالنصر والظفر عليه يعدنى ، وخبر الله اصدق ، والقبول من الله احق ، لن يضر محمداً من خذله او يغضب عليه ، بعد ان ينصره الله ويتفضل بجوده وكرمه .

يا اباجهل انك راسلتنى بما القاه فى جلدك الشيطان ، وانا اجيبك بما القاه فى خاطرى الرحمن : ان الحرب بيننا وبينك كافية الى تسعة وعشرين ؛ وان الله سيقتلك فيها باضعف اصحابى ، وستلقى انت وعتبة وشيبة والوليد وفلان وفلان- وذ كر اعداداً من قريش- فى قليب ؛ اقتل سبعين ، واوسر منكم سبعين ؛ احملهم على الفداء والقتل-

www.pathagar.com

অর্থাৎ- *"আবূ জাহ্‌ল আমাকে দুঃখকষ্ট ও নির্যাতনের মাধ্যমে হুমকি দিচ্ছে আর রব্বুল আলামীন তার বিরুদ্ধে সাহায্য ও সফলতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্‌র খবরই সত্য এবং তিনি যে কবূল করবেন সেটাই যথার্থ। মুহাম্মদকে অপদস্থ করার প্রয়াসী ও তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যদি আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করেন এবং তাঁর ফযল ও করম দিয়ে ধন্য করেন।*

হে আবূ জাহ্‌ল, শয়তান তোমাকে যে ভাবে প্ররোচিত করেছে, সে ভাবে বক্তব্য দিয়ে তুমি আমাকে পত্র প্রেরণ করেছ আর পরম দয়াময় আল্লাহ আমার অন্তরে যা ইলহাম করেছেন তা দিয়েই আমি তার জবাব দিচ্ছি। তোমার ও আমার মধ্যকার লড়াই বড়জার উনিশ দিন চলবে। আমার দুর্বলতম সাহাবীদের হাতে আল্লাহ্‌ তোমাকে ধ্বংস করবেন। তুমি, উৎবা ও শায়বা এবং অমুক অমুক কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে- (এ পর্যায়ে তিনি কুরায়শের অনেক জনের নাম উল্লেখ করেন)। আমি তোমাদের সত্তুরজনকে হত্যা করবো এবং তোমাদের সত্তুরজনকে বন্দী করবো। এদের কাউকে হত্যা করে আর অপরদের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেবো।"

দ্র. আল- মানাকিব, ইব্‌ন শাহ্‌রআশুব কৃত, খ. ১ (নজফ মুদ্রণ) পৃ. ৬২ তাফসীরে আলী ইব্‌ন ইব্রাহীম আল- কুসী আল- হাজারী; আল- বিহার খ. ৬. পৃ. ৪৬০ আল- আল-ইহ্‌তিজাজ- (তাব্‌রসী কৃত) পৃ.২

উল্লেখ্য এ বক্তব্যটি লিখিত ছিল নাকি, উপস্থিত সময়ে মৌখিকভাবে রাসূল (স) দিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। (দ্র. মাকাতীবুর রাসূল পৃ. ৫২০)

অজ্ঞাতপরিচয় প্রাপকের উদ্দেশ্যে নবী করীম (স) এর পত্র

من محمد رسول الله : لاتبيعوا الثمرة حتى تنعى ، ولاالسهم حتى يخمس وولا تطأ واالحبالى حتى يضعن

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে-

(১) ফল বিক্রী করবে না যাবৎ না পেকে যায়

(২) গণীমতের অংশ বিক্রী করবে না- যাবৎ না খুম্‌স বের করা হয় এবং

(৩) গর্ভবতী (দাসী) দের সাথে সঙ্গম করবে না- যাবৎ না সে গর্ভের সন্তান প্রসব করে।

দ্র. উস্‌দুল গাবা, খ. ৩, পৃ. ৪৭, মাকাতীবুর রাসূল খ. ৩, পৃ. ৫২৬

www.pathagar.com

হযরত ফাতিমা (রা) কে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ্‌র চিরকুট

নবী দু'হিতা হযরত ফাতিমা (রা) একদা কোন একটি অনুযোগ নিয়ে পিতৃগৃহে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর হাতে একটি চিরকুট তুলে দিয়ে বল্‌লেন: এ চিরকুটে যা'আছে তা শিখে নেবে। তিনি তা খুলে দেখতে পেলেন তাতে লিখিত রয়েছে:

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلايؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ، ومن كا يؤمن بالله واليوم الا خر فليقل خيراً اويسكت

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উচিত প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে এবং আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা চুপ করে থাকা।

দ্র. উসূলুল কাফী খ. ২, পৃ. ৬৬৮, আল- ওসাইল খ. ২, কিতাবুল হজ্জ, 'প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া ওয়াজিব' পরিচ্ছেদে, মাকাতীবুর রাসূল, খ. ৩, পৃ. ৫২৭

অন্যত্র এ পত্রের আরো বিস্তৃত পাঠ রয়েছে; তবে বক্তব্য প্রায় একই। এ পত্রখানা সম্পর্কে হযরত ফাতিমা (রা) বলেন: এটি আমার হাসান–হোসায়নের চাইতেও আমার নিকট প্রিয়তর।

দ্র. মুস্তাদরাক (নূরী) খ.২, পৃ. ৩৩৯, সফীনাতুল বেহার খ. ১, পৃ. ২২৯. মাকাতীবুর রাসূল, পৃ. ৬০৮

রাসূলুল্লাহ (স) -এর একটি বিক্রীয়পত্র

আদ্দা ইবন খালিদ ইবন হাওযা (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার জন্য একটি লিপি তৈরী করে দেন; তাতে লিখিত ছিল :

هذا ما شرى العدّاء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبيثة ، بيع المسلم للمسلم – (ترمذى)

-"আদ্দা ইবন খালিদ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের নিকট থেকে একটি গোলাম বা বাদী খরিদ করেছেন। এর মধ্যে কোন দৈহিক ব্যধি, চারিত্রিক ভ্রষ্টতা বা কদর্যতা নেই। এটা হচ্ছে এক মুসলিমের সাথে আরেক মুসলিমের বেচাকেনা।

দ্র. সফীনায়ে নাজাত (হাদীছ সংকলন ১৯৮২)

(তিরমিযীর বরাতে-হাদীছ নং ৫৩৪ সাফাইয়ে মু'আমেলাত শিরো নামে)

জলীল আহসান নদভী, দিল্লী

www.pathagar.com

মহানবীর সন্ধিচুক্তি

মদীনা সনদ ঃ পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র

পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে-

(১) এটি একটি ফরমান- যা আল্লাহর রাসূল নবী মুহম্মদ এর পক্ষ থেকে কুরায়শ ও ইয়াছরেববাসীদের মধ্যকার যারা ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যারা তাদের অধীন এবং যারা তাদের সাথে শামিল হবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করবে তাদের সকলের জন্য।

(২) (বিশ্বের) তাবৎ মানুষের মুকাবিলায় তাদের, একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ঐক্য (উম্মত) থাকবে। (অর্থাৎ তারা একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ইউনিট বলে গণ্য হবে।

(انهم امة واحدة من دون الناس)

(৩) কুরায়শ থেকে হিজরত করে যারা এসেছে (মুহাজিরীন), তারা তাদের মহল্লার যিম্মাদার থাকবে এবং তাদের দেয় রক্তপণ তারা সম্মিলিতভাবে পরিশোধ করবে। তাদের মধ্যকার বন্দীদেরকে তারাই মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করবে-যাতে করে বিশ্বাসীদের পারস্পরিক আচরণ কল্যাণও ইনসাফভিত্তিক হয়।

(المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين)

(৪) বনি আওফ তাদের মহল্লার যিম্মাদার থাকবে এবং তাদের দেয় রক্তপণ পূর্বের মত নিজেরা মিলেমিশে আদায় করবে এবং প্রত্যেক দল তাদের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করবে-যাতে করে বিশ্বাসীদের পারস্পারিক আচরণ কল্যাণ ও ইনসাফভিত্তিক হয়।

(৫) বনুল হারিছ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র নিজেদের মহল্লার যিম্মাদার থাকবে এবং পূর্বর মত নিজেদের দেয় রক্তপণ নিজেরা মিলেমিশে আদায় করবে। প্রত্যেক দল নিজেদের বন্দীদেরকে নিজেরা মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত করবে- যাতে করে ঈমানদারদের পারস্পরিক আচার-আচরণ কল্যাণ ও ইনসাফভিত্তিক হয়।

(৬) বনি সায়েদা গোত্র নিজেদের মহল্লার যিম্মাদার থাকবে। পূর্বের মত নিজেদের গোত্রীয় লোকজনদের দেয় রক্তপণ নিজেরা মিলেমিশে আদায় করবে। প্রত্যেক দল নিজেদের বন্দীদেরকে নিজেরা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করবে- যাতে করে মুমিনদের পারস্পরিক আচরণ কল্যাণ ও ইনসাফভিত্তিক হয়।

(৭) বনি জুশাম গোত্র নিজেদের মহল্লার যিম্মাদার হবে এবং পূর্বের মতই নিজেদের গোত্রীয় লোকজনদের দেয় রক্তপণ নিজেরা মিলেমিশে আদায় করবে। প্রত্যেক দল

www.pathagar.com

নিজেদের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেরা মুক্ত করবে- যাতে করে ঈমানদারদের পারস্পরিক আচরণ কল্যাণ ও ন্যায়ভিত্তিক হয়।

(৮) বনি নাজ্জার গোত্র নিজেদের মহল্লার যিম্মাদার হবে। এরা পূর্বের মতই নিজেদের গোত্রীয় লোকদের দেয় রক্তপণ নিজেরা মিলেমিশে আদায় করবে এবং প্রত্যেক দল নিজেদের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেরা মুক্ত করবে- যাতে করে ঈমানদারদের পারস্পরিক আচরণ কল্যাণ ও ন্যায়ভিত্তিক হয়।

(৯) বনি আমর ইব্ন আওফ গোত্রের লোকজন তাদের মহল্লার যিম্মাদার হবে এবং পূর্বের মতই নিজেদের গোত্রীয় লোকজনদের দেয় রক্তপণ নিজেরা মিলেমিশে আদায় করবে। নিজেদের দলের লোকজনের দেয় মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের বন্দীদেরকে মুক্ত করবে-যাতে করে বিশ্বাসীদের পারস্পরিক আচরণ কল্যাণ ও ন্যায়ভিত্তিক হয়।

(১০) বনী নাবিত গোত্র তাদের মহল্লার যিম্মাদার থাকবে এবং তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের গোত্রীয় লোকদের দেয় রক্তপণ নিজেরা মিলেমিশে আদায় করবে এবং নিজেদের দলের লোকজনদের দেয় মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের বন্দীদেরকে মুক্ত করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের পারস্পরিক আচরণ কল্যাণ ও ন্যায়ভিত্তিক হয়।

(১১) বনু আওস তাদের মহল্লার যিম্মাদার হবে। পূর্বের মতই তারা তাদের গোত্রীয় লোকজনদের দেয় রক্তপণ মিলেমিশে আদায় করবে এবং তাদের দলের বন্দীদেরকে নিজেরাই মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের পারস্পরিক আচরণ কল্যাণ ও ন্যায়ভিত্তিক হয়।

(১২) (ক) বিশ্বাসীদের কাউকে নিঃস্ব অভাবগ্রস্তরূপে[১] ছেড়ে দেয়া হবে না- যাতে করে তারা ন্যায়ানুগভাবে মুক্তিপণ ও রক্তপণ পরিশোধ করতে পারে।

(খ) কোন মুমিন ব্যক্তি অন্য কোন মুমিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বা তার চুক্তিবদ্ধ বন্ধু বা আযাদকৃত দাসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না।[২]

(ان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه)

(১৩) তাকওয়া অবলম্বনকারী ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীদের হাত সমবেতভাবে তাদের ঐসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উত্থিত হবে- যারা বিদ্রোহী হবে অথবা বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যায়, পাপাচার, সীমালঙ্ঘন, বিদ্বেষ অথবা দুর্নীতি ও ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দিতে তৎপর

১. মূলে مفرحا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- যার ব্যাখ্যায় ইবনে হিশাম বলেছেন ঋণভারে জর্জরিত পরিবারের বর্ধিত লোকসংখ্যার চাপে নুয়ে পড়া ব্যক্তি (দ্র. সীরাতুন্নবী- অনুবাদ ইবনে হিশাম, ২/১৬৫) আবূ উবায়দ বলেন وهو مثقل بالدين "ঐ ব্যক্তি যে ঋণভাবে নুয়ে পড়েছে-" কিতাবুল আমওয়াল পৃ: ১২৬

২. ডক্টর হামীদুল্লাহ চুক্তিপত্রে ব্যবহৃত মূল আরবী শব্দ 'মাওলা' (مولى) এর অনুবাদ করেছেন 'চুক্তিবদ্ধ ভাই' (معاهدتى بهائى) আর অধ্যাপক আকরম যিয়া উমরী এর অনুবাদ করেছেন Freed man বা 'আযাদকৃত গোলামরূপে। দু'টি অর্থই হতে পারে বিধায় আমি অনুবাদে দু'টি শব্দই রেখে দিয়েছি।

www.pathagar.com

হবে। তারা সকলে সমবেতভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে- যদিও সে তাদেরই কারো আপন পুত্রও হয়ে থাকে।

(১৪) কোন মুমিন ব্যক্তি কোন কাফিরের জন্য কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে না বা কোন মুমিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্যও করবে না।

(১৫) আল্লাহ্‌র যিম্মা অভিন্ন- এতে কোন ভেদাভেদ নেই। মুমিনদের যে কোন সাধারণ ব্যক্তি তাদের সকলের পক্ষ থেকে কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে। (কোনক্রমেই এ নিরাপত্তার অঙ্গীকার ক্ষুণ্ন করা বা তার অমর্যাদা করা চলবে না।) মুমিনরা অন্যদের মুকাবিলায় পরস্পরে ভাই ভাই। (ان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس)

(১৬) ইহুদীদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাদের আনুগত্য করবে সেও সাহায্য ও সম-অধিকারের হকদার হবে। তাদের প্রতি যুল্‌মও হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করা যাবে না।

(১৭) ঈমানদারদের সন্ধি এক অভিন্ন। আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধে কোন মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিনকে বাদ দিয়ে শত্রুপক্ষের সাথে সন্ধি করবে না- যাবৎ না এ সন্ধি তাদের সকলের জন্যে সমান পর্যায়ের হবে।

(১৮) আমাদের পক্ষের শক্তিরূপে যারা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে, তাদের একে অপরের পিছনে থাকবে।[১]

(ان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا)

(১৯) ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র রাহে শহীদ তাদের একের রক্তের বদলা অপরে নেবে।

(২০) (ক) নিঃ সন্দেহে ঈমানদারদের মধ্যকার মুত্তাকী খোদাভীরুগণ সর্বোত্তম এবং তারাই সর্বাধিক শুদ্ধ পথে রয়েছে।

(খ) কোন মুশরিক বা পৌত্তলিক ব্যক্তি (অমুসলিম প্রজা) কোন কুরায়শের সম্পদ বা প্রাণের আশ্রয়দাতা হবে না এবং কোন মুমিন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে না।

(২১) যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে এবং সাক্ষ্য প্রমাণে তা প্রমাণিত ও হয়ে যাবে তার উপর কিসাস গ্রহণ করা হবে- হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে। তবে তার উত্তরাধিকারীরা যদি তাকে (রক্তপণ নিয়ে) ক্ষমা করে দেয় আর সমস্ত ঈমানদারদের তাতে সায় থাকে, তা হলে তা স্বতন্ত্র। এ ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

টীকা ১. ইবনে হিশামের বঙ্গনুবাদে (২/১৬৬) এবং আকরম যিয়া উমরীর ইংরেজী অনুবাদে এ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। হুদা খাত্তাব এ বাক্যটির ইংরেজী ভাষ্য দিয়েছেন এভাবে : In Every foray a rider must take another behind him. কিন্তু ডক্টর হামীদুল্লাহ মরহুম উর্দুতে অনুবাদ করেছেন باہم نوبت بنوبت چھٹی دلائی جائگی অর্থাৎ পালাক্রমে একের পর অপরকে ছুটি দেয়া হবে। (দ্র. আহদে নববী মেঁ নেযামে হুক্‌মরানী, পৃ. ১০৩ (প্রথম মুদ্রণ দিল্লী ১৯৪৪ ইং)

www.pathagar.com

(২২) যে মুমিন ব্যক্তি এ লিপির বক্তব্য অনুমোদন করেছে আর সে আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্য কোন নুতন ফিৎনা সৃষ্টিকারীকে[১] সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দেয়া বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে। কিয়ামতের দিন তার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত ও গযব নাযিল হবে এবং তার থেকে কোন মুক্তিপণ বা বদলা গ্রহণ করা হবে না।

(২৩) যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেবে, তখন তা আল্লাহ তা'আলা ও মুহম্মদ (স) এর নিকট উত্থাপন করতে হবে। (নবীই এ ব্যাপারে ফয়সালা দেবেন।)

(২৪) ইহুদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিনদের সহযোদ্ধারূপে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারাও মুমিনদের সাথে সাথে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করবে।

(২৫) বনূ আওফের ইহুদীরা মুমিনদের সাথে একই উম্মা (জাতি) রূপে গণ্য হবে- ইহুদীদের জন্যে তাদের ধর্ম, মুমিনদের জন্যে তাদের ধর্ম। তাদের গোলামদের এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি যুল্‌ম বা অপরাধ করবে, কেবল নিজে এবং তার পরিবারবর্গই ভোগান্তির শিকার হবে।

(২৬) বনূ নাজ্জারের ইহুদীরাও বনূ আওফের ইহুদীদের মত অধিকার লাভ করবে।

(২৭) বনুল হারিছ গোত্রের ইহুদীরাও বনূ আওফের ইহুদীদের মত অধিকার ভোগ করবে।

(২৮) বনি সায়েদার ইহুদীরাও বনূ আওফের ইহুদীদের সমান অধিকার ভোগ করবে।

(২৯) বনি জুশাম গোত্রের গোত্রের ইহুদীরাও বনূ আওফের ইহুদীদের সমান অধিকার ভোগ করবে।

(৩০) বনুল আওসের ইহুদীরাও বনী আওফের ইহুদীদের সমান অধিকার ভোগ করবে।

(৩১) বনূ ছা'লাবার ইহুদীরাও বনূ আওফের ইহুদীদের সমান অধিকার ভোগ করবে। তবে যে সীমালঙ্ঘন ও চুক্তি ভঙ্গ করবে সে এবং তার পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্য কেউ ভোগান্তির শিকার হবে না।

(৩২) আর জাফনা উপগোত্রের লোকরাও তাদের মূল গোত্র ছা'লাবার সমান অধিকার ভোগ করবে।

---

১. মূলে محدث 'মুহ্‌দাছ' শব্দ আছে শাব্দিক দিক থেকে শব্দটির অর্থ 'নুতন ফিৎনা সৃষ্টিকারীই' সঠিক। অধ্যাপক আকরম যিয়ার ইংরেজী ভাষ্যে এর অর্থ করা হয়েছে Evil-doer বা অপকর্মকারী এবং ডক্টর হামীদুল্লাহ্‌র উর্দু ভাষ্যে বলা হয়েছে قاتل (কাতিল) বা হত্যাকারী।

www.pathagar.com

(৩৩) বনূ শুতায়বার ইহুদীরাও বনূ আওফের ইহুদীদের সম-অধিকার ভোগ করবে; তবে, বিশ্বস্ততা বজায় রাখলে- বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে নয়।

(৩৪) ছা'লাবা গোত্রের মাওয়ালী বা আযাদকৃত গোলামরাও তাদেরই মত সমঅধিকার ভোগ করবে।

(৩৫) ইহুদী গোত্রসমূহের সকল উপগোত্রসমূহ সে সব মূল গোত্রের মত অধিকার ভোগ করবে।

(৩৬) ক) তাদের কেউই মুহম্মদ (স) এর অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধযাত্রা করবে না।

খ) যখমের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না। যে ব্যক্তি রক্তপাত করবে সে তার নিজের জন্য এবং নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। যুল্‌ম করা হবে না। অবশ্য, যে অত্যাচারিত হয়েছে সে আল্লাহ্‌র আনুকুল্য লাভ করবে। (ধ্বংস হবে না।)[১]

(৩৭) ক. ইহুদীরা তাদের নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করবে এবং মুসলমানরা তাদের নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করবে।

খ. আর যে ব্যক্তি এই সনদপত্র গ্রহণকারী (The People of Document)দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, তারা তার বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ ও মঙ্গল কামনার সম্পর্ক থাকবে। একপক্ষ অপর পক্ষকে সুপারমর্শ দেবে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, বিশ্বাসভঙ্গ করবে না।

(৩৮) ইহুদীরা যে পর্যন্ত মুসলমানদের সহযোদ্ধারূপে থাকবে, সে পর্যন্ত তাদের মুসলমানদের সাথে সাথে ব্যয় নির্বাহ করে যেতে হবে।

(৩৯) ইয়াছরেবের (পাহাড়ঘেরা) অভ্যন্তরভাগ (উপত্যকা) এই চুক্তি গ্রহণকারীদের জন্য 'হারাম' বা পবিত্রভূমি বলে গণ্য হবে।

(৪০) আর কোন পক্ষের আশ্রিতরা আশ্রয়দাতাদের সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে। না তাদের কোন ক্ষতি করা হবে আর না তারাও কোন অপরাধ বা বিশ্বাসভঙ্গ করবে। (ان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم)

(৪১) কোন মহিলাকে তার পরিবারবর্গের অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় দেয়া চলবে না।

(৪২) এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে যদি এমন কোন নতুন সমস্যা বা

---

১. মূল পাঠে আছে وان الله على ابر هذا ডক্টর হামীদুল্লাহ উর্দুতে তার অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন: اور خدا اس كے ساتھ ہے جو اس (دستور العمل) كى زيادہ سے زيادہ وفا شعارانہ تعميل كرے অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ (কর্মসূচী)র প্রতি বেশী থেকে বেশী বিশ্বস্ত থাকবে, আল্লাহ তার সাথে আছেন।

www.pathagar.com

বিরোধের উদ্ভব হয়- যা থেকে দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তা মীমাংসার্থে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স) এর নিকট উত্থাপন করতে হবে। আর আল্লাহ্ তারই সাথে রয়েছেন, যে এ চুক্তিনামার ধারাসমূহ সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে।

(৪৩) কুরায়শদেরকে বা তাদের কোন সাহায্যকারীকে আশ্রয় দেওয়া চলবে না।

(৪৪) ইয়াছরেবের উপর কোন বহিরাক্রমণ হলে সকল পক্ষ (ইহুদীও মুসলমানরা) ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাড়াঁবে। (ان بينهم النصر على من دهم يثرب)

(৪৫) ক. যখন তাদেরকে সন্ধির জন্যে আহ্বান জানানো হবে, তখন তারা সন্ধিবদ্ধ হবে। যখন তারা অনুরূপ সন্ধির জন্যে আহ্বান জানাবে, তখন বিশ্বাসীদেরকেও তাদের সে আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। তবে কেউ যদি ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে ভিন্ন কথা। الا من حارب فى الدين- Exept in the casc of one engaged in combat for the sakc of the religion)

খ. প্রত্যেক পক্ষ তার নিজের দিকের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিজেরাই করবে।

(৪৬) আওস গোত্রের ইহুদীগণ- চাই তারা নিজেরা হোক বা তাদের মাওয়ালী বা আযাদকৃত দাস ও চুক্তিবদ্ধ মিত্ররা হোক, তারা যদি এ চুক্তির পক্ষসমূহের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তবে তারাও এসব অধিকার ভোগ করবে- বিশ্বস্ততায়, বিশ্বাস ভঙ্গে নয়। প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের অনুরূপ ফল ভোগ করবে। আল্লাহ তারই সাথে- যে এ চুক্তিনামার শর্তাদি পালনে সর্বাধিক নিষ্ঠাবান।

অবশ্য, আবূ উবায়দ (র) এই চুক্তিপত্রকে জিযিয়া নির্ধারণের পূর্বে মুসলমানরা যখন দুর্বল ছিলেন তখনকার ব্যাপার বলে উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ এ চুক্তিনামা অনুযায়ী ইহুদীরা তখন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হয়ে গণীমতও লাভ করতো।

(৪৭) এ চুক্তিনামা কোন অত্যাচারী অপরাধীকে রক্ষা করবে না। যুদ্ধে গমনকারী এবং মদীনায় যারা থেকে যাবে, সকলেই নিরাপত্তা লাভের হকদার হবে, তবে যুল্মে লিপ্ত এবং বিশ্বাসভঙ্গকারীরা নয়। আল্লাহ্ কেবল তারই রক্ষাকারী, যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে চুক্তিপালন করে এবং মুহম্মদ (স)ও তার সাথে রয়েছেন।

(সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

দ্র. সীরতে ইব্ন হিশাম (বাংলা ভাষ্য, ইফা. প্রকাশিত) খ. ২. পৃ. ১৬৩-১৭১ -মজমুআ'তুল ওছাইকিস্- সিয়াসিয়্যা, পৃ. ৪১-৪৭; 'আহ্দে নববী মে' নেযামে হুক্মরানী, পৃ. ১০০-১০৯ (ড: হামীদুল্লাহকৃত এদু'টি গ্রন্থের প্রথমটি আরবী এবং দ্বিতীয়টি উর্দু ভাষায়) Madinan Society at the Time of the Propht vo.1, Page 107-110, মুজাল্লায়ে তায়ালাসিয়্যীন হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য, জুলাই ১৯৩৯ইং)

www.pathagar.com

হুদায়বিয়ার সন্ধি

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার নামে। بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ

—এটা ঐ সন্ধি যা' মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাঁর প্রতিপক্ষ সুহায়ল ইব্ন আমরের সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তারা এ ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হলেন যে, দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষে কোন যুদ্ধ হবে না। লোকজন নিরাপাদ থাকতে পারবে। কেউ কারো উপর আক্রমণ করতে পারবে না।

অভিভাকের অনুমতি না নিয়ে কেউ যদি (মক্কা থেকে) মুহাম্মদের নিকটে (মদীনায়) চলে যায়, তবে তিনি তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন; কিন্তু মুহাম্মদের কোন সাথী যদি কুরায়শের কাছে চলে আসে, তবে তারা তাকে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে না।

নিজেদের অন্তরে যা আছে, তা' অন্তরেই থাক্‌বে তার বহিঃপ্রকাশ করা চলবে না। খিয়নত বা বিশ্বাসভঙ্গ করা চলবে না।

যাদের ইচ্ছা হয় তার মুহাম্মদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে, আর যাদের ইচ্ছা হয়, তারা কুরায়শদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এতে কোন পক্ষের হস্তক্ষেপ করা চলবে না।"

সন্ধির সাক্ষীবর্গ ঃ

(১) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) (২) উমর ইব্ন খাত্তার (রা) (৩) আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) (৪) আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইবন আমর (রা) (৫) সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস(রা) (৬) মাহ্‌মূদ ইব্ন মাস্‌লামা (রা) (৭) মুকারিয ইব্ন হাফ্‌স (তখনও মুশরিক) ও (৮) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)। সন্ধি পত্রটির লিখক ছিলেন হযরত আলী (রা)। দ্র, সীরতে ইবন হিশাম (বাংলা ভাষ্য 'সীরাতুন্নবী') ৩/৩৩১-৩৩৩

সন্ধিপত্র লেখার শুরুতেই রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন লেখক হযরত আলী (রা)-কে বললেন যে লিখঃ هذا ما قاضى عليه رسول الله على ان تخلوا بيننا وبينا البيت فنطوف به

"রাসূলুল্লাহ্ (স) এ মর্মে সন্ধি করলেন যে, তোমরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ করতে দেবে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, যাতে করে আমরা তাওয়াফ করতে পারি" তখন সুহায়ল বলে উঠলেন ঃ

والله لا تتحدث العرب انا اخذنا ضغطة اولكن ذلك من العام المقبل فكتب

www.pathagar.com

"আল্লাহর কসম, তা হবে না, গোটা আরবের লোকজন বলাবলি করবে যে, আমরা. আপনাদের দাপটে ভীত হয়ে সন্ধি কবূল করেছি; বরং তা আগামী বছর হবে। তখন তাই লিখিত হল।" (দ্র. সহীহ বুখারী- ২/৩৭৯-৮০ কিতাবুশ শুরূতে ফিল-জিহাদ)

সীরতে ইবন হিশামের বর্ণনায় বায়আতে রিদওয়ান এর আলোচনায় একথাটি এ ভাবে আছে ঃ

তারপর কুরায়শ সুহায়ল ইবন আমরকে রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট প্রেরণ করে। তারা তাকে বলে যে, তুমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে সন্ধি স্থাপন কর। তবে সে সন্ধিতে অবশ্যই একথা থাকবে যে, এ বছর তিনি আমাদের এখান থেকে ফিরে যাবেন। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম, আরবরা চিরদিন বলাবলি করবে যে, মুহাম্মদ বলপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছেন। দ্র, সীরাতুন -নবী (তরজমা সীরাতে ইব্‌ন হিশাম ইফা, প্রকাশিত) ৩/৩২৯-৩০

সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় হুদায়বিয়ার সন্ধির আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা)– এর রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে ঃ

لما احصر النبى صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه اهل مكة على ان يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولايدخلها الا بجلبان السلاح السيف وقرابه ولايخرج باحد معه من اهلها ولا يمنع احدا يمكث بها ممن كان معه قال لعلى اكتب الشرط بيننا .

"নবী করীম (স) যখন বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট বাধাগ্রস্ত হলেন, তখন মক্কাবাসীরা এ মর্মে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলো যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করবেন এবং কোষবদ্ধ তরবারী ছাড়া আর কিছু নিয়ে সেখানে ঢুকবেন না এবং সেখানকার কোন অধিবাসীকে তিনি সঙ্গে নিয়ে বেরোবেন না। পক্ষান্তরে, তাঁর সাথীদের কেউ যদি সেখানে থেকে যেতে চায়, তা' হলে তিনি তাকে বাধা দিতে পারবেন না। হুযুর (স) আলীকে বললেন ঃ শর্তগুলো লিখে নাও।" দ্র. মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪৪৭৯ (কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সায়র) ইফা. প্রকাশিত বাংলা ভাষ্য খ. ৬. পৃ. ২৫২-২৫৩

সন্ধিপত্র লিখিত হওয়ার পর উমর (রা) হুযুর (স)-কে জিজ্ঞেস করেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বলেননি যে, আমরা মক্কায় যাব এবং তাওয়াফও করবো? হুযুর (স) জবাবে বললেন ঃ আমি কি বলেছিলাম যে, এ বছরই তওয়াফ করবো? হযরত উমর (রা) স্বীকার করলেন ঃ তা অবশ্য বলেন নি! হুযুর (স) বললেন ঃ তোমরা তাওয়াফ অবশ্যই করবে? দ্র. সহীহ্ বুখারী, জিল্‌দ. ১. পৃ. ৩৮০

'কিতাবুল আমওয়ালে' সাহাবী হযরত মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখরামা এবং মারওয়ান ইবনুল

www.pathagar.com

হিকাম (রা) এর প্রমুখাৎ উক্ত চুক্তির শেষাংটির বর্ণনা রয়েছে এভাবে ঃ

كان فى شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش- يوم الحديبية- ان ترجع عامك هذا حتى اذا كان عام قابل دخلت مكة ومعك مثل سلاح الراكب لا تدخلها الا بالسيوف فى القرب ، فتقيم به ثلاثا-

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (স) ও কুরায়শদের মধ্যকার হুদায়বিয়ার দিনের সন্ধির শর্তসমূহের মধ্যে ছিল ঃ" এ বছর আপনি চলে যাবেন এবং আগামী বছর মক্কায় প্রবেশ করবেন। তখন আপনার সাথে নেহাৎ পথিকদের মত অস্ত্র থাকবে। আপনি কোষবদ্ধ তরবারী ছাড়া আর কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না।। তখন সেখানে তিনদিন অবস্থান করবেন।" কিতাবুল আমওয়াল, হাদীস নং ৪৪২ পৃ. ১৫৭ (কায়রো মুদ্রণ, ১৪০১ হি.)

নাজরান চুক্তি

পটভূমিঃ নাজরান ইয়েমেনের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ জেলা। হামদান গোত্রের আরব খ্রীষ্টানরা এ এলাকায় বসবাস করতো। এ এলাকায় তাদের একটি বিরাট গীর্জা ছিল- যাকে তারা কা'বাতুল্য পবিত্র জ্ঞান করতো। খ্রীষ্টান বড় বড় ধর্মযাজকরা এ গীর্জায় বাস করতেন। নাজরান ছিল- আরব উপদ্বীপের সবচাইতে বড় খ্রীষ্টীয় কেন্দ্র। জনৈক হিম্‌য়ারী বাদশাহ ইহুদীধর্ম গ্রহণের জন্যে তাদের উপর নানরূপ নির্যাতন চালায়। কুরআন শরীফের সূরা বুরূজে বর্ণিত অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী হচ্ছে সেই সব অত্যাচারের একটি। আশে পাশের কোন খ্রীষ্টীয় গীর্জাই নাজরানের গীর্জার সমান বলে বিবেচিত হতো না। যে কোন ব্যক্তি এ বড় গীর্জাটির এলাকায় এসে পৌঁছতে পারলেই সে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত বলে বিবেচিত হতো। এ গীর্জার বার্ষিক আয় ছিল দুই লক্ষ টাকা।

নাজরানবাসীদের কাছে রসূলুল্লাহ (স.) এর পত্রখানা পৌঁছুলে তারা পরামর্শক্রমে তাদের গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় হুযুর (স.) এর দরবারে প্রেরণ করে। তারা হুযুর (স.) কে জিজ্ঞেস করে, "আপনার কথামত ঈসা (আ.) যদি আল্লাহ্‌র পুত্রই না হন, তা তা'হলে তাঁর পিতা কে?" তাদের এই আলাপ আলোচনাকালেই নাযিল হলো আল-কুরআনের আয়াত :

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ- اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَاتَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ - فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَائَنَا وَاَبْنَائَكُمْ وَنِسَائَنَا وَنِسَائَكُمْ

www.pathagar.com

وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ. (ال عمران ٥٩-٦١)

"আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মত। আদমকে তিনি মাটি দিয়ে বানিয়ে বললেন 'হও', অমনি সে হয়ে যায়। (অর্থাৎ তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে যায়।)

(হে নবী!) এটা প্রকৃতই আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সংঘটিত সত্য ব্যাপার, সুতরাং তুমি তাতে সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এমন নিশ্চিত জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও যারা তোমার সাথে এ ব্যাপারে বাদানুবাদ করে তাদেরকে বল: চল, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের স্ত্রীদেরকে ও তোমাদের স্ত্রীদেরকে ডেকে এনে আমরাও তারা সকলে এভাবে দু'আ করি যে, হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যকার মিথ্যাবাদীদেরকে তুমি লা'নত বর্ষণ কর! (৩ আলে- ইসরান ৫৮-৬১)

এ আয়াতগুলো নাযিল হতেই রাসূলুল্লাহ (স.) নিজ কন্যা ফাতেমা (র.) ও তাঁর স্বামী আলী (রা.) এবং তাঁদের সন্তানদ্বয় হযরত হাসান হোসায়নকে ডেকে এনে নাজরানের খ্রীস্টানদেরকে বল্‌লেন, "এসো আমরা ও তোমরা নিজ নিজ পরিবারবর্গ সহ আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করি যে, হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যকার বাতেলপন্থীদেরকে তুমি লা'নত বর্ষণ কর!

খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদলটি এরূপ মারাত্মক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুবাহালা অর্থাৎ এরূপ দু'আ করতে সাহসী হলো না। তাদের একজন বললো, তিনি যদি সত্যি আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাকেন, তা হলে এরূপ দু'আ করলে আমরা ধ্বংশের শিকার হবো। তার চাইতে জিযিয়া-করের বিনিময়ে তাঁর সাথে সন্ধি করাটাই শ্রেয় হবে। তারপরই মহানবী (স.) তাদের নামে একটি ফরমান লিখিয়ে দেন।

নাজরানের প্রতিনিধিদলের আগমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (স) -এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এঁরা আসরের সালাতান্তে মসজিদে এসে প্রবেশ করে আর এটা তাঁদের প্রার্থনা সময়। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতির প্রার্থনা আদায়ের আকাঙ্খা ব্যক্ত করে। সাহাবিগণ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে উপাসনায় বাধা দিতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন ঃ ওদেরকে তাদের নিয়মানুসারে উপাসনা করতে দাও! তারপর তারা পূর্বমুখী হয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রার্থনা করলো।

ইব্‌ন ইসহাক, কার্‌য ইব্‌ন আলকামা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত প্রতিনিধি

www.pathagar.com

দলে ষাটজন আরোহী ছিলেন, তন্মধ্যে চব্বিশজন ছিলেন এঁদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিন ব্যক্তি এমন ছিলেন- যাদের হাতে গোটা এলাকার শাসভার ন্যস্ত ছিল। তাদের একজন ছিলেন আকিব- যার আসল নাম ছিল আবদুল মসীহ। ইনি ছিলেন এদের সরদার, তাঁর কথায় ও পরামর্শেই সকলে উঠাবসা করত। নাজরানবাসীদের সমস্ত ভালমন্দ এঁরই আদেশের উপর নির্ভর করতো।

এদের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন আয়হাম - দল বিন্যাস ও সওয়ারীর ব্যবস্থাপনা এঁরই উপর ন্যস্ত ছিল। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা। ইনি ছিলেন এঁদের পাদ্রী বা ধর্মগুরু।

আবূ হারিছা ছিলেন বকর ইব্ন ওয়ায়িল বংশের লোক। কিন্তু তার উঠাবসা ছিল খ্রীষ্টানদের সাথে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি ইনি পাঠ করেন এবং তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। রোমের বাদশাহ্‌রাও ধর্মত: খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁরা যখন ধর্মীয় জ্ঞানে এর ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তাঁরা তাঁকে পরম সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর জন্যে একটা গীর্জা বা উপাসনালয় বানিয়ে দেন।

এঁরা সবাই যখন মদীনায় যাচ্ছিলেন, তখন পথে এক জায়গায় আবূ হারিছা তার সহোদর কার্‌য ইব্ন আলকামাকে লক্ষ্য করে বলেন,আল্লাহ্‌র কসম, ইনি সেই প্রতীক্ষিত নবী - যাঁর অপেক্ষায় আমরা দিন গুণছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা যদি ফাঁস করে দেই তবে সম্প্রদায়ের সকলেই আমাদের শত্রু হয়ে যাবে। কার্‌য ইব্ন আলকামা কথাটি তাঁর অন্তরে গেঁথে রাখেন। মদীনায় পৌছে এরই ভিত্তিতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন।

ইব্ন ইসহাক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট ইহূদী ও খ্রীষ্টানরা একত্রিত হয়ে একথা নিয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কোন্ ধর্মের লোক ছিলেন? ইহূদী পণ্ডিতরা দাবী করছিলেন যে, তিনি ইহূদী ছিলেন। অপরদিকে খ্রীষ্টানরা দাবী করছিলো যে, না, তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হলো কুরআন শরীফের আয়াত:

يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم وما انزلنا التوراة والانجيل الا من بعده –

-"আপনি বলে দিন হে রাসূল! হে আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের লোকজন! তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে কেন (নিরর্থক) বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হচ্ছো? তাওরাত ও ইঞ্জীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছে।" (৩:৬৫)

এর পর পরই আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন:

ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما

www.pathagar.com

كان من المشركين

"ইবরাহীম ইহূদীও ছিলেন না, নাসারা বা খ্রীষ্টানও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। তিনি মুশরিক বা অংশীবাদীও ছিলেন না। (আলে- ইমরান ৩:৬৭)

সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা এ-ও বলে দেন:

ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النبى و الذين امنوا

-"ইবরাহীমের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ তো তারাই - যারা তার অনুসরণ করে। এই নবী এবং মু'মিনরাই এদিক দিয়ে সবচাইতে অগ্রগামী"-(আলে- ইমরান ৩:৬৮)।

হুযূর (স) যখন এ আয়াত পাঠ করলেন, তখন ইহূদী পণ্ডিতদের একজন বলে উঠলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, যে ভাবে খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আ) -এর ইবাদত করে, ঠিক তদ্রূপ আমরাও আপনার ইবাদত করবো? তারপর নাজরানের খ্রীষ্টনরাও তাঁকে অনুরূপ প্রশ্ন করলো। জবাবে হুযূর (স) বললেন: আল্লাহ্ রক্ষা করুন! এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আমি ইবাদত করবো, অথবা - অন্য কাউকে এরূপ আদেশ দেবো। আমাকে আল্লাহ্ এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেননি আর আমি এরূপ আদেশ কাউকে দেইও নি।

তারপর আয়াত নাযিল হলো:

ما كان لبشر ان يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى

-"কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে আল্লাহ্ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করবেন আর সে লোককে বলবে যে, আমার ইবাদতে মগ্ন হও? -(আলে- ইমরান ৩:৭৯)। দ্র. আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া খ. ৫, পৃ. ৫৩; ইয়াকূবী, খ. ২, পৃ, ৬৫; মজমুআতুল ওছাইক, পৃ. ১১০ (নং ৯৩); যাদুল মা'আদ খ. ৩ পৃ. ৩৯; দুর্রুল মনছুর, খ. ২, পৃ. ৩৮ (বায়হাকী দালাইলুন নবুওত এর বরাতে); আল-বেহার, খ. ৬ ও ৯ (আয়াতে মুবাহালার তফসীরে); জামহারাতু রাসাইলিন আরব খ. ১. পৃ. ৭৬ (সুবহুল আ'লা, খ. ৬, পৃ. ৩৮০-৮১ এর বরাতে)

নাজরানের প্রধান বিশপের নামে রসূলুল্লাহ (স)- এর পত্র

আহমদ ইব্ন আবদুল জব্বার থেকে বর্ণিত আছে যে, খ্রীষ্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী ইউনুস নাজরানের প্রতিনিধিদলের কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) নাজরানবাসীদেরকে সর্বপ্রথম এ পত্রখানি লিখেন:

باسم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اما بعد- فانى ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد وادعوكم الى ولاية الله من ولاية العباد فان ابيتم

www.pathagar.com

فالجزية – فان ابيتم فقد اذنتكم بحرب . والسلام

"ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের উপাস্য প্রভুর নামে-

তারপর আমি তোমাদেরকে বান্দার ইবাদত থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের পানে আহ্বান জানাচ্ছি। বান্দার শাসন থেকে আল্লাহ্‌র শাসনের দিকে আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। যদি তোমরা তা'গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাও তবে জিযিয়া দিতে হবে। আর যদি তাতেও অস্বীকৃত হও তবে তোমাদেরকে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। ওয়াস্ সালাম!"

এ পত্রখানা যখন পাদ্রীর কাছে পৌঁছলো, তখন পাদ্রী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি নাজরানের শারজীল ইব্‌ন ওয়াদা'আকে ডেকে পাঠালেন। শারজীল ছিলেন হামদানের অধিবাসী। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই তাঁর পরামর্শ ছিল অগ্রগণ্য। এমন কি আইহাম, সাইয়িদ এবং আকিবের চাইতেও তাঁর গুরুত্ব বেশী ছিল। পাদ্রী রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর পত্রখানা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আবূ মারিয়াম, এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত?

জবাবে শারজীল বললেনঃ আল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ)-আর সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, ইসমাঈল (আ) এর বংশে একজন নবী হবেন। এমনও তো হতে পারে যে, ইনিই সেই প্রতিশ্রুত নবী। নবুওত সম্পর্কে আমি কোন অভিমত দিতে পারি না। কারণ, এটা কোন পার্থিব ব্যাপার নয়। তারপর পাদ্রী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শারজীলকে ডেকে পাঠালেন। নাজরানবাসীদের মধ্যে ইনি ছিলেন হিম্‌য়ারের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আবদুল্লাহ্‌ও ঐ একই মত ব্যক্ত করলেন। তারপর পাদ্রী জাব্বার ইব্‌ন কায়েসকে ডেকে পাঠালেন। ইনি ছিলেন বনী হারিছ ইব্‌ন কা'বের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। নাজরানে বসবাস করতেন। তিনিও ঐ একই মতের প্রতিধ্বনি করলেন।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অভিমত অভিন্ন জানতে পেরে পাদ্রী সমস্ত উপত্যকাবাসীকে একটি উন্মুক্ত স্থানে একত্রিত হতে নির্দেশ দিলেন। এ উদ্দেশ্যে শিঙা ব্যবহারের নিয়ম প্রচলিত ছিল। উপত্যকার উঁচু নীচু সকল এলাকায় শিঙা বেঁজে উঠলো। ফলে, গোটা উপত্যকাবাসী স্বল্প সময়ের মধ্যেই পাদ্রীর নির্দেশ অবগত হয়ে সমবেত হয়ে পড়লো। তাদের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র পড়ে শুনানো হলো। এ সম্পর্কে তাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হলো। অবশেষে সমবেত সিদ্ধান্ত হলো যে, শারজীল ইব্‌ন ওয়াদা'আ হামদানী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শারজীল হিম্‌য়ারী এবং জব্বার ইব্‌ন কায়েস হারিছীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর দরবারে পাঠিয়ে তাঁদের মাধ্যমে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে।

www.pathagar.com

মহানবীর দরবারে খৃষ্টান প্রতিনিধিদল

যখন এ প্রতিনিধি দলটি মদীনায় পৌছলো, তখন তাঁদের সকলেই ভ্রমণের পোশাক পরিবর্তন করলেন। আজানুলম্বিত রেশমী জুব্বা ও স্বর্ণের আংটি পরে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁদের সালামের জবাব দিলেন না। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁদের সাথে একটি কথাও বললেন না। তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মদীনায় দু'জন লোককে তাঁরা আগে থেকে চিনতেন। এঁদের একজন হচ্ছেন হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) এবং অপরজন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) কেননা, এঁরা উভয়েই জাহিলিয়াতের যুগে ব্যবসা ব্যপদেশে নাজরানে যাতায়াত করতেন।

এঁরা তাঁদের সাথে গিয়ে দেখা করে বললেন, আপনাদের নবী আমাদেরকে চিঠি লিখলেন। আমরা তাঁর পত্র পেয়ে ছুটে আসলাম, কিন্তু এখন তিনি না আমাদের সালামের জবাব দিচ্ছেন, না আমাদের সাথে কোন কথা বলছেন"! এখন আমরা কি ফিরে চলে যাবো? তাঁরা দু'জন তখন হযরত আলী (রা)-এর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ এরা তাদের রেশমী জুব্বা ও স্বর্ণের আংটি খুলে রেখে সফরের পোশাকে যেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। তাঁরা তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-তাদের সালামের জবাব দিলেন এবং তাঁদের সাথে কথাও বললেন।

তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনেক প্রশ্ন করেন। এমন কি তাঁরা একটি প্রশ্নে এও বললেন যে, আমরা ধর্মতঃ খৃষ্টান। আপনি বলুন, হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি-যাতে করে আমরা আমাদের স্ব-জাতিকে (আ) সম্পর্কে আপনার ধারণা অবহিত করতে পারি। হুযুর (স) বললেনঃ আপাততঃ থামো। এ ব্যাপারে আমাকে যা' অবহিত করা হবে, আমি তোমাদেরকে তা' জানিয়ে দেবো। পরের দিনই নাযিল হলোঃ

মুবাহালার নির্দেশ ও খৃষ্টানদের পশ্চাদপসরণ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَاتَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ - فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَائَنَا وَاَبْنَائَكُمْ وَنِسَائَنَا وَنِسَائَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ -

"আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো। তাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করে, তারপর বলেছেন 'হও, সাথে সাথে সে হয়ে গেছে। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হক-

www.pathagar.com

যথার্থ, তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে হয়ো না যেন। তোমার কাছে প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি তার ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়, (হে রাসূল!) আসো, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদেরকে এবং তোমাদের পুত্রদেরকে আমাদের স্ত্রীদেরকে এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে, আমাদের নিজেদের সত্ত্বাকে এবং তোমাদের সত্ত্বাকে, তারপর মুবাহালা করি-মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ কামনা করি।"
(৩ আলে-ইমরান ঃ ৫৯-৬১)

উক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-এর সম্পর্কে যা' বলা হয়েছে, তা' মেনে নিতে তারা স্বীকৃত হলো না। ফলে আয়াতের নির্দেশ অনুসারে হুযূর পাক (স) মুবাহালার জন্যে প্রস্তুত হন। পরের দিনই তিনি হযরত ইমাম হুসায়নকে কোলে নিলেন। ইমাম হাসানের আঙ্গুলটি ধরলেন। পিছনে রইলেন হযরত ফাতিমা এবং তাঁর পিছনে হযরত আলী (রা)।

হুযুর (সা) যখন এরূপ মুবাহালার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দরবারে আগমন করলেন, আল-শারজীল হামদানী তাঁর সাথীদের লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন শারজীল, হে জাব্বার ইব্ন কায়েস! তোমরা সম্যক অবহিত যে, গোটা উপত্যকাবাসীরা ব্যাপারটি আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন। যদি এ ব্যক্তিটি সত্যি সত্যি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী হয়ে থাকেন, আর আমরা তাঁর সাথে সাথে অভিশাপ বর্ষণে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদের কারো অস্তিত্ব নখ বা চুল পরিমাণও অবশিষ্ট থাকবে না, আমরা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। তখন তারা বললোঃ তা, হলে তোমার কী অভিমত? শারজীল বললেনঃ আমার অভিমত হচ্ছে, ব্যাপারটি তাঁর হাতে ছেড়ে দেয়াই উত্তম। আমি দিব্যি দেখছি, এ লোকটি কখনো অন্যায় আদেশ দেবেন না। তখন তাঁরা উভয়েই বললেনঃ তুমি তা করতে পারো।

তারপর শারজীল হুযুর (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, মুবাহালার (অভিশাপ বর্ষণের) চাইতে উত্তম ব্যবস্থার কথা আমি আপনাকে বলছি। হুযুর (স) বললেনঃ কী সে ব্যবস্থা? শারজীল বললেনঃ ব্যাপারটি আমি আপনার উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। এখন থেকে সন্ধ্যা এবং তারপর ভোর পর্যন্ত এ সময়সীমার মধ্যে আপনি যা বলবেন, আমরা তা নির্বিবাদে মেনে নেবো।

রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন বললেনঃ তুমি তো মেনে নিচ্ছ, কিন্তু যারা হাযির নেই, তারা তো তা'নাও মানতে পারে। শারজীল বললেনঃ এ ব্যাপারে আপনি আমার সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। সাথীদ্বয় বললেনঃ উপত্যকাবাসীদের মানা না মানা নির্ভর করে শারজীলের মতামতের উপর। যে কথা তিনি মেনে নেবেন, তার বিরুদ্ধে কেউ 'টু' শব্দটিও করবে না। তারপর হুযুর (স) চলে গেলেন। মুবাহালার (অভিশাপ বর্ষণের) ব্যাপারটি আর কার্যকর হলো না। পরদিন প্রত্যুষে হুযূর (স) তাদের জন্যে এ চুক্তিপত্রটি

www.pathagar.com

লিখালেনঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদের নাজরানের জন্যে লিখিত ফরমানঃ

যখন তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানকার সকল ফলমূলের উপর, সমস্ত জরদবর্ণ, সাদা ও কালোর[১] উপর, সকল স্বাধীন ও পরাধীন গোলামের পর। তিনি নাজরানবাসীদের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন এবং সকল বস্তু তাদের অধিকারেই ছেড়ে দিয়েছেন এই শর্তে যে, তারা প্রতিবছর দু' হাজার জোড়া বস্ত্র দেবে; এক হাজার রজব মাসে এবং বাকী এক হাজার সফর মাসে। প্রতিটি বস্ত্র হবে এক আওকিয়া মূল্যের। কমবেশী মূল্যে আওকিয়ার হবে ধরা হবে। বর্ম, ঘোড়া বা উট যা-ই তাদের নিকট থেকে নেয়া হবে, তার হিসাব এ ভাবেই হবে। নাজরানবাসীর কাছে যখন আমার দূত যাবে, তখন তারা তার আতিথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে এবং কোন দূতকে তারা এক মাসের বেশীকাল ধরে রাখতে পারবে না।*[২] ইয়েমেনে যদি কোনরূপ বিদ্রোহ বা উৎপাত দেখা দেয়, তা হলে নাজরানবাসীরা ত্রিশটি বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া এবং ত্রিশটি উট ধার দিতে বাধ্য থাকবে। যদি ধারে আনা এসব বস্তু নষ্ট হয়, তবে আমাদের লোকেরা তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

নাজরানবাসীরা আল্লাহ্‌র প্রতিবেশীত্বে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের যিম্মায় থাকবেন- তাদের ব্যক্তিসত্ত্বা, তাদের জাতিসত্ত্বা, তাদের জমিজমা ও তাদের ধন-সম্পদ সবকিছুই। তাদের মধ্যেকার যারা উপস্থিত, যারা অনুপস্থিত, যারা তাদের গোত্রে রয়েছে বা যারা তাদের অনুসারী। শর্ত হচ্ছে, তারা যে যে অবস্থায় আছেন, তার কোন রদবদল হবে না। গীর্জার পাদ্রী, পুরোহিত বা ব্যবস্থাপক কারোই না। তাদের কোন অধিকার পরিবর্তন করা হবে না। জাহিলিয়াতের যুগের কোন দাবীর প্রেক্ষিতে তাদেরকে দায়ী করা চলবে না। জাহিলিয়াতের যুগের কোন রক্তপণ তাদের কাছে চাওয়া হবে না। কেউ তাদের উপর আক্রমণ করবে ন।[৩] তাদের নিকট থেকে উশর বা ফসলের এক দশমাংশ

---

১. জরদবর্ণ বলতে স্বর্ণ, সাদা বলতে রৌপ্য এবং কাল বলতে দাসী বা বাগবাগিচা বুঝানো হয়েছে। মাকাতীবুর রাসূল, জিল্‌দ-২ পৃঃ ৩১৯ War and the Peace in the Law of Islam, P. 179-180

২. অর্থাৎ দূতরা যাবে রাজস্ব বা চুক্তিতে প্রতিশ্রুত অর্থ, পশু, বস্ত্র ইত্যাদি আদায় করতে। সেগুলো পরিশোধে গড়িমসি করে তাদেরকে এক মাসের বেশিকাল বসিয়ে রাখা চলবে না। বড়জোর এক মাস কাল বিলম্ব করা যেতে পারে।

৩. রেখা চিহ্নিত এ অনুবাদ 'আসাহ্‌হুস সিয়রের' লেখকের, কিন্তু মজিদ খাদ্দুরীর ইংরেজী অনুবাদ হচ্ছে They Shall not be called for military service অর্থাৎ তাদেরকে সামরিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হবে না।

দ্র. The Islamic Law of Nation, Page 279 । 'ফুতূহুল বুলদান' এর সম্পাদনাকালে আমরা এ অনুবাদই রেখেছি।

www.pathagar.com

নেয়া হবে না।*[২] কোন সামরিক বাহিনী তাদের সীমানায় প্রবেশ মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের প্রতি যুলম করা হবে না বা তাদেরকেও যুলম করতে দেওয়া হবে না। তাদের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি সূদ খায়, তবে তার ব্যাপারে আমার কোন যিম্মা থাকবে না। তাদের মধ্যকার কেউ অন্য কারো যুলুমের জন্যে দায়ী হবে না। এ লিপিতে লিখিত সকল ব্যাপারে আল্লাহ্‌র প্রতিবেশীত্ব এবং আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের যিম্মা রইলো- যাবত না আল্লাহ্‌র আদেশ আসছেযতদিন পর্যন্ত তারা হিতাকঙ্ক্ষী সদাচারীরূপে থাকবে এবং তাদের প্রতি আরোপিত দায়িত্বসমূহ পালন করে চলবে, কোনরূপ যুলম বাড়াবাড়িতে জড়িয়ে না পড়বে।

দ্র. কিতাবুল খারাজ (আবূ ইউসুফ) পৃ. ৭২-৭৪, কিতাবুল আমওয়াল (আবূ উবাবদি) পৃ. ১৮২-১৮৩ (১৯৮১ সংস্করণ)

আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব, গায়লান ইব্‌ন আমর, মালিক ইব্‌ন আওফ, আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস হানযালী ও মুগীরা ইব্‌ন শু'বা এ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

দ্র. মজমু'আতুল ওছাইকিস্ সিয়াসিয়া, (কায়রো ১৯৫৮) প. ১১১-১১৩

যখন এ দলীল সম্পাদিত হলো এবং তারা তা নিয়ে নাজরানে ফেরত গেলেন, তখন, প্রধান বিশাপ এবং নাজরানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা একদিনের পথ দূর থেকে এসে তাদেরকে সম্বর্ধনা জানালেন। বিশপের সাথে তাঁর ভাই ছিলেন- যাঁর নাম ছিল বাশার ইব্‌ন মুআবিয়া। তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম ছিল আবূ আলকামা। যখন রাসূলুল্লাহ্ (স)- এর পত্রখানা বিশপের হাতে দেয়া হলো, সকলেই পত্রখানা দেখতে পেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলেন। এক ফাঁকে বিশপ বলে উঠলেন; আল্লাহ্‌র কসম, ইনি যথার্থই প্রেরিত রাসূল। কথাটি শুনামাত্র বাশার ইব্‌ন মুআবিয়া তাঁর উটের মুখ মদীনার দিকে ফিরিয়ে তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে উট হাঁকাতে শুরু করলেন। বিশপ পিছে পিছে ছুটলেন এবং তাঁকে থামাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন। এক নাগাড়ে মদীনায় এসে বাশার ইব্‌ন মুআবিয়া সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর থেকে তিনি মদীনায়ই বসবাস করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

বায়হাকী সহীহ্ সনদে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন, সাইয়িদ এবং আকীব যখন অভিশাপ বর্ষণের প্রস্তাবে ভীত হয়ে তাঁর সমস্ত প্রস্তাবই মানতে উদ্যত হয়ে পড়লেন, তখন তাঁরা হুযূর (স)-এর নিকট এ মর্মে আবেদন জানান যে, একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যেন তাঁদের সাথে দেয়া হয়। হুযূর (স) এর তাঁদেরকে বলেন যে, আমি এমন এক ব্যক্তিকেই তোমাদের সঙ্গে দেবো- যিনি যথার্থই আমানতদার। বলেই তিনি বলে উঠলেনঃ ইনি হচ্ছেন এ উম্মতের আমানতদার। বুখারী হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)- আমাকে নাজরানে প্রেরণ করেন এবং ইউনুস ইব্‌ন বুকায়ির ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)- কে এ উদ্দেশ্যে নাজরানে প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন তাদের সাদাকাত ও জিযিয়া উশুল করে মদীনায় নিয়ে আসেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

দ্র. ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৭৬ আসাহ্‌হুস্ সিয়র (আমার অনূদিত, ও ই.ফা. প্রকাশিত) পৃ. ৪৬৪-৬৯

www.pathagar.com

তায়েফবাসী ছাকীফ গোত্রীয়দে সাথে রাসূলুল্লাহ (স) -এর চুক্তি

তায়েফ ছিল বিত্তবান কুরায়শদের গ্রীষ্মনিবাস। মক্কা শরীফ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত জাবালুস সারাত পাহাড়ে সমুদ্রস্তর থেকে পাঁচ হাজার ফুট উপরে অবস্থিত এই শীতল ও সবুজশ্যামল শহরটি তার সৌন্দর্য, উর্বরতা ও বাগবাগিচার প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত। বিশেষত: মক্কা মুকার্রমার জন্য তাজা ফলমূল শাক সবজির যোগান এখান থেকেই দেয়া হয়ে থাকে। আজকাল এটি হেজায তথা সৌদী আরবের উন্নত ও সুসজ্জিত শহরগুলির অন্যতম। এটি একটি শ্রীমন্ডিত বাণিজ্যিক শহরও বটে। কুরআন শরীফে উল্লেখিত আরবদের বিখ্যাত লাত ও উয্যা মূর্তি দুটি এই তায়েফেই ছিল। দ্র. আহ্‌দে নববী কে ময়দানে জঙ্গ, পৃ: ৫১ (ড. হামীদুল্লাহ্ মরহুম প্রণীত)

হিজরতের প্রাক্কালে মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত এবং তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে অনেকটা হতাশ হয়ে মহানবী (স) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই তায়েফে তশরীফ নিয়ে যান। তায়েফের বড় বড় বিত্তবানদের মধ্যে উমায়র খানাদানের তিন ভাই আবদে ইয়ালিল, মাসউদ ও হাবীব ছিল শীর্ষস্থানীয়। রাসূলুল্লাহ (স) অনেক আশা ভরসায় বুক বেঁধে তাদের তিন জনের কাছেই গেলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের জবাবই ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ।

একজন বললো- সওয়ারীর একটা পশু পর্যন্ত যার নেই, তোমার মত এমন একজনকেই আল্লাহ রাসূল বানিয়ে পাঠালেন!

দ্বিতীয় জন বললো- তোমাকে ছাড়া বুঝি আল্লাহ্ আর রাসূল বানাবার মতো লোক পেলেন না?

তৃতীয় জন বললো- আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলতে চাইনা, যদি তুমি সত্যিই নবী হয়ে থাকো, তা হলে তো তোমার সাথে কথা বলা বিপদজ্জনক, আর যদি তা না হয়ে থাক, তা হলে এমন মিথ্যাবাদী লোক আমাদের সাথে কথা বলার যোগ্য নয়।

তারা কেবল এতটুকু বাক্যবাণ প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হলো না, কি জানি অন্য কেউ তাঁর কথায় কান দিয়ে তাঁর দাওয়াত কবুল করে বসে এই আশঙ্কায় তাঁকে ঠাট্টা উপহাস করার জন্য তাঁর পেছনে বখাটে ছেলেদেরকে লেলিয়ে দিল।

লেলিয়ে দেয়া সেই বখাটে ছেলে ছোকরার দল তাঁকে কেবল বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হলো না; তারা তাঁর প্রতি অঝোরে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো। দয়ার নবীর নূরানী বদন প্রস্তারাঘাতে জর্জরিত হয়ে গেল! দর দর করে রক্ত গড়িয়ে পায়ের জুতা রক্তে একাকার হয়ে গেল! ক্লান্ত হয়ে কোথাও বসে পড়লে সেই হতভাগ্যের দল তাঁর বাহুতে ধরে টানা হেঁচড়া করে আবার তাঁকে পথ চলতে বাধ্য করতো এবং পথ চলতে শুরু

www.pathagar.com

করলেই আবার প্রস্তর বর্ষণ শুরু করতো, হাত তালি দিত এবং যাচ্ছে তাই গালাগাল দিত।

সেদিনের সে কঠিন মুহূর্তগুলো যে তাঁর জন্য কত প্রাণান্তকর ছিল, তা' দীর্ঘ নয় বছর পর হযরত আয়েশা (রা) এর এই প্রশ্নের উত্তরে যে আপনার জীবনের সবচাইতে কঠিন দিন কোন্‌টি- নবীজীর সেই জবাব থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যাতে তিনি বলেন, "সেই সবচইতে কঠিন দিনটি, ছিল তায়েফের দিন!" দ্র. সহীহ বুখারী, জিল্‌দ ১. পৃ ৪৫৮

সেদিনের সেই চরম বিপদের মুহূর্তের নবীজীর তায়েফ সফরের সাথী হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) সেই প্রাণান্তকর অবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে যখন আরয করলেন, এই হতভাগ্যদের জন্য বদ্‌দু'আ করুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন রহমতের নবীর চেহারা টলমলিয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "কখনো নয়, আমি তো বিশ্ববাসীর জন্যে রহ্‌মতস্বরূপ এসেছি।" তারপর বললেন: "হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে হিদায়েত দান করুন! তাদেরকে ভালমন্দের পার্থক্যজ্ঞান দান করুন!" (দ্র. রিসালাতে নবভীয়া, পৃ : ৩০৫)

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে যখন দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করছিল এবং তায়েফবাসীরা লক্ষ্য করলো যে, তাদের আশেপাশের সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে, তখন তাদেরও আর বুঝতে বাকী রইল না যে ইসলাম সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র প্রেরিত সত্য ধর্ম, এ সত্যটি উপলব্ধি করতে তাদের বড্ড দেরী হয়ে গেছে! তখন তারা নবী করীম (স) কে প্রত্যাখ্যান ও নির্যাতনকারী সেই পুরনো দিনের বিত্তবিভবমত্ত ভ্রাতৃত্রয়ের একজন আবদে ইয়ালীলের নেতৃত্বে মদীনায় নবী-দরবারে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালো।

মানবতা, মহানুভবতা, ক্ষমা ও রহমতের নবী মসজিদে- নবভীতে তাদেরকে স্বাগত জানালেন। তাদের জন্য মসজিদে নবভীর পাশেই বিশেষ তাঁবুর ব্যবস্থা করা হলো। প্রতিদিন ইশার নামাযের পর তিনি তাদের কাছে চলে যেতেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। দ্র. তাবাকাতে ইব্‌নে সা'দ, খ.৩, পৃ: ৫৩

'আসাহ্‌হুস্‌ সিয়র' এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ গোত্রটির প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমনের পূর্বেই ছকীফ গোত্রের সবচাইতে প্রভাবশালী নেতা উরওয়া ইব্‌ন মাস্‌ঊদ ইসলাম গ্রহণ করে সগোত্রে তায়েফে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে নিজের বাড়ীর ছাদের উপর থেকে স্ব-সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ছকীফ গোত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর এ দাওয়াতে সম্প্রদায়ের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে, কিন্তু হঠাৎ একটি তীর এসে তাঁকে বিদ্ধ করলো। সাথে সাথে তিনি শহীদ হয়ে যান।

প্রতিনিধিদল প্রেরণের সময় ছকীফ গোত্রের লোকেরা উরওয়া (রা) এর পরই তাদের দ্বিতীয় জনপ্রিয় নেতা হিসাবে আবদে ইয়ালীলকে নেতা নির্বাচন করে। কিন্তু উরওয়ার

www.pathagar.com

শাহাদতের প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে আবদে ইয়ালীল একা সে দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন না। অগত্যা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ অপর গোত্রসমূহের দু'জন এবং বনি মালিক গোত্রের তিন জনকেও তাঁর সাথে প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে পাঠানো হয়। সে পাঁচজন হচ্ছেন: চুক্তিবদ্ধ মিত্র (১) হাকাম ইব্নে উমর বিন ওহব (২) শারজীল ইব্ন গায়লান এবং বনি মালিক গোত্রের অপর তিনজন : (৩) উছমান ইব্ন আবিল 'আস (৪) আওস ইব্ন আওফ এবং (৫) বাহায ইব্ন খারশা।

সাহাবী মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) যেহেতু ঐ বংশেরই লোক ছিলেন তাই তিনি প্রতিনিধিদলকে রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে সাক্ষাতের আদব-কায়দা সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু তা সত্ত্বে তারা তাদের সেই জাহেলিয়ত যুগের প্রথা অনুসারেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে।

তাদের এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) এর মধ্যে মধ্যস্থরূপে আলাপ করার দায়িত্ব পালন করে{ন খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আ'স (রা)। তিনি উভয় শিবিরে যাতায়াত করে তাদের মত বিনিময় করতেন এবং তাঁর হাতেই রাসূলুল্লাহ্ (স) এর ফরমান বা চুক্তিপত্রটি লিখিত হয়। দ্র. আসাহ্হুস্ সিয়র, পৃ: ৪০৬-৪০৭, ঐ, আমার অনূদিত বাংলা ভাষ্য, প. ৪৪৭-৪৪৮ (ই. ফা, প্রকাশিত ১ম মুদ্রণ ১৯৯৬)

রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে আলাপ আলোচনা কালে তায়েফবীসা উক্ত প্রতিনিধিদল তাদের আনুগত্যের জন্য কয়েকটি পূর্বশর্ত পেশ করে ঃ

(১) তাদের লাত দেবতাকে তিন বছর পর্যন্ত ধ্বংশ করা যাবে না।

হুযুর (স) তা সরাসরি নাকচ করে দেন। তখন তারা সে সময়সীমা এক মাসে নামিয়ে আনে। কিন্তু হুযুর (স) তাও গ্রাহ্য করলেন না। অবশেষে তারা যখন আবেদন জানালো যে, তাদের নিজ হাতে তা ধ্বংশ করতে যেন তাদেরকে বাধ্য করা না হয়, তখন হুযুর (স) বল্লেন, "ঠিক আছে, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব এবং মুগীরা ইব্ন শুবা গিয়ে সে কর্তব্য সমাধা করে আসবেন।"

উল্লেখ, এ দু'জনকে এ কাজের জন্য মনোনীত করার কারণ হচ্ছে, মুগীরা ইবন শু'বা ঐ গোত্রেরই লোক ছিলেন, আর আবূ সুফিয়ানের বোনের বিবাহ হয়েছিল উরওয়ার সাথে-যার জন্য সেখানে তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা ছিল।

(২) তারা নামায থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করে। তাতে হুযুর (স) অসম্মতি জানিয়ে বল্লেন : যে- দীনের মধ্যে সালাত বা নামায নেই, তাতে কোন কল্যাণ নেই।

(৩) মূসা ইব্ন উক্বার বর্ণনা উদ্ধৃত করে আসাহ্হুস সিয়রে বর্ণিত হয়েছে, আবদে ইয়ালীলের পুত্র কিনানাও এ প্রতিনিধিদলে ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে আবেদন জানায় :"আমাদেরকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। কেননা, এছাড়া আমাদের গতি নেই।"

www.pathagar.com

জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বল্লেন : আল্লাহ্ তা'আলা তা' হারাম করেছেন। তাঁর ফরমান হচ্ছে : لَا تَقربوا الزنا

"ব্যভিচারের ধারে কাছেও ঘেঁষো না।" (১৭ সূরা ইস্‌রা : ৩২)

(৪) সে আবার বল্‌লো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে সূদের অনুমতি দিন।" জবাবে হুযুর (স) বল্‌লেন : আসল পুঁজি তো তোমাদেরই থাকবে, তা' তোমরা নিয়ে যাও! কিন্তু অতিরিক্ত গ্রহণ আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি ফরমান :

- "তোমরা সূদ খেয়ো না।" (৩ আলে-ইমরান : ১৩০)" (لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا)

(৫) সে আবার বল্‌লো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে মদ্যপানের অনুমতি দিন! কেননা, এতো আমাদের ভূমিরই নির্যাস।

জবাবে হুযুর (স) বল্‌লেন, এটা হচ্ছে শয়তানী বস্তু। হারাম ও নাপাক। আল্লাহ্ স্বয়ং একে অপবিত্র বলে ঘোষণা করে বলেছেন :

اِنَّمَا الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

-"মদ এবং জুয়া অপবিত্র শয়তানের কাজ।" (৫ মায়িদা ৯০)

হুযুর (স) এর এরূপ জবাব শুনে তারা মজলিস থেকে উঠে গিয়ে বাইরে গিয়ে সলাপরামর্শ করে। অনেকক্ষণ ধরে তাদের এ সলা পরামর্শ চলে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, আল্লাহ্‌র রাসূল যা' বলেন, তা'ই শিরোধার্য করে নিতে হবে। কেননা, এছাড়া গত্যন্তর নেই। নতুবা আমাদের অবস্থাও মক্কাবাসীদের মত হবে।

শেষ পর্যন্ত তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্র. আসাহ্হুস সিয়র পৃ : ৪০৬-৪১০, ঐ, আমার অনূদিত বাংলা ভাষ্য, পৃ: ৪৪৭-৪৫০

(৬) তাঁদের আরেকটি আবদার ছিল, তায়েফকে যেন 'হেরেম' এর মর্যাদা দেয়া হয়। চুক্তিপত্রে তার স্বীকৃতি রয়েছে।

সেই চুক্তিপত্র বা হুযুর (স) এর ফরমানটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

বিসমিল্লাহ্‌র রাহমানির রাহীম।

(১) আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহম্মদের পক্ষ থেকে ছকীফ গোত্রের জন্য লিপি-

(২) এ লিপিতে লিপিবদ্ধ বক্তব্যের যিম্মাদারী একক লা-শরীক আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র নবী ও আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহম্মদের উপর বর্তাবে।

(৩) ছকীফের গোটা উপত্যকাই 'হেরেম' (আল্লাহ্‌র সম্মানে সম্মানিত নিষিদ্ধ এলাকা) সেখানকার বন্য, কাঁটা জাতীয় বৃক্ষ কাটা, সেখানে শিকার করা, যুল্‌ম, চুরি এবং যাবতীয় অপকর্ম নিষিদ্ধ।

(৪) ওজ- উপত্যকায় ছকীফদেরই হক সর্বাধিক। তায়েফভূমিতে সামরিক অভিযান চালানো যাবে না। কোন মুসলমান বাইরে থেকে সেখানে গিয়ে সেখানকার

www.pathagar.com

অধিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। তারা নিজেরা তাদের তায়েফ উপত্যকায় যা ইচ্ছে তাই করবে, যেমন ইচ্ছে ইমারত নির্মাণ করবে।

(৫) পশু-পালের যাকাত আদায়ের জন্য তাদেরকে তাহ্সীলদারের নিকট সমবেত হতে হবে না। (لايُحْشَرُوْنَ)

(৬) তাদের নিকট থেকে উশর আদায় করা হবে না। (لَايُعْشَرُوْنَ)

(তাদেরকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা হবে না বা তাদের থেকে যুদ্ধকর নেয়া হবে না।)

(৮) তারা মুসলমানদের একটি জামাতরূপেই গণ্য হবে এবং মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

(৯) কেউ তাদের এলাকায় বন্দী হলে, তার ব্যাপারে তাদেরই পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে।

(১০) রেহেন-বন্ধকী বাবৎ তাদের যা দেনাপাওনা আছে এবং তার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে, তা' এখনি পরিশোধ্য আর যার মেয়াদ ওকায মেলা পর্যন্ত, তা তখন পর্যন্ত পরিশোধ্য, আর সূদের সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ সূদ বাবৎ পাওনা নেয়া যাবে না।

(১১) তায়েফবাসীদের ইসলাম প্রহণের পূর্বের সমুদয় পাওনা তারা পাবে।

(১২) তায়েফবাসীদের কোন আমানত বা গচ্ছিত সম্পদ যদি আমানতদারের নিকট বিনষ্ট হয়ে থাকে, তবে তা' মালিকের পাওনা হবে।

(১৩) ছকীফ গোত্রের অনুপস্থিত লোকেরাও এই নিরাপত্তা ও অধিকার লাভ করবে। তাদের যে সমস্ত সম্পদ লাইয়াতে রয়েছে সেগুলো 'ওজ' এর সম্পদের মতই সম্মানিত, অনতিক্রম্যও সুসংরক্ষিত (হারাম) বলে গণ্য হবে।

টীকা-১ লাইয়া তায়েফের ছয় মাইল পূর্ববর্তী একটি স্থান- যা এখন শহরে পরিণত হয়েছে।

(১৪) তাদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ও সমব্যবসায়ীদের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে ,তারাও এসব অধিকার লাভ করবে।

(১৫) ছকীফ গোত্রীয়দের জানমালের উপর কেউ কোনরূপ যুলম করলে রাসূল এবং মুমিনরা তাদের সাহায্য করবেন এবং যুল্ম প্রতিহত করবেন।

(১৬) তাদের অপসন্দের কেউ তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না ।

(১৭) তাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তারা ক্রয়বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলতে পারবে।

(১৮) তাদের আমীর তাদের মধ্য থেকেই হবে-বনি মালিকের আমীর বনি মালিক গোত্র থেকে আর বনি আখলাফের আমীর বনি আখলাফ থেকেই হবে।

(১৯) ছকীফ গোত্রের যে সব লোক কুরায়শদের আঙ্গুরবাগানে পানি-সিঞ্চন করে থাকে, ফসলের অর্ধেক তাদের পাওনা হবে।

(২০) বন্ধকী দ্রব্যের বিনিময়ে সূদ নেয়া যাবে না। বন্ধক ছুটিয়ে নেবার সামর্থ

www.pathagar.com

থাকলে দেনা শোধ করে তা এখনই ছুটিয়ে নেবে, নতুবা আগামী বছরের জুমাদাল উলা পর্যন্ত তা শোধ করে দেবে। আর যে, ব্যক্তি মেয়াদ পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পাওনা পরিশোধ করলো না, সে যেন তাকে সূদ বানিয়ে নিল।

(২১) ছকীফ গোত্রীয়দের কাছে যাদের পাওনা আছে, তারা কেবল আসল পাওনাই ফেরৎ পাবে।

(২২) তাদের কাছে যদি এমন কোন বন্দী বা ক্রীতদাস থাকে-যাকে তার মনিব বিক্রী করে দিয়েছে, তা হলে তার সে বিক্রী বিশুদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হবে আর যে সব বন্দীকে বিক্রী করা হয় নাই, তাদের মুক্তিপণ হবে ছয়টি উটনী-যা' দুটি কিস্তিতে পরিশোধ্য হবে।

(২৩) যে ব্যক্তি কোন বস্তু ক্রয় করেছে, কেবল সেই ঐ বস্তু বিক্রীর হকদার হবে।

সীলমোহর

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র: কিতাবুল আমওয়াল-আবু উবায়দ, (মৃত্যু ২২৪ হি:) পৃ: ১৯৪-১৮৫ (মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারীয়া, কায়রো ১৪০১ হি: মুদ্রণ), তাবাকাতে ইবন সা'দ,খ. ৩, পৃ: ৩৩ ও ৫৩; মকতূবাতে নবভী-সাইয়দ মহবুব রিযভী, পৃ: ২৩২-২৩৮

উক্ত চুক্তিতে যেমন উল্লেখিত হয়েছে, বনি ছাকীফকে প্রথম দিকে তাদের অধিক পীড়াপীড়ির দরুন যাকাত এবং জিহাদের দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। হুযুর (স) নিশ্চিত ছিলেন যে, ইসলাম যখন তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, তখন ধীরে ধীরে শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণের যোগ্যতাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যাবে। হযরত জাবির (র) বলেন, এই ঘটনার পর আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, "ঈমান যখন পূর্ণরূপে তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে, তখন তারা যাকাতও দেবে, জিহাদও করবে।" মাত্র দুই বছর পর বিদায় হজের সময় বাস্তবেও তা' পরিলক্ষিত হয়। (সীরাতুন্নবী-সাইয়েদ সুলায়মান নদভী) খ. ২, পৃ: ৪৭

আকবর ইব্ন আবদুল কায়সকে প্রদত্ত সনদপত্র

বাহ্রায়নের অপরএক গোত্রপতি আকবর বিন আবদুল কায়স তাঁর গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে নবী-দরবারে উপস্থিত হন। তিনি অনুযোগ করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়, তাই সহজে আপনার দরবার পর্যন্ত এসে পৌছা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং হক ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যবিধানকারী ব্যাপারসমূহ আমাদেরকে বাৎলিয়ে দিন-যাতে করে আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এগুলো সম্পর্কে অবহিত করতে পারি।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (স) তাদেরকে আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর নিজের রিসালতের স্বীকারোক্তির সাথে সাথে নামায, যাকাত, রমযানের রোযা এবং যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মালের খুমুস এক (পঞ্চমাংশ) আদায়ের শিক্ষা দিলেন এবং ইবনে আবদুল কায়েস্কে নিম্নরূপ সনদপত্র লিখিয়ে দেন ঃ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (স) এর পক্ষ থেকে আকবর ইব্ন আব্দুল কায়সের নামে-

(১) জাহেলিয়াতের যুগে তারা যে সব ফিৎনা ফ্যাসাদে অংশগ্রহণ করেছে, বা অপকর্ম করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সে ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। তবে আগামীতে তাদের অঙ্গীকার মেনে চলতে হবে।

(২) রসদ ও শস্যাদি সরবরাহে তাদেরকে প্রতিবন্ধকতামুক্ত রাখা হবে এবং ফলমূল উৎপাদনের মওসুমে তাদেরকে বিব্রত রাখা হবে না।

(৩) বৃষ্টি থেকে ধরে রাখা পানি ব্যবহারের তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে।

(৪) আলা বিন হাযরামী রাসূলুল্লাহ (স) এর পক্ষ থেকে তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবেন। নাজরানবাসীও তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে।

(৫) মুসলিমবাহিনী যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মালে তাদেরকে অংশ দিতে এবং তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ করতে বাধ্য থাকবে। জিহাদের সময়ও তাদের প্রতি ন্যায্য ও সু-সাম স আচরণ করা হবে।

(৬) উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষই এই চুক্তির মধ্যে কোনরূপ রদবদল করতে পারবে না বা এই চুক্তি থেকে কোন পক্ষই সরে দাঁড়াতে পারবে না।

(৭) আল্লাহ্ ও তাঁরা রাসূল এই চুক্তি নামায় সাক্ষী রইলেন।

(সীলমোহর)

মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবাকাতে ইব্ন সা'দ, জিলদ ৩. পৃ. ৩৩; মক্তূবাতে নবভী, পৃঃ ২০১-২

খালিদ ইব্ন যিমাদ আল-আবূদীর নামে

খালিদের পিতা যিমাদ ইব্ন ছা'লাবা ছিলেন আযুদ গোত্রের লোক। জাহেলিয়তের যুগে তাঁর ডাক্তারী ও সার্জারীর পেশা ছিল। মূলতঃ ইয়েমেনের অধিবাসী যিমাদ নবী করীম (স) এর আবির্ভাবের পর মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ (স) কে এমন অবস্থায় দেখতে পান যখন একদল বখাটে ছেলে ছোক্রা রা 'পাগল' 'পাগল' বল্তে তাঁর পিছু পিছু ছুট্ছিল। তা' লক্ষ্য করে যিমাদ নবী করীম (স) এর নিকটে এসে বলেন,

'মুহম্মদ! আমি পাগলামীর চিকিৎসা করতে পারি!'

জবাবে নবী করীম (স) হাম্দ ও ছানা পড়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি কথা

www.pathagar.com

বল্‌লেন। যিমাদের অন্তরে তা'এমনি ভাবে রেখাপাত করলো যে সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। (দ্র. সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী- মুসনদে আহ্‌মদ বিন হাম্বল, খ. ১, পৃ ৩০২)

যিমাদ (রা) এর পুত্র খালিদকে হুযুর (স) যে ফরমান লিখে দেন, তা' ছিল নিম্নরূপঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খালিদ বিন যিমাদ যে ভূ-সম্পদসহ ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা' তাঁরই মালিকানাধীন থাকবে। তবে শর্ত হচ্ছে তাঁকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখতে হবে- যাঁর কোন শরীক নেই এবং সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহম্মদ তাঁরই বান্দা ও রাসূল। তাঁকে নামায পড়তে হবে, যাকাত আদায় করতে হবে, রমযানের রোযা রাখতে হবে, আল্লাহ্‌র ঘরের হজ করতে হবে। কোন নতুন কথা সৃষ্টিকারী (বেদাতী)কে তিনি আশ্রয় দিতে পারবেন না। ইসলামের সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করা চল্‌বে না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। আল্লাহ্‌র বন্ধুদেরকে বন্ধু এবং শত্রুদেরকে শত্রু জ্ঞান করতে হবে। নবী মুহম্মদের উপর দায়িত্ব বর্তাবে যে, তিনি যেন তাঁর এমনি হিফাযত করেন যেমনটি নিজের জানমাল ও পরিবার পরিজনের তিনি করে থাকেন।

খালিদ আল-আবুদীর জন্যে আল্লাহ্ ও নবী মুহম্মদের উপর যিম্মাদারী রইলো- যাবৎ না খালিদের পক্ষ থেকে কোনরূপ অবিশ্বস্ততা প্রকাশ পাবে। (সীলমোহর)

মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ, খ. ৩, পৃ. ২১, মকতুবাতে নবভী, সাইয়েদ মহবুব রিয়ভী পৃ: ১৮৮-১৮৯

বাহ্‌রায়নবাসীদের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স) এর পত্র

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (স) বাহ্‌রায়নবাসীদের এ মর্মে পত্র দেন ঃ

اما بعد فانكم اذا اقمتم الصلوة واتيتم الزكاة ونصحتم لله ورسوله وأتيتم عشر النخل ونصف عشر الحب ولم تمجّسوا اولادكم فلكم ما اسلمتم عليه غيران بيت النار لله ورسوله وان ابيتم فعليكم الجزية –

-"অতঃপর সমাচার- তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাক, খেজুরের উশর (এক দশমাংশ) দাও, শস্যাদির অর্ধ-উশর দাও, নিজেদের সন্তানদেরকে অগ্নিউপাসকরূপে গড়ে না তোল , তা'হলে তোমাদের সে সব সম্পদই তোমাদের থাকবে যেগুলোর মালিক থাকা অবস্থায় তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তবে অগ্নিউপাসনালয়গুলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসবে। আর যদি তোমরা এ সব গ্রহণে অসম্মত হও, তা হলে তোমাদের উপর জিযিয়া কর

www.pathagar.com

বাধ্যতামূলক হবে।"

এ পত্র পাওয়ার পর বাহ্‌রায়নের ইহুদী এবং অগ্নিউপাসক মজুসী জাতির লোকেরা ইসলাম গ্রহণ না করে জিযিয়া গ্রহণকেই অগ্রাধিকার দেয়, রাসূলুল্লাহ্ (স)- প্রেরিত দূত হযরত আ'লা হাযরামী তাদের মাথাপ্রতি এক দীনার জিযিয়া ধার্য করে দিয়েছিলেন।

তাঁকে হুযুর (স) ৮ম হিজরীতে বাহরায়নে প্রেরণ করছিলেন। (দ্র. ফুতূহুল বুলদান, পৃ. : ৮৯)

আযরূহবাসীদের নামে রাসূলুল্লাহ (স)- এর ফরমান

আযরূহ এলাকাটি মূতাযুদ্ধখ্যাত মূতা থেকে কয়েক মাইলের ব্যবধান হেজায ও সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। এখানে চর্মগাত্রের উপর লিখিত হুযুর (স) এর একখানা ফরমান- যা' তিনি ঐ এলাকা-বাসীদের নামে লিখিয়ে দিয়েছিলেন, সংরক্ষিত রয়েছে। (দ্র. মাকদেসী, পৃ : ১৭৮ ব-হাওয়ালা বিলাদে ফিলিস্তীন ও শাম, পৃ. ২৭৪)

আয়েলা তথা আকাবার পাদ্রী ইউহান্নার সাথে জারবা, আযরূহ প্রভৃতি সিরীয় এলাকাসমূহের খ্রীষ্টান ও ইহুদী প্রতিনিধিরাও নবী-দরবারে হাযির হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের নামেও জিযিয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তা দানের ফরমান জারী করেন। আযরূহবাসীদের প্রতি নবী করীম (স) এর ফরমানটি ছিল এরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

-"এরা আল্লাহ্‌র নবী মুহম্মদের যিম্মা বা আশ্রয়ে রয়েছে। প্রতি বছর রজব মাসে একশত দীনার পরিশোধ করা তাদের দায়িত্ব। মুমিনদের কল্যাণকামিতা ও তাদের সাথে সুসম্পর্কের বিনিময়ে তারা আল্লাহ্‌র যিম্মায় থাকবে। তারা ঐ পর্যন্ত নিরাপত্তা ভোগ করবে যাবৎ না মুহম্মদ (স) তাদেরকে অন্যরূপ সংবাদ দিচ্ছেন।"

(সীল মোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

(দ্র. তাবাকাতে ইবন সা'দ খ. ৩, পৃ. ৩৭)

জারবা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদের প্রতি প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ (স) এর ফরমান অনুরূপ- যা তাবাকাতে ইবনে সা'দ গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। একই মর্মের ফরমান বিধায় আমরা এর পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত রইলাম।

বনী গাদিয়ার ইহুদীদের নামে রাসূলুল্লাহ (স)- এর ফরমান

পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে বনূ গাদিয়ার[১] ইহুদীদের প্রতি -

---

টীকা- ১. মুরূজুয্ যাহাব (খ. ২, পৃ. ১৯৩), মুছামু কাবাইলিন আরব (পৃ. ৫৫৪) পৃভৃতির বরাতে মাকাতীবুর রাসূলে (পৃ. ৪৩৫) 'বানু আ'দিয়া' স্থলে 'বনূ আ-দিয়া' বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

(১) বনু গাদিয়ার ইহুদীদের যিম্মাদারী গ্রহণ করা হলো।

(২) তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করে দেয়া হয়েছে।

(৩) এরা রাসূলের কোনপ্রকার অবাধ্যতা করবে না।

(৪) তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা হবে না।

(৫) কোন কিছুই এ চুক্তিকে ভঙ্গ করতে পারবে না।"

(সীল মোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

দ্র. তাবাকাত, খ. ১, পৃ. ২৭৯; ই'লামুস্ সা-য়িলীন, পৃ. ৪৯ মজ্মু'আ পৃ. ৪১ (নং ১৯) (আবূ জা'ফর দেবলী আল- হিন্দীর 'আল- মাক্তবাতুন- নবভীয়া" এর বরাতে)

বনী উরায়যের ইহুদীদের নামে রাসূলুল্লাহ (স)- এর ফরমান

বনি উরায়যের ইহুদীদের নামে লিখিত ফরমানে তাদেরকে হিফাযতের এবং খেজুর ও শস্যাদির দ্বারা সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়। সে ফরমানটি ছিল এরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

-"মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে বনি উরায়যের ইহুদীদের নামে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে বনি উরায়যের ইহুদীদের নিকট ফসল কাটার সময় দশ ওসক (২০ কুইন্টাল) গম এবং সমপরিমাণ যব এবং ৫০ ওসক খেজুর প্রতিবছরে যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে। তাদের প্রতি কোনরূপ যুল্ম হতে দেয়া হবে না।" (খালিদ ইবনে সাঈদের কলমে)

(সীল মোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবাকাতে ইবনে সা'দ খ ৩. পৃ. ২৯, মকতুবাতে নবভী, পৃ. ২২১-২২

www.pathagar.com

খ্রীষ্টান জাতির প্রতি রসূলুল্লাহ (স) এর ফরমান

বিশিষ্ট গবেষক ড. হামীদুল্লাহ মরহুম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে রক্ষিত নওফল আফিন্দীর صناجة الطرب فى تقدمات العرب গ্রন্থের এবং বৈরুতের আল-মাশরিক পত্রিকার ১২ই জানুয়ারী ১৯০৯ তারিখে প্রকাশিত ফাদার লুইস শায়খু আল য়াসূয়ী'র

عهود نبى الاسلام والخلفاء الراشدين للنصارىٰ

(খ্রীষ্টান জাতির প্রতি ইসলামের নবীর ও খুলাফায়ে রাশিদীনের চুক্তিও ফরমানসমূহ) শীর্ষক প্রবন্ধের বরাতে লিখেছেন ঃ

"মিসর, সিরিয়া, শিরদরিয়া-আমুদরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল, ইরাক, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ সফর এবং প্রাচ্যের অনেক মূল্যবান স্মৃতিসমৃদ্ধ ইউরোপের পাঠাগারসমূহ বিশেষত, প্যারিস, লণ্ডন, রুমিয়া, লাইডেন প্রভৃতি স্থানের পাঠাগারসমূহ ঘাঁটাঘাটি করে দশের অধিক উক্ত মর্মের পত্রাদি পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই মহানবীর পক্ষ থেকে খ্রীষ্টান ফের্কাসমূহকে অভয়পত্র, আবার কোন কোনটি খুলাফায়ে রাশিদীনের পক্ষ থেকেও। এগুলোর পাঠ (Text)-এ সামান্য তারতম্য থাকলেও বক্তব্য মূলতঃ অভিন্ন। তারপর তিনি এ সংক্রান্ত একখানা মহানবীর কথিত পত্রের পাঠ উদ্ধৃত করেছেন- যার লি-পিকার হযরত মুযাবিয়া (রা), লিখার তারিখ হিজরী ৪র্থ সালের ৪র্থ মাসের শেষ সোমবার এবং সাক্ষীদের মধ্যে হযরত হামযা (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর নামও উল্লেখিত হয়েছে।"

ড. হামীদুল্লাহ্ এই বলে তা' নাকচ করে দিয়েছেন যে, মুয়াবিয়া (রা) ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণই করেন নি, হামযা (রা) ৩য় হিজরীতেই উহুদের যুদ্ধে শাহ-াদাত বরণ করেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বয়স তখন ৭ বছর মাত্র। সুতরাং এ পত্রটির বিশুদ্ধতা মেনে নেয়া যায় না। তারপর ফাদার লুইস শাইখ্ আল য়াসূয়ী, এর প্রবন্ধে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ (স) এর কথিত পত্রখানার পাঠ অংশিক উদ্ধৃত করে ড. হামীদুল্লাহ্ বলেন, পত্রের বাকী অংশ পূর্বের চিঠির মতই। এটি সিরিয়ার বিখ্যাত ইয়াকূবী মঠে-যা মারিদীনের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং দায়রে জা'ফরান নামে বিখ্যাত সেখানে তা রক্ষিত আছে। এটি মিশরের এবং সারা বিশ্বের কিবতী ইয়াকূবী খ্রীষ্টানদের জন্য লিখিত হয়।

তৃতীয় যে পূর্ণাঙ্গ পত্রখানা ড. হামীদুল্লাহ্ উদ্ধৃত করেছেন, তা' নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون : نسخة سجل العهد كتبه محمد بن عبد الله رسول الله (ص) الى كافة النصارى : هذا كتاب كتبه محمد بن

www.pathagar.com

عبد اللّه الى كافة الناس الجمعين بشيراً ونذيراً، ومؤتمنا على وديعةاللّه فى خلقه، لئلايكون للناس على اللّه حجةبعد الرسل، وكان اللّه عزيزاً حكيما، كتبه لاهل ملته، ولجميع من ينتحل دين النصرانية : معروفها ومجهولها، كتابا جعله لهم عهدا ، ومن نكث العهد الذى فيه، وخالفه الى غيره، وتعدى ما امره كان لعهد اللّه ناكثا، و لميثاقه ناقضا، وبدينه مستهزء آ ؛ وللعنة مستوجبا ، سلطاناكان ام غيره من المسلمين المؤمنين ، وان احتمى راهب اوسائح فى جبل اوواد اومغارة اوعمران اوسهل اورمل اوردنة اوبيعة ، فانا اكون من ورائهم ذاب عنهم، من كل عدة لهم : بنفسى واعوانى واهل ملتى واتباعى، كأنهم رعيتى واهل ذمتى ، وان اعزل عنهم الاذى فى المؤن التى تحمل اهل العهد : من القيام بالخراج الاماطابت به نفوسهم ، وليس عليهم جبر والااكراه على شيء من ذلك ولايغير اسقف من اسقفيته، ولاراهب من رهبا نيته، ولا حبيس من صومعته، ولاسائح من سياحته ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم، ولا يدخل شيء من مال كنائسهم فى بناء مسجد ولا فى منازل المسلمين فمن فعل شيئا من ذلك فقد نكث عهد اللّه ، وخالف رسوله، ولا يحمل على الرهبان والاساقفة ولا من يتعبد جزية ولاغرامة ، وانا احفظ ذمتهم، اينما كانوا : من بر او بحر ، فى المشرق والمغرب ، والشمال والجنوب ، وهم فى ذمتى وميثا قى واما نى من كل مكروه ، و كذلك من ينفرد بالعبادة في الجبال والمواضيع المبار كة ، لا يلزمهم مايزرعوه ؛ لا خراج وولاعشر ، ولا يشاطرونه لكونه يرسم افواههم ويعانوا عند ادراك الغلة باطلاق قدح واحد ، من كل اردب برسم افواههم والايلزموا يخروج فى حرب ، ولاقيام بجزية ، ولا من اصحاب الخراج ، وذوى الاموال والعقارات والتجارات ، مما اكثر (من) اثنى عشردرهم بالحجة من كل عام ، ولايكلف احدأمنهم شططا، ولايجادلوا الا بالتى هى احسن ، ويخفض لهم جناح الرحمة ، ويكف عنهم ادب المكروه

www.pathagar.com

؛ حيثما كانوا وحيثما حلوا ، وان صارت النصرانية عند المسلمين فعليه برضاها ، وتمكينها من الصلوات فى بيعها ولايحيل بينها وبين هوى دينها ، ومن خالف عهدالله واعتمد بالضد من ذلك فقد (كذا) عصى ميثاقه ورسوله ، ويعانوا على مرمة بيعهم ومواضعهم ، ويكون ذلك معونة لهم على دينهم ومعا (وفقا؟ وفاء؟) لهم بالعهد ولايلزم احدامنهم بنقل سلاح ، بل المسلمين يذبوا عنهم ؛ ولا يخالفواهذا العهدابداً الى حين تقوم الساعة وتنقضى الدنيا .

وشهد بهذا العهد الذى كتبه محمد بن عبد الله رسول الله (ص) لجميع النصارى. والوفاء بجميع ماشرط لهم عليه ، من اثبت اسمه وشهادته آخره : على ابن ابى طالب ، ابوبكر بن ابى قحافة ، عمربن الخطاب ، عثمان بن عفان ابوالدرداء ، ابوهريرة ، عبد الله ، سعيدبن معاذ. ، سعدبن عبادة ، ثابت بن نفيس ، زيدبن ثابت ، ابوحنيفة بن عبية ، هاشم بن عبية ، عبد العظيم بن حسن ، عبد الله بن عمروبن العاص ، عاربن يس،

وكتب على بن ابى طالب هذا العهد بخطه ، فى مسجد النبى (ص) بتاريخ الثالث من المحرم ، ثانى سنى الهجرة . واودعت نسخة فى خزانة السلطان ، وختم بخاتم النبى ، وهومكتوب فى جلداديم طائفى، فطوبى لمن عمل به وبشروطه ، ثم طوباه وهو عند الله من الراجين عفوربه والسلام

উক্ত পত্রে খ্রীষ্টান জাতিকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হয়। তাদের মঠ, গীর্জা, বা উপাসনায়লসমূহের কোন ক্ষতি করা হবে না বা ধর্মযাজকদেরকে অপসারণ করা হবে না। তাদের ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীদের উপর আদৌকোন কর ধার্য করা হবে না এবং তাদের মধ্যেকার সাধারণ নাগরিকদের উপর তাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হারের অধিক জিযিয়া, উশর বা খারাজ বলপূর্বক ধার্য করা হবে না। তাদের উপাসনালয়ে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি মুসলমানদের বাড়ীতে বা তাদের মসজিদে ব্যবহার করা হবে না। তাদের এমনকি ধনী এবং ব্যবসায়ীদের নিকট থেকেও ১২ দিরহামের বেশী খারাজ নেয়া হবে

www.pathagar.com

না। তাদেরকে সামরিক অভিযানে যেতে বাধ্য করা হবে না বলেও অভয় দেয়া হয়। তাদেরকে আরো আশ্বাস দেওয়া হয় যে, সর্বাবস্থায় তাদের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে এবং তাদের উপাসনালয়সমূহ মেরামতের জন্য সাহায্য বরাদ্দ করা হবে। সাথে সাথে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমান শাসক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকার তাগিদ দেয়া হয়। সাথে সাথে এ চুক্তি বা অভয়নামার সাক্ষীদের নামও পত্রের শেষাংশে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।

এ পত্রের লিপিকার হযরত আলী (রা)। এটা লিখিত হয় মসজিদে নবভীতে ২য় হিজরীর ৩রা মুহর্রম তারিখে চর্মগাত্রের উপরে। এতে নবী করীম (স)-এর মোহর অংকিত ছিল। এটি সুলতানের ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করা হয়।

দ্র. মাকাতীবুর রসূল, খ. ৩, পৃ. ৬৩২-৬৩৭ মজ্‌মু'আতুল ওছাহিক, পৃ. ৩৭৩ এবং দারুল কুতুব আল-মিস্‌রিয়্যা- এর নবী করীম (স)- এর চুক্তিপত্রাদি সংক্রান্ত পান্ডুলিপি নং ৮১৪

জিযিয়া কর সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের উপর জিযিয়া ধার্য করা অনেক অমুসলিম প্রচারণাকারীরা একটা নিবর্তনমূলক কর এবং নাগরিকসাম্যের পরিপন্থী ব্যবস্থা বলে প্রচারণা চালিয়ে থাকেন। যেহেতু মুসলমান নাগরিকরা এ কর থেকে মুক্ত থাকেন, তাই তাদের এরূপ ভ্রান্ত ধারণা ও প্রচারণা। ইসলামী বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যেই তারা এমনটি করে থাকেন।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স) এর পত্রাবলী ও ফরমানসমূহের স্থানে স্থানে জিযিয়ার কথা উল্লেখিত হছে, তাই এ সংক্রান্ত ভ্রান্তির নিরসন এবং সঠিক তথ্য পরিবেশন জরুরী মনে করছি।

জিযিয়া শব্দটি ফার্সী ভাষার শব্দ گزیت (গিযীত) এর এটি আরবী রূপ। ইরাণে প্রাচীন কাল থেকে এ করটি চালু ছিল। দ্র. তারীখুল কামিল, খ. ১, পৃ: ১৮৪

জিযিয়া কর আসলে অমুসলমান প্রজাদের উপর আরোপিত প্রতিরক্ষা কর। দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থেও তা' ব্যয়িত হয়ে থাকে। এর বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক সর্বপ্রকার নিরাপত্তা একেবারে মুসলিম নাগরিকদের সমপর্যায়ে ভোগ করে থাকে। পক্ষান্তরে, মুসলমান নাগরিকদেরকে দিতে হয় যাকাত-উশর প্রভৃতি কর। এছাড়া জিযিয়াদাতা অমসুলিম নাগরিককে প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা হয় না। মুসলমান নাগরিককে যাকাত উশর প্রভৃতি রীতিমত পরিশোধ করেও প্রয়োজনে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে যেতে হয় এবং প্রাণের ঝুঁকি নিতে হয়। অমুসলিমরা এ ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকে।

www.pathagar.com

জিযিয়া ও যাকাতের তুলনামূলক হার

যাকাতের হার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের এক ভাগ। এ হার কোনক্রমেই কমে না। দশ হাজার টাকার মালিক একজন মুসলমানকে যেখানে আড়াই শ' টাকা যাকাত হিসাবে দিতে হয়, সেখানে ঐ পরিমাণ সম্পদ বা তার চাইতে অনেক বেশী সম্পদের অমুসলিম মালিককে বছরে কেবল ৪৮ দিরহাম (বার টাকার মত) জিযিয়া হিসাবে দিতে হবে। অমুসলিম প্রজা যত বিত্তবানই হোক না কেন, বার্ষিক ৪৮ দিরহামের বেশী হারে তার নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। (দ্র. দুর্রে মুখতার- জিযিয়া অধ্যায়)

জিযিয়ার সর্বোচ্চ হার হচ্ছে ঃ

(ثمانية واربعون درهما على الموسر واربعة وعشرون درهما على الوسط واثنا عشر درهما على العامل بيده مثل الخياط والصباغ ...)

অর্থাৎ-" সচ্ছলদের উপর বার্ষিক ৪৮ দিরহাম, মধ্যম হার ২৮ দিরহাম এবং নিম্নতম হার ১২ দিরহাম।"

দ্র. কিতাবুল খারাজ- কাযী আবূ ইউসুফ, পৃ. ১২৩-১২৪ (বৈরুত মুদ্রণ ১৯৭৯ইং); কিতাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা (তাবারী) - পৃ. ২০৮-২১১; Shaibanis SIYAR. P. 143 (Tr. M. Kh addri)

জিযিয়া করের জন্য যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুর্নাম করা হয়ে থাকে, তাঁর আমলেও সর্বোচ্চ জিযিয়া হার ছিল সাড়ে তের টাকা মাত্র। (দ্র. AWRANGZEEB, ষ্ট্যানলী লেনপুল, পৃ. ৮-১১)

বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা, দরিদ্র, বিকলাঙ্গ, ধর্মযাজক ও সামরিক বিভাগে কর্মরত লোকজন জিযিয়ার আওতামুক্ত; অথচ মুসলমানদের উপর ফরয বা অপরিহার্য ইবাদত যাকাতের ব্যাপারে এ রেয়াত নেই। বিত্তসম্পদ যার কাছেই থাকবে, সেখান থেকেই যাকাত আদায় করতে হবে। এজন্যে হাদীছে আছে যে, এতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণকারী যেন তার সম্পদ বসিয়ে রেখে যাকাত দিতে দিতে শেষ না করে দেয়। সুতরাং জিযিয়া কর মোটেই অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক কর নয়।

www.pathagar.com

ইয়েমেনের সর্দারদের নামে মহানবীর পত্র

হযরত আমর ইব্ন হাযম (রা) কে ইয়েমেনের গভর্ণররূপে নিয়োগকালে রাসূলুল্লাহ (স.) সেখানে তাঁর পূর্ব নিযুক্ত প্রশাসক শুরাহ্বীল (রা) ও হারিছ (রা) প্রমুখের নামে পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রে তিনি ইসলামের ফরয-ওয়াজিবাদি, কৃষিজাত দ্রব্যাদির উপর উশর এবং গবাদি পশুর যাকাতের নিসাব এবং অন্যান্য দীনী জরুরী মাস্আলা লিখিতভাবে তাদেরকে অবহিত করেন। সে পত্রখানা ছিল এরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (স) এর পক্ষ থেকে শুরাহ্বীল ও হারিছ প্রমুখের নামে-

আপনাদের দূত আপনাদের প্রেরিত গণীমতসম্ভারের খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) সহ এসে পৌঁছেছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের বৃষ্টি সিঞ্চিত জমি ও বাগানসমূহের ফলফলারীর উপর উশর (এক দশমাংশ) ধার্য করেছেন। তবে যে সমস্ত বাগানে বা খামারে পানি সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদিত হয় সেগুলির ক্ষেত্রে অর্ধ-উশর (বিশ ভাগের একভাগ) দিতে হবে। তবে এ উভয় প্রকার ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওসক হলেই কেবল তা' দিতে হবে। (অর্থাৎ দশ কুইন্টালের কম ফসলের ক্ষেত্রে উশর বা অর্ধ-উশর প্রযোজ্য নয়। [এক ওসক = ৬০ সা' , এক সা'= ২৭০ তোলা অর্থাৎ প্রায় দুই কুইন্টাল]

উট ও ছাগলের যাকাতের নিসাব হচ্ছে :

(১) চারণ ক্ষেত্রে চরে বেড়ায় এমন পাঁচটি থেকে ২৪ টি পর্যন্ত উটের জন্যে একটি ছাগল দিতে হবে।

(২) ২৫ থেকে ৩৫ টি উটের ক্ষেত্রে একটি বিন্তে মাহায (দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এমন একটি উট শাবক) দিতে হবে।

(৩) ৩৬ টি থেকে ৪৫ টি উটের জন্যে একটি বিন্তে লাবূন (তিন বছরে পড়েছে এমন একটি উট শাবক) দিতে হবে।

(৪) ৪৬ টি থেকে ৬০ টি পর্যন্ত উটের জন্য একটি হিক্কা (চতুর্থ বছরে পড়েছে এমন একটি উট শাবক) দিতে হবে।

(৫) ৬১ থেকে ৯০টি উটের ক্ষেত্রে একটি জিয'আ (পঞ্চম বছরে পড়েছে এমন উট বা উটনী দিতে হবে।

(৬) ৯১ থেকে ১২০ টি উটের ক্ষেত্রে ২টি হিক্কা দিতে হবে।

(৭) ১২০ টির অধিক প্রতি ৪০ টির ক্ষেত্রে একটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। বাড়তি প্রতি ৫০ টি উটের ক্ষেত্রে একটি হিক্কা দিতে হবে।

(৮) চারণক্ষেত্রে চরে খাওয়া ৪০ টি থেকে ১২০ টি ছাগলের জন্য একটি ছাগল দিতে হবে।

(৯) ১২১ টি থেকে ২০০ টি ছাগলের জন্য ২টি ছাগল দিতে হবে।

www.pathagar.com

(১০) ২০১ থেকে ৩০০ টি ছাগলের ক্ষেত্রে ৩টি ছাগল দিতে হবে। এভাবে প্রতি এক শত (বা তার ভগ্নাংশের জন্য) একটি করে ছাগল দিতে হবে।

(১১) অচল্ দোষযুক্ত বা বৃদ্ধ পশু যাকাতস্বরূপ দেওয়া চল্‌বে না।

(১২) যাকাত ফাঁকি দেওয়ার জন্যে দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন গবাদিপশুকে একত্রে মিলানো বা পৃথক করা চলবে না।

(১৩) রূপের ক্ষেত্রে ৫ উকিয়ার কমে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

[এক উকিয়া= ৪০ দিরহাম: ১ দিরহাম= কিঞ্চিতাধিক ৩ মাশা]

(১৪) পাঁচ উকিয়ার অধিক প্রতি ৪০ দিরহামের এক দিরহাম যাকাত রূপে দিতে হবে।

(১৫) স্বর্ণের ক্ষেত্রে প্রতি ৪০ দীনারে এক দীনার যাকাত দেওয়া ফরয।

[দীনার বর্তমান যুগের পাউন্ড তুল্য]

(১৬) মুহাম্মদ (স) এর তাঁর আহলে বায়ত (পরিবার পরিজন) এর জন্য সাদাকা যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়। এগুলো শুধু দরিদ্র ও পথিকদের জন্য।

(১৭) আল্লাহ্‌র সহিত অপর কাউকে শরীক করা, কোন মুসলমানকে হত্যা করা, জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন, পিতামাতার অবাধ্যতা, নিরপরাধ ব্যক্তির উপর অপবাদ লাগনো, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা, সূদ লওয়া, এতীমের সম্পদ গ্রাস করা আল্লাহ্‌র নিকট সবচাইতে বড় গুনাহ্।

(১৮) পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ করবে না।

(১৯) আল্লাহ্‌র ঘরের উমরা করা ছোট হজস্বরূপ।

(২০) বিবাহের পূর্বে তালাক হতে পারে না। গোলাম আযাদ করার জন্যে প্রথমে কিনে নিতে হবে। (অর্থাৎ কেনার পূর্বে আযাদ করা যায় না।)

(২১) পূর্ণ শরীর আবৃত হয়না, এমন এক কাপড়ে নামায পড়া যাবে না।

(২২) যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। অর্থাৎ তার উপর 'কিসাস' প্রযোজ্য। তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ যদি মুক্তিপণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে এক ব্যক্তির রক্তপণ হবে ১০০ টি উট। চোখ, ঠোঁট, কোমর, জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের রক্তপণও অনুরূপ।

(২৩) এক পায়ের রক্তপণ ৫০ টি উট। মাথার ঐ যখম যা মগজের ঝিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে যায় তার রক্তপণও তাই। পেটের যখমের রক্তপণ তার এক তৃতীয়াংশ। লাঠি বা কাঠের আঘাতের রক্তপণ ১৫ টি উট। হাত পায়ের অঙ্গগুলোর প্রতিটির রক্তপণ ১০ টি উট। প্রতি দাঁতের জন্য ৫টি করে উট রক্তপণ হিসাবে দিতে হবে। মাথার যে আঘাতের ফলে অস্থি বা খুলি দেখা যায়, তার রক্তপাণ হচ্ছে ৫টি উট।

কোন নারীর হত্যাকারী চাই সে নর বা নারী হোক, তার উপর কিসাস (খুনের বদলে খুন প্রযোজ্য।)

www.pathagar.com

এটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দীয়তের (রক্তপণের) হিসাব। ধনী ব্যক্তিদেরকে দীয়ত স্বরূপ ১,০০০ (এক হাজার) দীনার দিতে হবে।"

(সীল মোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

(দ্র, রিসালাতে নবভীয়া, পৃ. ১৫৫-১৫৮ (মুস্তাদরাক হাকিমের বরাতে) মক্তুবাতে নবভী পৃ. ২৬৬-২৬৯)

ইয়েমেনের গভর্ণর আমর বিন হাযম আনসারীর নামে

রাসূলুল্লাহ (স) এর আহ্বানে বনী হারিছ গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী-দরবারে হাযির হলে তাদেরকে দেখে তিনি বলে উঠলেন :

"ঐ যে ভারতীয় ভারতীয় মনে হচ্ছে ঐ লোকগুলো কারা?"-

দ্র. তারীখে তাবারী, খ.৩, পৃষ্ঠা ১৫৬ তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খ.৩, পৃষ্ঠা ৭২)

সাহাবায়ে কিরাম সবিনয়ে আরয করলেন :

এরাই তো সেই বনী হারিছ গোত্রের প্রতিনিধিদল- যাদেরকে আপনি তলব করেছিলেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে মাথা প্রতি দশ উকিয়া রৌপ্য উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। প্রতিনিধিদলের সাথে আনুষ্ঠানিক আলাপ আলোচনার পর এদের ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমর বিন হাযম আনসারীকে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স) উবাই বিন কা'ব মারফত একখানা পত্র লিখিয়ে তাদের হাতে অর্পন করলেন। উক্ত পত্রে সাধারণ নসীহত ছাড়াও পবিত্রতা অর্জন, নামায, যাকাত, উশর, হজ, উমরা, গনীমতও জিযিয়ার বিধান, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনকানুন, বংশভিত্তিক জাতীয়তা- দর্শনের অসারতা, এবং রাজ্য শাসন সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর বর্ণনা ছিল। আমর বিন হাযম আনসারীর প্রতি নির্দেশ ছিল, যেন তিনি লোকজনের সাথে নম্র আচরণ করেন, ন্যায়নীতির পথে চলেন, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা পরিহার করেন এবং কোন ব্যক্তিকে তার ধর্ম পরিবর্তনের জন্যে জোর জবরদস্তি না করেন। সেই মহামূল্যবান দস্তাবেজের পাঠ ছিল এরূপ:

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল নবী মুহাম্মদ (স) এর পক্ষ থেকে এই লিপি আমর ইবনে হাযম আনসারীকে ইয়েমেনে প্রেরণকালে প্রদত্ত হলো:

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ:

يايهاالذين آمنوا اوفوا بالعقود ، عهد من رسول الله لعمروبن حزم

"হে বিশ্বাসীরা! তোমরা তোমাদের সন্ধিচুক্তি অঙ্গীকারাদি পালন করবে।" (৫ মায়িদাঃ ১)

"আমি তাকে সর্বব্যাপারে তাক্ওয়া অবলম্বন

www.pathagar.com

حين بعثه الى اليمن، امره بتقوى الله فى امره كله فان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون، وامره ان ياخذ الحق كما امره ان يبشر اناس بالخير ويامرهم به . ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه ، وينهى الناس فلايمس احد القرآن الا وهو طاهر ، يخبر الناس بالذى لهم والذى عليهم ؛ ويلين لهم فى الحق ويشتد عليهم فى الظلم فان الله كره الظلم ونهى عنه ، وقال الالعنة الله على الظالمين ، ويبشر الناس بالجنة وبعملها ؛ وينذر الناس النار وعملها ، ويستألف الناس حتى يفقهوا فى الدين ، ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه .

وينهى الناس ان يصلى الرجل فى ثوب واحد صغير الا ان يكون واسعا فيخالف بين طريفيه على عاتقيه ، وينهى (الناس) ان يحتبى الرجل فى ثوب واحد ؛ ويفضى الى السماء بفرجه ، ولا يعقص شعر رأسه اذا عفا فى قفاه.

وينهى الناس ان كان بينهم هيج ، ان يدعوا الى القبائل والعشائر

তথা আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্যে তাগিদ দিচ্ছি। কেননা, "আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সাথে আছেন যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।" (১৬ নহল: ১২৮)

"আমি আমর ইবনে হাযমকে নির্দেশ দিচ্ছি যেন তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক তাঁর হক উশুল করেন, লোকের সাথে সদ্ব্যবহার করেন এবং তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন। তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেন এবং দীনের আহ্‌কাম- আরকান বুঝিয়ে দেন। কুরআন শরীফ কেবল পাকসাফ ব্যক্তিই স্পর্শ করতে পারবে। লোকজনকে মন্দ কাজ থেকে বারণ করতে হবে এবং তাদেরকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। সৎকাজের আদেশ প্রদানকালে লোকদের প্রতি নম্র আচরণ করতে হবে, কিন্তু যালিম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি কঠোরতা আরোপেও দ্বিধা করা চলবেনা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা যুল্‌ম পসন্দ করেন না, তিনি যুল্‌ম ও সীমালঙ্ঘন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ যালিমদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করে থাকেন। লোকজনকে জান্নাত লাভের সহায়ক আমলসমূহ ও সেগুলোর নিয়মকানুন শিক্ষা দেবেন। যে সমস্ত কাজের দ্বারা তারা জাহান্নামী হবে, সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেবেন।

সর্বশ্রেণীর লোকদের প্রতি সদাচরণ করবেন, যাতে করে তারা দীনের বিধিনিষেধ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। হজের বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করবেন। ফরয ও সুন্নতসমূহের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন। হজও উমরা সংক্রান্ত আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত আহ্‌কাম সম্পর্কে লোকদেরকে অবহিত

www.pathagar.com

، و ليكن دعائهم الى الله وحده لاشريك له ؛ فمن لم يدع الى الله ودعى الى العشائر والقبائل ، فليعطفو افيه بالسيف ، حتى يكون دعائهم الى الله وحده لا شريك له ويأمر الناس باسباغ الوضوء وجوههم وايديهم الى المرافق وارجلهم الى الكعبين ، وان يمسحوا رؤسهم كما امر هم الله ؛ وآمره بالصلاة لو قتهاو اتمام الركوع (والسجود) والخشوع ، وان يغلس بالصبح ويهجر بالهاجرة حتى تميل الشمس ، وصلوة العصر والشمس فى الارض مدبرة ؛ و المغرب حين يقبل الليل ؛ لاتؤخرحتى تبدو النجوم فى السماء ؛ والعشاء اول الليل وامرهم بالسعى الى الجمعة اذا نودى بها ، والغسل عند الرواح اليها.

وامره ان يأخذ من الغنائم (المغانم) خمس الله ؛ وما كتب على المؤمنين فى الصدقة من العقار فيماسقت السماء العشر ؛ وفيما سقت القرب نصف العشر

করবেন।

লোকজনকে এমন কাপড় পরে নামায পড়তে বারণ করবেন- যার দ্বারা শরীর আবৃত না হয় এবং নামাযের মধ্যে লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। উযূর বিধান বিস্তারে বর্ণনা করবেন। নির্ধারিত সময়ে নামাযসমূহ আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছি। রুকু'যথারীতি পূর্ণভাবে আদায় করবেন। নামাযে ঐকান্তিকতা ও তন্ময়তা থাকতে হবে। ফজরের নামায ভোর সকালে আদায় করবেন। যুহর দুপুরের সূর্য ঢলে পড়ার পর, আসর ছায়া প্রলম্বিত হওয়ার পর এবং মাগরিবের নামায সূর্যাস্ত মাত্র পড়ে নেবেন, আকাশে নক্ষত্রমালার উদয় পর্যন্ত বিলম্ব করা চাইনা। ইশার নামায রাত্রির প্রথম অংশেই আদায় করে নেবেন।

জুমার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, জুমার আযান হওয়া মাত্র দ্রুত নামাযের জন্য পৌঁছে যেতে হবে। জুমার নামাযে যাওয়ার পূর্বে গোসল করে নেয়া উচিত।

গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত খুমস (এক পঞ্চমাংশ) আদায় করবেন। প্রত্যেকটি মুসলমানের নিকট থেকে ভূমি থেকে উৎপন্নজাত ফসলাদির উশর আদায় করবেন। এই উশর কেবল বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক নির্ঝরণী সিঞ্চিত জমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, জলসেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে অর্ধ উশর বা উৎপন্নজাত ফসলের বিশভাগের এক ভাগ নিতে হবে।

গবাদি জন্তুসমূহের ক্ষেত্রে দশটি উটের জন্য দুটি বকরী, বিশটি উটের জন্য চারটি বকরী, চল্লিশটি গরুর জন্য একটি গরু, ত্রিশটি গরুর জন্য একটি বাছুর, চল্লিশটি বকরীর জন্য একটি বকরী যাকাতরূপে আদায় করতে হবে। এটা হচ্ছে মুসলমানদের উপর আল্লাহ্‌ নির্ধারিত

www.pathagar.com

، وفى كل عشر من الابل شاتان ، وفى كل اربعين من الغم سائمة شاة ، فانهافريضة الله التى افترض على المؤمنين فى الصدقة ؛ فمن زادفهوخيرله . وانه من اسلم من يهودى اونصرانى اسلاما خالصا من نفسه ؛ فدان دين الاسلام فانه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم ، ومن كان على نصر انيته او يهوديته فانه لا يغير عنها وعلى كل حالم ذكراو انثى ، حراوعبد دينار واف ، او عرضه من الثياب ؛ فمن ادى ذلك فان ذمة الله وذمة رسوله ؛ ومن منع ذلك فانه عدو الله ورسوله والمؤمنين جميعا و صلوات الله على محمد والسلام عليه و رحمة الله وبركاته .

ফরয যাকাত। যে ব্যক্তি তার চাইতে বেশী দেবে, সে বেশী ছাওয়াবে অধিকারী হবে।
গোত্র ও বংশের দোহাই দিয়ে কেউ কাউকে তার পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করবে না। সাহায্য হবে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির স্থলে কেবল গোত্র ও বংশের খাতিরে স্বপক্ষে যুদ্ধের জন্য লোকদেরকে প্ররোচিত করে, এমন ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া উচিত।
যুদ্ধের দাওয়াত হবে কেবল আল্লাহ্র জন্যে। যে ইহুদী বা খ্রীষ্টান স্বেচ্ছায় সর্বান্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করে, সে মুসলমান। অন্য দশ মুসলমানের যে অধিকার ও কর্তব্য, তা' তার জন্যে এবং তার উপরও বর্তাবে।
যে ব্যক্তি তার ইহুদী বা খ্রীষ্টান ধর্মে অবিচল থাকে, তাকে কোনমতেই তার ধর্ম পরিবর্তনের জন্যে বাধ্য করা যাবে না। অবশ্যতাদের প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির উপর ১ দীনার হারে জিযিয়া ধার্য হবে - যা বছরে একবার মুদ্রায় বা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে আদায় করতে হবে। সমমূল্যের বস্ত্র দ্বারাও তা আদায় করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি তা' দিতে অস্বীকৃতি জানাবে, সে আল্লাহ্ ,তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের শত্রুরূপে গণ্য হবে। আল্লাহর আশীস, রহমত ও বরকত মুহাম্মদ এর প্রতি বর্ষিত হোক।

(সীলমোহর)
- মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তারীখে তাবারী খ.৩, পৃষ্ঠা ১৫৬; তাবাকাতে ইবন সা'দ, খ. ৩, পৃষ্ঠা ৭২; ফুতূহুল বুলদান, পৃষ্ঠা: ৭০; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ: ৩২৮; সুবহুল আ'শা খ. ১০, পৃ. ৯; তানভীরুল হাওয়ালিক ফী শারহে মুয়াত্তা মালেক (সুয়ূতী প্রণীত) খ. ১, পৃ. ১৫৭

হযরত আমর ইবনে হাযমের ইন্তিকালের পর এই লিপিখানা তাঁর পৌত্র কাযী আবূ বকর বিন মুহম্মদ ইব্ন হাযমের নিকট রক্ষিত ছিল। হযরত উমর (রা) যে কেবল তা' সংরক্ষণই করলেন তাই নয় বরং বনী আদিয়া, বনী উরায়যের ইহুদীগণ, তামীম দারী, জুহায়নিয়া, জুযাম, তায় ও ছাকীফ গোত্রসমূহের নামে লিখিত নবী করীম (স)-এর

www.pathagar.com

আরো ২১ খানা পত্রকে সংকলিত করে একটি পুস্তকের রূপ দান করেন- যাকে নবীযুগের সর্বপ্রথম সরকারী ও রাজনৈতিক দস্তাবেযরূপে অভিহিত করা যেতে পারে। ঐ পত্রগুলি ইব্নে তলূনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইলামুস্ সা-য়িলীন' এর পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) উক্ত আমর ইবন হাযম (রা) এর পৌত্র কাযী আবূ বকরকে হাদীছ সংকলনের কাজে নিযুক্ত করেন। উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (রা) যখন যাকাত সাদাকাতের ব্যাপারে নবী করীম (স)- এর নির্দেশনার প্রয়োজন হয়, তখন ঐ দস্তাবেযই তাঁর পথ প্রদর্শক ছিল। (দ্র. সহীহ বুখারী-কিতাবুল ইল্মঃ দারা কুৎনী, পৃষ্ঠা. ২১০, মক্তুবাতে নবভী ,মহবুব রিযভী, পৃষ্ঠা ২৬৩-২৬৫

ইয়েমেনের যুর'আ ইবন্ যূ-ইয়াযানের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)- এর পত্র

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ذرعة بن ذى يزن . أما بعد، فإذا أتاكم رسولى معاذ بن جبل واصحابه فاجمعوا ما عند كم من الصدقة والجزية فابلغوه ذلك. فإن أمير رسلى معاذ وهو من صالحى من قبلى ، وأن مالك بن مرارة الرهاوى حدثنى أنك قد اسلمت من أول حمير ، وفارقت المشركين، فأبشر بخير ، وأنا آمركم يا معشر

'হামদ ও সালাতের পর, যখন তোমাদের নিকট আমার দূত মুআয ইব্ন জাবাল (রা) এবং তাঁর সঙ্গীগণ এসে পৌছবে, তখন তোমাদের নিকট প্রাপ্য সাদাকা ও জিযিয়া কর তাদেরকে প্রদান করবে। মুআয (রা) আমার দূতদের নেতা এবং আমার পক্ষে থেকে প্রেরিত একজন সৎব্যক্তি। আর মালিক ইব্ন মুরারা রিহাভী (রা) আমাকে বলেছেন যে, হিম্য়ারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই (যুরা'আ ইব্ন যূ ইয়াযান) মুশরিকদের সঙ্গ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছ। অতএব হে হিমিয়ারিগণ! তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর! আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আমানতের খিয়ানত করবে না এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। জেনে রেখ, আল্লাহর রাসূল তোমাদের আমীর ও ফকীর সবারই অভিভাবক। মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর পরিবার পরিজনের জন্যে সাদাকা হালাল নয়। আর যাকাত যা দ্বারা তোমরা তোমাদের অর্থের পবিত্রতা অর্জন কর, তা মু'মিন মুসলমানদের মধ্যকার অভাবগ্রস্তদের জন্য নির্ধারিত। বর্ণনাকারী মালিক (রা) যথার্থভাবে

www.pathagar.com

حمير ألاتخونوا ، ولا تحادوا ، فإن رسول الله مولى غنيكم وفقيركم ، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآله ، إنما هى زكاة تزكون بها : هى لفقراء المسلمين والمؤمنين، وان مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب وأن معاذا من صالحى اهلى وذوى دينهم ، فآمركم به خيرا فانه منظور إليه والسلام.

সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছেন, নিশ্চয়ই মুআয (রা) আমার স্বজনদের মধ্যে একজন সৎ এবং ধার্মিক লোক। অতএব আমি তোমাদেরকে তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিচ্ছি। তোমাদের প্রতি সালাম।

তোমরা যা কিছু করেছো, সব আমি জানতে পেরেছি। তোমাদের মধ্যকার বিশ্বস্তরা অন্য কারো অবিশ্বস্ততা বা বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে দায়ী হবে না।

যখন তোমাদের কাছে আমার দূত গিয়ে পৌঁছবে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র কাজে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তোমাদের পুণ্যবানদের পুণ্যের ফল আল্লাহ্‌র কাছেও নষ্ট হবে না, আমার কাছেও নয়। শান্তি ও নিরাপত্তা তারই জন্যে যে সরল পথের অনুসারী।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবাকাত ৩/২৭, ফুতূহুল বুলদান, জিল্‌দ ১, পৃ. ৮১; কিতাবুল আমওয়াল, ছ. ১৯৩, মকতূবাতে নবভী- পৃ. ২৫২, কিতাবুল আমওয়ালের উদ্ধৃত উক্ত পত্রের পাঠে وأصحابهم (তার সাথীবর্গ) শব্দের পূর্বে তাঁদের নামও উল্লেখিত হয়েছেঃ আব্দুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহা, মালিক ইবন্ উবাদা, উৎবা ইবন্ নায়্যার ও মালিক ইবন্ মারারা। উস্‌দুল গাবায় পত্রবাহকের নাম উল্লেখিত হয়েছে যুর'আ ইবন্ সায়ফ যী-ইয়্যাযান বলে। রাসূলুল্লাহ (স) এর তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইনি তাঁর দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৯৩ (১৯৮১ সংস্করণ) পাদটীকা দ্র.)

www.pathagar.com

মহানবীর ফরমানসমূহ

এ অধ্যায়ে প্রধানতঃ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে রসূলুল্লাহ (স) এর জমিজমার বরাদ্ধপত্রসমূহের বর্ণনা দেয়া হল। হাদীছ ও সীরতগ্রন্থসমূহে এগুলোকে ইক্‌তা' নামে অবিহিত করা হয়ে থাকে।

হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) এর নামে

তিনি ছিলেন নবী করীম (স) এর ফুফাতো ভাই। মাত্র আঠার বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। দুই দুই বার হিজরত করেন- একবার আবিসিনিয়ায়, অপর বার মদীনায়। নবী করীম (স) বলেন : *"প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (অন্তরঙ্গ সাহায্যকারী) থাকেন আর আমার হাওয়ারী হচ্ছে যুবায়র।"*

সত্যি রাসূলুল্লাহ্ (স) এর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে ছায়ার মত পাশে থেকে তিনি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। কোন একটি যুদ্ধেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না। ইসলামের অনেক বড় বড় খিদমত তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন। তাই নবী করীম (স) যে দশজন মহাভাগ্যবান সাহাবীকে এ পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন সেই প্রখ্যাত দশ জান্নাতীর একজন এই হযরত যুবায়র (রা)। এহেন হযরত যুবায়র (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ (স) জাগীর স্বরূপ একটি ভূখন্ড দান করে তাঁর নামে একটি ফরমান হযরত আলী (রা) এর হস্তে লিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে ফরমানটি ছিল এরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

-"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামের নামে-

আমি যুবায়রকে শাওয়াকের সমস্ত জমিজমা দান করেছি। কেউ যেন এ ব্যাপারে তাকে কোনরূপ বাধা না দেয়।"

সীল মোহর

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

আরবের অধিকাংশ জমিই ছিল উষর-কঙ্করময় অনাবাদী জমি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সমস্ত জমি শস্যশ্যামল আবাদ ছিল, তার অধিকাংশই বাইরের লোকদের (রোম ও ইরানের অধিবাসীদের) দখলে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) অনেককে এরূপ জমি দান করে জমি আবাদের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। যার ফলে অনেক অনাবাদ জমি আবাদ হয়ে গিয়েছিল।

দ্র. সীরতুন্নবী-সাইয়েদ সুলায়মান নদভী; ২. পৃ: ৮২-৮৩, মাকতূবাতে নবভী, খ. ২, পৃ: ২৯৮-৯৯

www.pathagar.com

বনিল হারিছ গোত্রের নামে

হুযুর (স) বনিদ্ দিবাব গোত্রের শাখাগোত্র বনিল হারিছকে একটি দানপত্র লিখে দেন, তা' ছিল নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রামানির রাহীম।

সারিয়া এবং এর উঁচু এলাকা বনিল হারিছ গোত্রকে দান করা হলো এই শর্তে যে, তারা নামায পড়বে, যাকাত আদায় করবে, পৌত্তলিকদের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখবে না এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে যাবে। (সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

দ্র. তাবাকাতে ইব্ন সা'দ খ.৩. পৃ: ২২

হেরাম বিন আবদ্ আস্-সুলামীর নামে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

হেরাম বিন আব্দকে ইযামা ও শাওয়াকের ঐ অংশের মালিকানায় বহাল রাখা হচ্ছে, যা তাঁর অধিকারে রয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে কেউ তার প্রতি যুল্ম বা বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। তাদের জন্যেও অন্য কারো প্রতি যুল্ম বা বাড়াবাড়ির অধিকার স্বীকৃত হবে না। সীল মোহর

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

এ ফরমানটি হযরত খালিদ বিন সাঈদের কলমে লিখিত হয়েছিল।

দ্র. তাবাকাতে ইব্ন সা'দ, খ.৩, পৃ. ২৬

সাঈদ বিন সুফিয়ানের নামে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এটা এ ব্যাপারে প্রমাণসহ দস্তাবেজ যে, হুযুর (স) সাঈদ ইব্ন সুফিয়ান আর-রা'লীকে আস্-সাওয়ারিকিয়্যার খেজুর বাগানটি দান করেছেন। এ ব্যাপারে কেউ যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। সীল মোহর

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

এ দানপত্রটিও হযরত খালিদ বিন সাঈদের কলমে লিখিত হয়।

দ্র. তাবাকাতে ইব্ন সা'দ, খ. ৩. পৃ. ৩৪

www.pathagar.com

উতবা ইব্‌ন ফারকাদের নামে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এ দস্তাবেজের দ্বারা নবী করীম (স) উতবা ইব্‌ন ফারকাদকে মক্কা মুকার্রমার মারওয়া পাহাড়ের নিকট গৃহ নির্মাণের জন্য একখন্ড জমি দান করেছেন। এ ব্যাপারে কেউ যেন তাকে বাধা না দেয়।

সীল মোহর

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্

এ দানপত্রটি হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর কলমে লিখিত হয়। দ্র. তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ, খ. ৩, পৃ: ৩৪

বিলাল বিন হারিছ আল-মুযানীর নামে

হুযুর (স) বিলাল বিন হারিছকে বিভিন্ন স্থানের বেশ কিছু জমিজমা দান করেন। তাঁর এ সংক্রান্ত ফরমানটি ছিল এরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

"আন্ নাহল ও জায্'আ ভুখন্ড বিলাল আল-মুযানীকে প্রদত্ত হলো। সাথে সাথে আলমুদ্দা এবং গায়লাও তাকে দেয়া হল। এসব স্থানের উচুঁনীচু সমস্ত জমিজমা তাদেরই থাকবে। এর ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের মালিকও তারাই হবেন, তবে শর্ত হচ্ছে, তাদেরকে ইসলামের উপর অটল থাকতে হবে।"

সীল মোহর

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

বলাবহুল্য, এলাকাটি ছিল পার্বত্য এলাকা। এর উপত্যকার নীচুজমি, পাহাড়ী জমি সবই হুযুর (স) বিলালের নামে লিখে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধররা এর একটা অংশ হযরত উমর বিন আবদুল আযীযের কাছে বিক্রী করে দেয়। ঘটনাক্রমে তা' খনন করতে গিয়ে খনিজ সম্পদ বেরিয়ে আসলে তারা হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (র) এর কাছে হাযির হয়ে বলে যে, আমরা তো কেবল জমি আপনার নিকট বিক্রী করেছি, এর খনিজসম্পদ তো বিক্রী করি নাই। হুযুর (স) তো এর জমি ও খনিজ সম্পদ দুটোই আমাদেরকে দান করেছিলেন, আমরা কেবল একটির সত্ত্ব বিক্রী করেছি। এর প্রমাণস্বরূপ তাঁরা হুযুর (স) এর উক্ত ফরমানটি দেখতে পেয়ে সসম্মানে তা তাঁর চোখেমুখে লাগালেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সম্পূর্ণ খনিজ সম্মদ তাদের হাতে তুলে দিলেন।

দ্র. তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, খ. ৩, পৃ. ২৫; রিসালাতে নবভীয়া, পৃ. ১০১-১০২; মক্‌তূবাতে নবভী, পৃ. ৩০১-৩০২

মুত্তারিফ ইব্‌ন কাহিন আল-বাহিলীর নামে

ইয়েমেনের গোত্রপতি মুত্তারিফ ইব্‌ন কাহিন আল-বাহিলীর নামে পত্র লিখে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে জমি আবাদ এবং গবাদি পশুর যাকাতের বিধান সম্পর্কে অবহিত করেন। সে পত্রটি হলো ঃ

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মুত্তারিফ ইব্‌ন কাহিনুল বাহিলীর নামে-

তোমাদের গোত্রের যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদ ও কৃষিযোগ্য করে তুলবে, সে জমি তারই হয়ে যাবে।

এমন ব্যক্তিদের প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি পূর্ণবয়স্ক গরু এবং প্রতি ৪০টি ভেড়াতে একটি একবছর বয়সের ভেড়া এবং প্রতি পঞ্চাশটি উটে একটি ছয়বছর বয়সী উট যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে।

যাকাত উশুলকারীগণ তাদের চারণক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও গিয়ে যাকাত আদায়ে তাদেরকে বাধ্য করতে পারবে না। গোত্রের সকল লোকেই আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করবে। (সীলমোহর)

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌

দ্র. তাবাকাতে ইবেন সা'দ, খ. ৩, পৃ.৩৩ ও ৪৯, মক্‌তূবাতে নবভী, পৃ. ২০৮-৯।

মুজা'আ ইব্‌ন মারারা আসলমীর নামে ফরমান

মু জা'আ ইবনে মারারাহ্‌ ইয়ামামী নবী করীম (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি এ সময় নবী করীম (স) এর কাছে কিছু জমির বরাদ্দ চাইলে হুযুর (স) খুশীমনে তাঁকে কিছু জমিজমা বরাদ্দ দেন এবং একটি সনদপত্রও তাঁকে দান করেন। তার পাঠ ছিল এরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم' هذا كتاب كتبه محمد رسول الله لمجاعة بن

مراره الاسلمى' انى اقطعتك الغورة والغرابة والحبل' فمن حاجك فالى

পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহর নামে-এটি সেই লিপি যা মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ মুজাআ ইবনে মারারা আসলমীর না'ম লিখেছেন।

গাওরা, গুরাজ ও হাবল এলাকা আমি তোমাকে দান করলাম। সুতরাং এর পর কেউ যদি তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তবে তার দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে।

মুজাআ কেবল ঐ সব এলাকাই নয় পরবর্তীকালে হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা) এর খিলাফত আমলে খলীফার দরবারে হাযির হয়ে অনুরূপ আবেদন পেশ করে হাযরামা এলাকাও তাতে সংযোজিত করে নেন। হযরত উমর ফারূকের খিলাফত আমলে রিয়া ও হযরত উছমানের খিলাফত আমলে অনুরূপ আরেকটি এলাকাও তিনি আবেদন করে তাঁর স্বপক্ষে বরাদ্দ করিয়ে নেন।

দ্র. (ফূতূহুল বুলদান পৃ. ১০২-৩); বালাগে মুবীন, পৃ. ১৯৮-২০১

www.pathagar.com

পরিশিষ্টঃ ১

খসরু পারভেজের নামে নবী করীম (স) লিখিত পত্রপ্রাপ্তি সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য

ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ লিখে থাকেন যে, পারস্যসম্রাট খসরু পারভেজ নবী করীম (স)-এর পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর সে পত্রখানার কী হলো সে সম্পর্কে তাঁরা একেবারে নীরব। তখন কে জানতো যে কিসরার সে জমজমাট বিলাসবহুল দরবার অচিরেই চিরদিনের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর যে পত্রখানা সে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বাহ্যত: বিলুপ্ত করে দিয়েছে কালের কুটিল চক্রকে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করে সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছর পরও তার অস্তিত্ব নিয়ে রয়ে ইতিহাসের পাতায় এক বিস্ময়কর অধ্যায় সংযোজন করবে। তার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ :

১৯৬৩ (হি: ১৩৮২) সালের মে মাসে বৈরুতের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াভিভূত করে। সে সংবাদটি ছিল এই যে, লেবাননের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী ফেরাউনের পৈত্রিক সংরক্ষণাগারে মহানবী (স) এর পারস্যসম্রাটকে লিখিত পত্রখানা পাওয়া গিয়েছে। খ্রীস্টীয় ধর্মাবলম্বী হেনরী ফেরাউন উক্ত পত্রখানার যথার্থতা যাঁচাই করে দেখার জন্য তা ডক্টর সালাহুদ্দীন আল্ - মুঞ্জিদকে দেন। নানাভাবে যাঁচাই করে দেখে উক্ত ডক্টর সালাহুদ্দীন আল্-মুঞ্জিদ বৈরুতের দৈনিক আল - হায়াতে ২২ মে ১৯৬৩ খ্রি: তারিখে একটি দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। হেনরী ফেরাউন লাখ লাখ ডলারের বিনিময়েও পত্রখানার সত্ত্ব বিক্রী করতে রাজী নন। বিখ্যাত গবেষক ডক্টর হামীদুল্লাহ্ (প্যারিস) স্বচক্ষে উক্ত পবিত্র পত্রখানা প্রত্যক্ষ করেন। ডক্টর আল-মুঞ্জিদ এর প্রবন্ধটির ব্যাপারে তিনি তাঁর নিজের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাও সংযোজিত করেন। ১৯৬২ সালের মে সংখ্যা উর্দু মাসিক আল- বালাগ (করাচী) - এ তাঁর বর্ণনাটি বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে ।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের দ্বারা নি:সন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, কথিত পত্রখানি সত্যি সত্যি মহানবী (স) এর খসরু পারভেজকে লিখিত আসল পত্র।

আরবী দৈনিক আলহায়াতের প্রথম পৃষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত উক্ত গবেষণা প্রবন্ধে ড: আল্- মুঞ্জিদ লিখেন:

গত বছর (১৯৬২) নভেম্বর মাসের শেষদিকে হেনরী ফেরাউন আমার নিকট একটি চর্মখন্ড প্রেরণ করেন। তাতে কূফী লিপির মত অক্ষরে একটি লিপি উৎকীর্ণ ছিল । উক্ত চর্মখন্ডটির হেফাযতের উদ্দেশ্যে তার নীচে সবুজ বর্ণের কাপড় সাঁটিয়ে দিয়ে তা একটি ফ্রেমের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে সে বস্ত্রখন্ডটি পঁচে গিয়েছিল। কেবল ফ্রেমের সাহায্যই চর্মখন্ডটি নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল । যখন আমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে তার পাঠোদ্ধারে মনোযোগী হলাম তখন আমার নিকট এ রহস্যটি উন্মোচিত হলো যে, আসলে এটিই মহানবী (স) এর সেই মুবারক

www.pathagar.com

পত্র যা তিনি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নামে প্রেরণ করেছিলেন এবং যা দিয়ে তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

আমার জীবনে এটি ছিল পরম সৌভাগ্যক্ষণ যখন আমি মহানবী (স) এর ঐ মুবারক পত্রখানা পাঠ করলাম। এ পত্রখানির অক্ষর ও শব্দমালার গবেষণা কর্মে আমি গত কয়েকমাস সময় অতিবাহিত করেছি। আমি এ সংক্রান্ত ইতিহাস ও নবী চরিত এর উৎসস্থানীয় মৌলিক গ্রন্থাদি পাঠ করে পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে আমার গবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি। হিজরতের পর রসূলুল্লাহ্ (স) আরব উপদ্বীপের রাজা বাদশাহ্গণ এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের শাসকদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। যাঁদের নামে তিনি দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন:

(১) বাহরায়ন, ওমান ও ইয়েমেনের বাদশাহগণ। এঁদের সকলেই ছিলেন পারস্য সম্রাটের প্রভাবাধীন।

(২) বালকা ও হাওরানের গাস্সানী বাদশাহ্গণ - এঁরা ছিলেন বাইযানটাইন সম্রাটের অধীনস্থ।

হিরাক্লিয়াস ছিলেন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অধিপতি। সিরিয়া ছিল তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। মুকাওকিসও ছিলেন তাঁরই পক্ষ থেকে মিসরের গভর্ণর। নাজাশী ছিলেন হাবশা তথা ইথিওপিয়ার বাদশাহ্। কিসরা ছিলেন পারসিক সাম্রাজ্যের সম্রাট। ইরাক ও ইরান তাঁর অধীনে ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আরবদের লিখনপদ্ধতি বা লিখন সামগ্রী কী ছিল? প্রকাশ থাকে যে, আরবরা সেই সব বস্তুর উপরই লিখত, যা তাদের ওখানে পাওয়া যেত। যেমন- হাড়, পাথর, খেজুরপাতা ও চর্ম। চর্মগাত্রে লিখার প্রচলনই ছিল বেশি। উট ও হরিণের চর্মকে একেবারে পাতলা করে তাতে লিখা হতো। লেখার এই চর্মকে তাদের পরিভাষায় বলা হতো রাক্ব। ইংরেজীতে একে Parchment বলা হয়ে থাকে। কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার আগে এই রাক্ব চর্মেই লেখার প্রচলন ছিল এবং এটা অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হতো। তওরাত-ইঞ্জীল কিতাবাদি এই রাক্ব নামক বিশেষ ধরণের পাতলা চর্মেই লিখিত হতো। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসমূহকে পত্র লেখার সময় এ রাক্ব ব্যবহারের প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ(স) রাজা বাদশাহ্দের নিকট পত্র লিখতে এ রাক্বই ব্যবহার করেছিলেন। কুরআন শরীফের সূরা তীনে এ রাক্ব শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এভাবে :

وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ –

রাসূলুল্লাহ (স) ইয়েমেন, ওমান ও বাহরায়নের আরব সুলতানদের নিকট কাসেদ পাঠিয়ে তাদেরকে কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী রাষ্ট্রভুক্ত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানান। যে-সব অনারব বাদশহ্দের নিকট তিনি পত্র দেন, তাঁদের অনেকেই অত্যন্ত বিনম্র বিনীত আচরণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স) এর খেদমতে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মিসররাজ মুকাওকিস নবী করীম (স) -এর পত্রখানা চুম্বন

www.pathagar.com

করেন এবং তাঁর প্রেরিত উপঢৌকনসম্ভারের মধ্যে দু'জন কুমারীও ছিলেন যাঁদের একজন মারিয়া কিবতীয়া নবী সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।
অনুরূপভাবে বুসরার শাসকও নবী করীম (স) -এর রোম সম্রাটের নিকট প্রেরিত দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেন।মহানবীর পত্রের প্রতি তিনিও সম্মান প্রদর্শন করেন।

পক্ষান্তরে পারস্যসম্রাট কিসরা কেবল নবী করীম (স)-এর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হলো না , সে তাঁর পত্রখানার প্রতিও চরম তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। তার এ অহমিকার কারণ ছিল তার বিশাল সাম্রাজ্য। তার শাসনক্ষমতার দাপট আরব উপদ্বীপের পূর্ব প্রান্তস্থিত বাহ্‌রায়ন ও ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনুরূপভাবে দক্ষিণদিকে ইয়েমেন পর্যন্ত তারই শাসনাধীন ছিল।

ইরানে মজুসী বা যরথুস্তি ধর্ম তথা অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল। এটা ছিল আরবদের আকীদা - বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ জন্যে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইলো না যে আরবরা তাদেরকে এমন পত্র প্রেরণ করছে যাতে অন্য ধর্ম গ্রহণের দাওয়াত রয়েছে এবং তা' অগ্রাহ্য করলে শাস্তির সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছে । রাসূলুল্লাহ্(স) পারস্যের যে কিসরার নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন, পারস্য-সম্রাটদের মধ্যে সে ছিল অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী সম্রাট । ইরান, ইরাক, বাহরাইন ও ইয়েমেন পর্যন্ত তার রাজত্ব প্রসারিত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (স) যে বৎসর হিজরত করেন সে বছর ছিল খসরু পারভেজের রাজত্বের ৩২ তম বছর। হিজরতের কয়েক বছর পর যখন তিনি পত্র প্রেরণ করেন. তখন তার রাজত্বের ২৯ তম বছর চলছিল।

রসলুল্লাহ্ (স) -এর দূত যখন ইসলামের দাওয়াতসম্বলিত পত্র নিয়ে তার দরবারে উপস্থিত হলেন তখন সে তা পাঠ করে শুনানোর এবং সাথে সাথে তার অনুবাদ করার আদেশ দেয় । পত্রখানা পড়ে শুনানো শুরু হলো, কিন্তু তা পাঠ শেষ না হতেই সে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তা ছিঁড়ে ফেলে এবং সম্রাটসুলভ জোশে গর্জে উঠে ; ঐ ব্যক্তিটি আমাকে এহেন পত্র লিখেছে অথচ সেও আমার গোলাম বৈ নয়!

কিসরা নবী করীম (স)-কেও ঐ রকমই একজন অধীনস্থ শাসক বলে ধারণা করেছিল যেমনটি বাহরাইন, ওমান ও ইয়েমেনের শাসকরা নিজেদেরকে বাদশাহ্ বলে অভিহিত করতেন; অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা কিসরার হাতেই ন্যস্ত ছিল।

কিসরা পত্রের প্রথম ছত্রের ধরনকেই নিজের মর্যাদার পরিপন্থী বলে ধারণা করে। সে লক্ষ্য করলো যে তাতে লিখিত রয়েছে :
' মুহম্মদের পক্ষ থেকে কিসরার প্রতি।' মুহম্মদ (স) তাঁর নিজের নাম দিয়ে পত্র শুরু করেছেন, এটা ছিল তার একটা অবমাননা। দ্বিতীয়ত: প্রেরক ও প্রাপক উভয়ের নাম একই ছত্রে একই মর্যাদায় রাখা হয়েছে। কিস্‌রার ধারণামতে, মনিব ও গোলামের এই সমতা ছিল রীতিমত অবমাননাকর।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্‌র (স)-এর কিসরাকে লিখিত পত্রের কাসেদ ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহ্‌মী কারশী (রা) । ইতিপূর্বে তিনি বহুবার ইরান সফর করেছেন। তাঁর এই পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্যই হুযুর (স) তাঁকে ইরানের দৌত্যকর্মের জন্যে মনোনীত করেছিলেন।

পত্রখানা পাঠ সমাপ্ত না হতেই কিসরা পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দিল। ইরানে হুযাফা সে দৃশ্য অবলোকন করে নবী-দরবারে ফিরে আসেন এবং তাঁকে কিসরার অবমাননাকর আচরণ সম্পর্কে অবহিত করেন। অমনি নবী করীম (স) বললেন: আল্লাহ্ তার রাজত্ব ধ্বংশ করুন !

সত্যি সত্যি তাই হয়েছিল। এ ঘটনার পর একটি মাস অতিক্রান্ত না হতেই খসরু পারভেজের পুত্র শেরোইয়া তাকে হত্যা করে এবং তাত্থেকেই ঐ সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্রের ব্যাপারে কিসরার আচরণকে বলা হয়েছে মায্‌ক (مزق) , কেউ কেউ একে শাক্ব (شق)ও বলেছেন, কিন্তু আরবী ঐ শব্দদ্বয় (افناء) বা নিশ্চিহ্ন ও অস্তিত্বহীন করে দেওয়ার অর্থ বহন করে না। রাসূলুল্লাহ্ (স) এর পত্রখানা লিখিত ছিল চর্মগাত্রে। চর্ম একটি বেশ শক্ত বস্তু, তাই তা ছিঁড়ে ফেলে দিলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মত নয়। হাঁ, যদি তার উপর পানি ঢেলে দেয়া হতো, তা হলে হয়তো অক্ষরগুলো মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হতো। যদি তা কাগজের উপর লিখিত হতো তা হলে হয়তো ছিঁড়ে তা' নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যেতো। কিন্তু তা' তো ছিল চর্মের উপর এবং তাও উত্তম চর্মের উপর । তাই যতদূর মনে হয়, কিস্‌রা যখন তা ছিঁড়ে তাচ্ছিল্যভরে ফেলে দেয়, তখন তা উঠিয়ে এনে ইবনে হুযাফা নবী করীম (স)- এর দরবারে পুনরায় পেশ করেছিলেন। যদি নবীর কাসেদ তা সেখানে রেখেই আসতেন এবং কিস্‌রা বা তার লোকজন তা রেখে দিত তা হলে প্রাচীন ইতিহাস ও সীরতগ্রন্থসমূহ অবশ্যই তা' উল্লেখিত থাকতো - যেমনটি নাজাশী, মুকাওকিস ও হিরাক্লিয়ারের নিকটে লিখিত পত্রসমূহের ব্যাপারে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাঁরা সে পত্রগুলি নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করেন।

রসূলুল্লাহ্ (স) এর কিস্‌রাকে লিখিত পত্রখানি ইতিহাসগ্রন্থ, অলংকারশাস্ত্র গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহে অত্যন্ত মশহুর। যে সব গ্রন্থে এ পত্রখানির উল্লেখ রয়েছে, অব্যয় জাতীয় অক্ষর ও বিকল্পবোধক শব্দ ব্যবহারের ঈষৎ পার্থক্য ছাড়া তার সবগুলোই প্রায় অভিন্ন । আমরা প্রথমে তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখিত পত্রের পাঠটি উদ্ধৃত করছি:

পত্রের পাঠ (Text) ও মূল-এর আলোকচিত্র ১৫ এর পাতায় দেখুন।
এখানে আর পুনরাবৃত্তি করা হল না।

www.pathagar.com

ইতিহাস পাঠে কয়েকটি ব্যাপার সামনে আসে:

(১) রসূলুল্লাহ্ (স) একজন দূতকে কিস্‌রার দরবারে প্রেরণ করেছিলেন।

(২) ঐ দূত ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহ্‌মী (রা)।

(৩) বিন হুযাফা (রা) যখন রসূলুল্লাহ্ (স) এর প্রেরিত পত্রখানা কিস্‌রার কাছে হস্তান্তর করলেন, তখন তা তার নিকট অসহনীয় ঠেকে এবং সে এমনি ক্রুদ্ধ হয় যে, দোভাষীকে তার পাঠ সম্পন্নও করতে দেয়নি বা অন্যান্য রাজা বাদশাহ্‌দের মতো সে পত্রখানা নিজের কাছে সংরক্ষণও করেনি।

(৪) রসূলুল্লাহ্ (স)-এর উক্ত পত্রখানার পাঠ অত্যন্ত মশহুর ছিল। ইসলামী মৌলিক ও উৎস স্থানীয় গ্রন্থসমূহে তা সু-সংরক্ষিত রয়েছে। অলংকার শাস্ত্রের অনেক লেখকও বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৃষ্ট নমুনা স্বরূপ তা পেশ করেছেন। হেনরী ফেরাউন প্রেরিত পত্রখানা বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাপারে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারি যে, তা হুযুর (স) এর আসল পত্রই। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে:

(১) এ পত্রখানা একখানা উত্তম ' রাক্ব ' বা চর্মগাত্রে লিখিত। এটা অনেকটা খাকী রঙের এবং এর প্রান্তভাগ কিছুটা কৃষ্ণাভ ।

(২) এর আকৃতি অনেকটা আয়তাকার অর্থাৎ তা অনেকটা দীর্ঘাকৃতির । এর প্রান্তভাগ অসম। নীচের অংশ উপরের অংশের চাইতে কম চওড়া। এর দৈর্ঘ্য ২৮ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ সাড়ে একুশ সেন্টিমিটার।

(৩) এতে পনেরটি ছত্র রয়েছে। সবগুলি ছত্রের দৈর্ঘ্য সমান নয়।

(৪) ছত্রগুলি যেখানে শেষ হয়েছে তারই নীচে একটি গোলাকৃতি সীলমহরের চিহ্ন রয়েছে।

(৫) এ পত্রখানাদৃষ্টে ধারণা করা হয় যে, উপর দিক থেকে নিচের দিকে পানি বইয়ে দেওয়া হয়েছে- যার দরুন কোন কোন হরফ মিটে গিয়েছে আবার কোন কোনটি আবছা হয়ে গেছে। এর সীল মহরও একেবারে মিটে গেছে. তবে এর মধ্যবর্তী স্থানে একটি ' রা - (ر) অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সম্ভবত এটি 'রাসূল' শব্দের ' রা' অক্ষর হবে; কেননা নবী করীম (স) এর সীলমহরের মধ্যে সর্ব নীচের ছত্রে মুহম্মদ, মধ্যবর্তী লাইনে রাসূল এবং সর্বউপরের ছত্রে আল্লাহ্ শব্দটি অঙ্কিত ছিল।

(৬) এই পত্রের ডানদিকের তৃতীয় ছত্রের শুরু থেকে ছত্রের মধ্য পর্যন্ত ছিঁড়া রয়েছে। তারপর প্রস্থের দিকে আর ছেঁড়া নেই কিন্তু দৈর্ঘ্যের দিকে দশম ছত্র পর্যন্ত তা ছেঁড়ার দাগ রয়েছে।

(৭) পত্রের এই ছেঁড়াকে অত্যন্ত পাতলা চামড়া দ্বারা সেলাই করে মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু ঐ নতুন সংযোজিত চর্ম রাক্ব এর মত মূল্যবান ও টিকসই নয়, বরং মামুলী চামড়া। মূল পত্রে ব্যবহৃত চর্মের তুলনায় পরবর্তীতে সংযোজিত এ চর্মের বয়স যে কম, তাও সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

(৮) পত্রের লিখনপদ্ধতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে তা একান্তই প্রাথমিক ও অনুন্নত লিখনপদ্ধতির যুগে লিখিত। এ জন্যে তাতে কোন শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য বা বিন্যাস পরিলক্ষিত

www.pathagar.com

হয় না। ছত্রগুলোও সোজা নয়। উপরন্ত তার লিখনপদ্ধতির সে যুগটিকেও চিহ্নিত করার জন্যে সহায়ক।

এর কোন কোন ছত্রের শেষে লক্ষ্য করা যায় যে, একটি শব্দ হয়তো ঐ ছত্রে শুরু হয়েছে, শব্দটির অপূর্ণ অংশ পরবর্তী ছত্রে লিখে সম্পর্ণ করা হয়েছে। ঐ যুগের লিপিমালায় কোন নোক্তা ব্যবহৃত হতো না। উক্ত পত্র খানাতেও কোন নোক্তা ব্যবহৃত হয়নি। তার পাঠ (Text) এবং ছত্রসমূহ ছিল এরূপ:

بسم الله الرحمن (১) বিসমিল্লাহির রাহ্মানি

الرحيم من محمد عبد الله و (২) আর রাহীম মিন মুহাম্মাদিন আবদিল্লাহি ওয়া

رسوله الى كسرى عظيم فا (৩) রাসূলিহী ইলা কিস্‌রা আযীমি ফা

رس سلام على من اتبع الهد (৪) রিসি সালামুন আলা মানিৎ তাবা'আল হুদ-

ى وامن بالله ورسوله و (৫) । ওয়া আমানা বিল্লাহি ওরাসূলিহি ওয়া

شهد ان لا اله الا الله و (৬) শাহেদা আল্‌লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-

حده لا شريك له وان محمد (৭) হ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু ও মুহাম্মাদ

عبده ورسوله ادعوك (আলিফ বা 'ন' অংশটি নেই)

بدعاية الله فاننى انا رسو (৮) আবদুহূ ও রাসূলুহূ আদ্‌'উকা

ل الله الى الناس كافة (৯) বি-দি'আয়াতিল্লাহি ফা- ইন্নানী আনা রাসূ

لانذر من كان حيا ويحق (১০) লু ল্লাহি 'আলান্ না-সি কা-ফ্‌ফাতান

القول على الكافرين ا (১১) লি- উনযিরা মান কা-না হাইআন ওয়া ইয়াহিক্কা

سلم تسلم فان ابيت فا (১২) আল- কাওলু 'আলাল কা-ফিরীন আ -

نما عليك اثم المجو (১৩) স্‌লিম্ তাস্‌লিম ফা-ইন আবাইতা ফা- ই -

(১৪) ন্নামা 'আলাইকা ইছমুল মাজূ

(১৫) সি্

س

এখানে সীলমহর অঙ্কিত - যার মধ্যের ছত্রের ' রা ' (ر) অক্ষরটি রয়েছে।

হেনরী ফেরাউনের নিকট রক্ষিত উক্ত প্রাচীন দলীলকে যখন আমরা সেই সব প্রাচীন ইসলামী কিতাবসমূহে উল্লেখিত পত্রের সাথে মিলিয়ে দেখি, তখন আমরা তাতে অপূর্ব মিল দেখতে পাই। মামুলী কিছু তফাৎ তাতে দৃষ্ট হয়- যা একান্তই উপেক্ষণীয়। যেমন;

(১) উক্ত দলীলে ' মিন মুহাম্মাদিন আব্‌দিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী' রয়েছে, আর কিতাবসমূহের বর্ণনায় শুধু রাসূলিল্লাহ্ আছে' (আবদিল্লাহ্ নেই) । কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স) এর হিরাক্লিয়াস ও মুফাওকিসকে লিখিত পত্রদ্বয়ে এরূপই আছে - যাতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত দলীলখানার শব্দগুলোই যথার্থ।

(২) উক্ত দলীলে ' বি- দিআয়াতিল্লাহ্ ' আর কিতাবসমূহে ' বি- দুআইল্লাহি' আছে। কিন্তু উক্ত দলীলের শব্দই বিশুদ্ধতর মনে হয়; কেননা, আবূ নুআয়ম ইস্ফাহানী হুবহু রয়েছে। উক্ত দলীলের পাঠ (মতন) যে সহীহ্ তা বুঝাবার জন্যই কেবল আমরা

www.pathagar.com

একথা লিখছি। নতুবা দিআয়াত, দুআ ও দাইয়া তিনটি শব্দই অর্থের দিক থেকে অভিন্ন।

(৩) উক্ত দলীলে এবং কিতাবসমূহের বর্ণনায় ' ফা - ইন আবাইতা' শব্দ আছে। কেবল ইব্ন কাছীরের বর্ণনায় শব্দটি ' ফা-ইন তাওয়াল্লাইতা' আছে। যেহেতু উভয় শব্দই সম অর্থবোধক তাই এব্যাপারে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

(৪) উক্ত দলীলে ' ফা- ইন্নামা ' আলাইকা ইছমুল মাজুস' রয়েছে আর কিতাবসমূহে আছে, ' ফা-ইন্না ইছমাল মাজুসে ' আলাইকা'। দলীলের মতনে ইন্না শব্দের সাথে 'মা' যুক্ত রয়েছে এবং তার পূর্বে ' আলাইকা রয়েছে। এটা কুরআন শরীফের শব্দপ্রয়োগ পদ্ধতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল । যেমন কুরআন শরীফে আছে- ফা- ইন তাওয়াল্লাও ফা ইন্নামা আলাইকাল বালাগুল মুবীন (১৬: নাহ্ল: ৮২)

কুরআনী বর্ণনাভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য থাকায় উক্ত দলীলখানার মতন (Text) অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এ সামান্য শাব্দিক পার্থক্যে অর্থগত কোন তফাৎ হচ্ছে না। শব্দের গরমিল হওয়ার কারণ হচ্ছে সেই সব কিতাবের লেখক-সংকলকগণ যাঁদের কিতাব থেকে এ পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। (মানুষ হিসাবে তাদের এক আধটু স্মৃতি বিভ্রম হতেই পারে।)

এবার আমরা উক্ত পত্রখানার লেখনপদ্ধতি সম্পর্কে একটু আলোকপাত করবো। উল্লেখ থাকে যে, আরবী লিপি সনাক্ত করার বিদ্যাটি একটি আধুনিক বিজ্ঞান। এ ব্যাপারের বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা একেবারে হাতের আঙ্গুলে গোনা যায়। এটা অত্যন্ত কষ্ট ও সাধনাসাপেক্ষ জ্ঞান। এ জন্যে সর্বপ্রথম লিপিমালাসমূহের নমুনা ও পাঠোদ্ধারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান এবং যুগের বিবর্তনে এগুলোর মধে বিভিন্ন যুগে যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে, বিভিন্ন যুগের লিপিমালাসমূহ সম্মুখে রেখে এগুলোর নিকট সম্বন্ধ নির্ণয় করা দরকার হয়। এটা কোন সহজসাধ্য কাজ নয়। প্রাচীন যুগের লিপিমালাসমূহের সাথে সামাঞ্জস্যশীল সে নমুনাসমূহ খুঁজে বের করাও চাট্টিখানি কথা নয়। এ উন্নত আধুনিক যুগে আরবী লিপিমালা সংক্রান্ত জ্ঞান একটি আধুনিক বিজ্ঞানের মর্যাদা রাখে।

আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, আরবী বর্ণমালার সুদীর্ঘ যুগপরিক্রমা ও বিবর্তন সম্পর্কে অধ্যয়ন করার দুর্লভ সুযোগ আমার হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ সফরকালে আমি প্রত্যেকটি যুগের আরবী লিপিমালা সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছি। সুদীর্ঘকাল এ ব্যাপারে গভীর অধ্যয়নের পর আমি আরবী বর্ণমালা ও লিখনপদ্ধতি সম্পর্কে একটি বিরল গ্রন্থ রচনা করেছি -যার প্রথম খন্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত জানাশোনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে আমার পক্ষে উক্ত দস্তাবেযের লিপিমালার সময়কাল নির্ধারণ করে আমার অধ্যয়নের ফলাফল বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সম্ভবপর হয়েছে।

www.pathagar.com

সে সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে:

(১) এটা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাক্-ইসলামী যুগের এবং ইসলামের আবির্ভাব-উত্তর যুগের আরবী হেজাযী বর্ণমালা হচ্ছে নাবতী বর্ণমালার সর্বশেষ রূপ।

(২) ইসলামের আবির্ভাবকালে হেজাযের বর্ণমালা কূফী বর্ণমালা ছিল না । কেননা, কূফী বর্ণমালা কূফার সাথে সম্পৃক্ত আর কূফার উদ্ভব হয়েছে ১৬ হিজরী সনে। তার পরেই কূফী বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে।

(৩) আরবরা জাহেলিয়তের যুগে এবং ইসলামের প্রথম যুগে একে মক্কী লিপিমালা বলে অভিহিত করতো। কিন্তু হিজরতের পর যখন ইসলামী রাষ্ট্র মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন মাদানী লিপিমালার প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

(৪) মাদানী লিপিমালার আয়ুষ্কাল খুব দীর্ঘ নয়। হযরত উছমান (রা) এর খিলাফত আমলের শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব টিকে রয়েছিল। তারপর হযরত আলী (রা) এর খিলাফত আমলে যখন কূফা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো এবং উমাইয়া শাসকরাও তার উন্নতি বিধান করলেন, তখন কূফী বর্ণমালা এসে তার স্থান দখল করে নেয় এবং সর্বত্র তা' প্রচলিত হয়ে যায়।

(৫) উক্তদস্তাবেয (মানে নবী করীমের উক্ত পত্রখানা) যদি নবী করীম (স) এর যুগের হয়ে থাকে, তা হলে তার বর্ণমালা বা লিখনপদ্ধতি অবশ্যই মাদানী বর্ণমালার হতে হবে; কেননা, মদীনায় হিজরতের ৭ বছর পরে তা' লিখিত হয়েছিল।

(৬) উক্ত দস্তাবেযকে নবী করীম (স) এর যুগের দলীলরূপে স্বীকার করলে তার পরিচয়ের একমাত্র কষ্টিপাথর হচ্ছে ঐ দলীলকে সেই লিপিসমূহের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে সেগুলো প্রাক-ইসলামী যুগে, ইসলামের প্রথম যুগে এবং নবী করীম (স) এর যুগে লিখিত হয়ে আমাদের যুগ পর্যন্ত টিকে রয়েছে।

(৭) আমাদের সম্মুখে 'নক্শে যুবদ' এর ৫১২ রালে লিখিত এবং ৫৬৩ সালে লিখিত 'নক্শে হুরান' মওজুদ রয়েছে যা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলমান নাবাতী লিপিতে লিখিত

আমরা যখন উপরোক্ত দুটি লিপিমালার সাথে উক্ত দলীলের লিপিকে মিলিয়ে দেখি, কখনো মনে হয় তা যেন হুবহু ঐ লিপি, আবার কখনো তাতে সামান্য ফারাক দেখা যায় - যা যুগের বিবর্তনের ফলে হয়ে থাকবে।

(৮) আমরা মদীনার নিকটবর্তী সালা' পর্বতগাত্রে ইসলামের প্রথম যুগের লিপি উৎকীর্ণ দেখতে পাই। তাতে আবূ বকর (রা), উমর(রা) ও আলী (রা) এর নামসমূহ উৎকীর্ণ রয়েছে। এর লিখনকাল হচ্ছে ৪ হিজরী / ৬২৬ খ্রী:। সালা পর্বতের উক্ত লিপিকার সাথে আমাদের আলোচিত দলীলের লিপিমালার হুবহু মিল রয়েছে।

(৯) ২২ হিজরীতে লিখিত একটি লিপিও আমাদের হস্তগত হয়েছে। এটা হযরত আমর ইবনুল ' আস (রা) এর অধীনস্ত কোন সিপাহসালারের পত্র যা আরবী ও হিব্রু উভয় ভাষায়ই লিখিত। আমরা যখন উক্ত লিপির সাথে উক্ত দলীলকে মিলিয়ে

www.pathagar.com

দেখলাম, তখন তাতে অক্ষরগুলোর অবয়বের মিল রয়েছে দেখতে পাই। অবশ্য ২২ হিজরীতে লিখিত লিপিটি কিছুটা উন্নত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

(১০) আমাদের কাছে একটি সমাধিতে উৎকীর্ণ লিপিও রয়েছে যা ৩১ হিজরীতে মিশরে আবদুর রহমান ইবনে খায়রের শিলালিপিরূপে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। দস্তাবেযের সাথে তা মিলিয়ে কোন কোন হরফের মধ্যে বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাই।

আমরা এমনও করেছি যে, একটি ছক একে তাতে এ যাবৎ প্রাপ্ত লিপিসমূহের হরফগুলোকে সাজাই। তারপর এর পাশাপাশি আরেকটি ছকে উক্ত দাস্তাবেযের হরফগুলোকে সাজালাম। এ রূপ নিরীক্ষার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে দস্তাবেযের (মানে রাসূলল্লাহ্‌র পত্রের) বর্ণমালা একান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের, এতে কোন পারিপাট্য নেই এবং তা হচ্ছে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হেজাযে যে লিপিমালা প্রচলিত ছিল তাই আর এটাই হুযুর (স) এর যামানা ছিল ।

(১১) আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, মাদানী লিপিমালার আয়ুষ্কাল ছিল প্রায় ৩৫ বছর। অর্থাৎ হিজরত থেকে নিয়ে উছমান (রা) এর খিলাফত আমলের শেষ অবধি। তারপরই কূফী লিপির প্রাধান্য সূচিত হয়। তার একটি শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে তায়েফের সেই লিপি যা হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর আদেশে লিখিত হয়েছিল । আর এটা হচ্ছে ৫৭ সালের ঘটনা । উপরোক্ত দলীলপ্রমাণের দ্বারা এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের আলোচ্য দস্তাবেযের লিখন কার্য হিজরী ৭ থেকে ৩৫ সালের মধ্যে কোন এক সময়ে সম্পন্ন হয়ে থাকবে।

(১২) যেহেতু ৭ থেকে ৩৫ হিজরী সালের মধ্যে নবী করীম (স) এর কোন জীবনীপুস্তক লিখিত হয়নি যে, কেউ রসূলুল্লাহ (স) এর উক্ত পত্রের একটা কপি উক্ত উদ্দেশ্যে নকল করে রেখেছেন বলে সন্দেহ করা হবে, তাই আমরা নি:সন্দেহ হয়ে বলতে পারি যে, এটাই রাসূলুল্লাহ্‌ (স) এর সেই পত্র যা তিনি কিস্‌রার প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। নবীকরীম (স) এর উক্ত পত্রখানার আলোকচিত্র সম্মুখে রয়েছে। রাক্ক - চর্মপত্রের ছিঁড়া ও সেলাই দ্বারা তার মেরামতও লক্ষ্যণীয় । কিস্‌রা পত্রখানার প্রথম বাক্যটি শুনেই প্রথমে হুযুর (স) এর নাম তারপর কিস্‌রার নাম সহ্য করতে পারেনি। সে একে তার জন্য অবমাননাকর মনে করে পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে। যতদূর মনে হয়, তার দরবারের কোন লোক তা' উঠিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করে অথবা স্বয়ং দূত আবদুল্লাহ বিন হুযাফাই চুপিসারে তা উঠিয়ে নেন যাতে করে তা' কারো পদতলে না পড়ে যায়। এমনও হতে পারে, রসূলুল্লাহ্‌র কাসেদ ভেবেছেন, মুখে এ অপ্রীতিকর সংবাদটি দেওয়ার চাইতে উক্ত জীর্ণদশাগ্রস্থ পত্রখানাই কিস্‌রার জবাবরূপে নবী- দরবারে পেশ করবেন। নবী-করীম (স) এর প্রতি সাহাবীগণের যে ভক্তি ও ভালবাসা ছিল, তাতে এরূপ করাটা আদৌ বিচিত্র নয়। - দ্র. মক্‌তুবাতে নবভী (পৃঃ ১৫১ - ১৬৫)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হজ্ব পালন করা ইসলামের ইবাদত সমূহের অন্যতম

এক থেকে দশ বছর সময়ের মধ্যে
পবিত্র হজ্ব পালনে আগ্রহীগণ মাসিক কিস্তিতে
হজ্বের সঞ্চয়
গড়ে তুলতে পারেন
এবং

কাঙ্খিত সময়ের
মধ্যে হজ্ব পালন
করতে পারেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আল বারাকা ব্যাংকের
যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন।

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
(শরীয়া ভিত্তিক একটি ইসলামী ব্যাংক)
৬৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬৩৭৬৮-৯, ৯৫৬৫০৩১-২